দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

দীন
চণ্ডীদাসের পদাবলী

প্রথম খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ.
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩৪১ বঙ্গাব্দ

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল.,

ব্যারিষ্টার-এট্-ল, এম. এল. সি. মহোদয়ের করকমলেষু

বিজ্ঞতম,

আপনার উৎসাহে ও আনুকূল্যে দীন **চণ্ডীদাসের পদাবলী** এত শীঘ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থ আপনারই করকমলে অর্পণ করিয়া সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিলাম।

বিনীত

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

ভূমিকা

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ চৈতন্যদেব আস্বাদন করিতেন (চরিতামৃত, মধ্যের দ্বিতীয়ে), অতএব ধারণা করা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের উদ্ভব চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেই হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে চৈতন্য-দেব সম্বন্ধে, এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বহু পদ রচিত হওয়াতে পদাবলী-সাহিত্যের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ কবির রচনা হইতে সংগৃহীত পদের সমাবেশে পদকোষগ্রন্থের সঙ্কলন-কার্য্যও আরব্ধ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি" গ্রন্থখানিই সুপ্রাচীন, কিন্তু ইহাতে চণ্ডীদাসের একটি পদও সংগৃহীত হয় নাই।* খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর রাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক "পদামৃত-সমুদ্র" নামক বৃহৎ পদকোষগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। তাহাতে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের পদের সহিত চণ্ডীদাসের ৯টি মাত্র পদ সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় এই সময়েই বৈষ্ণবদাস কর্ত্তৃক সুবৃহৎ "পদকল্পতরু" সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে ৩১০১টি পদ সংগৃহীত আছে, তন্মধ্যে চণ্ডীদাসের পদের সংখ্যা ১১৮। অন্যান্য সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে গৌরসুন্দর দাসের "কীর্ত্তনানন্দ," দীনবন্ধুদাসের "কীর্ত্তনামৃত," নিমানন্দদাসের "পদরসসার," এবং কমলাকান্ত দাসের "পদরত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইরূপে বিভিন্ন কবির রচনা হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া প্রাচীনকালে পদকোষসকল সঙ্কলিত হইয়াছিল।

* সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

তারপর আধুনিক যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ঐ সকল গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁহারা পদ-সঙ্কলনে ব্রতী হন। তন্মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ," জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "গৌরপদ-তরঙ্গিনী," এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "পদ-রত্নাবলী" শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রসজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সময়ে বিভিন্ন কবির পদ সংগ্রহ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে তাঁহাদের পদাবলী সঙ্কলিত করিবার চেষ্টাও আরম্ভ হইয়াছিল। তাহারই ফলে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের পদাবলী নানাভাবে সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত "চণ্ডীদাস" নামক গ্রন্থখানি এক সময়ে নানা কারণেই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে রমণীবাবু লিখিয়াছেন যে, পদ-কল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পলতিকা, ক্ষণদা, গীতরত্নাবলী, লীলাসমুদ্র, গীতকল্পতরু, পদার্ণবসারাবলী প্রভৃতি সুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে যত্নের সহিত পদ সংগ্রহ করিয়া তিনি ঐ গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংস্করণে ৩০১টি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে ৩৪০টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎকালে চণ্ডীদাসের পদাবলীর ইহাই ছিল বৃহত্তম সংস্করণ।

তৎপরে নীলরতনবাবু চণ্ডীদাসের পদাবলী-সঙ্কলনে ব্রতী হন। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় এ প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থগুলি হইতে পদ স তাঁহার "চণ্ডীদাস" প্রকাশিত করিয়া নীলরতনবাবু নূতন পদ সংগ্রহের জন্য অ হইয়া চণ্ডীদাস-রচিত অনেকগুলি পালাগানের তর

হন, তাহাতে অ-পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রায় ৫০০ নূতন পদ ছিল, অর্থাৎ রমণীবাবুর "চণ্ডীদাসে" যে ৩৪০টি পদ প্রকাশিত হইয়াছিল তদতিরিক্ত আরও প্রায় ৫০০ নূতন পদ তিনি ঐ সকল পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের ৮৪৭টি পদ-সংবলিত এক সুবৃহৎ পদাবলী প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানকালে ইহাই চণ্ডীদাসের পদাবলীর বৃহত্তম সংস্করণ বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে।

ইহার পরেও চণ্ডীদাসের অনেক নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চণ্ডীদাস-রচিত "শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা" নামক পালাগানের ৬৩টি নূতন পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পদগুলি নীলরতনবাবুর "চণ্ডীদাসে" স্থান লাভ করে নাই। তারপর ১৩২৩ বঙ্গাব্দে চণ্ডীদাস-রচিত ৪১৫টি পদের এক বিরাট্ গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামে প্রকাশিত হয়। এই পদগুলিও সম্পূর্ণ নূতন। ইহার পরে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালার ২৩৮৯ এবং ২৯৪ সংখ্যক পুঁথিদ্বয়ে চণ্ডীদাসের প্রায় ১১০টি নূতন পদের সন্ধান পাই। এই পদগুলি ১৩৩৩-৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত পুঁথিদ্বয়ের বিস্তৃত বিবরণ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আমরা দেখাইয়াছি যে, ঐ দুইখানি পুঁথিতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর তিনখানা প্রাচীন পুঁথির পত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, আর তাহাদের একখানাতে যে চণ্ডীদাসের দুই সহস্রের অধিক পদ সন্নিবিষ্ট ছিল তাহার নিদর্শনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের এতগুলি পদের সন্ধান এ পর্য্যন্ত আর কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাস যে এত অধিক সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বে এই ধারণাও কেহ করিতে পারেন নাই। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় অনুসন্ধান করিয়া আমি বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাসের পুঁথি প্রাপ্ত হই। এই পুঁথিদ্বয়ের বিবরণ যথা-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে [illegible]ব্দের তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কলিকাতা [illegible]ণ্ডীদাসের পদাবলীর আরও একখানা অতি [illegible]পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। সেই পুঁথিখানা রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একখানা প্রাচীন পুঁথির পরিবর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। তাহাতে চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলার কতকগুলি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পুঁথিতে ৬২টি পদ আছে, কিন্তু দীনেশবাবুর পুঁথিতে তদতিরিক্ত আরও ৪০টি পদ পাওয়া গিয়াছে। এই পদগুলি ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়াতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এক মহা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা"র নবাবিষ্কৃত পুঁথির পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"গ্রন্থকারের নাম চণ্ডীদাস শুনিলেই বিদ্যাপতির সমসাময়িক বাসুলী-সেবক, রজকী রামীর সাধক-নায়ক কবিরাজ বড়ু চণ্ডীদাসকে মনে পড়ে, কিন্তু আমি যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে এখানিকে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাকে) সে চণ্ডীদাসের রচনা বলিতে একটুকুও সাহস হয় না।" (ঐ, ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তারপর ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন?"

এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, যখন পদাবলীতে বড়ু, দীন, দীনহীন, দ্বিজ, আদি, কবি প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত চণ্ডীদাসের পদ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। তখন এইসকল ভণিতাযুক্ত পদ একই চণ্ডীদাস-রচিত কিনা, এই প্রশ্নই সকলের মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সমাধানকল্পে তখনও বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয় নাই। নীলরতনবাবু তাঁহার "চণ্ডীদাসের" ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, এই বিষয় লইয়া "অতটা বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই" (ঐ, ৫ পৃঃ)। তারপর চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত দুই হাজারের অধিক পদের সন্ধান পাইয়া আমি ঐ পদগুলি পরীক্ষা করিতে ব্যাপৃত হই, এবং এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, দীন চণ্ডীদাস নামে একজন কবি চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৩শ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির বিবরণ সহ আমার উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। ইহা ১৩৩৩ এবং ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর ১৩৩৪ এবং ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের "প্রবাসী" পত্রে, ১৩৩৬ এবং ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের "পঞ্চপুষ্পে," ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "আর্টস্-জার্নাল" নামক পত্রে ১৯২৭-৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চণ্ডীদাস ও তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধীয় আমার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"Manindra Babu has done a great service by showing that Dīna Chaṇḍīdāsa was a different person than the old Chaṇḍīdāsa so much admired by the great Reformer Chaitanya, and that Dīna belonged to a much later age. This explains the great difference of language and thought in the songs which go under one name that of Chaṇḍīdāsa." তারপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পদকল্পতরুর যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় উক্তগ্রন্থের সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"মণীন্দ্রবাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৪ সালের ১ম ও ২য় সংখ্যায় "দীন চণ্ডীদাস" শীর্ষক তিনটি গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা উত্তমরূপে প্রমাণিত করায় 'দ্বিজ চণ্ডীদাস,' 'দীন চণ্ডীদাস,' ও শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত বহুসংখ্যক এক শ্রেণীর পদের কবিত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়া থাকিলেও 'পদামৃতসমুদ্র,' 'পদ-কল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃত 'চণ্ডীদাস' ভণিতার উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র সমাদৃত পদের কৃতিত্ব নির্ণয়ের সমস্যা যে জটিল সে জটিলই রহিয়া গিয়াছে" (ঐ, ৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সতীশবাবু দীন চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও, কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের কৃতিত্ব নির্ণয়ের সমস্যা যে পূর্ব্ববৎ জটিল রহিয়া গিয়াছে তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেই আমাদের দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর মুদ্রণকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, অতএব এই গ্রন্থের ভূমিকাতেই চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে পারিব বলিয়া আমরা মাসিক পত্রিকাদিতে এই বিষয়ে আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত করি নাই। এখন এই ভূমিকায় চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কল্পিত সমস্যার সমাধানে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় প্রথম সমস্যা। পদাবলীতে "বড়ু," "দ্বিজ," "দীন," "আদি," "কবি" প্রভৃতি বিশেষণ-যুক্ত চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সমস্যা দাঁড়াইয়াছে এই যে, এইরূপ নানাপ্রকার ভণিতাযুক্ত পদগুলি একই চণ্ডীদাসের রচিত কিনা? এই বিষয়ের সুমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমেই দেখা উচিত, উল্লিখিত ভণিতাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ ভণিতা আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে। প্রথমে "কবি চণ্ডীদাস" ভণিতার পদগুলি লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। নীলরতনবাবুর সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ২৯১ সংখ্যক পদটি কবি চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। এই পদটি পদকল্পতরুর (পরিষৎ-সংস্করণ) দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৫-৬ পৃষ্ঠায়, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০ সংখ্যক পুঁথিতেও পাওয়া যাইতেছে। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ও প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতে এই পদটি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার "চণ্ডীদাসে" সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই সকল গ্রন্থে এই পদের শেষ দুই পঙ্‌ক্তির কি পাঠ ধৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

বিষ খাইলে দেহ যাবে, রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥
রমণীমল্লিকের চণ্ডীদাস

বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রহিবে দেশে।
কলঙ্ক ঘুষিব লোকে নিষেধিল চণ্ডীদাসে॥
বিপুঁ, ২৯২

বিষ-খাইলে দেহ জাবে রব রৈব দেশে।
বাশুলী আদেশে কহিব কহে চণ্ডীদাসে॥
ঐ, ২৯৮

বিষ খাইলে দেহ জাবে রব রহিবে দেষে।
বাশুলি আদেশে কবি কহে চণ্ডীদাসে॥
ঐ, ৩৩০০ সং পুঁথি

বিষ খাইলে দেহ যাইবে রব রহিবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥
নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস ৮

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই পদটি পদকল্পতরুতে এবং রমণীবাবুর চণ্ডীদাসে "দ্বিজ" ভণিতায় রহিয়াছে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ এবং ২৯৮ সং পুঁথিদ্বয়েও "কবি" ভণিতায় নাই। অতএব এই ভণিতাটি যে আদিতে কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কবি চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত আর একটি পদ "ছার দেশে বসতি হইল নাহিক দোসর জনা" ইত্যাদি। এই পদটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ১৬৪ পৃষ্ঠায়, পরিষৎ-সংস্করণের পদকল্পতরুর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪১-৪২ পৃষ্ঠায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০ সংখ্যক পুঁথিত্রয়ে, এবং রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে (২য় সংস্করণ, ১৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) পাওয়া যাইতেছে। এই সকল স্থানে পদটির ভণিতা যে ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসের গীত।
পতরু

বাশুলী কহয়ে বলে চণ্ডীদাস গীত।
পসং; বিপুঁ, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০

বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
রমণীবাবুর চণ্ডীদাস।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পদকল্পতরুতে এই পদটি "দ্বিজ" ভণিতায় আছে, আর নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিত্রয়ে "কবি" বা "দ্বিজ" এইরূপ কোন বিশেষণেরই উল্লেখ নাই, কেবল মাত্র রমণীবাবুর চণ্ডীদাসে, এবং পদকল্পতরুর পাঠান্তরে ও নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পাঠান্তরে "কবি চণ্ডীদাস" ভণিতা দৃষ্ট হয়। অতএব এই ভণিতাটি যে মূলে কিরূপ অবস্থায় ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের পদকল্পতরুর দ্বিতীয়-খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠায় "যখন পীরিতি কৈলা" ইত্যাদি পদটিও কবি চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। আবার এই পদটিই নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায় দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে। নীলরতনবাবু যে পাঠান্তর দিয়াছেন তাহাতেও দ্বিজ ভণিতাই দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ সংখ্যক পুঁথিতেও এই পদটি পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুঁথিতে ইহার শেষ দুই পঙ্ক্তি এই ভাবে আছে—

ধুবিনী-চরণ-রজে ধ্যান করি হিয়া মাঝে
চণ্ডিদাস করয়ে বিনতি॥

অতএব এখানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মূলে এই পদের ভণিতা কি ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

উপরে কবি চণ্ডীদাস ভণিতার তিনটি পদ লইয়া আলোচনা করা হইল, এবং প্রত্যেক পদের ভণিতাতেই নানপ্রকার বিশৃঙ্খলতার নিদর্শন পাওয়া গেল। যেখানে ভণিতারই কোন স্থিরতা নাই, সেখানে কবি চণ্ডীদাস ছিলেন কি না, ইহা আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না।

আদি চণ্ডীদাস। আদি চণ্ডীদাসের ভণিতাটি বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। ভণিতাতে যখন "আদি" শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই পদ এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন একাধিক চণ্ডীদাস প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, তাই "আদি" বিশেষণ দ্বারা একমাত্র সেই চণ্ডীদাসকে বুঝান হইয়াছে,

যিনি অন্যান্য চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কোন কবি নিজেকে "আদি" বিশেষণে প্রচারিত করিতে পারেন, যদি তাঁহার সময়ে একই নামের অন্য কোন্ কবির উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যেভাবে চণ্ডীদাসের কথা লিখিত আছে, তাহাতে প্রাক্-চৈতন্যযুগে মাত্র একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ধারণা করা যায়, পদকর্ত্তা দ্বিতীয় চণ্ডীদাস যে সেই সময়ে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায় না। অতএব আদি চণ্ডীদাসের পক্ষে "আদি" বিশেষণ দ্বারা নিজেকে চিহ্নিত করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এখন যে দুইটি পদে "আদি চণ্ডীদাস" ভণিতা রহিয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা করা যাউক। আদি চণ্ডীদাস ভণিতার একটি পদ নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পদটি পদকল্পতরুর তৃতীয় খণ্ডে (পরিষৎ-সংস্করণ, ৩৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), এবং রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসেও (২য় সংস্করণ, ৩০১-০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পাওয়া গিয়াছে। এই পদের শেষ দুই পঙ্ক্তি এইরূপ—

> পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
> আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন —"প্রাগুক্ত পঞ্চরস মধ্যে চণ্ডীদাসের মতে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার রস প্রধান।" অতএব এখানে "আদি" শব্দটি চণ্ডীদাসের বিশেষণ নহে, ইহা দ্বারা আদি বা শৃঙ্গার রসকে বুঝাইতেছে। সুতরাং এই পদটি অবলম্বন করিয়া আদি চণ্ডীদাসের কল্পনা করা অসঙ্গত।

আদি চণ্ডীদাস ভণিতার আর একটি পদ "পদসমুদ্র" হইতে উদ্ধৃত করিয়া রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাসে" সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন (২য় সংস্করণ, ২৭৭-৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই পদটি নীলরতনবাবু-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৩৩৭ পৃষ্ঠায়, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯১, ২৯২ সংখ্যক পুঁথিদ্বয়েও পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে এই পদের শেষ পঙ্ক্তি নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া যাইতেছে—

> দ্বিজ চণ্ডীদাস বিচারি কন।
> ঘট উঠাইলে যেমন মন॥
>
> ২৯২ সং পুঁথি।
>
> আদি চণ্ডীদাশে চারি বুঝান।
> মুড় উঠায়ল জামন মান॥
>
> ২৯১ সং পুঁথি
>
> আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
> মুঢ় উঠাইল জানিল মান॥
>
> পরিষদের চণ্ডীদাস
>
> আদি চণ্ডীদাসে চারি সুবুঝান।
> দাউ উঠাইল যেমন মান॥
>
> রমণীবাবুর চণ্ডীদাস

এখানেও দেখা যাইতেছে যে, এই দুই পঙ্ক্তি মূলে কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অতএব এই পদটি লইয়া আদি চণ্ডীদাসের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু যদি মূলে "আদি" শব্দ চণ্ডীদাসের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যখন এই পদটি রচিত হইয়াছিল, তখন "আদি" শব্দ দ্বারা সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসকে চিহ্নিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ইহা হইতে সেই সময়ে যে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। এই পদটির ইহাই চরম সার্থকতা। আজ কালও অনেকে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কষ্ট বোধ করেন। এই পদটির ভণিতার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে "আদি" বিশেষণের প্রয়োগ অনাবশ্যক ও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

বড়ু চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত কৃষ্ণলীলার এক সুবৃহৎ গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কবি নিজেকে বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রায় সর্ব্বত্রই এই ভণিতার একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা পরিলক্ষিত হয়, যথা—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।

অথবা, বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে। ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহাই (বড়ু) চণ্ডীদাসের পূর্ণ ভণিতার নিদর্শন। এই ভণিতার লক্ষণ এই যে, ইহাতে বাসলী এবং বড়ু শব্দদ্বয়ের উল্লেখ থাকিবে, অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস এবং বাসলী দেবীর উপাসক, এইজন্য তিনি তাঁহার এই উভয়প্রকার বিশিষ্টতাই ভণিতায় সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যে সকল ভণিতায় কবির নামের সহিত তাঁহার এইরূপ অন্যান্য বিশিষ্টতারও উল্লেখ থাকে তাহাদিগকে পূর্ণ ভণিতা বলা যাইতে পারে। এইরূপ পূর্ণ ভণিতার নিদর্শন অন্যত্রও পাওয়া যায়, যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস সর্ব্বত্রই ভণিতায় রূপ-রঘুনাথের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

চৈতন্যভাগবতের ভণিতা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

চৈতন্যমঙ্গলের ভণিতা—

চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধর-পদ দ্বন্দ্ব।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ॥

কর্ণানন্দের ভণিতা—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দনদাস॥

এইরূপে কোন দেবতা বা গুরুর নাম, অথবা অন্য কোন প্রকার বিশিষ্টতার উল্লেখ থাকা ভণিতাই পূর্ণ ভণিতা পদবাচ্য। এই ভণিতার বিশেষত্ব এই যে, ইহা সহজে পরিবর্ত্তিত করা যায় না। কোন পদের ভণিতায় কেবল জ্ঞানদাসের নাম থাকিলে তৎপরিবর্ত্তে চণ্ডীদাস কি কৃষ্ণদাস বসাইয়া সেই ভণিতা অতি সহজেই পরিবর্ত্তিত করা যায়, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের ভণিতায় কৃষ্ণদাসের স্থানে চণ্ডীদাস কি জ্ঞানদাসের নাম বসাইলে সেই কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়ে। পদাবলী-সাহিত্যে কবির বিশিষ্টতা-বর্জ্জিত এমন অনেক ভণিতা পরিবর্ত্তিত হওয়াতে এক কবির পদ অন্য কবির নামে চলিয়া যাইতেছে (ইহার দৃষ্টান্ত পরে দ্রষ্টব্য), কিন্তু পূর্ণ ভণিতা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, এইজন্য পূর্ণ ভণিতা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও বড়ু চণ্ডীদাসের পূর্ণ ভণিতার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, অতএব এই ভণিতার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ গ্রন্থে খণ্ড ভণিতাও বর্ত্তমান রহিয়াছে, যেমন—

ছাড়ু সুরতী আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এখানে কবি বাসলীদেবীর উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র বড়ু শব্দের ব্যবহার করিয়াই তাঁহার পূর্ণ ভণিতার আংশিক বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। আবার কোথাও বড়ু শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, যেমন—

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।

১৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কোন কোন পদে কেবল মাত্র চণ্ডীদাস নামই ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন—

আনি দেহ এবে কাহ্নাঞি গাইল চণ্ডীদাসে।

৩৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় ধারাবাহিক পালাগানের বহির কোন কোন পদে খণ্ড ভণিতা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত কবিকে চিনিয়া লওয়া কষ্টকর হয় না। ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে, এই সকল ভণিতা একই ধারার পূর্ণাপূর্ণ ভণিতার নিদর্শন মাত্র, কিন্তু বিভিন্ন ধারার ভণিতার দৃষ্টান্ত নহে। কোন অভিজ্ঞ সমালোচক হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কবিরা পূর্ণ ভণিতা দিয়া আবার খণ্ড ভণিতা দেন কেন? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, অনেক স্থলে ছন্দ রক্ষার জন্য খণ্ড ভণিতার প্রয়োজন হয়, শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে

বক্তব্য শেষ করিয়া অনেক সময়ে পূর্ণ ভণিতা দেওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এইরূপ খণ্ড ভণিতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকাংশ পদেই বড়ু চণ্ডীদাসের পূর্ণ ভণিতার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাই আমাদের অতীব প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

এই ভণিতার একটা নির্দ্দিষ্ট ধারাও পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে "বড়ু" ও "বাসলী" শব্দদ্বয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, বড়ু চণ্ডীদাস কখনও "আদি," "কবি," "দীন," "দ্বিজ" প্রভৃতি বিশেষণ নিজের নামের সহিত ভণিতায় ব্যবহার করেন নাই। যদি করিতেন তবে তাহা লইয়া বিচার করা যাইত, কিন্তু তাঁহার প্রমাণিক ভণিতায় যখন তিনি তাহা করেন নাই, তখন এই বিষয়ের কোন প্রশ্নই বিচারাধীন হইতে পারে না। অতএব আমরা এখন বড়ু চণ্ডীদাসকে "দীন" বা "দ্বিজ" ইত্যাদি বিশেষণ-যুক্ত চণ্ডীদাসের সহিত জড়াইতে পারি না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতার ভণিতা দিবার একটা অনন্য-সাধারণ বিশেষত্ব ছিল, এবং তিনি নিজের রচনাতেই ইহার সন্ধান রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব বড়ু চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

দীন চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন যেমন পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপ দীন চণ্ডীদাস-রচিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের সন্ধানও আমরা পাইয়াছি। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা ১৩৩৩-৩৪ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি। ১৩২১ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা" নামক পালাগানের একখানা পুঁথি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ পালাগানের পদগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯৪৯ সংখ্যক পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের প্রথমভাগে ১ হইতে ৬৩ সংখ্যক পদপর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার ৫, ৮, ১১, ১২, ২০, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪৭, ৫১, ৫২, এবং ৫৬ সংখ্যক পদে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু ইহার একটি পদেও "আদি," "কবি," "বড়ু," বা "দ্বিজ" বিশেষণগুলি কবির নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় নাই, এবং বাসলী দেবীরও উল্লেখ নাই। পূর্ব্বোক্ত ৬৩টি পদে এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের প্রারম্ভ মাত্র সূচিত হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিখানা খণ্ডিত হওয়াতে, ইহাতে ৬৩ম পদের প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তির অতিরিক্ত আর কোন পদ পাওয়া যায় নাই। তারপর ডা° দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক দীন চণ্ডীদাসের পদের আর একখানা খণ্ডিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত ৬৩টি পদের পরেও প্রায় ৪০টি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ পদগুলি এই গ্রন্থে ৬৩ হইতে ১০২ সংখ্যক পদপর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইল। এই ১০২টি পদ পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি এবং দীনেশবাবুর পুঁথি একই কাব্যগ্রন্থের দুইটি নকল মাত্র, এবং সৌভাগ্যবশতঃ সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি যেখানে খণ্ডিত হইয়াছে, দীনেশ-বাবুর পুঁথিতে তাহার পরেও প্রায় ৪০টি পদ পাওয়া যাইতেছে। এই ৪০টি পদের মধ্যে ৭১, ৭৩, ৭৬ (দিনহীন), ৮৬, ৯২, এবং ৯৭ সংখ্যক পদেও দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু একটি পদেও "আদি," "কবি," "বড়ু," বা "দ্বিজ" ভণিতা দৃষ্ট হয় না, এবং বাসলী দেবীরও উল্লেখ নাই। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ এবং ২৯৪ সংখ্যক পুঁথিদ্বয়ে আমরা দীন চণ্ডীদাস-রচিত এক বিরাট্ কাব্যগ্রন্থের সন্ধান প্রাপ্ত হই। ঐ দুই পুঁথি হইতে সঙ্কলন করিয়া আমরা ১১৩টি নূতন পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি। ঐ পদগুলি পর্য্যায়ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত, এবং ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে দেখা যায় যে, দীন চণ্ডীদাস পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পালাগানের এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে দুই হাজারেও অধিক পদ ছিল। তন্মধ্যে ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির ৪৮৬, ৪৯১, ৬৩০ (দিনক্ষিণ), ৬৩২, ৭২৫, ১০৪৫, ১০৪৮, ১০৭৭ (দীনক্ষিণ), ১০৭৮, ১৮৬২ (দীনক্ষীণ), ১৮৬৩, ১৯০৪, ১৯০৬, ১৯৯৯ সংখ্যক পদে, এবং ২৯৪ সংখ্যক পুঁথির ২৪, ৩৭, ৬১, ৬৪ সংখ্যক পদে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, কিন্তু ইহাদের একটি পদেও কবি নিজের নামের সহিত "বড়ু," "আদি," "কবি," বা "দ্বিজ" বিশেষণ ব্যবহার করেন নাই, এবং

বাসলী দেবীরও উল্লেখ নাই। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই সকল গ্রন্থের কবি একটা নির্দিষ্ট ধারায় ভণিতা দিতেন, এবং তিনি নিজেকে দীন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

এই যে ভণিতার একটা নির্দিষ্ট ধারা পাওয়া যাইতেছে, ইহা "আদি" বা "কবি" বিশেষণ-যুক্ত চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত দুই একটি বিচ্ছিন্ন পদে নহে, কিন্তু ধারাবাহিক পালাগানের বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে, এবং তাহাতে ভণিতারও অণুমাত্র গরমিল নাই। (আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে, একদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি যেমন নিজেকে "বড়ু" ও "বাসলীসেবক" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং কখনও দীন আখ্যা গ্রহণ করেন নাই, অপরদিকে পূর্ব্ববর্ণিত পুঁথিগুলিতে যে সকল পদ পাওয়া যাইতেছে তাহাদের কবিও নিজেকে দীন আখ্যায় প্রচার করিয়াছেন, এবং কখনও ভণিতায় বড়ু বা বাসলী দেবীর উল্লেখ করেন নাই। অতএব বড়ু চণ্ডীদাস এবং দীন চণ্ডীদাস যে দুই জন পৃথক্ কবি, এই ধারণাই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে।) কাজেই বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

দ্বিজ চণ্ডীদাস। অনেকেই দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বিরাট্ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, এইজন্য এই ভণিতাটি লইয়া বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, প্রচলিত পদাবলী সাহিত্যের বাহিরে বড়ু ও দীন চণ্ডীদাস রচিত যেমন বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, দ্বিজ চণ্ডীদাস রচিত সেইরূপ কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

অতএব অন্য কোন স্থান হইতে আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাসের আদর্শ ভণিতা সম্বন্ধে এমন কিছুই জানিতে পারি না, যাহা অবলম্বন করিয়া পদাবলীর বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। এই অবস্থায় পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার পদগুলি লইয়াই বিচারে অগ্রসর হইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই ভূমিকায় আমরা "কবি" এবং "আদি" চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কবি চণ্ডীদাসের তিনটি পদের পাঠান্তরেই দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। আদি চণ্ডীদাসের একটি পদের পাঠান্তরেও দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়। অতএব ঐ সকল ভণিতা অবলম্বন করিয়া দ্বিজ, কবি, বা আদি প্রভৃতি কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না।

এখন এই গ্রন্থের পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাউক। ইহার প্রথম ১০২টি পদের একটিতেও দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায় না। যেখানে কবির বিশেষত্বজ্ঞাপক ভণিতা আছে, তথায় সর্ব্বত্রই দীন চণ্ডীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার পরেই গোষ্ঠলীলা। ইহার "প্রবেশিকায়" আমরা দেখাইয়াছি যে, দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি আখ্যায়িকার মধ্যে পরস্পর সংযোজক সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং ইহারা একই কবির রচিত (এই গ্রন্থের ১১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব এই সকল পদের মধ্যে ভণিতার একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি। কিন্তু ১১১ সংখ্যক পদে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, অথচ অন্যত্র (বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৫, ২৩৯৪ সং পুঁথিদ্বয় দ্রষ্টব্য) ইহাতে দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দ্বিজ বা দীন বিশেষণে এই পদের রচয়িতা একজন কবিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তারপর ১১৫ সংখ্যক পদে আছে "দ্বিজ," কিন্তু সেই পালাতেই ১৩৪ সংখ্যক পদে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে "দ্বিজ," অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৫, ২৩৯৪ সংখ্যক পুঁথিদ্বয়ে "দ্বিজ" বা "দীন" কোন ভণিতাই নাই। আবার ১৩৮ সং পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৫ সংখ্যক পুঁথিতে আছে "দীন," ২৩৯৪ সংখ্যক পুঁথিতে "দ্বিজ," কিন্তু নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে "দ্বিজ" বা "দীন" কোন বিশেষণই নাই। পুনরায় ১৪৬ এবং ১৪৯ (ক) সংখ্যক পদদ্বয়ে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়। ভণিতার এইরূপ বিশৃঙ্খলতার কারণ কি? কবি ইহার জন্য দায়ী নহে, পরবর্ত্তীকালে যে ইহা সংঘটিত হইয়াছে তাহা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদগুলি পড়িলে সহজেই বোধগম্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে কারণেই ইহা ঘটিয়া থাকুক না কেন, এই দ্বিজ বা দীন ভণিতা দ্বারা যে একই কবিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই ধারণা করা যাইতে পারে।

তারপর নৌকালীলার একটি মাত্র পদে (১৫২ সং পদ দ্রষ্টব্য) দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু "যজ্ঞপত্নীর অন্ন-গ্রহণ" পর্য্যায়ের একটি পদেও কবির বিশেষত্ব-জ্ঞাপক কোন ভণিতা নাই। না থাকিলেও, পরস্পর-সংযোজক সূত্র দ্বারাই ধরা যায় যে, এই পালাটি দানলীলা এবং নৌকালীলার কবিই রচনা করিয়াছিলেন। ইহার সহিত সংযোজক সূত্রে গ্রথিত "ধেনুবৎস-শিশুহরণ" নামক পালাটির প্রথম পদেই (১৬৩ সং পদ দ্রষ্টব্য) দীন ভণিতা রহিয়াছে, আবার ঐ পালার অন্তর্গত ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১ সং পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্বিজ ও দীন ভণিতা দ্বারা একই কবিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পালা দুইটির একটিমাত্র পদে (১৮৫ সং পদ দ্রষ্টব্য) দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়।

ইহার পরে এই গ্রন্থে অক্রূরাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবসম্মিলন পর্য্যন্ত অনেকগুলি পালা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহারাও পরস্পর-সংযোজক সূত্রে গ্রথিত। তন্মধ্যে ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬ এবং ১৯৮ সংখ্যক পদে দীন ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু ১৯৯ সংখ্যক পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়, অথচ ১৯৮ সং পদে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে ১৯৯ সং পদে তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা বিবৃত দেখা যায়। তৎপর ২০৩, ২০৬, ২২৩, ২২৯, ২৪২, ২৮৮, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ৩০০, ৩০৯, ৩১১, ৩১২, ৩২২ প্রভৃতি সংখ্যক পদে দীন ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু ২০৯, ২৩৫, ২৮৯ প্রভৃতি সংখ্যক কয়েকটি পদে মাত্র দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়, অথচ এই দীন ও দ্বিজ ভণিতার পদগুলি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত, এবং ইহারা যেসকল পালাগানের অন্তর্ভূত, সেই পালাগুলিও ঘটনাপরম্পরায় একই সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চারি শতাধিক পদের মধ্যে এমন একটি পদও নাই, যাহা হইতে দীন ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে।

অতএব চণ্ডীদাসগণের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় বিচারে কবি, আদি, ও পৃথক্‌ভাবে দ্বিজ চণ্ডীদাস আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না (এই বিষয়ের শেষ বক্তব্য এই ভূমিকার পরবর্ত্তী অংশে দ্রষ্টব্য)। অবশিষ্ট রহিলেন বড়ু চণ্ডীদাস, এবং দীন (ভণিতান্তরে দ্বিজ) চণ্ডীদাস। এখন এই দুই চণ্ডীদাস সম্বন্ধেই আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত চৈতন্য-চরিতামৃতগ্রন্থে লিখিত আছে—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ-রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

মধ্যের দ্বিতীয়ে।

অন্যত্র—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥

মধ্যের দশমে।

এই জাতীয় উল্লেখ উক্ত গ্রন্থের অন্য খণ্ডেও রহিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতের এই সকল উক্তি হইতে জানা যায় যে, চণ্ডীদাস নামে একজন কবি চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্যদেব তাঁহার কবিতা আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হইতেন। চৈতন্য-চরিতামৃতকারের উক্তিতে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিবিধ উল্লেখ হইতেও প্রমাণিত হয়। সনাতন গোস্বামী চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তিনি ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় কাব্যশব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি - দর্শিত - দানখণ্ড - নৌকাখণ্ডাদি - প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ" (পদকল্পতরু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ, ভূমিকা, ৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সনাতন গোস্বামীর সময়েও চণ্ডীদাসের কবিপ্রসিদ্ধি ছিল। আবার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নরহরি দাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদেও পাওয়া যায়—

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
* * * *
শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলি-বিলাস যে রচিল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম যহী ব্যাপিল যাহার গীতে॥

(তরু, পদ সং ১৯)।

এই পদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাস-সম্বন্ধীয় গীত রচনা করিয়া কবি-খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আর সনাতন গোস্বামীর উদ্ধৃত উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, চণ্ডীদাসাদি কবিগণ দ্বারা দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-প্রকরণ দর্শিত বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভাগবতাদি পুরাণে দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতির উল্লেখ নাই, চণ্ডীদাসাদি কবিই এই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রথম কাব্য রচনা করেন, ইহা সনাতন গোস্বামী জানিতেন, এবং এই জন্যই কাব্য শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদির উল্লেখ করিয়াছেন। "চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত" লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, চণ্ডীদাস ব্যতীত অন্যান্য কবিও দানলীলা-নৌকালীলা-সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া থাকিবেন। রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পদ্যাবলী নামক গ্রন্থে সঞ্জয় কবিশেখর, জগদানন্দ, সূর্য্যদাস, মনোহর প্রভৃতি কবিগণের নৌকালীলার সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে (ঐ, বহরমপুর সংস্করণ, ২৪৯-৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সনাতন গোস্বামীর উক্তিতে সত্য নিহিত আছে। কিন্তু ঐ সকল সংস্কৃত শ্লোকে নৌকালীলার ঘটনাবিশেষ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত কবিগণ এই বিষয় অবলম্বন করিয়া কোন কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন কিনা তাহার স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি বিষয়-বিভাগে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত রহিয়াছে, অতএব ধারণা করা যাইতে পারে যে, সনাতন গোস্বামী বোধ হয় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেরই উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ইহা যে অমূলক সন্দেহমাত্র নহে, তাহার নিদর্শন প্রাচীন সাহিত্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বাসুদেব ঘোষের পদাবলীতে দানলীলা ও নৌকালীলার পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে। কবি লিখিয়াছেন—

> কিসের বা দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
> বেড় দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
> দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
> নগরে নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
> (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ, ১৩ পৃঃ)

অন্যত্র—

> আপনি কাণ্ডারী হঞা বায় নৌকাখানি।
> ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥ (ঐ)

তৎপর—

> কৃষ্ণ-অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
> সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ গান॥ (ঐ)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণলীলায় যে দান সাধিত হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকা বাসুঘোষ অবগত ছিলেন, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের দান ও নৌকালীলার অনুকরণে চৈতন্যদেবের দানলীলা ও নৌকালীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তাঁহার সময়ে ভাগবতাদিপুরাণাতিরিক্ত শ্রীকৃষ্ণের এই সকল লীলা (সনাতনের নির্দ্দেশমত) চণ্ডীদাসাদি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত প্রেমামৃত নামক চম্পূ-কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ দান-নৌকা-ভারলীলাদির বর্ণনা রহিয়াছে। গোপাল ভট্ট চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, অতএব চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন তাঁহারও পরবর্ত্তী। সুতরাং চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত দান-লীলাদি অনুকরণ করিয়া তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। (সতীশবাবুর পদকল্পতরুর ভূমিকাও দ্রষ্টব্য)। তারপর রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা বর্ণনা করিয়া দানকেলিকৌমুদী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গোবিন্দকুণ্ডের তটবর্ত্তী যজ্ঞস্থলে হৈয়ঙ্গবীন-প্রদানার্থ গমনকালে রাধার নিকট হইতে কৃষ্ণ দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দেখা যায় যে, মথুরায় দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইবার সময়ে দানলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব এই দুই কবির পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের। আবার দানকেলিকৌমুদীতে পৌর্ণমাসী প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্রই বড়াই দূতীর কার্য্য করিয়াছেন। এই বড়াই বুড়ী বড়ু চণ্ডীদাসের নূতন সৃষ্টি। যোগমায়ার সাহায্যে কৃষ্ণলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, গোস্বামিগণ দ্বারা

এই দার্শনিক তত্ত্বই প্রধানতঃ প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস যোগমায়ার নাম করেন নাই, তিনি একমাত্র বড়াইর সাহায্যেই কৃষ্ণলীলা সংঘটন করাইয়াছেন। এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্যান্য আখ্যায়িকা বাদ দিলেও বড়াই-ঘটিত দানলীলা ও নৌকালীলাদির প্রভাব পরবর্ত্তী অনেক কবিই এড়াইতে পারেন নাই। মালাধর বসু-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৩০৫ শকাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বের লিখিত একখানা পুঁথি অবলম্বনে তিনি ঐ গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়াছিলেন। ইহাতে দানলীলা ও নৌকালীলা বর্ণিত হয় নাই। না হইবারই কথা, কারণ মালাধর বসু ভাগবত অনুসরণ করিয়া ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ভাগবতে দানলীলাদির প্রসঙ্গ না থাকাতে তিনি ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনায় যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহাই স্বাভাবিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের চারিখানা পুঁথি আছে। তন্মধ্যে ৯৫৮ এবং ৬১৪৪ সংখ্যক পুঁথিদ্বয়েও দানলীলাদির কোন প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু অপর দুইখানা পুঁথিতে দানলীলাদি বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পুঁথির সংখ্যা ৬৮। ভণিতায়—গোনরাজ খান।

দানলীলা

কৃষ্ণ মহর্চ্ছিত ভেল ঘরে গেল রাই।
এথেক দেখিআ তথাত রহিল বড়াই॥ ৭৯৫॥
কহ চাহি বড়াই জিগ্যাসা কিছু করি।
কি নাম এহার হএ কাহার সুন্দরি॥ ৭৯৮॥
কানাই আবেস দেখি বড়াই জে বোলে।
দানছলে থাক জাই কদম্বের তলে॥ ৮১২॥
এতেক বোলিআ বড়াই চলিল সত্তর।
সৈন্ধাকালে উত্তরিল গকুলনগর॥ ৮১৫॥
ইত্যাদি।

নৌকালীলা

বড়াই বোলে সুন কৃষ্ণ পার কর তুমি।
তুমার নৌকাএ খেনেক সজন করি আমি॥ ৯২১॥
সজন করিল বুড়ি নৌকার উপরে।
রাই বোলে বড়াই বুড়ি নিদ্রার কাতরে॥ ৯২২॥
কৌতুকে গোপিকা লৈআ চাপিলেক নাএ।
হাসিয়া নাগড় কানু কেড় আল বাএ॥ ৯২৪॥
কতদুর নিআ তবে নৌকাএ দিল জল।
ডাইনে বামে চাপি নৌকাএ করে টলমল॥ ৯২৫॥
নৌকা ডুবিলে কেহ না জানি সাতার।
সকলি মরিব এই জমুনা ভিতর॥ ৯২৬॥ ইত্যাদি।

ভারখণ্ড

বড়াই বোলেন কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
রাধা সঙ্গে জাইবা পসার লহ এই ক্ষণ॥ ১১১৫॥
চিনিতে তুমারে জেন কেহ নাহি পারে।
যুবতি সঙ্গতি চল কান্দে করি ভারে॥ ১১১৬॥
ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য :—ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যায়িকার অনুকরণ মাত্র; পরবর্ত্তী উল্লেখগুলিতেও এই অনুকরণ স্পষ্টই ধরা পড়ে।

পুঁথির সংখ্যা ১৩৬০। ভণিতায়—গুণরাজখান।

দানখণ্ড

দধির পসরা মাথে নেতের উড়নি তাতে
কুঞ্জর গমনে শভে চলে।
সায় দিয়া জাএ পথে বড়াই চলিল সাথে
উপনিত কদম্বের তলে॥ ১১৬৪॥
কি হবে উপাএ বড়াই কি হব উপায়।
গাঁওার দানির হাথে জাতি কুল জাএ॥ ১১৮৭॥
বড়াই বলেন গোপি চিন্তা কর কেনে।
কংশের প্রতাপ ভয় নাঞি কেহো জানে॥ ১১৯১॥
এই খানে সব গোপি থাকিহ বশিয়া।
কিবা দান চাহে দানি আমি বলি গিয়া॥ ১১৯৩॥
হাতে নড়ি জায় বুড়ি গোবিন্দের পাশে।
বুড়িরে দেখীয়া কানু মনে মনে হাশে॥ ১১৯৪॥
বড়াইর বোল শুনি বলে দেব হরি।
জমুনার তীরে গিয়া হইলা কাণ্ডারি॥ ১২০০॥
তরজ জমুনা দেখী বলে গোপি জত।
এই খানে দানখণ্ড হইল সমাপ্ত॥ ১২০৩॥

নৌকাখণ্ড

তরঙ্গ জমুনা দেখী চমকিত শব শখী
বড়াই গঞ্জিয়া বলেন রাই।
বাহির হইতে ঘরে বাধা জে পড়িল মোরে
তবে কেন এত দুঃখ পাই ॥ ১২০৫ ॥
জত ডাকে গোপনারি শুনিঞাঁ না শুনে হরি
নৈকাএ বসীয়া করে গান।
বড়াই ধরিয়া নড়ি কমরে হাথ দিয়া বুড়ি
কানুরে দিলেন হাথ শান ॥ ১২১০ ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মুদ্রিত গ্রন্থে এবং অন্য দুইখানা পুঁথিতে দানলীলাদির কোন প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু একখানা পুঁথিতে দানলীলা ও নৌকালীলা, এবং অন্য আর একখানা পুঁথিতে দানলীলা, নৌকালীলা, ও ভারখণ্ড বর্ণিত রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, এই সকল আখ্যায়িকা একটির পর একটি পরবর্ত্তী কালে মূল পুঁথিতে সংযোজিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সময়েই ইহারা রচিত হউক না কেন, সেই সময়ে যে এই সকল পালা সাধারণে প্রচলিত ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বড়াই-ঘটিত দানলীলাদির প্রভাব শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুঁথিতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শিষ্য গদাধরের বাড়ীতে দানলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (আদির একাদশে)। কি ভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা চরিতামৃতে নাই, কিন্তু হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গলে এইরূপ অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২২৩ সংখ্যক পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহার আভাস এখানে প্রদত্ত হইল।

তিন প্রভুর দানলীলা এবে কিঞ্চিত লিখি ॥ ৬৫ পৃঃ
একদিন শান্তিপুর তিন প্রভু বসি।
পুরব ভাবিআ দানলিলা জে প্রকাসি ॥
অদ্বৈত প্রভু হইলা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ।
মহাপ্রভু হইলা শ্রীরাধিকা স্বরূপ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে কৈলেন বড়াই বুড়ি।

* * * * *

সখা হৈলা কমলাকান্ত আর কথ জন।
গৌরিদাস নরহরি সুবল মধুমঙ্গল ॥
এই সব সখা লইয়া নটবর বেশ।
গাবি লইআ চরান গোচারন বেশ ॥
সখি সঙ্গে রাধিকা জে যুবসন পরিআ।
পসার সাজাইআ লইল দাসি মাথে দিআ ॥
গাবি সব চরিতে লাগিল গঙ্গাতির বনে।
কদম্বতলাএ কৃষ্ণ সব সখা সনে ॥
লগুড় খেলা কৈল কতক্ষণ।
হেন কালে দেখে দুরে রাধিকার জন ॥
খেলা ছারি কদম্বতলাএ দারাইল।
রাধিকার আগে আগে বড়াই আইল ॥
বড়াই কহে গোপি আমরা মথুরার সাজ।
দধি দুগ্ধ ছানা ক্ষির বিকিব সমাজ ॥
সুবল কহে এই ঘাটে কেনে তুমি আইলা।
এ ঘাটে নতুন রাজা দান লাগাইলা ॥
তাহাতে তোমার সঙ্গে যুবতি অনেক।
ইহা সভার দান প্রথক লাগিবেক ॥
ঘাটির সরদার এহো নবঘনশ্যাম।
আমরা হইলাম ইহার আজ্ঞা অনুপাম ॥
ঘাটি চুকাইআ চল পার করি দিব।
নহিলে পসার সব লুটিআ খাইব ॥
সখার বচন শুনি হাসিতে হাসিতে।
বসিলা বড়াই বুড়ি কাসিতে কাসিতে ॥
তবে কৃষ্ণ সমুখে আইল মুরলি বেত্র হাতে।
রাধিকার পানে চাহি সখি সব সাতে ॥ ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য বড়াইর সহিত রাধার গমনকালীন দানলীলার আখ্যায়িকা এই গ্রন্থ রচিত হইবার কালে প্রচলিত ছিল।

ভবানন্দের "হরিবংশ" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ভবানন্দ প্রধানতঃ শ্রীমতী প্রভৃতি সখীগণের সাহায্যে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিলেও মধ্যে মধ্যে বড়াইর অবতারণা করিয়াছেন। সখী শ্রীমতীর দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছে শুনিয়া যখন রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন

হেনকালে আইল রাধার মাতামহী ॥

অনেক কালের বুড়ী বয়সে অধিক।
দেখিল রাধারে আসি সম্বিত নাহিক॥
(ঐ, ২১ পৃঃ)

তারপর রাধার চৈতন্য সম্পাদিত হইলে—

রাধা বলে—"কৃপা যদি করিলা **বড়াই**।
অবিলম্বে আনি দেহ নন্দের কাহ্নাই॥
বিলম্ব না কর **বড়াই** ধরহুঁ চরণে।
তিলমাত্র ব্যাজ হৈলে মরিমু আপনে॥
(ঐ, ২৩ পৃঃ)

অবশেষে বড়াইর দৌত্যের ফলে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল।

পুনরায় বংশীহরণ ব্যাপারেও বড়াইর উল্লেখ করা হইয়াছে—

হেন কালে ঘাটে আইলা রাধার **বড়াই**।
তাকে দেখি হাসি বলে সুন্দর কাহ্নাই॥
"শুনহ **বড়াই** তোর নাতিনের রীত।
আমার বাঁশী চুরি করে ভাল সে পিরীত॥
নিন্দের আলসে আছিলাম তরুমূলে।
বাঁশী চুরি করি নিছে দেখিছে সকলে॥ ইত্যাদি
(ঐ, ৮১ পৃঃ)

আর একবার বড়াইর দৌত্যে যমুনাতীরে রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল (ঐ, ১৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ঘটনা-বহুল হরিবংশে মাত্র এই তিন ব্যাপারে বড়াইর উল্লেখ রহিয়াছে। সম্পাদক সতীশবাবুর মতে ভবানন্দ "মহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতক পরবর্ত্তী" (ঐ, ভূমিকা, ৩।৵৹ পৃঃ), অতএব তিনি যে দানলীলাদির প্রবর্ত্তক চণ্ডীদাসাদি কবির এবং সনাতন গোস্বামীর পরবর্ত্তী তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং দানলীলাদির প্রসঙ্গ তাঁহার নূতন সৃষ্টি নহে, অনুকরণ মাত্র। এখানেও বড়াই-ঘটিত আখ্যায়িকার প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে।

জীবন চক্রবর্ত্তীর ভাগবতেও দানলীলা ও নৌকালীলা সম্পর্কে বড়াইর উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

মথুরায় গোপনারী সুখে বেচাকেনা করি
সবে বলে চলে বাহ ঘর।
* * * * *
প্রথমে আসিতে পথে ঠেকিলাম দানীর হাতে
বড়াই করিল বিমোচন।
* * * * *
বেচিতে আইলাঙ দধি পথে এত ঠেক যদি
জানিলে আসিতাম মোরা কেনি।
বড়াই সকল জান তবে না বলিলে কেন
এবে পার করহ আপনি॥
(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম ভাগ, ৯১১ পৃঃ)

শঙ্কর কবিচন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত গোবিন্দমঙ্গল নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কালীয়হ্রদে প্রবেশ করিলে যখন গোপীগণ ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন—

হেন কালে সেই স্থানে আইল **বড়াই**।
কোথা তোমার কানু তারে সুধালেন রাই॥
(ঐ, ১৪৭ পৃঃ)

দ্রষ্টব্য:—সম্প্রতি এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থের পরিকল্পনায় বড়াইর স্থান নাই, কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে বড়াই আসিয়া দূতীর কার্য্যে ব্রতী হইলেন? বড়াই-ঘটিত কৃষ্ণলীলার উপাখ্যান সাধারণে এতই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কবিগণও হঠাৎ তাহার নামোল্লেখ করিতে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করেন নাই, এবং তাহার পরিচয়-প্রদানের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন নাই। যেমন—

জ্ঞানদাসের একটি পদে আছে—

বড়িমাই, ভাল বিকিকিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে রঙ্গ দেখিবার তরে
নেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি॥
* * * * *
আপনার মাথা খেয়ে ঘরের বাহির হয়ে
আইলাম **বড়ায়ের** সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে তার পাইলে ফলে
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে॥

[illegible] ও আ[illegible]চনা
[illegible]ন যে, "অনেক অক্ষরের

আবার গোবিন্দদাসের একটি পদে—

এ সব দানের কথা জানয়ে বড়াই।
গোবিন্দদাস কহে চপল কানাই॥
(ঐ, ২৯৮ পৃঃ)

এই দুইটি পদ পড়িলেই বুঝা যায় যে, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস বড়াই-ঘটিত দানলীলার আখ্যায়িকার সহিত সুপরিচিত ছিলেন, এবং সর্ব্বসাধারণে ইহা এতই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উক্ত প্রকার বিচ্ছিন্ন পদেও কবিগণ বড়াইর উল্লেখ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। উদ্ধৃত উভয় পদেই বড়াই-ঘটিত দানলীলার আখ্যায়িকার প্রতি এমনভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, সেই ঘটনা না জানিলে এই দুইটি পদ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চৈতন্যদেবের সময় হইতেই বড়াই-ঘটিত দানলীলাদির আখ্যায়িকা সাধারণে প্রচলিত ছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে ইহার আদি গ্রন্থ বলিয়া ধারণা করিবার হেতু কি? প্রথমতঃ সনাতন গোস্বামীর উক্তিতে "চণ্ডীদাসাদিদর্শিত" অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত দানলীলাদির উল্লেখ। দ্বিতীয়তঃ বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে প্রকাশিত গ্রন্থের আবিষ্কার, যাহাতে বড়াইর সাহায্যে সনাতনের নির্দ্দেশের অনুরূপ, দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি অধ্যায়বিভাগে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত রহিয়াছে, আর এই গ্রন্থের ভাষাও অতি প্রাচীন বলিয়া অভিজ্ঞগণকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামীর উক্তিতে চণ্ডীদাসেরই প্রাধান্য সূচিত হয়, অন্যান্য কবির মধ্যে রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে সঞ্জয় কবিশেখর প্রভৃতি-রচিত নৌকালীলার সংস্কৃত শ্লোকও পাওয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণলীলার লেখক জয়দেব, বিদ্যাপতি, রামানন্দ রায় প্রভৃতি যে সকল কবির নাম আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন যুগের কৃষ্ণলীলার লেখক আর কোন বিখ্যাত কবির পরিকল্পনা আমরা করিতে পারি না, কারণ ঐরূপ কবি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার উল্লেখ কোন না কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে অবশ্যই পাওয়া যাইত। চৈতন্যদেবের [illegible] চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— [illegible]ল যাঁহার গীতে", অর্থাৎ চণ্ডীদাসের গীত তখনই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। চণ্ডীদাস-রচিত বড়াই-ঘটিত কৃষ্ণলীলার আখ্যায়িকাই যে সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল, তাহার নিদর্শনও প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকেই দানলীলাদিপ্রবর্ত্তক প্রাক্‌চৈতন্যযুগের একখানা আদি গ্রন্থ বলিয়া ধারণা করিবার যথেষ্ট হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কোন সমালোচক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ঠিক এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই যে পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ কি? তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। শতাধিক বৎসর (১২৩৭ বঙ্গাব্দের) পূর্ব্বে লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কয়েকটি গানের দুইখানা পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত দশটি পদ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা সহ উদ্ধৃত রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৩৩৪ পৃষ্ঠার "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" ইত্যাদি পদটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ১০১-২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সাধারণে প্রচলিত না থাকিলে তাহা হইতে ঐ পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাসহ উদ্ধৃত হইতে পারিত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে পুঁথি অবলম্বন করিয়া নীলরতনবাবু চণ্ডীদাস সম্পাদিত করিয়াছিলেন, সেই পুঁথি লিখিত হইবার কালেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে চৈতন্য-পরবর্ত্তী ভাবধারার নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাইবার আশা করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেক কঠোর সমালোচনা হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থে কৃষ্ণ নাই, শ্যাম নাই—এই গ্রন্থে নাই সে রাধা, যিনি রাধা-নামে-সাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণে উন্মাদিনীপ্রায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে প্রেমাভিসারে ছুটিতেন, নাই সেই রাধার শ্যামতন্ময়ী ভাব। এই গ্রন্থে ব্রজের রাখাল নাই, সুবল সখা নাই, অন্তরঙ্গ প্রাণপ্রিয়া নর্ম্মসখী নাই, ললিতা-বিশাখা নাই, কেলিকদম্ব নাই, ভুবন-ভুলান মুরলী-বাদন নাই, প্রেমতরঙ্গে উজানবাহিনী যমুনা নাই, ধীর সমীর নাই, ময়ূরময়ূরী নাই,

কেলিনিকুঞ্জ নাই” ইত্যাদি। যদি থাকিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলা যাইত কি? উপরে যে সকল বিশেষত্বের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের ভাবধারার নিদর্শন, তাহার উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে থাকিতেই পারে না, এবং এইজন্যই ইহাকে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনা বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে। ভাগবতাদি পুরাণে, এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দাদি চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাদিতে রাধার সখীগণের নামকরণ হয় নাই, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবযুগের প্রারম্ভেই ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঐ সকল সখীর নাম থাকিলে, ইহাকে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের প্রভাবাধীন গ্রন্থ বলিয়াই ধারণা হইত। অপরপক্ষে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে—যাহা অবলম্বন করিয়া সমালোচকগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনসম্বন্ধে বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন—ললিতাদি সখীর নাম থাকাতে তাহা চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের রচনা বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

গোস্বামিগণের গ্রন্থে এবং দীন চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীতে সর্ব্বত্রই রাধা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। দীন চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন যে, পটে অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তারপর কৃষ্ণনাম শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—“সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।” (নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস, ২০, ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তিনি আরও লিখিয়াছেন—

শুনগো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই॥ ইত্যাদি

তারপর কৃষ্ণ আসিয়া স্পর্শ করা মাত্রেই রাধা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন (ঐ, ১৪০ পৃঃ)। রাধাপ্রেমের এই ধারণা লইয়া সমালোচকগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সমালোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন! বড়ু চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন যে, রাধার রূপগুণের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বড়াইকে দূতী করিয়া রাধার নিকট তাম্বুল প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধার পূর্ব্বরাগের উৎপত্তি হওয়া ত দূরের কথা, তিনি বড়াইকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সমালোচকগণ দেখাইয়াছেন যে, চৈতন্য-পরবর্ত্তী রাধাভাবের সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের বর্ণনার মিল নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্ত্তী ভাবধারার প্রভাবাধীন হন নাই। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে কৃষ্ণলীলা-বর্ণনার একটা স্থির পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। গীতগোবিন্দে মান, অনুনয়, প্রত্যাখ্যান, মিলন প্রভৃতি পর্য্যায়ে কৃষ্ণলীলার মাত্র এক অধ্যায় বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে পূর্ব্বরাগাদি বর্ণিত হয় নাই বলিয়া জয়দেব অপরাধী হইয়াছেন কি? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কারও সেইরূপ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের আদর্শীভূত রাধা-ভাবের নিদর্শন তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহা উক্ত গ্রন্থের প্রাচীনতাই ঘোষণা করিতেছে।

ইহা ব্যতীত রাধাকে বৃষভানুর মেয়ে না বলিয়া সাগরের মেয়ে বলা, চন্দ্রাবলী নামে পৃথক্ নায়িকা সৃষ্টি না করিয়া রাধাকেই চন্দ্রাবলী নামে প্রচার করা, পূর্ব্বরাগ, মান ইত্যাদি পর্য্যায়ে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা না করিয়া তাম্বুলখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড ইত্যাদি অধ্যায়-বিভাগে গ্রন্থ রচনা করা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চৈতন্য-পরবর্ত্তী প্রভাব স্বীকার করেন নাই। ইহা উক্ত গ্রন্থের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে “ভাগীরথী-কূলে,” “দামোদর পার” প্রভৃতি কথা লিখিত থাকাতে কোন কোন সমালোচক এই গ্রন্থের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। যে গ্রন্থখানা সাধারণে এত অধিক প্রচলিত ছিল, তাহাতে যে নূতন কিছু সংযোজিত হয় নাই, ইহাত বলা যায় না। তারপর যে পুঁথি অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে “এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়—১। প্রাচীন হস্তাক্ষর, ২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি, ৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর।” তৎপরে “যে সমস্ত পত্রে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত পত্রের অক্ষরাবলী” পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়া রাখালবাবু বলিয়াছেন যে, “অনেক অক্ষরের

আকারও সেই অক্ষরের বর্ত্তমান আকারের ন্যায়, যেমন—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই আটটি স্বরে বর্ত্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল অ, আ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। ক দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় প্রকারের সহিতই বর্ত্তমান অক্ষরের আকারের সাদৃশ্য আছে।" ইত্যাদি (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় পুঁথির লিপিকাল-আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

তৎপরে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আকার আধুনিক" বলিয়াও যদি রাখালবাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রাচীন অক্ষরের দোহাই দিয়া বলিতে চাহেন যে, ঐ পুঁথি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহার সেই সিদ্ধান্ত সকলে মানিয়া লইবে কিনা সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। পিতামহ, পিতা ও পুত্র একই সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদের হস্তাক্ষরে পার্থক্য লক্ষিত হইবেই। বর্ত্তমান কালেও এমন পিতামহ রহিয়াছেন, যাঁহার হস্তাক্ষর অতি প্রাচীন যুগের লক্ষণাক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিতেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ঐরূপ তিন ব্যক্তির হস্তাক্ষর রহিয়াছে কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। সে যাহাই হউক, যখন ঐ পুঁথির অধিকাংশ অক্ষরই আধুনিক, তখন ঐ পুঁথিখানাও যে প্রাচীন নহে, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্বের হানি হয় না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত রঘুবংশের একখানা পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইলে একমাত্র তাহার উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসকে তৎসমসাময়িক বা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায় না। এখানেও আমরা চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী একখানা গ্রন্থের একটি আধুনিক পাণ্ডুলিপি পাইতেছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইহা যে সম্পূর্ণই অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে এমন ধারণা আমরা করিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুঁথিতে যে দান-নৌকা-ভারলীলাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৈষ্ণব-প্রভাবাধীনে অনেক নূতন বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে, ইহা পণ্ডিতগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই জন্য কৃত্তিবাসকে পরবর্ত্তী কালে টানিয়া আনা হয় নাই, বরং ঐ সকল বিষয় যে পরবর্ত্তী যোজনা তাহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "ভাগীরথী-কূলে" প্রভৃতিও ঐরূপ কাল-প্রভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। চণ্ডীদাসের আদি রচনায় এই সকল ছিল কিনা তাহা না জানিয়া চণ্ডীদাসকে এই জন্য দায়ী করা সম্পূর্ণই যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিবার পক্ষে তাহার কথাবস্তু, ভাব, পরিকল্পনা প্রভৃতিই প্রধান বিচার্য্য বিষয়, একখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাণ্ডুলিপিতে দুই এক স্থানে যে কিছু নূতনত্ব রহিয়াছে তাহাতে ইহার মূল বিশেষত্বের কোনই হানি হয় নাই। কৃত্তিবাসাদি কবির রচনা-সম্বন্ধীয় বিচারে যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্বন্ধীয় বিচারেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না, ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রের নিকটেই আশা করা যাইতে পারে।

তারপর মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শ গ্রন্থ যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কয়েকটি গানের যে দুইখানা পুঁথি রক্ষিত আছে তাহাদের বিবরণ আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি (১৩৩৯ বঙ্গাব্দের তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে একখানা পুঁথির এক পত্রের শিরোভাগে ১২৩৭ সাল লিখিত আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐ পুঁথিখানা ১০৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। অপর পুঁথিখানা ইহা হইতেও প্রাচীনতর। ঐ পুঁথিদ্বয়ে যে কয়টি গান বা পদ আছে, তাহাদের ১০টি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্ট ৬টি বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত নূতন পদ। ইহাতে বুঝা যায়, যে পুঁথিদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের সকল পদ উদ্ধৃত হয় নাই। বস্তুতঃ মুদ্রিত গ্রন্থের অনেক স্থলেই এইরূপ অসম্পূর্ণতার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার ৭০ পৃষ্ঠায় "আলরাধা, সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোঞ্" ইত্যাদি পদটির প্রথম ৯ পঙ্‌ক্তি যে ছন্দে মুদ্রিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী অংশে সেই ছন্দ রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে "আগো রাধে" এই ধুয়াটি সহ একই ছন্দে সমস্ত

পদটি পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহার প্রথম ৯ পঙ্‌ক্তির পরের অংশ সম্পূর্ণই নূতন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯ সাল, ১৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতেই পদটি স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যে পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বিভিন্ন ছন্দে রচিত দুইটি পদের মিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায় "সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে" ইত্যাদি পদটি মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে উক্ত "সাসুড়ী ননন্দ" ইত্যাদির পূর্ব্বেও নূতন ৮ পঙ্‌ক্তি সহ সমগ্র পদটি পাওয়া যাইতেছে (ঐ, ১৮৩-৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন, ও নূতন সমাবেশের নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাতে ইহার আদর্শ পুঁথিখানাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রমাণিত করিতেছে। অতএব তাহাতে যে নূতনত্বের সমাবেশ আছে, সেজন্য কবি দায়ী হইতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কবিত্ব নাই, নূতনত্ব নাই, ইহা অশ্লীল, অতএব মহাপ্রভু কখনও ইহার পদ আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন না, এইরূপ উক্তি বিরুদ্ধবাদিগণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কবিত্ব আছে কিনা তাহা ইহার পদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাতে কবিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে সনাতন গোস্বামী কাব্যশব্দের ব্যাখ্যায় চণ্ডীদাসের দান-লীলাদির উল্লেখ করিতেন না। তারপর চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে বড়াই-ঘটিত দানলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যাইতেছে। আধুনিক সমালোচকগণের নিকট যে জিনিষটা এতই অশ্লীল বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহারই অনুকরণ করিতে মহাপ্রভু লজ্জিত হন নাই, ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। অতএব এই অশ্লীলতার সম্বন্ধে আর কিছু না বলাই ভাল। তারপর দেখা যাইতেছে যে, এই তথাকথিত অশ্লীল ও কবিত্বহীন গ্রন্থের প্রভাব জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণও এড়াইতে পারেন নাই। তথাপি কোন সমালোচক যদি ইহাকে গঙ্গায় বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে বারণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।

এখন চণ্ডীদাস-রচিত প্রচলিত পদাবলীসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সমালোচকের ভাষায় বলিতে হয় যে, ইহাতে আছে সবই—নটবরবেশী প্রেমিকবর কৃষ্ণ, এবং শ্যামসোহাগিনী কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাধা; আর কৃষ্ণ-সহচর সুবলাদি ব্রজের রাখাল, এবং রাধাসহচরী ললিতাদি নর্ম্মসখী; প্রেমতরঙ্গে উজান-বাহিনী যমুনার তীরস্থ বৃন্দাবনের কেলিনিকুঞ্জে ধীরসমীর এবং ময়ূর-ময়ূরীরও অভাব নাই! আর ইহাদেরই সাহায্যে আদর্শীভূত রাধাপ্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তিও ইহাতে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ শুদ্ধ বৃন্দাবনলীলার যাবতীয় বিশেষত্বই এই পদাবলীতে রহিয়াছে, এবং এই জন্যই ইহা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত ও বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি।

এখানে ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয় যে, আদর্শীভূত রাধাপ্রেমের এবং শুদ্ধ বৃন্দাবনলীলার এই ধারণা আমরা কোথা হইতে পাইলাম? বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকগণের মধ্যে বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবই সর্ব্বপ্রথম প্রেমমূলক ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁহার শিক্ষায় এবং দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত বৈষ্ণব-গোস্বামিগণ এই বিষয়ে যে গ্রন্থাদি লিখিয়াছিলেন তাহাই ভিত্তি করিয়া প্রেমমূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্মে শুদ্ধ বৃন্দাবন-লীলার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। গোস্বামিগণের ঐ গ্রন্থগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অমূল্য সম্পত্তি, এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা ভাগবতাদি পুরাণ-বর্ণিত কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করিতে অগ্রসর হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই যে এই ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রচারের আদি গুরু তাহা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। চৈতন্যদেব এবং তাঁহার ভক্ত গোস্বামি-গণই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি-কর্ত্তা। অতএব আধুনিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে, চৈতন্য-পরবর্ত্তীযুগেই তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল, সুতরাং যে সকল গ্রন্থে আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক ভাব ও রসের অভিব্যক্তি রহিয়াছে সেই সকল গ্রন্থ যে চৈতন্য-পরবর্ত্তীযুগে রচিত হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতে পারি বটে, কিন্তু তাহাদিগকে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে স্থাপন করিতে পারি না। এইজন্য চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলী আমাদের তৃপ্তিদায়ক

হইলেও ইহা চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের লক্ষণাক্রান্ত, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এই ধারণাই যুক্তিযুক্ত।

বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেও এদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচলন ছিল, তথাপি তিনি যে উক্তরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, তিনি নূতনভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত এই নূতনত্বের সন্ধান করিতে না পারিলে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যাইতে পারে না।

পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, কংসাদি অসুরগণকে ধ্বংস করিয়া ভূভারহরণার্থে নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

এতস্মিন্নেব কালে তু ভূরিভারাবপীড়িতা
জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্॥

ঐ, ৫।১।১২

তৎপরে দেবতাগণ ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া স্তব-স্তুতি করিলে পর নারায়ণ শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইগাছি কেশ প্রদান করিয়া সুরগণকে কহিলেন—"আমার এই কেশ-দ্বয় পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য বসুদেব-পত্নী দৈবকীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া কংসাসুরকে বিনাশ করিবে।" (বিষ্ণু-পুরাণ, ৫।১।৬৩-৮৪)। ভাগবত, হরিবংশাদি পুরাণেও কংসবধের হেতুই কৃষ্ণাবতারের কারণরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগত পালন॥

আদির চতুর্থে।

ভগবান্ জ্ঞানময় বিজ্ঞানময় হইতে পারেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট তিনি প্রধানতঃ প্রেমময়, এবং তিনি জগতের পালনকর্ত্তাও বটেন। পিতা যেমন দুষ্ট সন্তানের প্রতিও স্নেহপরায়ণ হন, ভগবানও সেইরূপ সুরাসুর সকলকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। অতএব তিনি কাহারও বধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রেমমার্গের উপাসক বৈষ্ণবগণ সমর্থন করিতে পারেন নাই। সুতরাং কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

আনুষঙ্গ কর্ম্ম—এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥

আদির চতুর্থে।

অর্থাৎ প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য, এবং রাগ-মার্গীয় ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে পরম প্রেমময় ভগবান্ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণাবতারের এই এক নূতন হেতু এখানে নির্দ্দেশিত হইল। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে এই মত প্রচারিত হয় নাই। কোন পুরাণে ইহার উল্লেখ নাই, আর মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাতেও কৃষ্ণাবতারের এই হেতু নির্দ্দেশিত হয় নাই। জয়দেবের গীতগোবিন্দে, এবং রূপগোস্বামী কর্ত্তৃক সংগৃহীত পদ্যাবলী নামক গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অথচ চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের প্রারম্ভেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদিতে কৃষ্ণাবতারের ঐ নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, এই তত্ত্বই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া চৈতন্যাবতারের হেতু নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইলেও বৃন্দাবনলীলায় দুই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, আর কলিকালে সেই দুই এক হইয়া চৈতন্যবিগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

রাধা-কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঞি॥
ঐ, আদির চতুর্থে।

স্বরূপগোস্বামীও তাঁহার কড়চায় প্রচার করিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

অর্থাৎ দ্বাপরের কৃষ্ণই রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর এইরূপ অবতারের কারণও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
স্বরূপগোস্বামীর কড়চা।

অর্থাৎ "কৃষ্ণের মাধুর্য্য কিরূপ, এবং রাধার প্রণয়মহিমাই বা কিরূপ, আর কৃষ্ণের প্রীতিতে রাধা কিরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন, এই ত্রিবিধ সুখ আস্বাদন করিবার জন্য রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতেও লিখিত হইয়াছে—

রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি, ধরি তাঁর বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥
ঐ, আদির চতুর্থে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা মূলতঃ অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণাবতার এবং চৈতন্যাবতারের নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতকারও লিখিয়াছেন—

অতি গূঢ় হেতু এই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥

স্বরূপগোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥
চরিতামৃত, আদির চতুর্থে।

এই জন্যই এই সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে পাওয়া যায় না। তারপর কৃষ্ণ ত রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এই অবতারে তিনি করিলেন কি? বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
ঐ, আদির দ্বিতীয়ে।

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতকার ইহা "বাহ্য হেতু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

অবতরি প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু—পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণ সেই কার্য্য নিজ॥
ঐ, আদির চতুর্থে।

সেই মুখ্য বীজটি কি? চরিতামৃতকার তাহাই নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছেন—

দাস-সখা-পিতা-মাতা-কান্তাগণ লয়্যা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান।
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ ইত্যাদি

তখন—

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
ঐ, আদির তৃতীয়ে।

এই যে প্রেমভক্তি দান করিবার জন্য চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন, তাহার স্বরূপসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কল্প করিলেন—

চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥

চরিতামৃত, আদির তৃতীয়ে।

এবং—

এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সর্ব্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

ঐ, আদির চতুর্থে।

এই তত্ত্বই চৈতন্যদেব নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম মূলতত্ত্ব।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রাদিতে কি এই সকল বিষয়ের উল্লেখ নাই? থাকিবে না কেন, কিন্তু তাহাতেও পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কৃষ্ণের অবতার-বাদই ধরা যাউক। গীতায় (৪।৮) আছে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ—সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টজনের বিনাশ, এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই তিনটি হেতুর মধ্যে ভাগবতাদি শাস্ত্রে অসুরধ্বংসের উদ্দেশ্যকেই কৃষ্ণাবতারের মুখ্য হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মসংস্থাপনের হেতুকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। আবার মাধুর্য্যরসের বিষয় ধরা যাউক। অসুরধ্বংসের জন্য কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহাই কৃষ্ণাবতারের মূল হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ভাগবতাদি শাস্ত্রে অসুরবধের ঘটনাগুলি বর্ণনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সকল রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যকেই অবতারের মূল কারণরূপে বর্ণনা করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পুরাণে কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অপ্রকট হওয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রেমমার্গীয় বৈষ্ণবগণ কেবলমাত্র বৃন্দাবনলীলার অংশটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। ইহাই ব্রজের মাধুর্য্যরস আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। পৌরাণিক কৃষ্ণলীলায় ঐশ্বর্য্যভাবেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়, আর ব্রজ-লীলা মাধুর্য্যময়। দুই যুগের চিন্তা-ধারাই বিভিন্ন প্রকারের।

তারপর প্রেম-ধর্ম্ম। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, চৈতন্যদেবের অনেক পূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্যের আলূভারগণ দাস্য-সখ্যাদি-তত্ত্বমূলক গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং চৈতন্যদেবও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে রামানন্দ রায়ের নিকটে ইহার ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রেমতত্ত্বের মূল অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদিগকে দাক্ষিণাত্যে যাইতে হইবে কেন? একমাত্র চৈতন্যদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার উৎপত্তি ও বিকাশসম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। প্রেম যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চৈতন্যবিগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেমের আতিশয্যে তাঁহার শরীরে যে পুলকের সঞ্চার হইত, তাহার বর্ণনায় চৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন—

যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ।
কি কহিব তাহা, সবে পারে প্রভু "শেষ"॥
শতেক জনের কম্প ধরিবারে নারে।
লোচনে বহয়ে শত শত নদীধারে॥
কনক পনস যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দ-মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্ত সব তরে॥
সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে।
নরজ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে॥

চৈতন্যভাগবত, মধ্যের দ্বিতীয়ে।

এই যে অলৌকিক অনুভূতি, ইহা ত বঙ্গদেশবাসিগণ প্রত্যক্ষই দেখিয়াছিলেন, এবং ইহার মর্ম্ম বুঝিবার জন্য

তাঁহাদিগকে আল্‌ভারগণের কবিতা পাঠের অথবা রামানন্দ রায়ের ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যার অপেক্ষা করিতে হয় নাই। চৈতন্যাবতারের প্রমাণ-প্রদর্শনার্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব॥
চরিতামৃত, আদির তৃতীয়ে।

এই অনন্যসাধারণ প্রেমের অভিব্যক্তি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপেই হইয়াছিল। এমন যদি হইত যে, রামানন্দ রায়ের সহিত দেখা হইবার পরে তাঁহার মধ্যে এই প্রেমের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব আমরা স্বীকার করিতে পারিতাম, কিন্তু যখন তাহার পূর্ব্বেই এই প্রেমের প্রেরণায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন এই প্রেমের উৎপত্তি ও বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি দাক্ষিণাত্যের প্রভাবাধীন হইয়াছিলেন ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

এই প্রেমের মূর্ত্তি দেখিয়াই অদ্বৈতপ্রভু চৈতন্যদেবকে অবতীর্ণ ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ চৈতন্য-ভক্ত হইয়াছিলেন, বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। হিন্দুর গৃহে দেবতার পূজা হয়। বিগ্রহের নিকটে লোকে স্তুতি পাঠ করে, এবং অবনতমস্তকে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া লয় ইহাই ভক্তি, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্য ভাব, ইহাতে দেবতা দেবতাই থাকেন, আর মানুষ মানুষের পর্য্যায়েই অবস্থিতি করে। ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের মধ্যে এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের মধ্যে ভগবৎ-প্রীতি

সুন্দর নায়ক দেখি সামান্য নায়িকা।
যেই ভাবে হেরে তারে হয়ে রাগাত্মিকা॥

এইরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই নায়ক-নায়িকা-ভাবের প্রীতিতে ভগবান্‌কে দেবতার আসন হইতে মানুষের পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, এবং ইহারই নাম প্রেম,

ঐশ্বর্য্য সুগুপ্ত তাতে মাধুর্য্য প্রভাবে মাতে
তাহার আশ্রয় ভক্তচয়।

ইহাতে মাধুর্য্যভাবেরই প্রাধান্য সূচিত হয়, ঐশ্বর্য্য গুপ্তভাবে অবস্থান করে। ভাগবত-বর্ণিত গোপীপ্রেমকেই ইহার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। চৈতন্যদেবের মধ্যেও ইহার পূর্ণ বিকশিত অবস্থা দেখিয়া রাধার ভাব গ্রহণ করিয়া চৈতন্যাবতারের হেতু নির্দ্দেশ করিতে দাক্ষিণাত্যের প্রভাবাধীন হইবার প্রয়োজন হয় না। একমাত্র চৈতন্যদেবের প্রতি লক্ষ্য করিলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রচারিত যাবতীয় নূতন তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিকাশসম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে।

এখন এই সম্বন্ধে বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসের ধারণা কি ছিল তাহা দেখা যাউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্মখণ্ডে একমাত্র কংসবধের জন্যই কৃষ্ণজন্মের হেতু নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের ৫০ সংখ্যক পদে দীন চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলোক-হরি।
একথা অনেক কহিব বিস্তারে
জে লীলা জখন করি॥
এবে কহি শুন বাল্যলিলা-রস
পাছেতে মধুর রস।
ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
জে রসে জে হয় বশ॥ ঐ, ৬২ পৃঃ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস এমন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যখন বৃন্দাবন-রস অর্থাৎ ব্রজের মাধুর্য্যরস, বা প্রেম-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। এখানে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাব্যের প্রথমাংশে তিনি "বাল্যলীলা-রস" বর্ণনা করিবেন, পরে নানাভাবে মধুর রস বর্ণিত হইবে। কাব্যের যে অংশে উদ্ধৃত পদটি রহিয়াছে, সেই অংশে তিনি পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসরণ করিয়া কংসবধের হেতু কৃষ্ণের জন্ম, তৎপরে তাঁহার বাল্যলীলায় পুতনাবধ, তৃণাবর্ত্তবধ, মৃত্তিকাভক্ষণ, নামকরণ, ইন্দ্রপূজা প্রভৃতি ঘটনা পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন (এই গ্রন্থের ১ হইতে ১০২ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব

দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস কৃষ্ণাবতারের উভয়বিধ হেতুই অবগত ছিলেন, প্রথমতঃ কংসবধের হেতু, দ্বিতীয়তঃ বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার হেতু। একমাত্র চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই কৃষ্ণ-জন্মের এই দ্বিবিধ হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কারণ দ্বিতীয় হেতুটি তত্ত্বরূপে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

এখন দেখা যাউক যে, দীন চণ্ডীদাস বৃন্দাবন-রস-বর্ণনায় কি নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ এবং ২৯৪ সং পুঁথিদ্বয়ের পাঠ আমরা ১৩৩৩-৩৪ সনের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে দীন চণ্ডীদাস-রচিত এক বৃহৎ কাব্য-গ্রন্থের অংশবিশেষ সংগৃহীত রহিয়াছে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৩ সনের ২১৩-২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে ২৯৪ সং পুঁথির ২২ সং পদে (ঐ, ১৩৩৪, ৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কবি লিখিয়াছেন—

রসতত্ত্বখানি তত্ত্বের লাগিয়া
ভজিতে রাধার লেহা।
গোকুলে জনম তথির কারণ
ধরিয়া কালিয়া দেহা॥

অর্থাৎ রাধার প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণরূপে ভগবান্ গোকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অন্যত্র—

আন আন অবতারে নানামৃত লীলা ধরে
ব্রজের মহিমা কিছু শুন।
লইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঙ্গে
রাই দরশন-আশ হেন॥
অন্য অবতার কালে অসুর বধিল হেলে
রসতত্ত্ব না জানিলুঁ কিছু। ইত্যাদি।

(ঐ, ১৩৩৪, ৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ অন্যান্য অবতারে আমি অসুরবধাদি নানাপ্রকার লীলা করিয়াছি, কিন্তু রসতত্ত্ব জানিতে পারি নাই, এইজন্য ব্রজলীলায় রাধার দর্শন-লাভের আশায় আমি বালকের সঙ্গে গোধন রক্ষা করিব।

আমার এই গ্রন্থের নানাস্থানেই এইরূপ তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, যথা—

গোলোক-বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া সঙ্গ অঙ্গ পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে॥

(১৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

অন্যত্র—

রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিয়া
আইলুঁ তথায় ছাড়ি॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি॥

(৪১০ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

এবং—

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥

(৭১২ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

শুধু যে কয়েকটি পদের মধ্যেই এই তত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নহে, দীন চণ্ডীদাস ইহা অবলম্বন করিয়া এক আখ্যায়িকারও সৃষ্টি করিয়াছেন। গোলোকের কল্পবৃক্ষে প্রেমফল প্রসূত হইয়াছিল, তাহা আস্বাদনের জন্য দেবগণ লোভের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া এক শুকপাখীকে ঐ ফল আনয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন। শুক ফল লইয়া উড়িল বটে, কিন্তু ইহা এতই কোমল ছিল যে, তাহার চঞ্চুর চাপে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরের জলে পড়িয়া গেল। তখন দেবতারা সমুদ্রমন্থন করিয়া ফলটির উদ্ধারসাধন করিলেন, তাহাতে প্রথমে উঠিল শ্রী, তৎপরে রি, এবং অবশেষে স্তি। তখন মহাদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেবতারা গোলোকে উপস্থিত হইয়া ফলটি কৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিলেন, কিন্তু

তিনি ইহা প্রাপ্তিমাত্রেই নিজে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। দেবতারা ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ বলিলেন যে, তিনি দ্বাপরে নন্দগৃহে, এবং রাধা বৃষভানুগৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। এই ফল রাধার সম্পত্তি, তাহা দ্বারাই এই ফলের আস্বাদন জগতে প্রচারিত হইবে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৩ সনের ২২২-২২৯, এবং ১৩৩৪ সনের ৭৫-৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এই আখ্যান পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি এখানে তত্ত্বপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ৫০ সংখ্যক পদে (এই গ্রন্থের ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তিনি বলিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবন-রস আস্বাদনার্থে কৃষ্ণাবতারের বিষয় তিনি পরে বর্ণনা করিবেন। এই আখ্যায়িকায় সেই বিষয়ের অবতারণা হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস কৃষ্ণাবতারের দ্বিবিধ হেতুই অবগত ছিলেন, এবং তিনি তাহা তাঁহার কাব্যমধ্যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের কবি বলিয়াই ধারণা করিতে হইবে।

তারপর দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে যে মাধুর্য্য চতুর্ব্বিধ এই তত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। কৃষ্ণই ঈশ্বর, এইরূপ ধারণার উপর ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসনার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন, আর তখনই কংসকারাগারের প্রহরিগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, বসুদেবের শৃঙ্খল খুলিয়া গেল। তিনি কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন, একটি সর্প তাঁহাকে ঝড়বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে লাগিল, একটি শৃগাল পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। এইরূপ নানাবিধ ঐশ্বরিক শক্তির অভিব্যক্তিসূচক আখ্যান লইয়া কৃষ্ণের জন্ম হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু চরিতামৃতকার কৃষ্ণের মুখে বলাইয়াছেন যে, ঐরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিতে তিনি প্রীত হন না—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

আদির চতুর্থে।

কারণ দেবত্বজ্ঞান আসিলেই ভক্ত উপাস্যকে আপনার চেয়ে অনেক বড় ভাবে, আর নিজেকে অপেক্ষাকৃত হীন মনে করে। ইহাতে ভগবানের প্রতি যে ভালবাসা জন্মে তাহার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তির নাম ভক্তি। প্রকৃত প্রেম এইরূপ বড়ছোট ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এজন্য দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে ভক্তির কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে প্রেমমূলক মাধুর্য্যভাবের উপাসনার ধারণা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কৃষ্ণ এখন আর দেবতা নহেন, তিনি ব্রজের রাখাল, যশোদার দুলাল, সুবলাদির প্রিয় সখা, গোপীগণের প্রাণনাথ। যশোদা নিজের পুত্র ভাবিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতেছেন, সখারা উচ্ছিষ্ট ফল তাঁহার মুখে তুলিয়া দিতেছে, কখনও বা তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিতেছে, আর গোপীরা প্রিয়তম জ্ঞানে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব বিলাইতেছে। ব্রজলীলার এই মানবীয় অনুরাগের ভাবই মাধুর্য্যের ভিত্তিভূমি। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমাকে সম, হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।

আদির চতুর্থে।

শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবের বর্ণনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন।

এখন এই গ্রন্থের ২০৫ সংখ্যক পদটি লইয়া আলোচনা করা যাউক। ইহাতে আছে—

ব্রজবাসী বালা ভাল পেয়ে মেলা
কানাই সঙ্গেতে খেলে।
'ভাই, ভাই'—বলি কাঁধে করে লয়ে
চলায় ধেনুর পালে॥

না জানে লোকেতে গোলোক-ঈশ্বর
বিহরে গোলোক-পতি।
নয়ন ভরিয়া চাঁদমুখ দেখে
আনন্দে এ দিন রাতি॥
স্নেহ ভরে সেই নন্দ-যশোমতি
করিয়া বালকভাব।
পতিভাবে গোপী পীরিতি করিয়া
তার শেষে হরি লাভ॥
কানাই রাখাল করিয়া মানল
গোকুলপুরের লোক। ইত্যাদি।

ঈশ্বর-ভাব-বর্জ্জিত এই প্রীতির বর্ণনায় যে বৈষ্ণব গোস্বামি-গণের শিক্ষার প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত উল্লেখের সহিত মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই ধরা যাইতে পারে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের প্রীতির যে সকল বিশেষত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্বে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। তারপর দীন চণ্ডীদাস "যশোদার বাৎসল্য" প্রকরণে (১৭৪-১৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য), ১৯৩-২০১ সংখ্যক পদে, এবং "নন্দবিদায়" প্রভৃতি পালাতে (২৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বাৎসল্যভাব, "রাখালবিলাপে" (২৩৫-২৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সখ্যভাব, "গোপী-বিলাপে" (২৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) মধুরভাব, এবং অক্রূরের উক্তিতে দাস্যভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রচলিত পদাবলীরসর্ব্বত্রই এই ভাবধারার অভিব্যক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা পাওয়া যায় না। দুই কবির রচনায় দুইটি ভাবধারার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা এতই স্পষ্ট যে, নিতান্ত কঠোর সমালোচকও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবিকে প্রচলিত পদাবলীর কবি বলিয়া স্বীকার করেন নাই কেহ কেহ চণ্ডীদাসের পরিণত ও অপরিণত বয়সের রচনার কথা বলিতেছেন। কিন্তু এখানে কবিত্ব লইয়া বিচার হইতেছে না, নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের সময় লইয়া আলোচনা হইতেছে। কতদিন জীবিত থাকিলে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস (চৈতন্যদেবের সমকালে যে চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন এমন কোন উল্লেখও কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাওয়া যায় না) গোস্বামিগণ-প্রচারিত ভাবধারার সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন হইতে পারেন ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, চণ্ডীদাস নামে দুইজন কবি বর্ত্তমান ছিলেন। একজন চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল বড়ু, অন্য জন চৈতন্যপরবর্ত্তীযুগে, তাঁহার উপাধি ছিল দীন। ইঁহারা এক নহেন, বিভিন্ন। এই দুইজন ব্যতীত অন্য কোন চণ্ডীদাস ছিলেন না। কবি, আদি প্রভৃতি ভণিতার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, এখন আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

চণ্ডীদাসের পদাবলীসম্বন্ধে বিরাট্ ভ্রান্ত ধারণা সাধারণে প্রচলিত আছে। পদকল্পতরুর ভূমিকায় ৺ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় দীন চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইহার মত তৃতীয় শ্রেণীর একজন কবির দ্বারা "চণ্ডীদাস" ও "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাবলী রচিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। একান্তই যদি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থমধ্যে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলে সেগুলি পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।" (ঐ, ভূমিকা, ১০৫, ১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক। এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে তাঁহার উৎকৃষ্ট পদগুলি সংগৃহীত হইয়া বিবিধ কোষগ্রন্থের সাহায্যে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। এইরূপে কেবলমাত্র তাঁহার প্রথম শ্রেণীর পদগুলির রসাস্বাদন করিয়াই তাঁহার কবিত্বসম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। পদকল্পতরুর ন্যায় একখানা আদর্শ সংগ্রহ-গ্রন্থ লইয়া আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাতে চণ্ডীদাস-ভণিতায় রাসলীলার যে দুইটি পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে তাহাই ধরা যাউক। "শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি," এবং "রমণীমোহন বিলসিতে মন" এই দুইটি পদই পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়। ইহারা রাসের প্রারম্ভসূচক দুইটি পদমাত্র, কিন্তু নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে রাসের ১৩৫টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, আর ঐ পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পালাগানের অন্তর্ভুত। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসেও রাসের ঐ দুইটি পদই উদ্ধৃত হইয়াছিল। এই সকল সংগ্রহগ্রন্থকারগণ কবিত্বপূর্ণ দুইটি পদমাত্র তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনাত্মক

অবশিষ্ট পদগুলি দ্বিতীয় চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, এইরূপ ধারণা সঙ্গত কি ? অথচ রাসলীলার বিস্তৃত বর্ণনা অবশিষ্ট পদগুলিতেই রহিয়াছে। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় চণ্ডীদাসের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র, পদসমুদ্র, পদকল্পলতিকা, গীতরত্নাবলী, লীলাসমুদ্র, গীতকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাস সম্পাদিত করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল গ্রন্থ হইতে পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহারাও পদকোষ গ্রন্থ মাত্র। ঐ সকল কোষগ্রন্থের সঙ্কলনকারিগণ তাঁহাদের রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন কবির পদ বাছাই করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যায় যে, তাঁহারা ভাল ভাল পদগুলিই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আজকালও বিবিধ সংগ্রহগ্রন্থে আধুনিক কবিগণের পদ সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে তাঁহাদের উৎকৃষ্ট পদগুলিই সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। সেজন্য ইহা বলা চলে না যে, ঐ সকল কবি কেবল প্রথম শ্রেণীর পদই রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতেও উৎকৃষ্ট পদগুলি কোষগ্রন্থের সাহায্যে এইরূপে বাছাই হইয়া প্রচারিত হওয়াতে লোকের মনে এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে, চণ্ডীদাস পরস্পর সম্বন্ধবিহীন বিচ্ছিন্ন কতকগুলি পদই রচনা করিয়াছিলেন, কোন কাব্যগ্রন্থ লেখেন নাই। নীলরতনবাবু চণ্ডীদাসের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার বিশ্বাস, চণ্ডীদাস কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।" ইন্দ্রবাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"ও কথা আমি মানিব না, প্রাচীন পদকর্ত্তারা যখন ইচ্ছা তখনই অসংলগ্নভাবে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কখনও কাব্য লিখিবার চেষ্টা করেন নাই।" (ঐ, ভূমিকা, ১ পৃঃ)।

কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকায় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"তাঁহাদের রচিত কতকগুলি অসংলগ্ন গীত মাত্র আমরা দেখিতে পাই।" (ঐ, ভূমিকা, ১ পৃঃ)। এই ধারণা বর্ত্তমান যুগেও অনেকের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু নীলরতনবাবু চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহ করিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি পালাগানের পুঁথি প্রাপ্ত হন, যাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। নীলরতনবাবুর আবিষ্কারের সময় হইতেই সর্ব্বপ্রথম চণ্ডীদাস-রচিত পালাগানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ পালাগুলি যে এক মহাকাব্যের অন্তর্ভূত তাহা তখনও ভাবিতে পারা যায় নাই। পরবর্ত্তী কালে চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে সকল পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথি হইতে সর্ব্বপ্রথম চণ্ডীদাস-রচিত এক বিরাট্ কাব্যের ধারণা জন্মে। ঐ মহাকাব্য হইতে ভাবমুখর উৎকৃষ্ট পদগুলি সংগ্রহ করিয়া পদকোষগ্রন্থকারগণ তাঁহাদের সংগ্রহ গ্রন্থে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই নানাভাবে প্রচারিত হইয়া চণ্ডীদাসের কবিত্ব-সম্বন্ধীয় ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব ইহা বলা যায় না যে, চণ্ডীদাস একমাত্র উৎকৃষ্ট পদই রচনা করিয়াছিলেন। যে সকল কবিত্বপূর্ণ পদ এই রূপে এতদিন প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল সৌন্দর্য্যে ও মধুরতায় তাহারা অতুলনীয় বটে, কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া যে গাছে তাহা প্রস্ফুটিত হয় সেই গাছের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলে আকাশকুসুমের পরিকল্পনার সৃষ্টি হয় মাত্র। পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের রচনাতেই অত্যুৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট, এবং সাধারণভাবের কবিত্বের নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু কবিত্বের মাপকাঠিতে পরিমাণ করিয়া একই কবির রচনায় বিভিন্ন কবির পরিকল্পনা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। আজকাল রবীন্দ্রনাথের রচনা পর্য্যালোচনা করিয়া কবিত্বের হিসাবে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলি প্রথম রবীন্দ্রনাথের, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের, এবং তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা তৃতীয় রবীন্দ্রনাথের, এইরূপ সিদ্ধান্ত অতীব কৌতুকাবহ।

পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ভাবমুখর হইলেও বিচ্ছিন্নভাবেই উদ্ধৃত রহিয়াছে। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ঐ পদগুলির সহিত অন্যান্য কোষগ্রন্থ হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাস সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার গ্রন্থও বিচ্ছিন্ন পদাবলীর সমষ্টি মাত্র। তারপর নীলরতনবাবু

পালাগানের সন্ধান পাইয়া প্রায় ৫০০ নূতন বর্ণনাত্মক পদের সহিত রমণীবাবু দ্বারা সংগৃহীত পদগুলি যোগ করিয়া চণ্ডীদাস সম্পাদিত করেন। তিনি সুন্দরভাবেই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলির বিচ্ছিন্ন পদসকল পালাগানের অন্তর্ভূত, এবং চণ্ডীদাস পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন পদাবলী রচনা করেন নাই। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহকারগণ ঐ সকল পালা হইতে উৎকৃষ্ট পদগুলি সংগ্রহ করিয়া কোষগ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, সুতরাং যে সকল পদে কেবল মাত্র আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে যেগুলি কোষগ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই, সেই সকল পদ অন্য কোন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণার কোনই হেতু নাই।

ইহাও দ্রষ্টব্য যে, চণ্ডীদাস ভণিতায় যে সকল গরমিল দেখা যায়, তাহা বহুল প্রচলিত পদগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চারি শতাধিক পদ রহিয়াছে, তাহার কোন পদেই বিভিন্ন ধারার ভণিতা নাই, হয় পূর্ণ ভণিতা, নতুবা একই ধারার খণ্ড ভণিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় ধারাবাহিক পালাগানের গ্রন্থে, যেখানে পদগুলি পূর্ব্বাপর সম্বন্ধযুক্ত, বিভিন্ন ভণিতায় পদ সন্নিবিষ্ট হইলে ঐরূপ গোজামিল সহজেই ধরা পড়ে। এই গ্রন্থেও দেখা যাইতেছে যে, ১-১০২ সংখ্যক পদের মধ্যে একটিও বিভিন্ন ধারার ভণিতা নাই, যেখানে কবির বিশেষত্ব-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে সর্ব্বত্রই "দীন," কোথাও বড়ু, আদি, কবি বা দ্বিজ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, এবং বাশুলীরও উল্লেখ নাই। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ এবং ২৯৪ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় হইতে যে সকল পদ আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি (১৩৩৩-৩৪ সালের পত্রিকা দ্রষ্টব্য) তাহাদের একটি পদেও ভণিতার কোন গরমিল দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। মনে করুন দুই জন চণ্ডীদাস ছিলেন, একজন পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং অন্যজন পরবর্ত্তী। পূর্ব্ববর্ত্তী কবির পক্ষে পরবর্ত্তী কবির ভণিতার ধারা জানিবার সম্ভাবনা নাই, কাজেই তাঁহার পদে পরবর্ত্তী কবির ভণিতা থাকিতে পারে না, যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা যে পরবর্ত্তী যোজনা তাহা সহজেই ধরা পড়ে, আর সেজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবি দায়ী নহেন। পরবর্ত্তী কবি যদি নিজের পদ অন্যের ভণিতায় চালাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভণিতা অনুকরণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পদে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দীন দ্বিজ ইত্যাদি ভণিতা নাই, এবং দীন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক পদেও বড়ু বা বাশুলীর উল্লেখ নাই। অতএব কোন পদে যদি "বাশুলী আদেশে দীন চণ্ডীদাস গায়" এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা যে পরবর্ত্তী যোজনা তাহা ধরিতে কোনই কষ্ট হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক ভণিতায় কোনই গরমিল নাই, কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর কোন কোন পদে আদি, কবি প্রভৃতি ভণিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা নীলরতনবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পদগুলি লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহার প্রথম পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ধবলীর অন্বেষণে যাইয়া বৃষভানু-পুরে রাধাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন, এবং সুবলের নিকট রাধার রূপ বর্ণনা করিতেছেন। তারপর ২ সংখ্যক পদ হইতে ১৬ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত রাধার রূপের বর্ণনাই চলিতেছে। এই পদগুলি ভাবসম্পদে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বহুল প্রচলিত হইয়াছিল, কারণ অনেক পুঁথিতেই এই পদগুলি পাওয়া যাইতেছে। সেখানে ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু যখন দেখি, এই সকল পদে আছে, "তড়িৎ-রমণী, হরিণ-নয়নী, দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে" (৮ সং পদ), "রমণীর মণি, পেখিনু আপনি, ভূষণ সহিতে গায়" (৬ সং পদ) ইত্যাদি, তখন এই সাক্ষাতের ঘটনা যে পদে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে স্থাপন করিলেই ঐ পদগুলির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বুঝা যায়, নতুবা তাহারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে ইহারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। তিনি যে সকল কোষগ্রন্থ হইতে ঐ সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহারা ঐ

অবস্থাতেই ছিল, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে সাক্ষাতের বিবরণ বর্ণনার পরে ঐ সকল পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং তাহাতে ইহাদের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ধরা পড়িতেছে। অতএব আখ্যায়িকামূলক পদগুলিতে কবিত্ব নাই বলিয়া পরিশিষ্টে স্থাপন করিতে হইবে, না তাহাদিগকে পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া পরে কবিত্বপূর্ণ পদ সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে? উৎকৃষ্ট পদগুলিকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আখ্যায়িকামূলক পদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহারাই বৃন্ত, যাহাতে কবিত্বময় পদগুলি সুষমাপূর্ণ কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া আশ্রয়-বৃক্ষের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন!

এখন পূর্ব্বরাগের কবিত্বপূর্ণ পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাউক। আমাদের প্রধান সন্দেহ এই যে, রাধার রূপবর্ণনা করিতে চণ্ডীদাস এতগুলি পদ রচনা করেন নাই। যখন দেখি যে, এই সকল পদে একই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে, তখন এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়া পড়ে। এই সকল পদ আমরা অনেক পুঁথিতেই পাইয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ৪ সংখ্যক পদ হইতে ১৬ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত ১৩টি পদই ঐ সকল পুঁথিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্ট ২টি অর্থাৎ ২ এবং ৩ সংখ্যক পদদ্বয় কোন পুঁথিতেই পাওয়া যায় নাই। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, উক্ত ২ সংখ্যক পদে রাধার রূপের বর্ণনা শেষ করিয়া ৩ সংখ্যক পদে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া
শুনত সুবল সখা।

অতএব রাধার রূপবর্ণনা যে ইহার পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার ধারণা জন্মিয়া থাকে। পরবর্ত্তী ১৭ সংখ্যক পদে সুবলের উক্তি রহিয়াছে, অতএব মধ্যবর্ত্তী ১৩টি উৎকৃষ্ট পদ বাদ দিয়া ৩ সংখ্যক পদের পরে ১৭ সংখ্যক পদ পাঠ করিলেও আখ্যায়িকার ক্রম ভঙ্গ হয় না। এখন প্রশ্ন এই যে, নীলরতনবাবু যে পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে এই আখ্যায়িকাটি কি ভাবে ছিল? রমণী মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে মধ্যবর্ত্তী ঐ ১৩টি পদই বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব নীলরতনবাবু ঐ গ্রন্থ হইতেও এই পদগুলি নিজের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন। এই সম্বন্ধে তিনি কোন টীকা রাখিয়া গেলে এই জটিলতার সমাধান সহজ হইয়া পড়িত। চণ্ডীদাস পূর্ব্বরাগ বর্ণনার উদ্দেশ্যে যে আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন তাহা এই :—কৃষ্ণ ধবলীর অন্বেষণে বৃষভানুপুরে রাধাকে দেখিয়া আসিয়া সুবলের নিকট রাধার রূপ বর্ণনা করিলেন, তারপর সুবল বৃষভানুপুরে যাইয়া রাধার যমুনাস্নানের ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। উক্ত ১৩টি পদের মধ্যে দুই রকমের রূপ-বর্ণনাই রহিয়াছে, প্রথমতঃ ৪-১০ সংখ্যক পদে বৃষভানুপুরে দেখার সময়ের, দ্বিতীয়তঃ ১১-১৬ সংখ্যক পদে যমুনার ঘাটে স্নান-সম্বন্ধীয়। অতএব এই পদগুলি অসংলগ্নভাবে একই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ৪৪ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, রাধা যমুনা-স্নানে আসিয়াছেন। "থির বিজুরি, বরণ গোরী, পেখিনু ঘাটের কূলে" এইজাতীয় পদগুলি উক্ত ৪৪ সংখ্যক পদের পরে সন্নিবিষ্ট হইবে। অতএব মূল আখ্যায়িকা বাদ দিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ যে অসংলগ্নভাবে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার প্রমাণ ঐ সকল পদের মধ্যেই পাওয়া যাইতেছে।

আবার এই আখ্যায়িকার রচয়িতা চণ্ডীদাস যে উক্ত ১৩টি পদের অনেকগুলিই রচনা করেন নাই, তাহার প্রমাণও ঐ সকল পদের মধ্যে রহিয়াছে। বড়াইর নিকট রাধার রূপের বর্ণনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে মিলন-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, ইহাই বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা। অতএব আঙ্গিনায় দেখা, বা স্নানের ঘাটে দেখার আখ্যায়িকা তাঁহার পরিকল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ১৩ সংখ্যক পদে আছে—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে
ইত্যাদি।

এবং এই পদটি স্নানের ঘাটে দেখার পরে সুবলের নিকট রাধার রূপ-বর্ণনার পদ। অতএব দাঁড়াইল এই যে, আখ্যায়িকাটি হইল দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের, আর তাহার অন্তর্ভূত ঘটনা অবলম্বন করিয়া পদ লিখিলেন

তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বড়ু চণ্ডীদাস। ইহা যে পরবর্ত্তীকালে বড়ু চণ্ডীদাসের নামে রচিত হইয়াছে, তাহা ধরিতে কোনই কষ্ট হয় না।

দ্বিতীয়তঃ বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকে সাগরের দুহিতা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু এই পদের শেষ পঙ্ক্তিতেই আছে—

সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা।

অতএব এই জাতীয় পদ বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বহির্ভূত। আবার দীন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক ভণিতাতেও বাশুলীর উল্লেখ নাই, সুতরাং এই পদটি তাঁহার উপরেও আরোপ করা যায় না। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, দীন চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে বাশুলীর উল্লেখকরায় এই ভণিতার সৃষ্টি হইয়াছে।

পদকল্পতরুর অনেক পুঁথিতে এই পদটি লোচনদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায় (তরু, পসং, ১৪০|১ পৃঃ; নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস, ১০ পৃঃ টীকা; প্রবাসী, ১৩৩৬, ৬৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯০ সংখ্যক পুঁথিতেও এই পদটি জগন্নাথের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, যথা—

কহে জগন্নাথ, সখিগণ সাথ, ইত্যাদি

ভণিতায় ও ভাবে এইরূপ নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় বলিয়াই এই জাতীয় পদের উপর কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না।

নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ১৫ সংখ্যক পদেও বাশুলীর উল্লেখকরা ভণিতা রহিয়াছে। ১০ সংখ্যক পদে আছে—"রাজার ঝিয়ারি, সুন্দরী নাগরী"; ১১ সংখ্যক পদে—"ভানুর ঝিয়ারি বটে"; এবং অন্যান্য পদও রাধারই স্নান-কালীন রূপ-বর্ণনার অথবা আঙ্গিনায় দেখার প্রসঙ্গ লইয়া রচিত হইয়াছে। এই জাতীয় একটি পদও বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করিতে পারেন না, কারণ এই পরিকল্পনা তাঁহার নয়।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের প্রবাসী পত্রের ৫৩৪-৫ পৃষ্ঠায় আমরা শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের "সোনার নাতিনী কেন" ইত্যাদি (নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ৪৯ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) পদটি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। এই পদে আছে—

যমুনার জলে যাও কদমতলার পাশে চাও
না জানি দেখিলা কোন জনে। ইত্যাদি।

যমুনার জল আনিতে যাইয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার পূর্ব্ব-রাগের উদয় হইয়াছিল, এই পরিকল্পনা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, অতএব বড়ু ভণিতা থাকা সত্ত্বেও বড়ু চণ্ডীদাসকে এই পদের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। তারপর ৫০ সংখ্যক পদের সহিত এই পদের ভাব ও রচনাগত সাদৃশ্য এত বেশী যে, একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, একটি অপরটির আদর্শে রচিত হইয়াছিল। উক্ত ৫০ সংখ্যক পদের শেষ ৪ পঙ্ক্তি এইরূপ—

একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুলশীলনাশে
কালিয়া প্রেমের মধু॥

আর ৪৯ সংখ্যক পদের শেষ ৪ পঙ্ক্তি এই—

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুলশীল সব ভাসে
লাগিল কালিয়া প্রেম-মধু॥

তুলনা করিলেই বুঝা যায় যে, ৫০ সংখ্যক পদের প্রতি-চরণাংশে যেন "বড়ু" শব্দটি বসাইবার জন্য দুইটি করিয়া অক্ষর সন্নিবিষ্ট করিয়া ৪৯ সংখ্যক পদটি রচিত করা হইয়াছে। অতএব "সোনার নাতিনী" "বড়ুয়ার বধূ" ইত্যাদির উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও (কারণ এই সকল শব্দের সমাবেশ পরবর্ত্তী যে কোন কবি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণে করিতে পারেন) আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই পদটি পরবর্ত্তীকালে বড়ু চণ্ডীদাসের নামে রচিত হইয়াছিল।

এইরূপে অন্যের পদ নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু কোথায়? যেখানে রূপ-বর্ণনা, বা বিরহাদির উচ্ছ্বাস রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে। আখ্যায়িকার অংশে এইরূপ ভেজাল পদের সংখ্যা-নাই বলিলেও চলে, কারণ মূল

গল্লাংশে কবিত্ব প্রকাশের তত সুবিধা হয় না, এবং সুযোগও থাকে না। কিন্তু কৃষ্ণ রাধাকে দেখিয়া আসিলেন, তারপর রাধার রূপ-বর্ণনার পালা আরম্ভ হইল। কবি হয়ত দুই একটি পদ রচনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন, কিন্তু কবিত্ব প্রকাশের যে সুযোগ তিনি করিয়া দিলেন, তাহাতে পরবর্ত্তী যে কোন কবির পক্ষে ঐ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করা কষ্টকর নয়। এই জন্যই পূর্ব্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, ভাবসম্মিলনাদি পর্য্যায়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি-সমম্বিত বিচ্ছিন্ন পদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর ভণিতার যত গোলমাল সব ঐ সকল পদেই উৎপন্ন হইয়াছে। আদি, বড়ু, কবি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত পদ এই সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে আক্ষেপানুরাগের পদ রহিয়াছে (৩৯১-২৪৯=) ১৪২টি, আর এই পদগুলি পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধরহিত বিচ্ছিন্ন ভাবেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে এক একটি বর্ণনীয় বিষয়ের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। অতএব যে কোন কবির পদ ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া অনায়াসেই ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। এইভাবে অনেক কবির পদ যে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে, তাহাও ধরা পড়িয়াছে। ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন —"জ্ঞানদাস, যদুনন্দন, গোপালদাস প্রভৃতির কতকগুলি প্রসিদ্ধ পদ-গায়ক ও লিপিকরদিগের ভুল বা কারসাজির দরুণ চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সকলেরই স্বীকৃত বটে। নীলরতনবাবুর ২৯৯ সংখ্যক "কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন" ইত্যাদি চণ্ডীদাস ভণিতার পদে পদকল্পতরু, পদরত্নাকর, পদরসসার, ও সহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথিতে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে (আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৪ সংখ্যক পুঁথিতেও ইহা জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাইতেছি)। নীলরতনবাবুর ১৯০ সংখ্যক "একলি মন্দিরে" ইত্যাদি পদে, এবং ৩১১ সংখ্যক "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" ইত্যাদি, ও ৩২১ সংখ্যক "না বল না বল সখি" ইত্যাদি চণ্ডীদাস ভণিতার পদে পদকল্পতরু ও পদরসসারে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে। নীলরতনবাবুর ২০৩ সংখ্যক "রাই আজ্ কেন হেন দেখি" ইত্যাদি পদে পদকল্পতরুতে কৃষ্ণকিশোরের ভণিতা আছে। নীলরতনবাবুর "কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে" ইত্যাদি ৬৩ সংখ্যক পদ বড়ু চণ্ডীদাসের অন্যূন এক শতক পরবর্ত্তী রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের "নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন্" ইত্যাদি শ্লোকের যদুনন্দন ঠাকুর কৃত মর্ম্মানুবাদ। (ঐ ভূমিকা, ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। প্রচলিত পদাবলীতে যেখানে এক জাতীয় বহু পদের সমাবেশ দেখা যায়, সেখানে এইরূপ ভেজালের কল্পনা মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। অতএব দুই একটি বিচ্ছিন্ন পদে "কবি," "আদি" ইত্যাদি ভণিতা দেখিলে চমকিত হইবার কোনই কারণ নাই, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবির পরিকল্পনাও যুক্তিবহির্ভূত। এইজন্যই (আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি) "কবি" "আদি" প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত ভণিতার কোনই স্থিরতা নাই।

পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"কীর্ত্তনগায়ক ও লিপিকরদিগের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত গোলযোগের ফলে জ্ঞানদাসের অনেক উৎকৃষ্ট বাংলা পদ অসঙ্গতভাবে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে * * । পদকল্পতরু-পুঁথির সঙ্কলনকাল অর্থাৎ আন্দাজ দুইশত বৎসরের কিছু পূর্ব্বেই এই ভণিতার গোলযোগ সঙ্ঘটিত হইয়াছে" (ঐ, ১১৯ পৃঃ)। ইহা যে অনুমানমাত্র নহে তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেও প্রমাণিত হইবে। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের ২, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪০ সংখ্যক পদে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে। কিন্তু ইহার ৪৪ সংখ্যক পদে আছে যে, রাধা প্রথমবার যমুনা-স্নানে আসিয়া কৃষ্ণকে মাত্র দর্শন করিয়াই চলিয়া গেলেন, তখনও মিলন হইল না। তারপর কবি লিখিয়াছেন—

সূর্য্যপূজা ছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা-বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥ ইত্যাদি

অতএব দেখা যায় যে, কবি আর এক কৌশল অবলম্বন করিয়া উভয়ের মিলন সংঘটন করাইবেন এই আভাস দিয়া গেলেন। কিন্তু কিরূপে ইহা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল,

সেই সম্বন্ধীয় কোন পদই নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে উদ্ধৃত হয় নাই। অতএব এই পালাটি যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহাও দেখা যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে এই পালার শেষের অংশ পাওয়া গিয়াছে (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬-৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহার ১৮৬১-২ সংখ্যক পদে রাধা যে "আচম্বিতে দিল দেখা" ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের প্রথমপদ-বর্ণিত ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ ইহাতে রহিয়াছে। তৎপরে সুবল বলিলেন—

হাসিয়া সুবল কয় শুন তুয়া রসময়
রসিক নাগরি দিব আনি।
১৮৬২ সং পদ।

এবং ধরিব কনহু ছলা, হব পাটদার।
তবে বৃসভানুপুরে করিয়া সুসার॥
১৮৬৩ সং পদ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাটদার হইয়া তিনি পুনরায় বৃষভানুপুরে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন নানা প্রকার পট রচিত হইল (১৮৬৪-৫ সং পদ), অবশেষে ১৯০৩ সংখ্যক পদে আছে—

চলল সুন্দরী যেথা সহচরী
সুবল যেখানে আছে।
নবোঢ়া মিলন হইল তখন
মিলি বিনোদিনী কাছে॥ ইত্যাদি

তারপর সুবল আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন—

হেনক সময়ে আসি সুবল মিলিল।
চিত্রপটকথা সকল কহিতে লাগিল॥
নাগর হরষ বড় সুবলের বোলে।
আনন্দে সুবল লয়া করিলেন কোলে॥
তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে। ইত্যাদি
১৯০৫ সং পদ।

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালাটি এইখানে আসিয়া এইরূপে শেষ হইয়াছে, অথচ ইহার প্রথম অংশটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে দ্বিজ ভণিতায় রহিয়াছে, আর পরবর্ত্তী অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে সর্ব্বত্রই দীন ভণিতা মিলিতেছে (১৮৬২, ১৮৬৩, ১৮৬৪, ১৯০৪, ১৯০৬ সং পদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দ্বিজ ও দীন ভণিতা দ্বারা যে একই কবিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বেও আমরা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্বের পরিকল্পনা ভ্রান্তিমূলক। যে সকল পদ বেশী প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতেই দ্বিজ ভণিতার প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, অন্যত্র নহে। চণ্ডীদাস যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই ধারণার বশে ব্যক্তিগত "দীন" বিশেষণটি জাতিগত "দ্বিজ"তে পরিণত হইয়া থাকিবে।

এক বাড়ীতে গান হইতেছিল। গায়ক সুকণ্ঠ। গান শেষ হইলে এক শ্রোতা বলিয়া উঠিলেন—"হবে না কেন! রবীন্দ্রনাথের গান না হইলে এমন মধুর লাগে!" কিন্তু আর একজন অভিজ্ঞ শ্রোতা বলিলেন—"গানটি রবীন্দ্রনাথের নয়, অমুক কবির।" যিনি রবীন্দ্রনাথের বলিয়াছিলেন, কবিত্বই ছিল তাঁহার মাপকাঠি, কিন্তু যিনি "অমুক কবির" বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার যুক্তি প্রদর্শনের জন্য বলিলেন—"আমি অমুক কবির অমুক বহিতে এই গানটি দেখিয়াছি।" অর্থাৎ কবিত্বের দিক্ দিয়াও তিনি গেলেন না, তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইল একটা বাস্তব ঘটনা—তিনি অমুক কবির অমুক বহিতে গানটি মুদ্রিত অবস্থায় দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ এই রীতি অনুসরণ করিয়াই অভ্রান্তরূপে কবিতা সনাক্ত করিতে পারা যায়। আজকাল কবিরা ভণিতা দিবার পক্ষপাতী নহেন। এইরূপ বিভিন্ন কবির ভণিতাহীন কতকগুলি পদ হইতে প্রত্যেক কবিকে বাছাই করিয়া লইবার জন্য প্রথমেই ভাবিতে হয়, কোন্ কবিতাটি কোন্ কবির বহিতে রহিয়াছে। বড় বড় কবির কথা ছাড়িয়া দিলেও শিশু-পাঠ্য গ্রন্থাদিতে যে সকল কবিতা থাকে, তাহাও সনাক্ত করিবার জন্য তাহাদের সংস্থানসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। তথাপি অনেকে বলিয়া থাকেন যে, চণ্ডীদাসের পদের সুর তাঁহাদের কাণে বাজিয়া থাকে।

এইরূপ ক্ষমতা কাহারও থাকিলে জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবির যে সকল পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে, তাহা বহু পূর্ব্বেই সনাক্ত হইয়া যাইত। অধুনা এই সকল পদ চিহ্নিত হইতেছে বটে, কিন্তু কবিত্বসম্বন্ধে বিচারের দ্বারা নহে, কোন্ শব্দটি অন্যত্র কাহার ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, সেই জ্ঞানের দ্বারা। চণ্ডীদাসের পদ বাছাই করিতে হইলেও তাহাদের সংস্থানসম্বন্ধেই প্রধানতঃ বিচার করা উচিত, কবিত্বের নিশানায় তাহারা চিহ্নিত হইতে পারে না।

চণ্ডীদাসের কবি-খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহার নামে প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদগুলি রচনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণই তাঁহার প্রাপ্য কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, জ্ঞানদাসাদি কবির অনেক উৎকৃষ্ট পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। আবার একজাতীয় অনেকগুলি পদের একত্র সমাবেশ দেখিলে ইহাদের সবগুলিই চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন কিনা, এই সন্দেহও মনে উদিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের ৪১৪-১৭ সংখ্যক পদচতুষ্টয় তুলনা করিলে বোধ হয় যেন একই পদের ভাব মূলতঃ অবলম্বন করিয়া অন্যান্য পদগুলি রচিত হইয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা অনাবশ্যক-রূপে বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। তারপর চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত প্রায় যাবতীয় উৎকৃষ্ট পদেরই পাঠান্তর পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থমধ্যে দানলীলা ও মিলন (বা ভাবসম্মিলন) পর্য্যায়ের পদগুলির পাঠান্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল পাঠ-বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া ঐ পদগুলি মূলে কিরূপ ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলাও কষ্টকর। মূল রচনা পরবর্ত্তীকালে মার্জ্জিত হইয়া উৎকৃষ্ট পাঠান্তরগুলির সৃষ্টি করাও অসম্ভব নহে। অর্থ-সঙ্গতির জন্য অনেক পাঠ অতি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে একাধিক পাঠান্তর পাওয়া যায়, সেখানে ইহাদের কোন্‌টি চণ্ডীদাসের মূল রচনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমরা সাধারণতঃ অত্যুৎকৃষ্ট পাঠটিই গ্রহণ করিয়া থাকি, কারণ ইহাতে পদের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাই চণ্ডীদাসের মূল রচনা না হইয়া পরবর্ত্তীকালের সংযোজনাও হইতে পারে। অতএব চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদগুলির রচনার কৃতিত্ব-নির্দ্ধারণ বিবেচনাসাপেক্ষ বলিয়াই বোধ হয়।

আখ্যায়িকা-বিন্যাসের পর্য্যায়

চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আগে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, কি রাধার পূর্ব্বরাগ আগে স্থাপিত হইবে, এই বিষয় লইয়া সম্পাদকগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং কোন কোন মুদ্রিত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, আবার কোন কোন গ্রন্থে রাধিকার পূর্ব্বরাগ আগে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পাদকগণের ইচ্ছানুযায়ী এইরূপ পদ-বিন্যাসের স্বাধীনতা আছে কিনা তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। যদি ধরা যায় যে, চণ্ডীদাস পরস্পর-সম্বন্ধবিহীন বিচ্ছিন্ন পদাবলীই রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার পদাবলী-সঙ্কলনে সম্পাদকগণ এই স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারেন, যখন কবি নিজে কোন্ পদের পরে কোন্ পদ সন্নিবিষ্ট করিয়া-ছিলেন তাহা জানিবার মত কোন গ্রন্থ না পাওয়া যায়। কিন্তু সংগ্রহগ্রন্থের সঙ্কলনকালে এই স্বাধীনতা অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যতীত কবির রচনারীতি অনুসরণ করিয়া কোন গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে হইলে কবি যে ভাবে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন সম্পাদককেও সেইভাবেই পদ-বিন্যাস করিতে হয়, ইহার ব্যতিক্রম করিবার অধিকার তাঁহার নাই। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী পর্য্যালোচনা করিয়াও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক এক বিরাট্ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থেও আখ্যায়িকাগুলি পরস্পর-সংযোজকসূত্রে গ্রথিত আছে। কবি তাঁহার নিজের রচনাতেই ইহার সন্ধান রাখিয়া গিয়াছেন, এবং আখ্যায়িকা বিন্যাসের পর্য্যায়সম্বন্ধেও স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ-সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছি, অতএব এই ক্ষেত্রে ইচ্ছানুরূপ পদবিন্যাস করিবার স্বাধীনতা আমাদের নাই। এইজন্যই দীন চণ্ডীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থমধ্যে পদগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথি হইতে জানা যায় যে, দীন চণ্ডীদাস এক বিরাট্ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে দুই হাজারেরও অধিক পদ ছিল! ঐ গ্রন্থে আখ্যায়িকাগুলি কি ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সন্ধান কবি স্বীয় রচনাতেই রাখিয়া গিয়াছেন। সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেই চণ্ডীদাসের কাব্য-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের ৫০ সংখ্যক পদে (৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কবি লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলোক-হরি।
একথা অনেক কহিব বিস্তারে
জে লীলা জখন করি॥
এবে কহি শুন বাল্যলীলা রস
পাছেতে মধুর রস।
ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
জে রসে জে হয় বশ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রথমে বাল্যলীলারস বর্ণনা করিয়া পরে তিনি নানাভাবে মধুর রসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহাই কবির মূল পরিকল্পনা। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার সীমা কতদূর? পুরাণাদিতে তাঁহার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অপ্রকট হওয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বাল্যলীলার অন্তর্ভূত। কাব্যের যে অংশে উক্ত ৫০ সংখ্যক পদটি রহিয়াছে, সেই অংশে কবি পুরাণ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মের আখ্যায়িকা লইয়াই বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে কংসবধহেতু শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, তৎপরে বাল্যলীলায় পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনাবলী সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ধারণা করা যাইতে পারে যে, কবি পুরাণ অনুসরণ করিয়া কাব্যের প্রথমভাগে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা হইতেই বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯৪৯ সংখ্যক পুঁথিতে (যাহা হইতে এই গ্রন্থের ১ হইতে ৬৩ সংখ্যক পদ সংগৃহীত হইয়াছে) জন্মলীলার পদগুলি ১ হইতে ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। ডা' দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুঁথিতেও (যাহা হইতে ৬৩ হইতে ১০২ সংখ্যক পদ সংগৃহীত হইয়াছে) জন্মলীলার পদই গ্রন্থের প্রথম ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্য এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই আমরা জন্মলীলার পদগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ইহাও দ্রষ্টব্য যে, বাল্যলীলার পূর্ব্বেই জন্মলীলা বর্ণিত হওয়া স্বাভাবিক।

তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির ১ম পত্রেই ৪৮০ সংখ্যক পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই প্রথম পত্র একখানা বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডের ১ম পত্র, এবং ইহার প্রথম খণ্ডে ১ হইতে ৪৭৯ সংখ্যক পদ ছিল (এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ১৩৩৩ সনের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২১৪-২১৬ পৃষ্ঠায়, এবং এই ভূমিকার শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। একখানা কাব্য এইরূপে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লিখিবার কারণ কি? আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই গ্রন্থের ৫০ সংখ্যক পদে কবি আগে বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়া পরে মধুর রসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া লিখিয়াছেন। উক্ত ৪৮০ সংখ্যক পদ হইতে বৃন্দাবন রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, গ্রন্থের মূল পরিকল্পনায় কৃষ্ণলীলা দুই স্তরে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিবার সঙ্কল্প লইয়াই কবি কাব্যারম্ভ করিয়াছিলেন। বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক রচনা কালেও চৈতন্যদেবের অনুমোদনক্রমে রূপগোস্বামী বৃন্দাবন-লীলা ও মথুরালীলা পৃথক্ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহার প্রভাব চণ্ডীদাসে পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সে যাহাই হউক, কৃষ্ণলীলার এই যে দুইটি স্তর নির্দ্দেশিত হইয়াছে, ইহার একটি ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক, অপরটি মধুর-রসাত্মক। চণ্ডীদাস তাঁহার কাব্যের প্রথম খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসরণ করিয়া ঐশ্বর্য্যলীলা বর্ণনায় কংসবধের হেতু কৃষ্ণের জন্ম নির্দ্দেশ করিয়া পরে অসুরবধাদিলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়খণ্ডে নানাভাবে মধুর রসের বর্ণনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণজন্মের হেতু নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অতএব সুচিন্তিত

পরিকল্পনার বশবর্ত্তী হইয়াই যে কবি কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাস পরস্পরসম্বন্ধবিহীন বিচ্ছিন্ন পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ই ভিত্তিহীন, তাহাও ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

এখন প্রথমখণ্ডের পদবিন্যাসসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ইহাতে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত পালাগানের তিন লহর পদাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম লহরে কংসবধের জন্য কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রপূজা পর্য্যন্ত ১০২টি পদ আছে। ইহারা পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত পালাগানের অন্তর্ভূত, অতএব একই কবির রচিত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় লহরে ১০৩ সংখ্যক পদ হইতে ১৯২ সংখ্যক পদ পয্যন্ত ৯০টি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার অন্তর্ভূত দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি পালাগুলি যে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত তাহা এই গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ শিকলিবাঁধা পালাগুলি যে একই কবির রচিত, তাহা পালাগুলির সংযোজক সূত্র হইতে সহজেই ধরা পড়ে। তৃতীয় লহরে অক্রূরাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া ৪২১ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত ২২৯টি পদ রহিয়াছে, এবং ইহার অন্তর্ভূত পালাগুলিতেও একই পরিকল্পনার ক্রমিক অভিব্যক্তির নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৃষ্ণ-বলরাম গোষ্ঠে গিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে—

আর পরমাদ পড়িল সংশয়
গোকুলে নন্দের ঘরে।
এ কথা না জানে কৃষ্ণবলরাম
গোঠের লীলাতে ভোলে॥

(১৯৯ সং পদ দ্রষ্টব্য।)

কবি এই কৌশলে অক্রূরাগমনের সূচনা করিয়া দিলেন। তারপর কংসের আদেশে অক্রূরের গোকুলযাত্রা (১৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য), শ্রীরাধিকার আসন্ন বিপদের স্বপ্ন (১৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য), অক্রূরাগমন এবং কৃষ্ণবলরামের মথুরায় গমনের উদ্যোগ (২১০ সংখ্যক এবং পরবর্ত্তী পদগুলি দ্রষ্টব্য), যশোদার বিলাপ (২০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য), গোপী-বিলাস (২০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এবং তদন্তর্গত ছত্রিশ অক্ষরের করুণা (২১২-২৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য), রাখাল-বিলাপ (২৩৫-২৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য), গোপীগণের আক্ষেপ ও বাধাপ্রদান (২৪৪-২৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য), কৃষ্ণবলরামের মথুরায় গমন, কুব্জানুগ্রহ, রজকের বস্ত্রহরণ, কুবলয়াপীড়-চানূর-মুষ্টিক ও কংসবধ (২৫৬-২৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য), নন্দবিদায়, যশোদার আক্ষেপ (২৬৭-২৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য), শ্রীরাধিকার বিরহ, মথুরায় দূতী প্রেরণ, তৎপরে গ্রন্থশেষে রাধাকৃষ্ণের পুনর্ম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। একটি আখ্যায়িকাই এইরূপে নানাপ্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে পরি-পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। প্রথমখণ্ডে দীন চণ্ডীদাস কংসবধের হেতুকেই কৃষ্ণজন্মের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন, কংসের নিধন বর্ণনাতেই ইহার স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি হইয়াছে। নন্দ-বিদায় প্রভৃতি পরবর্ত্তী অংশ কংসবধের পরিশিষ্ট মাত্র, ইহা দ্বারা গ্রন্থের অত্যাবশ্যকীয় প্রসারতা সংঘটিত হইয়াছে। অতএব প্রথম খণ্ডেই বর্ণনীয় বিষয়ের পূর্ণতা সম্পাদিত হওয়াতে এই কাব্যাংশকে সুসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা যে বিভিন্ন প্রকারের তাহা পরে আলোচিত হইবে।

প্রথম খণ্ডে উক্ত প্রকার তিন ভাগ পদাবলী সন্নিবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী দুইটি সংযোজক অংশের অভাব রহিয়া গিয়াছে। প্রথম ভাগের ১০২টি পদের মধ্যে কোথাও রাধার উল্লেখ নাই এবং ইহার অন্তর্ভূত একটি পালাতেও রাধাকে লইয়া কোন আখ্যায়িকা বর্ণিত হয় নাই, অথচ পরবর্ত্তী দানলীলার প্রথম পদেই রাধার বিরহাবস্থা লইয়া বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। এই পদে (১০৩ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) আছে—

গৃহমাঝে গিয়া দেখি এল ধেয়া
শ্যামের চূড়ার মালা।
এবং সময় হইল গোঠে যায় পাল
মনেতে পড়িয়া গেল।
পূরুব সঙ্কেত করিতে বেকত
তাহার লাগিয়া ভেল॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার পূর্ব্বেই রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, এবং রাধাকে গোষ্ঠে মিলিত হইবার জন্য কৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া আসিয়াছিলেন। এই ঘটনা যে সকল পদে বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা পাওয়া

যায় নাই, অত এব এখানে কতকগুলি পদের অভাব রহিয়া গিয়াছে। এই পদগুলি পাওয়া না গেলেও, রাধাকৃষ্ণের প্রথমমিলনের উল্লেখ পরবর্ত্তী কয়েকটি পদে পাওয়া যায়, যথা—

যেদিন মাধবীতরু-ছায়।
কি বোল বলিলে যদুরায়॥
* * * *
তখন করিলে তুমি পণ।
এবে কর এখন এমন॥
কহিলে যথারে যাবে তুমি।
কহিলে—"তোমারে নিব আমি॥"

২৩৪ সং পদ।

তখন করিলে অনেক যতন
সে সব বিসর এবে।
নাহি পড়ে মনে কদম্ব-কাননে
কি বোল বলিলে তবে॥

২৩৮ সং পদ।

তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা
অনেক কহিলা মোরে।
"তোমা না ছাড়িব সঙ্গে করি নিব"—
বলিলে মাধবীতলে॥

২৪০ সং পদ।

হাসিরসে চেয়ে কথা মরমে মরমে ব্যথা
কতবার পাঠাইতে দূতী॥

৩০৩ সং পদ।

কার শিরে হাত দিয়ে।
কদম্বতলাতে কি কথা কহিলে
যমুনার জল ছুঁয়ে॥

মোর বৃন্দাবন আছে সাথী।
আর এক হয় যদি মনে হয়
কপোত নামেতে পাখী॥

৩৬৮ সং পদ।

ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রথম মিলনের সময়ে কৃষ্ণ যমুনার জল ছুঁইয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। এই ঘটনা বর্ণনায় কবি কোন কপোতের উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। তৎপূর্ব্বে তিনি প্রেম নিবেদন করিয়া রাধার নিকট দূতী প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাধা অনেক সাধ্যসাধনার পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনাম শুনিয়াই রাধা উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, এই ধারণা যাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাঁহারা ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, চণ্ডীদাসের বর্ণনা এখানে ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে চণ্ডীদাস মহাভাবের আদর্শ গ্রহণ করিয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, ইহা ৫০ সংখ্যক পদের উল্লেখ হইতেই জানা যায়। এখানে রাধা পরস্ত্রী মাত্র, অতএব তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণের প্রস্তাবে সহজে সম্মত না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু "মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী" এই আদর্শ গ্রহণ করিলে বাস্তবতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আদর্শীভূত প্রেমের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। চণ্ডীদাস এই প্রেমের মহিমা পূর্ব্বরাগের নিশানা দিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে রাধা কৃষ্ণনাম শুনিয়া, বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া, ভাটের মুখে কৃষ্ণের রূপ-গুণের বর্ণনা শুনিয়া, এবং চিত্র দেখিয়া উন্মাদিনী হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, রাধা বলিতেছেন—

শুনগো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই॥

(নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস, ১৪০ পৃঃ)

তারপর কৃষ্ণ আসিয়া স্পর্শ করা মাত্রই সদ্যোজাতা রাধা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। এখানে বাস্তবতার গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া এই চিত্র সঙ্গত কি, অসঙ্গত, সম্ভবপর কি অসম্ভব, রাধা বড় না কৃষ্ণ বড়, এইরূপ বিচার করিবার প্রবৃত্তি হয় না। মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীকে যে আজন্ম কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে তাহাতে মহাভাবের আদর্শের স্বাভাবিক পরিস্ফুরণ দেখিয়াই আমরা পরিতৃপ্ত হই। এখানে আদর্শীভূত প্রেমের অভিব্যক্তিই প্রধান

বর্ণনীয় বিষয়, অতএব ইহা বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া ভাবের রাজ্যেই আত্মপ্রকাশ করিবে। দ্বিতীয়খণ্ডে চণ্ডীদাস বৃন্দাবনরস আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণজন্মের সূচনা করিয়া এই আদর্শের ভিত্তি গঠন করিয়া লইয়াছেন, অতএব কাব্যের এই অংশেই আদর্শীভূত প্রেমের বর্ণনা সুসঙ্গত হইয়াছে। প্রথমখণ্ডে এই আদর্শ গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া কবি বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই, গেলে তাহা অস্বাভাবিক হইয়া পড়িত।

অতএব রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের কতকগুলি পদ অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ আদর্শীভূত রাধাপ্রেমের মাহাত্ম্যে বিমোহিত হইয়া বাস্তব রাধার চিত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অতএব এই পদগুলি সহজে আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

দ্বিতীয় সংযোজকসূত্রের অভাব রহিয়াছে ১৯৩ সংখ্যক পদের পূর্ব্বে। ঐ পদের প্রথম পঙ্ক্তিতেই আছে—

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠল শ্যামরু চন্দ্র।

এখানে কোন্ নিশির কথা বলা হইয়াছে তাহাই বিবেচ্য বিষয়। নীলরতনবাবু এই পালাটিকে রাসলীলার পরে স্থাপন করিয়াছেন। হইতে পারে, এখানে রাসলীলার রাত্রির প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু কবি মহারাসের বর্ণনা দ্বিতীয়খণ্ডে করিয়াছেন বলিয়া আমরা রাসলীলার যাবতীয় পদই কাব্যের ঐ অংশে সন্নিবিষ্ট করিলাম। তাহা হইতে বাছিয়া কয়টি পদ এখানে স্থাপিত করিতে হইবে ইহা নির্ণয় করিবার মত উপকরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। অতএব এখানেও একটি সংযোজকসূত্রের অভাব রহিয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, প্রথমখণ্ডে ৪৭৯টি পদ ছিল, তন্মধ্যে পরিশিষ্ট বাদে ৪২১টি পদ এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৫৮টি পদ পাওয়া যায় নাই। যে দুইটি সংযোজকসূত্রের অভাব প্রদর্শিত হইল সেই পদগুলি ইহার মধ্যে ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি পালা যে চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী উল্লেখ হইতে তাহারও ধারণা করা যায়। ২০২ সংখ্যক পদে ইন্দ্রপূজার আখ্যায়িকা শেষ হয় নাই, তাহার পরেই পুঁথিখানা খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু যেভাবে কবি এপর্যান্ত পুরাণ অনুসরণ করিয়া পালাগুলি রচনা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, বাল্যলীলার অন্যান্য পৌরাণিক ঘটনাগুলি অবলম্বন করিয়াও তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী উল্লেখ হইতেও এই সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে, যেমন—

একদিন বনে ধেনু হারাইয়া
কাঁদিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাশর নাহি পড়ে মনে
সকল জানিয়ে আমি॥
একদিন মায় বান্ধিল তোমায়
দড়ি দিয়া উদুখলে।
কাঁদিয়া বিকল বালক সকল
তাহা মনে পাশরিলে॥
নবনী কারণে বাঁধিয়া যতনে
রাখিল নন্দের রাণী।
দেখেছি বিকলি শুন বনমালি
তাহা সে সকলি জানি॥

১৩০ সং পদ।

পড়ে বা না পড়ে মনে বসন লইল দিনে
কদম্বতরুর তলে বসি।

৩০৩ সং পদ।

যেখানে বসন করিল হরণ
রসিক নাগর কান।
তা দেখি কিশোরী সকল বিসরি
উঠিল দারুণ মান॥

৩৬৬ সং পদ।

বিষপান-বেলা সবাই মরিলা
এই সে যমুনাতটে।
অমৃত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বাঁচায়ে
সকল বালক উঠে॥

অঘাসুর-আদি যতেক অসুর
সকলি করিল ধ্বংস।
বুঝিল সাক্ষাতে এমন সম্পদ্
কেবল দেবের অংশ॥
১৬২ সং পদ।

যখন করিলে বনে অতি সুখ
লীলা সে খেলিলে খেলা।
কতেক অসুর বধিলে নিঠুর
লয়া বালকের মেলা॥
যে দিন কালিন্দী- দহের সম্মুখে
সে জলে গরল ছিল।
সে জল খাইয়া সেখানে বালক
সবে তনু তেয়াগিল॥
কুলে পড়ি সবে মরিল বালকে
তুমি সে গেছিলা কতি।
আসিয়া দেখিলে কিবা মাত্র দিলে
করিলে সবার গতি॥
২৮২ সং পদ।

অতএব ধারণা করা যাইতে পারে যে, নবনী-কারণে কৃষ্ণের বন্ধন, যমলার্জ্জুনবধ, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, বিষপানহেতু রাখালবালকগণের মৃত্যু এবং পুনর্জ্জীবন লাভ, অঘাসুরাদির বধ-লীলাদিও কবি বর্ণনা করিয়াছিলেন (এই গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠার আলোচনাও দ্রষ্টব্য)। প্রথমখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করিবেন বলিয়া চণ্ডীদাস গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন, উল্লিখিত ঘটনাগুলি বর্ণনা না করিলে তাঁহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়। অনুসন্ধানে এই সকল পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

প্রথমখণ্ডের ৪২১টি পদ-বর্ণিত আখ্যায়িকাগুলি যে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত, এবং একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পদমধ্যেও এমন নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে যাহা হইতে পদগুলি যে একই কবির রচিত এবং কল্পনা-প্রসূত তাহা ধরা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যশোদা ভাবিতেছেন—

গর্গ জে কহিল তাহে সে জানিল
নিশ্চএ হইল তাই।
এ মেনে দেবের দেবতা বটেন
* * *
দেব ঋসিকেস বল্যাছে মহেস
সে কথা পড়িল মনে। ইত্যাদি
৯৩ সং পদ।

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-প্রকরণে গর্গ যশোদাকে বলিয়াছিলেন—

এ কিএ মানুস না হয়ে স্বরির
দেবের দেবতা এ।
[তোমার] ঘরেতে জনম লভিল
ধরিঞা মানুস-দে॥ ৮০ সং পদ।

এবং মহাদেব আসিয়া যশোদাকে বলিয়া গিয়াছেন—

* * মানুস নহে জানিবে সে সুহৃদয়ে
দেবের দেবতা এই জনা। ইত্যাদি
৪৪ সং পদ।

অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ পরবর্ত্তী ৯৩ সং পদেও পাওয়া যাইতেছে। ২১৭ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক সখী নন্দের গৃহে যাইয়া অক্রূরাগমনের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ২৫০ সংখ্যক পদেও এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

যবে সে জানল যবে আইল রথ
যবে সে পড়ল সারা।
যাই একজন বুঝল কারণ
জারল বিরহ গাঢ়া॥

২০৭ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, অক্রূরাগমনের বিষয় শ্রীরাধিকা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলাফল জানিবার জন্য এক সখী দেয়াশীর নিকট গিয়াছিলেন। দেয়াশী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিলে পুনরায় এক গণক দ্বারা গণনা করান হইয়াছিল (২০৮, ২০৯ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য)। ২১৯ সংখ্যক পদেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

যে দেখি স্বপনে সেই ফলে আসি
নিশ্চয় স্বপন মানি॥

দেয়াশী জানল গণক কহল
মিছা নহে কোন কথা। ইত্যাদি।

মথুরায় গমনের সময়ে রাধিকাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

পরবশ হয়া যাইতে হইল
পুন সে আসিব ধনি।
২৯৫ সং পদ।

ইহারই উল্লেখ ২৬৩ সংখ্যক পদে আছে, যথা—

পরবশে তুমি পরের কথায়ে
পহিলে এমন কর। ইত্যাদি।

দানলীলার উল্লেখ করিয়া ২৪৯ সং পদে লিখিত হইয়াছে—

ছেনা ননী ঘৃত দধির পসরা
ছান্দিব পসরা পরে।
* * *
ছাঁদিয়া চরণ ছাঁদে দান সাধি
ছেনা দধি নিব ছলে।
* * *
ছল্যা করি তবে বড়াই যাইয়া
ছন্দ করি কথা কয়ে।
ছাপিয়ে রাধারে বসনের ছায়
সে নব কিশোরী লয়ে॥ ইত্যাদি।

পুনরায় ২৬৩ সং পদে আছে—

পথে কত শত পাওল বেদন
পহিলে বিকের ছলে।
* * *
পরিহাস-রসে প্রেমে রহাইসে
পাইয়া পসরা জতি।
পথে লুটে নিতে দধি দুগ্ধ যত
সে সব তেজিলে কতি॥

দানলীলার পদগুলিতেও এই সকল ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে। পশরা সাজাইয়া গোপীগণ মথুরায় বিকের ছলে চলিয়াছেন (১১৩ সং পদ), পথে কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে দান চাহিলেন (১২১-২ সং পদ), তখন উভয়পক্ষে নানা প্রকার পরিহাস চলিতে লাগিল (১২৩-১৪৩ সং পদ), তখন একবার বড়াই

বাড়ি হাতে করি শ্যাম বরাবরি
যাইয়ে নাড়য়ে মাথা। ইত্যাদি।
১৩৬ সং পদ।

এবং কহিয়া ইঙ্গিতে রহে এক ভিতে
সেই সে চতুর বুড়ি।
তখন— কানু করে লই ছেনা দুধ দই
বদনে ঢালিয়া দেয়। ইত্যাদি।
১৪২ সং পদ।

২৭৩ সং পদে আছে—

শাশুড়ী ননদী সবাই সবাই
শাসিল সবার আগে।

এইরূপ গঞ্জনার কথা ১৫৬ নং পদে বর্ণিত রহিয়াছে—

এতক্ষণে কেনে বেলি অবসানে
আইলা গৃহের মাঝ।
ছি ছি মুখে যেন লজ্জা নাহি বাস
মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ॥ ইত্যাদি।

দীন চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে সুবলকেই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (২৩৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। ২৮০ সংখ্যক পদে তাহারই উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—

শুন হে সুবল ভাই সখাগণ
তুমি সে আমার প্রাণ।
হৃদয়ে হৃদয়ে মরমে মরমে
ইহাতে নাহিক আন॥ ইত্যাদি।

দীন চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় সুবলের যে প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে তাহারই প্রতিধ্বনি মিলিতেছে।

২৮১ সংখ্যক পদে ভাণ্ডীর-বনের নানাপ্রকার লীলার উল্লেখ রহিয়াছে—

ধেনু বনে বনে রাখিয়া সঘনে
ভাণ্ডীর-গভরে বসি॥
নানামত খেলা তুমি সে সৃজিলা
বঞ্চিনু তোমার সনে। ইত্যাদি।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৭ সংখ্যক পদে আছে—

ভাণ্ডীর-কাননে দিলা দরশন
মিলিলা ব্রজের বালা।

এবং ১৯৯ সংখ্যক পদে—

ভাণ্ডীর-কাননে চলে ধেনুগণে
সকল রাখাল মেলি।
নানামত খেলা সকল রাখালে
দিয়ে উঠে করতালি॥ ইত্যাদি।

মাধবীতলে মিলনের উল্লেখ ২৩৪, ২৪০, ৩৬৬, ৩৭৭, প্রভৃতি সংখ্যক পদে পাওয়া যায়। এই সকল পদ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলে আমরা পরবর্ত্তী অনুকরণকারীর কল্পনা করিতে পারিতাম, কিন্তু ইহারা পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত পালাগানের অন্তর্ভূত বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে বিচার করা যায় না। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, অনেকগুলি পদ উক্ত প্রকার নানাভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এবং তাহাদের মধ্যে একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত ঘটনাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের এবং কবির একত্বই প্রমাণিত হয়।

"ছত্রিশ অক্ষরের করুণা" নামক পালাটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত কিনা, এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, এই পদাবলী-বর্ণিত কোন না কোন ঘটনা লইয়া ইহার এক একটি পদ রচিত হইয়াছে, তখন ইহা যে দীন চণ্ডীদাসের রচনার অন্তর্ভূত, ইহাই ধরণা জন্মে। এমন ভাবে অন্য কবি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন পদে পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ আছে দেখিয়া মনে হয়, ইহা গ্রন্থ-সমাপ্তির পরে রচিত হইয়াছিল। গোপীগণের আক্ষেপের বিষয় লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় নীলরতনবাবু ইহাকে "গোপী-বিলাপে" স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত মনে করি নাই।

দীন চণ্ডীদাস দানলীলা ও নৌকালীলার পালাদুইটি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণে রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ এই দুইটি পালাকে সমগ্র গ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিচার করা চলে না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি (এই গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য) যে, দানলীলা ও নৌকালীলা পরবর্ত্তী পালাগুলির সহিত পরস্পর-সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। দানলীলার প্রথম পদটিতেও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ থাকাতে পূর্ব্ববর্ত্তী পালাটির সহিত সংযোজক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল পালা যে কবি রচনা করিয়াছিলেন, দানলীলা এবং নৌকালীলাও যে তাঁহার লেখনী-প্রসূত ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব সমগ্র গ্রন্থ হইতে আমরা ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে পারি না, কারণ ইহারা গ্রন্থের এক অংশ মাত্র, সুতরাং দীন চণ্ডীদাসই যে ইহাদিগকে রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাব ইহাদের উপর পড়িয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনায় বড়াইর স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, কারণ দানলীলা ও নৌকালীলা ব্যতীত আর কোন কৃষ্ণলীলা তিনি বড়ায়ের সাহায্যে অনুষ্ঠিত করেন নাই।

এই গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি পালা আছে, কিন্তু কেবল-মাত্র দানলীলা ও নৌকালীলার প্রসঙ্গেই যে বড়ায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি? সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস দানলীলার প্রবর্ত্তক*, এবং আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, চৈতন্য-দেবের সময় হইতেই বড়াই-ঘটিত দানলীলার আখ্যায়িকা সাধারণে এতই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, পরবর্ত্তী অনেক কবিই ইহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। দীন চণ্ডীদাসও সেই প্রভাবাধীনে আসিয়া দানলীলা ও নৌকালীলা বর্ণনায় বড়ায়ের অবতারণা করিয়াছেন, নতুবা বড়ায়ের পরিকল্পনা তাঁহার নিজস্ব হইলে অন্যান্য পালাতেও তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইত। তারপর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড মুদ্রিত গ্রন্থের শতাধিক পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া আছে, আর দীন চণ্ডীদাসের দানলীলার পদ মাত্র ৪৮টি, তন্মধ্যে এমন একটিও পদ নাই যাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে গৃহীত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, অথচ অধিকাংশ পদেই দানখণ্ডের কোন না কোন পদের প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যে, দীন চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দানখণ্ডের অনুকরণে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি

* এই ভূমিকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

দানলীলার পালা রচনা করিয়াছিলেন। নৌকালীলা-সম্বন্ধেও আমরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

দ্বিতীয়খণ্ডসম্বন্ধীয় আলোচনা প্রথমখণ্ডের ভূমিকার বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যসম্বন্ধে নানাপ্রকার সন্দেহ পাঠকগণের মনে উদিত হইতে পারে বলিয়া তাহা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এখানেই যথাসম্ভব সংক্ষেপে দ্বিতীয়খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়ের সংস্থানসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমখণ্ডে ধারাবাহিকরূপে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়খণ্ডে কবি নানাভাবে মধুররস বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া ভাবের অভিব্যক্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ৫০ সংখ্যক পদে কবি নিজেই বলিয়াছেন যে, বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়া তিনি নানাভাবে মধুর রসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিবেন। প্রথমখণ্ডে কংসবধ পর্য্যন্ত বাল্যলীলা বর্ণনা শেষ হইয়া গিয়াছে, অতএব এখন কবি মধুর রসের বর্ণনা আরম্ভ করিবেন, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। ইহার ভিত্তিস্বরূপ প্রথমেই তিনি বৃন্দাবনরস আস্বাদনের জন্য (কংসবধের জন্য নহে) কৃষ্ণাবতারের হেতু নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়-খণ্ডের প্রথম পদ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ সং পুঁথি, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪ সাল, ৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ সমগ্র কাব্যগ্রন্থের ৪৮০ সংখ্যক পদ হইতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথি, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৩ সাল, ২১৪-১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কবি এই বিষয়ের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। গোলোকের কল্পবৃক্ষে প্রেমফল প্রসূত হইয়াছিল, তাহা আস্বাদনের জন্য দেবতারা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহারা ঐ ফল আনয়নের জন্য শুক পাখীকে গোলোকে প্রেরণ করিলেন। শুক ফল লইয়া উড়িল বটে, কিন্তু ইহা এতই কোমল ছিল যে চঞ্চুর চাপে ভাঙ্গিয়া তিনখণ্ডে বিভক্ত হইয়া সাগরের জলে পড়িয়া গেল। তখন সাগরমন্থন করিয়া ফলটি সংগ্রহ করা হইলে প্রথমে উঠিল পী, তৎপর রি, আর অবশেষে তি। এইরূপে প্রেমফলের তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশই তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা গোলোকে যাইয়া কৃষ্ণের হস্তে ফলটি অর্পণ করিলেন, কিন্তু তিনি প্রাপ্তিমাত্রেই ফলটি নিজে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। দেবতারা প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন যে, এই ফল রাধার সম্পত্তি। দ্বাপরে তিনি নন্দগৃহে, আর রাধা বৃষভানু-গৃহে অবতীর্ণ হইয়া এই ফলের মধুরতা জগতে প্রচার করিবেন। তখন দেবতারা বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিলেই এই ফলের আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারিবেন। এইরূপ প্রস্তাবনার পরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নানাভাবে দ্বিতীয়খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার পরেই দেখা যায় যে রাধার বিরহ-দশা উপস্থিত হইয়াছে, আর এক সখী তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত পীরিতের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় উপাখ্যান শুনাইয়া সান্ত্বনা দিতেছেন—

কহে নর্ম্মসখী শুন চন্দ্রমুখি
পূরব বৃত্তান্ত কথা।
হেনক পীরিতি তাহা পাবে কতি
পীরিতি থাকয়ে তথা॥ ইত্যাদি—
সা-প-প, ১৩৩৪, ৭৭ পৃঃ।

তৎপরে রাধা কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিয়া তাহার ফলাফল গণাইবার জন্য এক সখীকে দেয়াশীর নিকট পাঠাইলেন—

নন্দরাজ-পুরে আছেন দেয়াশী
জানহ তাহার নাম।
বুঝহ কি রীতি ইহার আরতি
তুরিতে আওব ঠাম॥

দেয়াশী বলিয়া দিলেন যে, ফল শুভ, কৃষ্ণ শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসিবেন। কিন্তু তাহাতেও রাধা শান্তি পাইলেন না, তাঁহার বিরহের জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি—

ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণেকে বেদন
ক্ষেণেকে নিশ্বাস নাসা।
ক্ষেণেকে চেতন ক্ষেণেকে অস্থির
ক্ষেণেকে কহেন ভাষা॥ ইত্যাদি

এদিকে কৃষ্ণও রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন—

স্বপন দেখিয়া রাধার বরণ
ভাবয়ে রসিক রায়।

তখন তিনি উদ্ধবকে ডাকিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

উদ্ধব আসিয়া রাধাকে কৃষ্ণের ভালবাসা জানাইয়া গেলেন। তথাপি রাধা আক্ষেপ করিতেছেন—

কানু সে নিদান করল যখন
তখনি জানল মনে।
আর কি রমণী কুলের কামিনী
তার কি থাকয়ে প্রাণে॥ ইত্যাদি
৫৪৬ সং পদ।

ইহার পরে পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে। তৎপরে ৬২৭ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ রাধার নিকট একটি হংসকে দূত স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। হংস বলিতেছে—

রাই, সে শ্যাম তোমার মেনে বটে।
তোমার কহিতে নাম বিনোদ নাগর শ্যাম
বিরহ আনল যেন ছুটে। ইত্যাদি।

তারপরে ৬৬২ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, রাধা কৃষ্ণের নিকটে কোকিল-দূত প্রেরণ করিতেছেন। কোকিল কৃষ্ণকে বলিতেছে—

বন্ধু কানাই, তুমি বড়ি কঠিন পরাণ।
যে জন তোমারে ভজে তারে ছাড় কোন কাজে
ইহা নহে বিধির বিধান॥ ইত্যাদি।

ইহার পরে সুবলও মথুরাতে যাইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন—

চণ্ডীদাস কহে— সুবলের স্তুতি
দেখিয়া নাগর রায়।
করেতে ধরিয়া নিল উঠাইয়া
আলিঙ্গন ভেল তায়॥
৭২৩ সং পদ।

তৎপরে ৭২৫ সংখ্যক পদের পরেই পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে। বোধ হয় মাথুরের পদগুলি কাব্যের এই অংশে সন্নিবিষ্ট ছিল।

ইহার পরে ১০৪৫ সংখ্যক পদ পাওয়া যায়। মধ্যবর্ত্তী ৩২০টি পদের সন্ধান মিলিতেছে না। উক্ত ১০৪৫ সংখ্যক পদে আছে—

ধরিয়া নারীর বেশ।
অতি অদভুত আনন্দ মগন
করত রসের লেশ॥
বিনোদিনী রাধা রসের অগাধা
আছিলা গৃহের কাজে।
হেনক সময়ে মিলিল দুজনে
একেলা মন্দির মাঝে॥

পরবর্ত্তী কতকগুলি পদে এইরূপ নানা কৌশলে দিনে ও রাত্রে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরেই ১০৮০ সংখ্যক পদে আছে—

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি। ইত্যাদি:

অতএব দেখা যাইতেছে যে "শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য" পর্য্যায়ে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে যে সকল পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা গৌণরাসের পদ। "শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য" নামটি পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ প্রদান করিয়া থাকিবেন।

গৌণরাসের পরেই মহারাস বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত ১০৮২ সংখ্যক পদে আছে—

* * * ছিল সখীর সহিত
করিতে রসের রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
ইত্যাদি।

এই পদটিই সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে ৩৯৩ সংখ্যক পদরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার পরেই পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় কবি প্রথম খণ্ডেও রাস বর্ণনা করিয়াছিলেন, এখানেও মহারাসের বর্ণনা রহিয়াছে। বোধ হয় রাসের যাবতীয় পদ একত্র করিয়া নীলরতনবাবু তাঁহার চণ্ডীদাসে স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই ১৮৬১ সংখ্যক পদে পূর্ব্বরাগের বর্ণনা রহিয়াছে। অতএব মধ্যবর্ত্তী (১৮৬১—১০৮৩=) ৭৭৮ টি পদ পাওয়া যাইতেছে না। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদগুলিই গ্রন্থের প্রথমভাগে স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ গাভী অন্বেষণে

বৃষভানুপুরে যাইয়া রাধাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া সুবল বাজিকর-বেশে বৃষভানুপুরে যাইয়া নানাপ্রকার খেলা দেখাইতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, অবশেষে কৃষ্ণনাম শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠেন—"সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম" ইত্যাদি (ঐ, ২৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। তৎপরে সুবল রাধাকে যমুনায় স্নান করিবার পরামর্শ দিয়া চলিয়া আসেন। তদনুযায়ী রাধা যমুনাস্নানে আসিয়াছেন, পথে কৃষ্ণের সহিত দেখা হইল। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস-ভিতরে থুই।

ঐ, ২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তৎপরে সুবল বলিতেছেন—

সূর্য্যপূজা ছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥

ঐ, ২৮-২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ইহার পরেই নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে পালাটি শেষ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এখানে সম্পূর্ণ পালাটি উদ্ধৃত হয় নাই, ইহার প্রথমাংশ মাত্র পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু চণ্ডীদাস নিজেই বলিতেছেন, সূর্য্যপূজা-ছলে তিনি রাধাকে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইবেন। সুতরাং এই ঘটনাও তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির ১৮৬১ সংখ্যক পদের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে সুবল বলিতেছেন—

স্থির মান ভাই আপন চিত্ত॥
তাহারে মিলাব তোমার সঙ্গ। ইত্যাদি

অর্থাৎ রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়াছেন, আর সুবল তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। তৎপরে সুবল পাটদার হইয়া পুনরায় বৃষভানুপুরে যাইয়া পূজার ছলে রাধাকে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইলেন।

নবোঢ়া মিলন হইল তখন
মিলি বিনোদিনী কাছে।

১৯০৩ সং পদ।

তৎপরে রাধা—

চলল যমুনা সিনান আশে।
সহচরীগণ রাধারে পুছে॥
দেখিল বনের দেবতা কৈছে। ইত্যাদি

তখন রাধা বলিতেছেন—

পূজল নৈবেদ্য সুগন্ধ ফুলে।
তিহ সে থাকেন বটের মূলে॥

১৯০৪ সং পদ।

অতএব এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পূজার ছলে আসিয়া রাধা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুবল বলিয়াছিলেন যে, সূর্য্যপূজা উপলক্ষে রাধাকে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইবেন, এখানে তাহাই সংঘটিত হইল। তখন কৃষ্ণ—

আনন্দে সুবল লয়া করিলেন কোলে॥
তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে।

এবং কবি বলিতেছেন—

চণ্ডীদাস কহে কিছু করিয়া বিনয়।
পূর্ব্বরাগ সখা-উক্তি এই রস হয়॥

১৯০৫ সং পদ।

নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে সে আখ্যায়িকার প্রথমাংশ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহারই পরিসমাপ্তি এই শেষের অংশে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই সকল আখ্যায়িকা যে একই কবি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের ২, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪০ সংখ্যক পদগুলি "দ্বিজ" ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে, আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির (যাহাতে পূর্ব্বরাগের শেষের অংশ রহিয়াছে) যাবতীয় পদই (যেখানে কবির বিশেষণের উল্লেখ আছে) "দীন" ভণিতায় পাওয়া যায়। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, দীন ও দ্বিজ ভণিতায় একই কবিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—একই কবি কি নিজেকে **দ্বিজ** ও দীন এই উভয় বিশেষণেই প্রচার করিয়াছিলেন? ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কাব্যের অংশবিশেষে, যাহা সাধারণে বেশী প্রচলিত হইয়াছে, দ্বিজ ভণিতার আধিক্য লক্ষিত হয়, অথচ যে গ্রন্থে সমগ্র কাব্যের সন্ধান মিলিতেছে তাহাতে সর্ব্বত্রই দীন ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, কোথাও দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয় না! অতএব এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে, দ্বিজ ভণিতা পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র, কবি কখনও নিজেকে দ্বিজ ভণিতায় প্রচার করেন নাই।

ইহার পরেই ১৯০৬ সংখ্যক পদে আছে—

পিক কহে শুনিলাঙ পূর্ব্বরাগ কথা।
সখাউক্তি নবোঢ়ারসরতিগুণগাথা॥
আর কিছু কহ শুক শুনিয়ে শ্রবণে।
অমৃত বচন কথা শুনি এক মনে॥
শুক কহে শুন পিক আর এক শ্রেণী।
যুগলমধুররস অমিয়ার কণি॥

তৎপরে "**অথ বিপ্রলম্ভ**" পর্য্যায়ে ১৯০৭ সংখ্যক পদ হইতে "উল্লাসের" বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। নীলরতন-বাবুর চণ্ডীদাসের ১০৩-১২০ পৃষ্ঠায় বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে সকল পদ রহিয়াছে, তাহা কাব্যের এই অংশে সন্নিবিষ্ট ছিল।

ইহার পরেই পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে। পরবর্ত্তী ৭৫০ সংখ্যক পত্র মাত্র পাওয়া যায়, তাহাতে যে ৪টি পদ রহিয়াছে, তাহা এই—

শেষ নিশি দ্বিতীয় পহরে
দেখিল স্বপন এই।
দেখিতে দেখিতে ঘুম দূরে গেল
কাতরে চলিল সেই॥ ইত্যাদি

১৯৯৯ সং পদ।

যেদিন দেখিল কদম্বের তলে
চাহিয়া অকাজ কইনু।
সেই দিন হতে অঙ্গ জর জর
না জানি কি ফল পানু॥ ইত্যাদি

২০০০ সং পদ।

কাহারে কহিব মরম কথা।
উগারিতে নারি হিয়ার ব্যথা॥ ইত্যাদি

২০০১ সং পদ।

কি কাজ করিনু আপনা খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে।
এ ঘরে বসতি নহিল নহিল
এমতি হইল কেনে॥ ইত্যাদি

২০০২ সং পদ।

ইহা হইতে বোধ হয় যে, আক্ষেপানুরাগের পদগুলি কাব্যের এই অংশে সন্নিবিষ্ট ছিল।

ইহার পরেই পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে।

ইহাই দীন চণ্ডীদাস-রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মহাকাব্য। উল্লিখিত আলোচনা হইতে কবির পরিকল্পনা, বিষয়-সংস্থান, এবং রচনা-রীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া থাকে। প্রচলিত পদাবলীর সহিত ইহার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত পদাবলী এই বৃহৎ কাব্যের অংশ মাত্র। পদাবলীতে এমন একটি বিষয় বর্ণিত হয় নাই যাহা এই কাব্যমধ্যে নাই, আর পদাবলীর ন্যায় এই কাব্যের নায়কও সুবল-সখা কৃষ্ণ। পূর্ব্বরাগের পালাটিতেও দেখা যায় যে, ইহার প্রথম অংশ রহিয়াছে পদাবলীতে, আর শেষের অংশ পাওয়া যাইতেছে এই বৃহৎ কাব্যের পুঁথিতে, এবং উভয় স্থানেই আখ্যায়িকাগুলি একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত। এই অবস্থায় দীন চণ্ডীদাস ভিন্ন পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে অন্য কোন কবির ধারণা করা যায় কি? কিন্তু এই পদাবলীতে মধ্যে মধ্যে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে কোথায়? না, এই বৃহৎ কাব্যের অংশবিশেষে, অথবা একই পালার অন্তর্ভূত কোন কোন পদে। কিন্তু মূল কাব্যের সন্ধান যে সকল পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সর্ব্বত্রই যখন দীন ভণিতা রহিয়াছে, তখন অংশবিশেষের দ্বিজ ভণিতা যে পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব-সম্বন্ধে ধারণা করিবার কোনই হেতু নাই।

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, একমাত্র দীন চণ্ডীদাসই প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা। তিনি

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ মাত্র নানাভাবে এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, এবং তাহার অনেক পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাসের রচনা-রীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাব্য সম্পাদিত করিতে হইলে, চণ্ডীদাস যে ভাবে আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম করিবার অধিকারও সম্পাদকগণের নাই। অতএব এই ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আগে বসিবে কি পরে বসিবে, এইরূপ আলোচনা অনাবশ্যক। কবি দ্বিতীয়খণ্ডের প্রায় শেষ-ভাগে পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব সর্ব্বপ্রথমে ইহা সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা সম্পূর্ণই যুক্তিবিগর্হিত।

ভিন্ন ভিন্ন কবির পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের। বড়ু চণ্ডীদাসও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বড়াই দূতীর কার্য্য করিয়াছে। ইহাতে সুবলের নাম নাই, রাধাকে বৃষভানুপুরে দেখিবার প্রসঙ্গ নাই, এবং রাধার যমুনা-স্নানের ঘটনাও বর্ণিত হয় নাই, অথচ প্রচলিত পদাবলীতে পূর্ব্বরাগের উৎকৃষ্ট পদগুলিতে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব এই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত একটি পদেও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিতে পারে না। যদি থাকে তাহা যে পরবর্ত্তী রচনা তাহা সহজেই ধরা পড়ে। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ১৩ সংখ্যক পদে বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু সেই পদেই রাধার স্নানের প্রসঙ্গ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পদবর্ণিত ঘটনা দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বিষয়ীভূত, কিন্তু ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাসের অনুকরণ রহিয়াছে। এইজাতীয় পদ দীন চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছিল। উক্ত দুই কবির পরিকল্পনার বিভিন্নতা এত বেশী যে, ভাষা পরবর্ত্তিত করিলেও এক কবির পদ অন্য কবির নামে চালান যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম" পদটিই ধরা যাউক। ইহার "সই" স্থানে "বড়াই" এবং "শ্যাম" স্থানে "কাহ্নু" ইত্যাদি বসাইলেই কি ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালান যায়? ইহার পরের পঙ্‌ক্তিতেই রহিয়াছে যে, শ্যামনাম রাধার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল। মহাভাবের এই আদর্শ যে বড়ু চণ্ডীদাসের কল্পনার বহির্ভূত তাহা বড়াই ভালরূপই জানেন, কারণ কৃষ্ণের প্রণয় নিবেদন করিতে যাইয়া তাঁহাকে রাধার হস্তে অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। একমাত্র ভাষার পরিবর্ত্তন করিলেই এই সকল পদ অদলবদল করা যায় না, বর্ণনীয় বিষয়ের বিশেষত্বের প্রতিই সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার সম্পদ্

বঙ্গদেশে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাহাতে প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত রহিয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলী-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মাইতে পারে এমন কোন পুঁথি ঐ সকল গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে বলিয়া আজও প্রচারিত হয় নাই। এই জাতীয় গ্রন্থের অভাবেই চণ্ডীদাসের পদাবলী-সম্বন্ধীয় নানা প্রকার জটিল সমস্যার সমাধানের পক্ষে কোনই সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের পদ প্রথমে সংগৃহীত হইয়াছিল বিবিধ কোষগ্রন্থ হইতে, আর ঐ সকল গ্রন্থের যাঁহারা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্যান্য কবির পদের মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী চণ্ডীদাসের পদ নির্ব্বাচিত করিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহা হইতে কেবলমাত্র নির্ব্বাচিত পদ-সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা জন্মিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল পদের সহিত অনির্ব্বাচিত পদগুলির সম্বন্ধ কি, চণ্ডীদাস কতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিকল্পনা কি ছিল ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। অথচ এই সকল বিষয় না জানিলে কোন কবির কাব্য-সম্বন্ধেই স্পষ্ট কোন ধারণা জন্মিতে পারে না। এই সকল অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ কোন পুঁথি এ পর্য্যন্ত অন্যত্র আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়াই চণ্ডীদাস-সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালায় এইজাতীয় কয়েকখানা পুঁথি সংগৃহীত রহিয়াছে। এখানে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

১-২। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি। দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের সন্ধান দিতে পারে এইরূপ দুইখানি পুঁথির পত্র ইহাতে সংগৃহীত আছে। প্রথমতঃ এই পুঁথির বিভিন্ন প্রকারের কয়েকখানা ছিন্ন পত্রে চণ্ডীদাস-ভূমিকায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদ রহিয়াছে। তৎপর ইহাতে দীন চণ্ডীদাস-রচিত এক বৃহৎ কাব্যের নিদর্শন-স্বরূপ দুইখানা পুঁথির ২১ পত্র আহরিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই অংশের পত্র সংখ্যা ১-৫, ২০১-২০২, ২১৩-২১৫, ২৩৩, ৩৬২-৩৬৪, ৩৭৩, ৩৭৮, ৬৯০-৬৯১, ৭১২-৭১৩, এবং ৭৫০ = মোট পত্র সংখ্যা ২১ মাত্র।

এই ২১ পত্রে নিম্নলিখিত সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট পদ আছে :—

১-৫ পত্রে ৪৮০-৪৯৫ = ১৬ পদ
২০১-২০২ পত্রে ৬২৭-৬৩৩ = ৭ পদ
২১৩-২১৫ পত্রে ৬৬২-৬৭১ = ১০ পদ
২৩৩ পত্রে ৭২২-৭২৫ = ৪ পদ
৩৬২-৩৬৪ পত্রে ১০৪৫-১০৫১ = ৭ পদ
৩৭৩ পত্রে ১০৭৭-১০৭৯ = ৩ পদ
৩৭৮ পত্রে ১০৮২-১০৮৩ = ২ পদ
৬৯০-৬৯১ পত্রে ১৮৬১-১৮৬৪ = ৪ পদ
৭১২-৭১৩ পত্রে ১৯০৩-১৯০৬ = ৪ পদ
৭৫০ পত্রে ১৯৯৯-২০০২ = ৪ পদ

অতএব এই ২১ পত্রে ক্রমিকসংখ্যানির্দ্দিষ্ট প্রায় ৬১টি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার এই ২১ পত্র একখানা পুঁথি হইতে সংগৃহীত হয় নাই। উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম পত্রেই ৪৮০ সংখ্যক পদ রহিয়াছে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই ১ম পত্র একখানা বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডের প্রথম পত্র মাত্র, ইহার প্রথমখণ্ডে ৪৭৯টি পদ ছিল। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১-৫ পত্র মাত্র এখানে পাওয়া যাইতেছে। তৎপর দেখা যায়, ২০১ সংখ্যক পত্রে ৬২৭ সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট পদটি রহিয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই পুঁথির প্রথম ২০০ পত্রে ৬২৬টি পদ ছিল। কিন্তু উপরের তালিকায় প্রথম পত্রেই ৪৮০ সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট পদ পাওয়া যাইতেছে। যদি এই প্রথম পত্র দ্বিতীয় পুঁথির প্রথম পত্র হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহার ১ হইতে ২০০ পত্রে মাত্র (৬২৭-৪৮০ =) ১৪৭টি পদ ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক পত্রের দুই পৃষ্ঠায় গড়ে একটি করিয়া পদও লিখিত হয় নাই। ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, কারণ উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক পত্রে গড়ে প্রায় ৩টি করিয়া পদ রহিয়াছে। তারপর পত্রগুলির আয়তন, কাগজ, এবং হস্তাক্ষর দেখিয়াও দুইখানা পুঁথির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। ১-৫ পত্র প্রত্যেকে আয়তনে ১৩″×৫″। কিন্তু ২০১-৭৫০ সংখ্যক পত্রের মধ্যবর্ত্তী ১৬ পত্র প্রত্যেকে আয়তনে ১৩½″×৬″। ইহা ব্যতীত কাগজ, হস্তাক্ষর ও ছত্রবিন্যাস প্রণালীর বিভিন্নতাও স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৩ সাল, ২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

তারপর ২০১ সংখ্যক পত্রে ৬২৭ সংখ্যক পদ রহিয়াছে। প্রত্যেক পত্রে গড়ে ৩টি করিয়া পদ ধরিলে পূর্ব্ববর্ত্তী ২০০ পত্রে ৬০০ পদের সন্ধান মিলে। তাহার স্থানে ২০১ পত্রে ৬২৭ সংখ্যক পদ পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাত্র ২৬টি পদের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। ২০০ পত্রের মধ্যে এই ২৬টি পদের পার্থক্য ধর্ত্তব্য নহে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ২০১-৭৫০ সংখ্যক পত্রের মধ্যবর্ত্তী ১৬ পত্র যে পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রথম পত্রে এই বিরাট্ গ্রন্থের প্রথম সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট পদ ছিল। কিন্তু ১-৫ পত্র যে পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা দুই খণ্ডে লিখিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম খণ্ডে ১ হইতে ৪৭৯ সংখ্যক পদ ছিল, আর দ্বিতীয়খণ্ডের পত্রগুলি ১ হইতে ক্রমিক সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী ৪৮০ সংখ্যক পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়-সম্বন্ধে বিচার করিয়াও দেখাইয়াছি যে, দীন চণ্ডীদাস দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অতএব দীন চণ্ডীদাস-রচিত এই বৃহৎ কাব্যের দুইখানা প্রাচীন পুঁথির সন্ধান ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথি হইতে পাওয়া যাইতেছে।

৩। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ সং পুঁথি। ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির প্রথম ৫ পত্রে বৃন্দাবনরস আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণজন্মের আখ্যায়িকার বর্ণনা ৪৮০ সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ২৯৪ সংখ্যক পুথিতে

সেই পদগুলিই ১,২ প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ ২৯৪ সংখ্যক পুঁথির প্রথম পদটি ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির প্রথম পত্রের ৪৮০ সংখ্যক পদ। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, একই গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে লিখিত হইয়াছিল, আর তাহার দ্বিতীয়-খণ্ডই পৃথক্ গ্রন্থরূপে ২৯৪ সংখ্যক পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তারপর ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির প্রথম ৫ পত্রে মাত্র ১৮টি পদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু ২৯৪ সংখ্যক পুঁথিতে ইহার পরেও প্রায় ৫০টি নূতন পদ পাওয়া যায় (ইহার বিবরণ ১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৭৫-৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অতএব দীন চণ্ডীদাসের কাব্যসম্বন্ধে ধারণা জন্মাইবার পক্ষে ২৯৪ সংখ্যক পুঁথি-খানাও অতীব প্রয়োজনীয়।

৪। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৫৯ সংখ্যক পুঁথি। এই পুঁথিখানা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একখানা প্রাচীন পুঁথির পরিবর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। পুঁথি-খানা বহু পূর্ব্বেই তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইলে পর একদিন দীনেশবাবু আমাকে ইহার অস্তিত্বের সংবাদ দেন। তখন আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া পদগুলি নকল করিয়া লইয়া আসি, এবং ইহা পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি একখানা প্রাচীন পুঁথির পরিবর্ত্তে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এইরূপে এই মূল্যবান্ গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯৪৯ সংখ্যক পুঁথিতে কংসবধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মের আখ্যায়িকা লইয়া বাল্যলীলার যে পালা আরম্ভ হইয়াছে, দীনেশবাবুর পুঁথিতে সেই পালাটিই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিখানা ৬৩ সংখ্যক পদের পরেই খণ্ডিত হইয়াছে, আর দীনেশবাবুর পুঁথিতে ইহার পরেও ১০২ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তৎপর ইহাও খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে। এই দুইখানা পুঁথিও দীন চণ্ডীদাসের কাব্যসম্বন্ধে ধারণা জন্মাইবার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে যে বিরাট্ কাব্যগ্রন্থের নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারই প্রারম্ভের পদগুলি উক্ত দুইখানা পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে। ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে এই গ্রন্থের ৪৮০ এবং ৬২৭ সংখ্যক পদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পদ পাওয়া যায় না, কিন্তু উক্ত দুইখানা পুঁথিতে গ্রন্থের প্রারম্ভসূচক ১০২টি পদ পাওয়া যাইতেছে। এই জন্য এই দুইখানা পুঁথির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর এই চারিখানা খণ্ডিত পুঁথি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে, আর এইরূপ একখানা পুঁথির কিয়দংশ মাত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় কোন পুঁথি আছে বলিয়া জানা যায় নাই। ইহা হইতে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত চারিখানা পুঁথির মূল্য নিরূপিত হইতে পারে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দুইখানা খণ্ডিত পুঁথিও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে (ইহাদের বিবরণ আমরা ১৩৩৯ সনের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছি)। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের অন্য কোন প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া অনেকে উক্ত গ্রন্থের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত দুইখানা পুঁথি হইতে এই অমূলক সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। এই পুঁথিদ্বয় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কতকগুলি পদ এই উভয় পুঁথিতেই অবিকল উদ্ধৃত রহিয়াছে। বঙ্গদেশের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় পুঁথি একখানাও সংগৃহীত হয় নাই। অতএব এই দুইখানা পুঁথিও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য সম্পত্তি।

চণ্ডীদাসগণের সময়নির্দ্ধারণ

১। দীন চণ্ডীদাসের সময়

চণ্ডীদাসের পদ লইয়া যাঁহারা এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রচলিত পদাবলী শুদ্ধবৃন্দাবনলীলার আদর্শে রচিত হইয়াছিল। আবার ইহাও স্বীকৃত হইয়া থাকে যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই এই তত্ত্ব এদেশে প্রচারিত

হইয়াছিল, এবং প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতেও ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব এই জাতীয় পদাবলী যে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে রচিত হইতে পারে না, ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিরাট্ পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বহু কবির রচিত সহস্র সহস্র পদ ইহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গদেশে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণ সকলেই চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাদের রচনার সমধর্ম্মী চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই রচিত হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

শুদ্ধবৃন্দাবনলীলার তত্ত্ব বৃন্দাবনে বসিয়া গোস্বামিগণ সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্বের আদি গ্রন্থ হিসাবে সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতে স্মৃতিগ্রন্থের অভাব নাই, তথাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ একমাত্র হরিভক্তিবিলাসেরই ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহাদের যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকেন। প্রাচীন কালে অনেক রসশাস্ত্রের গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল, তথাপি এদেশীয় বৈষ্ণবগণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণিকেই বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের আদি গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের দার্শনিক মতবাদের নিদর্শন-স্বরূপ জীব গোস্বামীর গ্রন্থগুলিই প্রধানতঃ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, আর চৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদত্ত হয়। এই সকল গ্রন্থ চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই রচিত হইয়াছিল। ইহাও দ্রষ্টব্য যে চৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি একমাত্র চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই রচিত হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে নহে। এই জন্যই বিরাট্ পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম এমন একজন প্রসিদ্ধ কবির নামও পাওয়া যায় না যিনি চৈতন্যদেবের প্রভাবাধীনে না আসিয়া বাঙ্গালা-ভাষায় শুদ্ধবৃন্দাবনলীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন।

তারপর ঐ সকল গ্রন্থ বৃন্দাবনে রচিত হইবার পরে, বঙ্গদেশে ইহাদের প্রচারের প্রয়োজনীয়তা গোস্বামিগণ অনুভব করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে শিক্ষিত করিয়া গ্রন্থসহ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। ইহা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের ঘটনা। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধবৃন্দাবনলীলার তত্ত্ব ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের আগমনের পূর্ব্বে গোস্বামিগণের গ্রন্থ-সাহায্যে বঙ্গদেশে প্রচারিত হইতে পারে নাই।

একটা দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবন দাস বঙ্গদেশে বসিয়া চৈতন্য-ভাগবত রচনা করেন। চৈতন্যাবতারের হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, হরিনাম প্রচারের জন্য চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার বহুপূর্ব্বেই স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার কড়চায় এবং রূপগোস্বামী বিদগ্ধ-মাধবাদি গ্রন্থে প্রচার করিয়াছিলেন যে, রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া প্রেমভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অথচ এই সরস তত্ত্বপূর্ণ দার্শনিক মতটি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে স্থান পায় নাই। গোস্বামিগণের মতবাদ এদেশে ততটা প্রচারিত ছিল না বলিয়াই গ্রন্থসহ শ্রীনিবাসাদিকে বঙ্গদেশে পাঠাইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। অতএব ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, দীন চণ্ডীদাসের শুদ্ধবৃন্দাবনলীলার পদাবলী শ্রীনিবাসাদির বঙ্গদেশে আগমনের পরে রচিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের আবির্ভাবের পূর্ব্ব সীমানা এইরূপে নির্দ্দেশিত হইল। তারপর আমরা দেখিতে পাই যে, ক্ষণদগীতচিন্তমণি, সঙ্কীর্ত্তনামৃত প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে চণ্ডীদাস ভণিতার পদ উদ্ধৃত হয় নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস-রচিত প্রায় শতাধিক পদের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীনিবাসাদির আগমনের পরে, এবং পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বে দীন চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

কোন কোন সমালোচক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, দীন চণ্ডীদাস যদি চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই আবিভূ ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পদাবলীতে চৈতন্য-বন্দনার পদ পাওয়া যায় না কেন? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই :—

বন্দনার পদগুলি সাধারণতঃ গ্রন্থের প্রারম্ভভাগেই সন্নিবিষ্ট হয়। দীন চণ্ডীদাস-রচিত কাব্যের কথাবস্তুর প্রারম্ভ সূচক পদগুলিই পাওয়া যাইতেছে, ইহার পূর্ব্বে বন্দনার পদ ছিল কিনা তাহা বুঝা যাইতেছে না। বিশেষতঃ যখন কোন দেবতার বন্দনার পদও পাওয়া যাইতেছে না, তখন দীন চণ্ডীদাস এইজাতীয় পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা সেই সম্বন্ধেও সন্দেহ রহিয়াছে। এমন যদি হইত যে, বন্দনার পদ কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে, অথচ তাহাদের মধ্যে চৈতন্য-বন্দনার পদ নাই, তাহা হইলে ইহা বিচারের বিষয় ছিল বটে; কিন্তু বন্দনার পদের সম্পূর্ণ অভাবে এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ দীন চণ্ডীদাস-রচিত দুই সহস্রাধিক পদের মধ্যে প্রায় ১২ শত পদ মাত্র পাওয়া যাইতেছে। অপ্রাপ্ত অংশে চৈতন্যের বন্দনা ছিল কিনা তাহা না জানিয়া এই সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তৃতীয়তঃ চৈতন্যদেবের বন্দনা না থাকিলেও, চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব যখন তাঁহার পদাবলীতে স্থান পাইয়াছে, তখন দীন চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বন্দনার অভাবে এই ভাবেও চণ্ডীদাসের সময় নিরূপিত হইতে পারে।

২। বড়ু চণ্ডীদাসের সময়

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যাঁহারা সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শুদ্ধবৃন্দাবনলীলার আদর্শে এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই, অর্থাৎ চৈতন্য-পরবর্ত্তী প্রভাব ইহাতে লক্ষিত হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী রচনার বিশেষত্বজ্ঞাপক সর্ব্বপ্রধান লক্ষণটিই ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তারপর চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও একজন চণ্ডীদাস ছিলেন, ইহা আমরা পরবর্ত্তী অনেক উল্লেখ হইতেই ধারণা করিতে পারি (পূর্ব্বালোচনা দ্রষ্টব্য)। উক্ত চণ্ডীদাস যে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি বিষয়-বিভাগে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাও সনাতনের উল্লেখ হইতে জানা যায়। * শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সেই দানখণ্ডাদি অধ্যায়-বিভাগেই কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, এবং আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহাও দেখাইয়াছি যে, বড়াই-ঘটিত এই দানলীলার আখ্যায়িকাই চৈতন্যদেবের সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তথাপি এই প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই যে পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ কি? ইহারও আংশিক উত্তর ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। চৈতন্যদেব প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অপ্রকট হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১০৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বড়ু চণ্ডীদাসের পদের যে দুইখানা পুঁথি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে, তাহা আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, ঠিক এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদই ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল। আবার ইহাও দেখান হইয়াছে যে, মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শ পুঁথির, এবং উক্ত দুইখানা পুঁথির আদর্শ গ্রন্থের স্থানে স্থানে পাঠ-বিভিন্নতাও রহিয়াছে। অতএব বুঝা যায় যে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একাধিক পুঁথি বর্ত্তমান ছিল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত দুইখানা পুঁথির যে দশটি পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে ৮টি দানখণ্ডের, ১টি নৌকাখণ্ডের, এবং ১টি ভারখণ্ডের পদ রহিয়াছে। আর যে ৬টি পদ মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পাওয়া যায় না, তন্মধ্যে অন্ততঃ ৩টি দানখণ্ডের বিষয়ীভূত, এবং ১টি রাধাবিরহের পর্য্যায়ভুক্ত (১৩৩৯ সনের

* চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি প্রকরণের উল্লেখ থাকাতে কোন কোন সমালোচক বলিয়া থাকেন যে, "চণ্ডীদাসাদি" বহুবচনবোধক পদ ব্যবহৃত হওয়াতে দানখণ্ডাদি যে উক্ত কবিরই রচিত ইহা বুঝা যায় না, কারণ ঐ "আদি" শব্দের অন্তরালে অবস্থিত অন্য কোন কবির রচনার প্রতিও ইহাদ্বারা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ইহা সমালোচকগণের ইচ্ছাকৃত সমস্যার সৃষ্টি মাত্র। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলা-ভাষায় যে সকল কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ যদি লেখেন—"রবীন্দ্রনাথাদি-রচিত মেঘনাদবধাদি কাব্য" তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হয় কি? রচনার রীতি এই যে, কোন কবির নামের উল্লেখ থাকিলে তাঁহাদ্বারা রচিত কোন গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তৎপর "আদি" শব্দ যোগ করিতে হয়। কিন্তু অনেকে এই সহজ কথাটা যেন ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চাহেন না, যদিও নিজের রচনায় তাঁহারা কখনও এইরূপ ভুল করেন না।

পরিষৎ-পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান প্রধান অধ্যায়গুলি হইতেই ঐ দুই পুঁথিতে পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাবিরহাধ্যায়ের "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" ইত্যাদি পদটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ১০১ পৃষ্ঠায়, বৈষ্ণবপদলহরীর ১৩৩ পৃষ্ঠায়, বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত সঙ্গীতসারসংগ্রহের ১০১ পৃষ্ঠায়, এবং রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসের ১১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। পদকল্পতরুর ১৩৯৮ সংখ্যক পদটিও যে বড়ু চণ্ডীদাসের তাহা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টের ৯ সংখ্যক পদটিও বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি। রমণীবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি বিবিধ প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থ হইতে পদ-সঙ্কলন করিয়া চণ্ডীদাস প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অতএব কোন কোন প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার কালেও যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অস্তিত্ব ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ঐ সকল পুঁথি কত প্রাচীন তাহাই বিবেচ্য বিষয়। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আড়াই শত, কি তিন শত বৎসরের পুরাতন পদাবলীর পুঁথি—যদিও এখন উহা নিতান্ত বিরল" ইত্যাদি (পদকল্পতরুর ভূমিকা, ১১৯ পৃঃ), অর্থাৎ ৪০০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি এখন একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়াই উঠিয়াছে। উপরে যে সকল পুঁথির বিষয় উল্লেখ করা হইল তাহা হইতে প্রাচীনতর পুঁথি পাইবার আশা আমরা করিতে পারি না। এই অবস্থায় গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে চৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অস্তিত্বের ধারণা জন্মিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ পরবর্ত্তী সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে বেশী উদ্ধৃত হয় নাই কেন, এই প্রশ্ন অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, শুদ্ধবৃন্দাবনলীলার আদর্শে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচিত হয় নাই। প্রচলিত পদাবলী চৈতন্যপরবর্ত্তী প্রভাবান্বিত, তাহাতে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ উদ্ধৃত হয় নাই, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চৈতন্যপরবর্ত্তী-প্রভাবান্বিত পদ লক্ষ্য করেন নাই। তারপর প্রচলিত পদাবলী যে ভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে ইচ্ছা করিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ উদ্ধৃত করা যায় না। তাম্বুলখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড প্রভৃতি বিষয় প্রচলিত পদাবলীতে বর্ণিত হয় নাই, অতএব ঐ সকল অধ্যায় হইতে কোন পদ পরবর্ত্তী সংগ্রহগ্রন্থাদিতে উদ্ধৃত হইতে পারে না। পূর্ব্বরাগের অধ্যায়ে দেখা যায় যে, রাধার পূর্ব্বরাগ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত হয় নাই, আর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগও যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে যমুনাস্নানের অথবা আঙ্গিনায় দেখার প্রসঙ্গ নাই। বিশেষতঃ চন্দ্রাবলী নামে প্রচারিত রাধার প্রেমলীলার যে কোন পদ পরবর্ত্তী পদাবলীতে উদ্ধৃত হইলে তাহাতে প্রচলিত মতবিরুদ্ধভাবের উৎপত্তি হইতে পারে, কারণ এই সময়ে রাধা ও চন্দ্রাবলী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নায়িকা হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেক পদই প্রচলিত পদাবলীতে উদ্ধৃত হইতে পারে না। দুই যুগের ভাব, পরিকল্পনা, এবং আখ্যায়িকা-বিন্যাসের রীতিই বিভিন্ন প্রকারের। তথাপি রাধাবিরহের "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" ইত্যাদি পদটি ছাড়াও পদকল্পতরুর ১৩৯৮ সংখ্যক পদ (সতীশবাবুর সংস্করণ দ্রষ্টব্য), এবং এই গ্রন্থের পরিশিষ্টের ৯ সংখ্যক পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা হইতে প্রচলিত পদাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। যেভাবে পরবর্ত্তীকালে পদাবলী সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ যথেচ্ছ সন্নিবিষ্ট করিবার সুযোগ নাই বলিয়াই সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ বেশী উদ্ধৃত হয় নাই।

যদিও কাব্যশব্দের ব্যাখ্যায় সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসের দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি অনেকে বলিয়া থাকেন যে, অশ্লীলতা-নিবন্ধন ঐ রচনা কাব্যপদবাচ্য হইতে পারে না। এই ধারণা সঙ্গত কি না তাহাও বিবেচ্য বিষয়। রসই কাব্যের প্রাণ, অতএব যে রচনায় রস আছে, তাহা অশ্লীল হইলেও কাব্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অশ্লীলতার মাপকাঠিতে কাব্য পরিমিত হয় না। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থখানা তথাকথিত অশ্লীলতা-দুষ্ট হইলেও তাহাতে রসসৃষ্টি হয় নাই, ইহা উক্ত সমালোচকগণও বোধ হয় স্বীকার করেন না। সুতরাং এইরূপ অশ্লীলতার দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে "অকাব্য" বলা চলে না। চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ আস্বাদন করেন নাই,

ইহাও বলা হইয়া থাকে। বড়াই-ঘটিত দানলীলার আখ্যায়িকা যে চৈতন্যদেবের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব নিজেও যে এইরূপ দানলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। দানলীলার এই পরিকল্পনা যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তাহাও অস্বীকার করিবার কারণ নাই। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাস-দর্শিত দানলীলাই পরবর্ত্তীকালে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মূলতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী কবিগণ অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিতভাবে পদরচনা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে দানলীলার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় প্রদান করে। পরবর্ত্তী কালে লোকের রুচি সুমার্জ্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু মূল আখ্যায়িকাটি চণ্ডীদাসের রচনা হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ তিনিই দানলীলার প্রবর্ত্তক।* অতএব চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ অস্বাদন করেন নাই, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। পরবর্ত্তীকালে রুচি এইরূপ মার্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডের পদ পদকল্পতরুর ন্যায় সংগ্রহ-গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় কোন একটি সমস্যা যতই জটিল হউক না কেন একমাত্র তাহার উপর নির্ভর করিয়াই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাহাতে অন্ধজন-কর্ত্তৃক হস্তীর আকৃতি নিরূপণের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপাদিত হইতে পারে। এইজন্য আমরা নানাভাবে এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিয়া উভয় কবি, এবং তাঁহাদের কাব্য-সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে গ্রন্থ চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে এপর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যে মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার নূতনত্বের সমাবেশ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাও ধারণা করা যাইতে পারে। এইরূপ কিছু নূতনত্বের আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে, এখন এখানে এইজাতীয় আর একটি জটিলতার উল্লেখ করা হইল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডে রাধাকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল।

১০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, অসুর-ধ্বংস করিবার জন্য নহে, কিন্তু প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা তত্ত্বরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উদ্ধৃত উল্লেখেও এইজাতীয় কথা রহিয়াছে বলিয়া অনেকে হয়তঃ ইহার প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করিতে পারেন। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সন্দেহ কি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে, না মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ পুঁথি-সম্বন্ধে? পরবর্ত্তী আলোচনায় ইহার উত্তর মিলিতে পারে। এই সম্বন্ধে বড়ু চণ্ডীদাস কি বলিয়াছেন প্রথমতঃ তাহাই দেখা যাউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্মখণ্ডে কংস-বধের জন্যই কৃষ্ণাবতারের কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে (ঐ, ১-২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তৎপর কবি বলিয়াছেন—

কাহ্নাঞিঁ রস-সম্ভোগ-কারণে।
লক্ষীক বুলিল দেবগণে॥
আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার। ঐ, ৬ পৃঃ।

অতএব গ্রন্থের মূল পরিকল্পনায় রাধার প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন নাই, কৃষ্ণের রস-সম্ভোগের জন্যই দেবগণের অনুরোধে লক্ষ্মী আসিয়া রাধারূপে

* "মাইকেলাদি-রচিত মেঘনাদবধাদি কাব্য" বলিলে আমরা বুঝি যে, সেই সময়ে অন্যান্য কবিও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাইকেল-রচিত মেঘনাদবধেরই উল্লেখ করা হইল। সেইরূপ চণ্ডীদাসাদি-দর্শিত দানখণ্ডাদি-প্রকরণ বলাতে ইহাই বুঝা যায় যে, সেই সময়ে অন্যান্য কবিও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চণ্ডীদাস-রচিত দানখণ্ডাদিরই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সময়ে অন্যান্য কবিও কাব্য রচনা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কোন্ বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোন সন্ধান সনাতনের উক্তি হইতে পাওয়া যায় না, যেমন মাইকেল-সম্বন্ধীয় উদ্ধৃত উল্লেখ হইতে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের সন্ধান মিলে না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, চণ্ডীদাসই যে দানলীলার প্রবর্ত্তক, ইহাই সনাতন গোস্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমিকার ১৵ সংখ্যক পৃষ্ঠায় প্রথমস্তম্ভের কিছু পাঠের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়।

অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঠিক ইহারই বিরুদ্ধভাবের কথা যখন *দানখণ্ডের উদ্ধৃত উল্লেখে রহিয়াছে, তখন তাহা যে* গ্রন্থের মূল পরিকল্পনার বহির্ভূত ইহা বুঝা যায়। এইরূপ নূতনত্বের সমাবেশের কারণ কি? রাধাবিরহে বড়াই রাধাকে বলিতেছেন—

বিষম পুরুষ-জাতী কপট পূরিত মতী
নানাবোলে সে তিরিক রঙ্গে।

ঐ, ৩৮৬ পৃঃ।

বাস্তব জীবনেও পুরুষেরা অনেক অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য কথা বলিয়া রমণীর মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াস পায়। ইহাও কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সেই ধরণের স্তুতি মাত্র? যখন দেখা যায় যে রাধাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই কৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, তখন ইহাকে স্তুতিপর্য্যায়েই স্থাপন করিতে হয়। অপরদিকে দীন চণ্ডীদাসের রচনায় ইহা গ্রন্থের মূল পরিকল্পনার সহিত জড়িত রহিয়াছে, এবং তিনি ইহা লইয়া এক আখ্যায়িকাও রচনা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার গ্রন্থে এই জাতীয় উক্তি বিরুদ্ধভাবজ্ঞাপক হয় নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা গ্রন্থের মূল পরিকল্পনার বহির্ভূত। সুতরাং ইহা যে নূতন সমাবেশ তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নূতনত্বের জন্য দায়ী কে? মূল গ্রন্থ কি? তাহা যে নয়, তাহাত পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে। অতএব মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ পুঁথির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। তাহাতে যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন, ও নূতন সমাবেশের নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ইহাও সেই ধরণের আর এক নূতনত্ব মাত্র।

কিন্তু আদিগ্রন্থেই যদি ইহার অস্তিত্ব থাকিয়া থাকে তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্বের হানি হয় না। এখানে ইহা তত্ত্বরূপে প্রচারিত হয় নাই, রমণী-রঞ্জনের প্রয়াসে নায়কের উক্তিরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গোস্বামিগণ ইহা পাঠ করিয়া কৃষ্ণাবতারের নূতন হেতু নির্দ্দেশের সূত্র পাইতে পারেন, এবং তাহাই তত্ত্বরূপে পরে প্রচারিত হইতে পারে, যেমন ভাগবতাদি পুরাণ-বর্ণিত সখ্যদাস্যাদি ভাব পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতত্ত্বরূপে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা হইতেও একটা ভাবের ক্রমিক অভিব্যক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসে যাহা প্রেমের উক্তি মাত্র, *গোস্বামিগণের গ্রন্থে তাহাই তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর* দীন চণ্ডীদাস ঐ তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।

চণ্ডীদাসগণের বাড়ী

আজকাল নান্নুর ও ছাতনা, এই উভয় স্থানেই চণ্ডীদাসের ভিটা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাখালবাবুর সহিত ছাতনায় গিয়া আমরা চণ্ডীদাসের ভিটা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এদিকে দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বও জানা যাইতেছে। দুইজন চণ্ডীদাস ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় দুই স্থানেই চণ্ডীদাসের ভিটার এবং স্থানীয় প্রবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

চণ্ডীদাসের নাম

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একাধিক স্থানে "অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে" এইরূপ ভণিতা রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয় কবির নাম ছিল অনন্ত। এই সকল স্থানে "চণ্ডীদাস" শব্দটি উপাধিরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বড়ু শব্দের নানা প্রকার ব্যাখ্যা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। মাহিষ্য ব্রাহ্মণদিগেরও বড়ু বা বটু উপাধি ছিল, এবং এখনও আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতা অনন্তের জাতিবাচক বিশেষণরূপে "বড়ু" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয়।

বাসুলী

আজকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বাগীশ্বরী শব্দ হইতে বাসলী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। নান্নুরেও সরস্বতী-মূর্ত্তিই বাসলী-মন্দিরে পূজিত হয়। এই অবস্থায় চণ্ডীদাস সরস্বতীর নামের উল্লেখ করিয়া ভণিতা দিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-বরে" ইহার অর্থ এই হয় যে, চণ্ডীদাস সরস্বতীর কৃপালাভ করিয়া কাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কবির ইহাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কাব্যালোচনায় ডাকিনী যোগিনীর পরিকল্পনা উদ্ভট বলিয়াই মনে হয়।

সহজিয়ারা বাসলী শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। একটি রাগাত্মিক পদে বাসলী নিজেই বলিতেছেন—"মদ-রূপ ধরি আমি সে হই" (নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস, ৩৩১ পৃঃ), অর্থাৎ বাসলী মদ বা আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। ঐ পদেই সহজিয়া-প্রেম-সাধনায় শ্রীকৃষ্ণকে রূপের, রাধাকে প্রেমের, এবং বাসলীকে আনন্দের বিগ্রহ করা হইয়াছে। অতএব সহজতত্ত্বের আলোচনায় বাসলীকে ঐ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। বাসলী-শব্দ যে নানাস্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা তাহারই পরিচায়ক।

চণ্ডীদাস ও সহজিয়া

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন একটি পদও নাই, যাহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের সহজিয়া-সম্পর্ক ধরা পড়ে, কিন্তু দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদে সহজিয়াধর্ম্মতত্ত্বের বিবৃতি রহিয়াছে। দীন চণ্ডীদাস যে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ইহা হইতেও প্রমাণিত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়ারা প্রেমের সাধনা করিয়া থাকেন ইহা সকলেই স্বীকার করেন, আর প্রেমমূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল চৈতন্যদেব দ্বারা, ইহাও কেহ অস্বীকার করেন না। অতএব প্রেম-সাধনায় উদ্ভব যে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পরে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে হইয়াছে, এই ধারণাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সাধনার উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ অনুভূতি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে নানা প্রকার সাধনার প্রথা প্রচলিত ছিল। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারিত হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য যোগসূত্রাদিও রচিত হইয়াছিল। পৃথক্ গ্রন্থরূপে নহে, ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির পন্থাও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তান্ত্রিকগণ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্তি-সাধনারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৌদ্ধ সহজমতে যে তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য উত্তরসাধিকা গ্রহণেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। চৈতন্যদেবও প্রেমমূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিলেন, আর তাহার পরেই প্রেম-সাধনার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব সহজিয়া মতের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহাই ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা বিধেয়।

সহজিয়ারা অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের শেষ ভাগেও কতকগুলি সহজিয়া পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে এবং পদে যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৈষ্ণব সহজিয়ামতের উদ্ভব চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে হইতেই পারে না। চৈতন্যদেব সখ্য দাস্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসনার ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সহজিয়ারা দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র মধুর রসের উপাসনাই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—

> শ্রীরূপের অনুগত ভজনে যে হয় রত
> স্থিতি তার কেবল মধুরে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাধুর্য্য ভাবে উপাসনার চারিটি ক্রম নির্দ্দেশিত হইবার পূর্ব্বে চতুর্থস্থানীয় মধুররস অবলম্বন করিবার ব্যবস্থার উদ্ভব হইতে পারে নাই। প্রেমমার্গীয় সহজধর্ম্মের ইহাই মূল ভিত্তি।

তারপর চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রসশাস্ত্রে পরকীয়াকে রস-পর্য্যায়ে স্থাপন করা হয় নাই। কিন্তু গোস্বামিগণ ইহাকে কেবলমাত্র রস-পর্য্যায়ে স্থাপন করেন নাই, স্বকীয়া হইতে যে ইহাতে রসের উল্লাস বেশী তাহাও প্রচার করিয়াছেন—

> অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
> স্বকীয়া পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ সংস্থান॥

এবং— পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।

চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে।

কিন্তু সহজিয়ারা স্বকীয়া পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পরকীয়াই অবলম্বন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, স্বকীয়াতে রাগের আভাস মাত্র আছে, রাগ নাই।

> পরকীয়া রতি করহ আরতি
> সেই সে ভজন সার।

চণ্ডীদাস, ৭৭১ সং পদ।

এবং—পরকীয়া রাগ অতি রসের উল্লাস।
স্বকীয়াতে রাগ নাই, কেবল আভাস॥ রসরত্নসার।

অতএব দেখা যাইতেছে যে পরকীয়াকে রস-পর্য্যায়ে স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইতে পারে নাই। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী রসশাস্ত্রে পরকীয়া রস-পর্য্যায়ে স্থান পায় নাই, গোস্বামিগণ ইহাকে রস-পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন, আর সহজিয়ারা ইহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। একটা ধারণার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে এই মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। অতএব সহজিয়াদের পরকীয়াতত্ত্ব চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের অভিব্যক্তি মাত্র।

তারপর রাধা প্রেমময়ী, এবং তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিও বটেন, অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ রাধাকে প্রেম ও আনন্দের মিলিত আদর্শে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সহজিয়া-মতে বাসুলী বলিতেছেন—

কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥

চণ্ডীদাস, ৭৬৬ সং পদ।

অর্থাৎ সহজিয়া মতে কৃষ্ণ রূপ, রাধা প্রেম, এবং বাসুলী আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। রাধাতত্ত্ব প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার একটি বিশেষত্ব লইয়া বাসুলীর সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

এইরূপ নানা বিষয়েই বৈষ্ণব সহজিয়াধর্ম্ম চৈতন্য-পরবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত। এই ধর্ম্মের অভিব্যক্তি-সূচক পদ যে কবি রচনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সহজ-ধর্ম্মের প্রভাব পড়ে নাই, কারণ বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ে প্রেম-সাধন-মূলক ধর্ম্মেরও উৎপত্তি হয় নাই, কিন্তু দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই সহজতত্ত্বসম্বন্ধে পদ রচনা করিতে পারিয়াছেন। একটি পদেও আছে—

শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু
সহজপীরিতি কথা।

চণ্ডীদাস, ৩৭৩ সং পদ।

যে কবি ইহা লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে পীরিতি-আখ্যায় প্রেমের সাধনা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। রামী যদি কাহারও থাকিয়া থাকে, তবে তাহা এই দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাসের, বড়ু চণ্ডীদাসের নহে।

সম্পাদকের নিবেদন

পনর বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে প্রবেশ করিয়া যখন চণ্ডীদাসের পদসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন শুনিয়াছিলাম যে, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় একখানাও প্রয়োজনীয় পুঁথি নাই। তখন প্রায় তিন হাজার প্রাচীন পুঁথি এই গ্রন্থশালায় সংগৃহীত হইয়াছিল। আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, এতগুলি পুঁথির মধ্যে একখানাও মূল্যবান্ পুঁথি পাওয়া যাইবে না। অতএব প্রথম হইতেই আমি অতিশয় সতর্কতার সহিত পুঁথিগুলি পরীক্ষা করিতে ব্যাপৃত হই, কিন্তু এই কার্য্যে আমি ইচ্ছানুরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে পারি নাই, কারণ আমাকে পুঁথি লইয়া বসিতে হইত ৪ টার পরে, এবং বন্ধের দিনে। আমি পদগুলির একটা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম, এবং যেখানে যে পদটি পাইয়াছি তাহাই নকল করিয়া লইয়াছি। এই সময়ে ২৩৮৯ এবং ২৯৪ সংখ্যাক পুঁথিদ্বয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দেখিলাম এই উভয় পুঁথিতেই দীন চণ্ডীদাসের পদ রহিয়াছে, আর ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে দীন চণ্ডীদাস-রচিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের নিদর্শন বর্ত্তমান আছে, এবং তাহার শেষ পত্রে যে পদটি রহিয়াছে তাহা ২০০১ সংখ্যায় চিহ্নিত। এই বিষয় লইয়া আমি নানাভাবে চিন্তা করিয়া চৈতন্য-পরবর্ত্তী দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের ধারণায় উপনীত হই। তারপর এই বিষয়ে মাসিক পত্রিকাদিতে আমি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ এই ভূমিকার প্রথমাংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

অনেকে চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কল্পিত সমস্যারও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ভূমিকায় তাহার প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা দ্বারা সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। এজন্য স্থানে স্থানে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। তাহাতে বিষয়গুলি সহজবোধ্য হইয়াছে কিনা তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। কিন্তু আমার

অনবধানতা প্রযুক্ত এই গ্রন্থে কিছু কিছু ভুল-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, সেজন্য আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং সংযোজনা সন্নিবিষ্ট করা হইল।

সংশোধন এবং সংযোজনা

ভূমিকার ৶০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয়স্তম্ভের ২৪ পঙ্‌ক্তিতে "১৩৩৩ বঙ্গাব্দের প্রথম ও দ্বিতীয়" স্থানে "১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৪র্থ সংখ্যা, এবং ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের প্রথম ও দ্বিতীয়" পাঠ করিতে হইবে। ভূমিকার ১৷০ পৃষ্ঠায় প্রথমস্তম্ভের ২১ পঙ্‌ক্তিতে "পুঁথির সংখ্যা ৬৮" লিখিত আছে; এই পুঁথিখানা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি ইহাকে ৬৮ সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়াছিলেন। তারপর কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালাভুক্ত হইয়া ইহা ৬১৪৬ সংখ্যায় চিহ্নিত হইয়াছে। গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠায় "পুতনা" স্থানে "পুতনা" হইবে, এবং ইহার দ্বিতীয়স্তম্ভের ২৯-৩০ পঙ্‌ক্তিদ্বয় সম্বন্ধে মতবিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ৭ম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয়স্তম্ভের ২২-২৪ পঙ্‌ক্তিতে "এণ" স্থানে "এন" হইবে। ১১শ পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভের ১০ সংখ্যক টীকায় "বড়ু" স্থানে "বড়ু ?" হইবে, এবং দ্বিতীয়স্তম্ভের ২৮ সংখ্যক টীকায় "তভু" শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—"বৈদিক অব্যয় শব্দ এব, অপভ্রংশ—এব্ব-এব্বম্—তৎসাদৃশ্যে তেববম্—তব্বম্—তব্ব—তব—তভু ইত্যাদি (চাঃ, ৮৫৬ পৃঃ)।

১২শ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয়স্তম্ভের ৯ সংখ্যক টীকায় "অক্সর" স্থানে "আক্সর" হইবে।

১৮শ পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভের ৬ পঙ্‌ক্তির টীকায় "ছাড়" শব্দ মতান্তরে "ছার্দ্দ" হইতে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে।

২৪ পৃষ্ঠায় প্রথমস্তম্ভের শেষভাগে "আত্মন্-অপ্পন্—আপন" হইবে।

৬৬ পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভের প্রথমভাগে "স্থামন্ হইতে থাম" বলা যাইতে পারে।

৬১ পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভের ৯ পঙ্‌ক্তির টীকায় "সমসর হইতে সোঁসর—সোসর" বলা যাইতে পারে।

৮৪ পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভের টীকায় "পায়য়তি হইতে পেয়াএ" বলা যাইতে পারে।

৮৮ পৃষ্ঠার ১ পঙ্‌ক্তির টীকায় "বর্ণাপয়তি হইতে বেনাঞা" বলা যাইতে পারে।

ঐ ৯-১০ পঙ্‌ক্তির টীকায় "পুষ্প-ফুল্ল-হুল্ল—হুল" বলা যাইতে পারে।

ঐ ১৮ পঙ্‌ক্তির টীকায় "তক্ষতি-চচ্ছই-চঞ্ছুই—চাছি" বলা যাইতে পারে।

ঐ ১৭ পঙ্‌ক্তির টীকায় সৌরাষ্ট্রের চলনার্থক "হম্মতি" হইতে বলা যাইতে পারে।

১২০ পৃষ্ঠার ৪-৬ পঙ্‌ক্তির টীকায় "অঙ্গে ফুল-ডাল" হইবে।

১৩৩ পৃষ্ঠার ৬-৭ পঙ্‌ক্তির টীকায় "সং-বস্ম" স্থানে "সং-বর্ত্ম" হইবে।

১৩৭ পৃষ্ঠার ৫ পঙ্‌ক্তির টীকায় "লাক্ষাবর্ণ হইতে লাখবান কি ?"

এই গ্রন্থের টীকার কিয়দংশ অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় প্রায় সমগ্র গ্রন্থের ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় টীকাগুলি পাঠ করিয়া যে সকল সংশোধন ও সংযোজনার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা উপরে সন্নিবিষ্ট হইল। এই সকল সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় দীনের গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সাহায্য না পাইলে ইহা লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইত না। এজন্য ফলাফল সমস্তই তাঁহাকে অর্পণ করিলাম।

কলিকাতা-ইউনিভার্সিটি-প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক এম এ., মহাশয় পরামর্শ ও উৎসাহদানে আমার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন।

সাঙ্কেতিক বর্ণ-বিবৃতি

বিপু কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ;

দীপু—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়-প্রদত্ত পুঁথি ;

সাপু—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি ;

তরু—সতীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত পদকল্পতরু গ্রন্থ ;

চা—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-রচিত The Origin and Development of Bengali Language ;

চৈঃ চঃ—চৈতন্যচরিতামৃত ;

চণ্ডীদাস—নীলরতনবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী ;

এবং পাঠান্তরের সংখ্যাগুলির দ্বারা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

[পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা]

১। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

প্রবেশিকা

গ্রন্থারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ, গুরু ও বৈষ্ণবগণের
চরণ বন্দনা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসকারাগারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বৃন্দাবনে নন্দগৃহে প্রতিপালিত হন। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকালে তিনি পুনরায় মথুরায় গমন করিয়া কংসের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী বাল্যলীলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার প্রারম্ভ এইরূপে সূচিত হইয়াছিল। পুরাণাদিতে সমগ্র কৃষ্ণচরিত্র বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এদেশীয় বৈষ্ণবগণ একমাত্র তাঁহার বৃন্দাবনলীলার প্রাধান্যই স্বীকার করিয়াছেন। এজন্যই বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এবং পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ঘটনাই নানাভাবে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাপতির পদাবলী, এবং গোস্বামিগণের গ্রন্থাদিতে কৃষ্ণচরিত্রের বাল্য-পরবর্ত্তী অংশ বর্ণিত হয় নাই। দীন চণ্ডীদাসও উক্ত কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ঘটনা অবলম্বনে নাতিদীর্ঘ পালাগান রচনা করিয়াছেন। এই সকল পালাগান বা পদগুচ্ছের অন্তর্ভূত পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, এবং প্রত্যেক পালাগানে ধারাবাহিকরূপে কৃষ্ণ-লীলার এক একটি অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা উক্ত কবির রচিত বাল্যলীলার অন্তর্ভূত এইরূপ একটি পালাগান।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, ভূভারহরণার্থে কংসাদি দৈত্যগণের বধের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে "প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে এবং রাগ-মার্গীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে" (স্বরূপদামোদরের কড়চা, চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) তিনি পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই নূতন মতবাদের ফলে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে কৃষ্ণাবতারের দুইটি হেতু প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রথমতঃ পৌরাণিক নির্দ্দেশানুযায়ী কংসবধের হেতু—যাহা প্রধানতঃ ভগবানের ঐশ্বর্য্য-লীলাকেই ভিত্তি করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতানুযায়ী রাগমার্গীয় ধর্ম্ম-প্রচারের হেতু—যাহা মধুরভাবাত্মক। দীন চণ্ডীদাস এই দ্বিবিধ

মত অবলম্বন করিয়াই পদরচনা করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন--

বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলোক হরি।
এ কথা অনেক কহিব বিস্তার
যে লীলা যখন করি॥
এবে কহি শুন বাল্যলীলারস
পাছেতে মধুর রস।
ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
যে রসে যে হয় বশ॥

(পদ সং ৫০)

অতএব শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পদগুলি এখানে যে মধুর রসকে ভিত্তি করিয়া বর্ণিত হয় নাই, তাহা কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন, এবং ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে তিনি ইহার পরে এই মধুররসাত্মক বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিবেন। বস্তুতঃ "কৃষ্ণের জন্মলীলা" নামক পালাগানে তিনি পৌরাণিক আখ্যায়িকাই অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ৪৬ সংখ্যক পদে কবি নিজেও বলিয়াছেন যে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, লিঙ্গ-পুরাণ, ভাগবতের দশমস্কন্ধ, এবং আগম ইত্যাদি গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াই তিনি ইহা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা মূলের এতই অনুরূপ হইয়াছে যে অনেক স্থলে আখ্যায়িকার অংশবিশেষ, উপমাদি এবং ভাষা পর্য্যন্ত পুরাণ হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই সকল সাদৃশ্য পাদটীকায় যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল। দীন চণ্ডীদাস যে একজন সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়। মূল পুরাণগুলি যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া কবি বাল্যলীলা-বর্ণনায় কবিত্ব-প্রকাশের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন নাই, বরং অনেক স্থলেই ইহা পুরাণের ভাবানুবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তথাপি তাঁহার রচনায় সরলতার নিদর্শন সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইবে।

জন্মলীলার আখ্যায়িকা এই :—বসুমতী ভারাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মা ও শিবের শরণাপন্ন হইলেন; তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিকট যাইতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে তিনি গাভীরূপ ধারণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন নারায়ণ অনন্তশয়নে যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। বসুমতীর প্রার্থনা শুনিয়া লক্ষ্মী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নারায়ণ জাগরিত হইলে বসুমতীর দুঃখের কথা অবগত হইয়া বলিলেন যে, তিনি শীঘ্রই ভূভারহরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। এই সময়ে নারায়ণ এক নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে মায়ার জন্ম হইল। লক্ষ্মীর পরামর্শানুসারে তিনি স্থির করিলেন যে মায়াকে মহাদেবের হস্তে অর্পণ করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মা এবং শিব নারায়ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ মায়াকে শিবের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যখন তিনি দৈবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তখন যেন মায়া যশোদার উদরে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব গোকুলে যাইয়া কৃষ্ণকে যশোদার নিকটে রাখিয়া মায়াকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তৎপরে তিনি দেবতাদিগকে গোপবালকরূপে জন্মগ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

ভাদ্র মাসের কৃষ্টাষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন মায়াপ্রভাবে প্রহরিগণ নিদ্রিত হইয়া পড়িল, বসুদেবের শৃঙ্খল খুলিয়া গেল। বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া গোকুলে

ছিল দেবক, তাঁহারই কন্যার নাম দেবকী বংশীয় বসুদেবের সহিত ইনি পরিণীতা ।২০)। ভাগবতে বসুদেব ও দেবকীর রূপে বর্ণিত হইয়াছে—"স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সুতপা নামে প্রজাপতি, এবং দেবকী তাঁহার পত্নী। তপস্যা করিয়া তাঁহারা রূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন। াকে সেই বরই প্রদান করেন। পরজন্মে অদিতি রূপে জন্মগ্রহণ করিলে নারায়ণ দের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ৩৪)। তৎপরে বরুণের যজ্ঞে দিতি ও দুইটি গাভীর অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে প তাহাদিগকে আত্মসাৎ করেন। এজন্য াবে কশ্যপ বসুদেব রূপে, এবং ঐ কাম- ও রোহিণী রূপে জন্মগ্রহণ করেন (হরিবংশ, ।

-দলন কৈল ভার:—ভার অর্থ কষ্টকর; .ভল অতি ভার" (জ্ঞানদাস)। কংস এতই ইয়াছিল যে দেবগণের পক্ষেও অসুরগণকে র হইয়া পড়িয়াছিল। এক সময়ে কংসের কে বলিয়াছিল—"দেবতাদিগকে ভয় করিবার ণ নাই। আপনার ধনুকের টঙ্কার-শব্দ হারা উদ্বিগ্নচিত্ত হয়। আপনার নিক্ষিপ্ত পীড়িত হইয়া তাহারা রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ।য়ন করিয়াছিল, কেহ-বা বলিয়াছিল—'আমি ারণাগত, আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন,' ঃ, ১০।৪।২২-২৪)।

সুমতী ভারাক্রান্তে ইত্যাদি :—ভাগবতে আছে ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ" (১০।১।১৪)। ৫।১।১২-১৩ ; ব্রহ্মবৈঃ, ৪।৪।২-৬, ইত্যাদি। রে; তু°—"জে পুনি অধম জন আন্তরে ঃ কীঃ, ৩৯৭ পৃঃ)। মারাঠি ভাষায় অভ্যন্তর ", "আন্তচা" ব্যবহৃত হয় (বীমস্, ২।১১০. আন্তে (শেষে অর্থে) হইতেও আকার

"অঝর" স্থানে "আঝর" (কৃঃ কীঃ, ২৯৪ পৃঃ), অবশেষে।

৪। কিসে:—সং কিম্ শব্দের ষষ্ঠীর রূপ —প্রাঃ কিস্স (=পালি কিস্স) হইতে প্রাকৃত অপর কীস (=মাগধী কীশ; বররুচি, ৬।৬; হেমচঃ, ৩।৬৪ ইহা হইতে প্রাচীন হিন্দী কিস্ (বীমস্, ২।৩২৪ পৃ এবং বাঙ্গালায় কিসে (তৃতীয়াযুক্ত) রূপের উৎ হইয়াছে (চা, ৮৪৩ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য)। তু°—" বরিষের দান চাহ মোরে কিসে" (কৃঃ কীঃ, ৪৫ পৃঃ)।

মোর:—ষষ্ঠীর একবচনের মম+কর (কোন প্রাকৃতে ব্যবহৃত ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন, যেমন আপন আজিকার, এথাকার, ইত্যাদি)=মহ (মম শব্দের প্র সম্ভাবিত রূপ মহ্ম হইতে জাত) +অর=(মো+র=মোর। কোন সময়ে মোঁ মূল শব্দ রূপে হইয়াছিল এবং তাহার সহিত বিভক্তি যোগে মোকে, ইত্যাদি পদের সৃষ্টি হইয়াছিল। মতান্তরে—ষষ্ঠীর বহু সং অস্মাকম্—প্রাঃ অম্হ+পূর্ব্বোক্ত কর জাত অম্হর—মহর—মোর—আমার। (বীমস, ২।৩১২- ৮০৭-১৬; শূঃ পুঃ, ১০, ২৯ পৃঃ; এবং শব্দকোষ দ্রষ্ট

৭। কাহাঁর:—সং কিম্ শব্দের ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনের রূপ কানি। ইহা সংক্ষিপ্ত হইয়া লোপের চিহ্ন স্বরূপ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত কাঁ হইয়াছে। কাঁ (সংস্কৃতের ষষ্ঠীর এক বচনের—অস্য হইতে আ+ —ইধ—ইহ হইতে হ+বিশিষ্টার্থক আ, অথবা হইতে হ বা হা)=কাঁহা। ইহাই পরবর্ত্তী কা শব্দরূপে গৃহীত হইয়া পুনরায় তৎসঙ্গে ষষ্ঠী প্রাচীন কের-জাত র যোগে কাঁহার। মতান্তরে শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ সংস্কৃতে কেষাম্—প্রাঃ ইহাই সংক্ষিপ্ত হইবার কালে ণকার লোপে চন্দ্র কাহাঁ হইয়া মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। তা ষষ্ঠীর র-যোগে কাহাঁর। (চা, ৭৫২, ৭৫৭, ৮ ভাষাতত্ত্ব, ১০৫ পৃঃ)।

৮। কাঁহা:—সপ্তম্যন্ত প্রশ্নার্থক সর্ব্বনাম= বা কোথা; তু°—হিন্দি—কাঁহা বা কহাঁ

দারা :—সং স্থ ধাতু ণিচ সারি হইতে,
, যেমন—প্রণয়ের সার প্রীতি (শব্দকোষ)।
সংসার) = অস্থায়ী । এজন্য এখানে—স্থির
ই গ্রাহ্য। তু°—

ভোঁহো সুন্দরি রাধা মনে কর সার।
পার জাইবেঁ কিবা থাকিবেঁ এ পার॥
(কৃঃ কীঃ, ১৫৬ পৃঃ)।

" "তবু" অর্থে
। মাত্রারূপে ব পাওয়া যায়,
বাঁশীগুটি " (কৃঃ কীঃ,
ং ৬৩২-৩ পৃষ্ঠার টীকাও দ্রষ্টব্য)।
এখানে ব্রহ্মা ও রুদ্র এই দুই দেবতার কথা
, কিন্তু ভাগবতে (১০।১।১৪) আছে—
াগত হইলেন;" বিষ্ণুপুরাণে (৫।১।১২-১৩)
াপ্রমুখ দেবগণ।" বস্তুতঃ ধরণী সুমেরু পর্ব্বত-
ার নিকটে গিয়াছিলেন, সেখানে ব্রহ্মার সভায়
পস্থিত ছিলেন। ভাগবতে আছে যে তিনি
ণ করিয়া গিয়াছিলেন (১০।১।১৫), কিন্তু
সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, পরে
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডের চতুর্থ
হইয়াছে যে বসুমতী ব্রহ্মার নিকটে
পরে ব্রহ্মা দেবগণসহ শিবের নিকটে
এবং ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুর নিকটে গিয়াছিলেন।

ন্ধেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ।
হ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে॥
(কৃঃ কীঃ, ১ম পৃঃ)।

ন্তিত = চিন্তির = চিন্তিল। পণ্ডিতগণের মতে
, মাগধী "ড" বা "ল" (= প্রাচীন বাঙ্গালায়
াঙ্গালায় অতীত কালের বিভক্তি লকারের
াছে (যোগেশ রায়ের "বাঙ্গালাভাষা,

র যুক্ত অতীত কালের প্রয়োগ, যথা—
চিন্তির হীত" (কৃঃ কীঃ ৭৩ পৃঃ)।

১৪। উপাএ :—বীম্‌সের মতে সং
অস্‌স—অসি হইয়া—অহি—হি—ই—এ
হইয়াছে (বীম্‌স, ২।২২১-২ ; হের্ন্‌লে,
মতান্তরে তৃতীয়ার বহুবচনের ভিঃ হইতে হি
বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। মতান্তরে-
বিভক্তি—অ—ধি—হইতে—হি—হইয়া—ই
উদ্ভব হইয়াছে (চা, ৭৪৫-৪৯)। এই
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থীতে ব্যবহৃত হই
উপাএ দ্বিতীয়া বিভক্তিতে একার, তু°—

এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপা
(কৃঃ কীঃ

১৫। দড়াইয়া = স্থির করিয়া, দৃঢ় সি
দৃঢ় অর্থে দড় শব্দের প্রয়োগ, তু°—"ভিতরে
(শব্দকোষ) (১৭শ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬। দেবের সভায় :—বিষ্ণুপুরাণে আ
দেবসমাজে গিয়াছিলেন (৫।১।১২)।

১৭। স্বর্গপুরে :—বিষ্ণুপুরাণের নির্দ্দেশ
পর্ব্বতে, যাহা ভূস্বর্গ বলিয়া কথিত হয়।

১৯। হেন :—সং ইদম্ শব্দের তৃ
অনেন—এন + শক্তিবর্দ্ধক হ = হেন (ভাষাতত্ত্ব
এবং ৬ষ্ঠ ও ১৪শ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২০। মুঞি :—সং অস্মদ্ শব্দের তৃতীয়ার
রূপ ময়া। ইহার সহিত তৃতীয়া বিভক্তি
যোগে (যেমন, গজেন, ইত্যাদি) ময়েন—মে
—মুই (বীম্‌স, ২।৩০৩ ; চা, ৮০৮-১১ পৃঃ)।

২৬। ২৬শ পংক্তির পরে দুই পংক্তি
পরিলক্ষিত হয়।

২৭। পারা :—সং—প্রায়—পরাঅ—পা
৬৯৬ পৃঃ)।

[২]

বারাড়ি

করি করযোড়[১] কহিতে লাগিল—
"শুনহ[২] বচন মোর।
কংস দুরাচার করে অবিচার
ভারেতে হইল ভোর॥

দুষ্ট দুরাচারে সকলি সংহারে
তোমার যতেক[৩] সৃষ্টি[৪]।
সংহারে সকল হইয়া বিকল
দেখিল আপন দৃষ্টি[৫]॥

তোমার সৃজন,[৬]
যজ্ঞ তপদান সবো করে আন
হিংসাতে সকলি নাশে।
বেদ অধ্যয়নে কিছুই না মানে—,
বড়ই পাইয়া ত্রাসে॥

তোমার সৃজন যে সব ভুবন
সে সব করএ দূর।
গোব্রাহ্মণ করএ হিংসন
দুর্জ্জন বড়ই অসুর[৭]॥

এতেক সংসার আর পারাপার
মোর দুঃখ কর দূর।"
একথা শুনিঞা ব্রহ্মা শূলপাণি
কহেন উত্তর বোল॥

"ইহার উপায় আছএ কারণ
কহিব বচন ওর॥"
কহে শূলপাণি[৮] "শুনহ[৯] ধরণি,
তোর ভার হব দূর।
অসুর সংহারি ভার দূর করি
কহিমু ইহার ওর॥"

চণ্ডীদাস বলে— "শুন দুইজনে
ইহার উপায় বল।
যেমত ধরণী মনে সুখ[১০] মানি
সকল হইএ ভাল॥"

পুথির পাঠ :—

১ করোজোড় ২ যুনহ ৩ জতেক
৪ শ্রীষ্টী ৫ দৃষ্টা ৬ শ্রীজন
৭ অযুর ৮ যুলপানি ৯ যুনহ
১০ যুখ

টীকা

পং ৪। ভারেতে হইল ভোর:—সং ভৃ ধাতু (পূরণে) হইতে ভর, ভোর; অর্থ—পূর্ণ। তু°—"পীরিতি রসেতে ভোর" (শব্দকোষ)। ভারে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহাই অর্থ; তু°—"বসুমতী ভারাক্রান্তে" ইত্যাদি (১ম পদ)।

৫। দুরাচারে:—প্রাচীন মাগধী ভাষায় অকারান্ত বিশেষ্যের (পুং-ক্লীবলিঙ্গে) কর্ত্তৃকারকে একার বিভক্তি-চিহ্নরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন এবং আধুনিক বাঙ্গালাতেও ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যথা—"লক্ষ্মীক বুঝিল দেবগণে" (কৃঃ কীঃ,৬ পৃঃ); বাঘে খায়, মানুষে বলে, ইত্যাদি আধুনিক প্রয়োগ। এই এ তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত এন (যেমন, নরেণ, ইত্যাদি) হইতে—এণ—এঁ—এ পর্য্যায়ে উৎপন্ন (বীম্‌স, ২৬৬; চা; ১৬২, ৭৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) হইয়া কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হইতেছে। ণ লোপে এণ হইতে এঁ প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—"সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে" (কৃঃ কীঃ, ১ পৃঃ)।

৮। দেখা যায় যদ্দারা এই অর্থে দৃশ্‌+করণে ক্তি=দৃষ্টি, অর্থ চক্ষু। নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, ইহাই বক্তব্য।

১৩। আমি বড়ই ভীত হইয়াছি।

১৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে

ভগবান্ বলিয়াছেন—"যাহারা আমার ভক্তগণের, ব্রাহ্মণদিগের ও গোদিগের দ্বেষ করে, এবং যজ্ঞ ও দেবতাদিগের নিয়ত হিংসা করে, তাহারা বহ্নিতে তৃণ-পতনের ন্যায় অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়" (পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ)। ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে কংসের অনুচরগণ ব্রাহ্মণ, গাভী, বেদ, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতির হিংসা করিয়াছিল (ভাঃ, ১০।৪।২৮)। পদমধ্যেও এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৮-১৯। পার হইয়াছে অপার (সীমাহীন) যাহার, এই অর্থে পারাপার=অসীম। আমার অসীম দুঃখ দূর কর, ইহাই বক্তব্য।

২৩। সং পার=আর=ওর, অর্থে সীমা; তু°—হিন্দী ওর=সীমা। প্রঃ—"কি কহব রে সখি, আনন্দ ওর" (চৈঃ চঃ, ২।৩)। সীমা অর্থে শেষ নির্দ্দেশ, অতএব বচন ওর=নিদান কথা। অথবা, বৈদিক—অবর (অব+তুলনামূলক র) হইতে প্রাকৃত ওর (অব=ও) (গুণের ভাষাতত্ত্ব, ১৯৮ পৃঃ)—হি° এবং বাঙ্গালা—ওর।

২৭। কহিমু:—সং তব্য প্রত্যয় হইতে বাঙ্গালায় ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি—ইব হইয়াছে, যেমন, কহিব, করিব, ইত্যাদি (উত্তম পুরুষে)। এই অন্ত্য ব, উচ্চারণের বিশিষ্টতার দরুন বো, বু, মু ইত্যাদিতে [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] ইত্যাদি [illegible] [illegible]পরিণত [illegible] পের সৃষ্টি করিয়াছে [illegible] (চা, ৯৬৫-৬৭ পৃঃ)।

---

[৩]

জয়শ্রী

করযোড়ে আছে বসুমতী দেবী
কহেন কাতর বাণী।
"কিরূপে আমার পরিত্রাণ হএ
কহত ঠাকুর তুমি॥"
ব্রহ্মারুদ্র[1] দুই বসি এক ঠাঞি
যুগতি হইল সারা।
সত্যযুগ পরে বেদে নাম ধরে[2]
দ্বাপরে আছয়ে ধারা॥
পূর্ণ সনাতন নিখিল পুরণ
কৃষ্ণবর্ণ অবতার।
বেদে যে কহিল তাহাই হইল
শুনহ বচন পার॥
দুইজন ইহা করিল রচন[3]
কহিয়া বেদের বাণী।
শুক্ল রক্ত পীত বরণ বিভিন্ন
কৃষ্ণ অবতার গুণি॥
তেই সে উৎপতে অসুর ভাবেতে
ধরণী রহিতে নারে।
অতএব নানা বেদ-অধ্যয়ন
ঠেলয়ে অসুরাসুরে॥
চণ্ডীদাসে কহে "সেই সে দেখহে
তার সে [illegible] মল। [illegible]
[illegible]
কেমতে এসব পরিণাম হয়ে
ইহ দুঃখ কর দূর॥"

পুথির পাঠ :—

১ ব্রহ্মরুদ্র, দুইবার আছে ২ ধর ৩ বচন

টীকা

পং ১। আছে :—বৈদিক আস্তি হইতে পালি অচ্ছতি—অচ্ছই—আছে। মতান্তরে—সং আস্তে—আচ্ছে—আছে (শূঃ পুঃ, ৩০১ পৃঃ)। মতান্তরে—সং অস্তি—(অন্ত্য ত লোপে এবং পূর্ব্ব স্বর গুরু হইয়া) আসে—আছে (ভাষাতত্ত্ব, ১৬০ পৃঃ)।

এই শব্দের মূল-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বররুচির (১২।১৯) "অস্তেরচ্ছ" সূত্র হইতে লাসেন্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে (৩৪৬ পৃঃ, এবং পরিশিষ্ট ৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অস

ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি, কিন্তু বীম্‌স ইহাকে স্বতন্ত্র মূলরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী (৩।১৮০ পৃঃ)।

২। কহেন:—সংস্কৃতে বর্ত্তমানকালবাচক প্রথম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি—অন্তি হইতে প্রাঃ—অন্তে—এন্ত—এন। এই -এন সম্ভ্রমার্থক বিভক্তিরূপে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। কহ+এন=কহেন; ইহারই প্রাচীন রূপ কহন্তি, যেমন—"হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞি" (কৃঃ কীঃ, ৮৭ পৃঃ)। মতান্তরে, সম্ভ্রমার্থক বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের অন্ত্য ন, বিশেষ্যের ষষ্ঠীর বহুবচনে ব্যবহৃত -ন হইতে ক্রিয়াপদে সংক্রামিত হইয়াছে (চাঃ ৭২৫-৬)।

৩। হএ:—সং-অস্ ধাতুজাত অস্তি—অসতি হইতে হয়—হএ (চাঃ, ১০৩৯ পৃঃ)।

৫। ঠাঞি:—সং-স্থান—প্রাঃ—ঠাণ (যেমন—কহ জননীর ঠান—জ্ঞানদাস)—ঠাঞি—ঠাই (শুদ্ধ প্রয়োগ) (শব্দকোষ)। তু°—"তিলোত্তমা হেতু দুঈ মরিলা এক ঠাই" (কৃঃ কীঃ, ৬৭ পৃঃ)।

৬। সারা:—(প্রথম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। শেষ হইল অর্থে, যেমন—"রামাই পণ্ডিত টীকা সারিল আপনি" (শূঃ পুঃ, ৫১ পৃঃ)।

১২। বচন পার:—নিদান কথা। তু°—"ওর" (২য় পদের ২৩শ পঙ্‌ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭-১৬। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন অবতারের বর্ণসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেব ছিলেন পীত বর্ণ; তিনি যে ভগবানের অবতার তাহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নারায়ণ কলিকালে পীত বর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের যে শ্লোক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এই—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

গর্গ মুনি কৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষে নন্দ-সমীপে উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। ইহার সারার্থ এই—"তোমার এই পুত্রকে সামান্য বালক মনে করিও না। ইনি পূর্ব্বে শ্বেত, রক্ত, ও পীত বর্ণ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন এই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, অতএব ইঁহার নাম হইল কৃষ্ণ।" এই উক্তি দ্বারা কৃষ্ণ যে ভগবান্ তাহাই নির্দ্দেশ করা হইল। এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বৈষ্ণবগণ নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে ভগবান্ যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীত বর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত উক্ত শ্লোকের টীকায় দৃষ্ট হইবে। চরিতামৃতকারও (আদির তৃতীয় পরিচ্ছেদে) ভাগবতের উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

শুক্ল-রক্ত-পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম॥

কৃষ্ণবর্ণ দ্বাপরে, এবং পীতবর্ণ কলিতে ইহাই বৈষ্ণবগণের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের কেশাবতার মাত্র, কিন্তু চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণবমতে তিনি পূর্ণাবতার। এই তত্ত্বও আলোচ্য পদটির নবম পঙ্‌ক্তিতে প্রচার করা হইয়াছে। ১৩শ পঙ্‌ক্তির "দুইজন" দ্বারা বোধ হয় ভাগবত-কার ব্যাসদেবকে, এবং বৈষ্ণবগণের অনুকূল-মত-প্রচারক শুকদেব বা অন্য কোন শাস্ত্রকারকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১৭-২০। দ্বাপরে যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় শাস্ত্রমতে সিদ্ধান্ত হইল, অতএব ব্রহ্মা এবং শিব স্থির করিলেন যে এই জন্যই কংস প্রভৃতি অসুর-ভাবেতে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে, এবং তাহা ধরণীও সহ্য করিতে পারিতেছে না। অসুরেরা এই জন্যই বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে অবহেলা করিতেছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে কৃষ্ণাবতারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা

বিষ্ণুর নিকটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ঠেলয়ে= সং-স্খল্ ধাতু হইতে ঠেল, অপসারিত করা অর্থে (শব্দকোষ)। এখানে অবহেলিত হয়। তু°—"না ঠেলিহ ছলে, অবলা অখলে" (চণ্ডীঃ, ৩২৪ পৃঃ)।

২১-২৪। যদি তাহাই হয়, তবে তোমরাই কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পার। এখন যাহাতে তাহা হয়, এবং ধরণীরও দুঃখ দূর হয়, তাহাই কর।

---

[৪]

কানড়া

ব্রহ্মা মহেশ্বর কহেন উত্তর—
"শুনহ ধরণী, বোল।
নারীরূপ ধরি জাহ জথা বলি
ক্ষীরোদ[১]-সায়র কোল॥
জথা ভগবান্ অনন্ত-শয়ন
সেখানে চলহ তুমি।
তোমারো গোচরে সব বিবরণ
কহিতে কহিব আমি॥"
এ বোল শুনিতে বসুমতী চিতে
আনন্দ হইলা বড়ি।
দুইজন কাছে বিনতি করিঞা
চরণ ধরিয়া পড়ি॥
দুই দেব যায় ক্ষীরোদের সায়
জথাই ঈশ্বর[২] আছে।
তোথা দুইজনে বসুমতী সনে
চলিলা তাঁহার কাছে॥
গাভীরূপ ধরি চলিল ধরণী
দুহার পাছেতে গড়ি।
চলিলা জেখানে অনন্ত-শয়নে
সেখানে যাইয়া পড়ি॥
ক্ষীরোদ-সায়রে পরম ঈশ্বরে
বৈকুণ্ঠ-বৈভব তেজি।
অনন্ত-উপরে প্রভু ভগবানে
আছয়ে নিদ্রায় মজি॥
লক্ষ্মীদেবী করে চরণ সেবন
নিদ্রায় বিভোল প্রভু।
হেনক সময় জাই বসুমতী
কাতর হইয়ে তভু॥
লক্ষ্মীদেবী তারে পুছিতে লাগিল —
"কেনবা আইলে গাবি।
কি নিমিত্তে কাজ[৩] কহ না উত্তর
নিজের অন্তরে ভাবি॥"
কহিতে লাগিল সেই গাভীবর
লক্ষ্মীর আদেশে কয়।
চণ্ডীদাসে বলে বড়ই অদ্ভুত
শ্রবণ পাতিয়া রয়॥

পুথির পাঠ:—

১ খিরদ, এবং পরে ২ ইশ্বর, এবং পরে
৩ কজ

টীকা

পং—২। শুনহ :—সং শৃণুথ হইতে শুনহ (চা, ৯০৫-৬ পৃঃ)। সেইরূপ পরবর্তী যাহ, চলহ (চলথ হইতে) ইত্যাদি। বোল:—বিশেষ্য। সং বদ্ ধাতু—প্রাঃ বোল্ল, পরে বলহ, বল্ ধাতুও হইয়াছিল (শব্দকোষ)। মতান্তরে—সং—ব্রূ ধাতু হইতে বোল্ল হইয়া বোল (চা, ৮৭৩, ১০১৩ পৃঃ)।

৩-৪। ব্রহ্মা ধরণীকে নারীরূপ ধরিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু ১৭শ পঙ্‌ক্তিতে আছে যে তিনি গাভীরূপ ধরিয়া গিয়াছিলেন।

সং-সাগর—সাঅর—সায়র। সং-ক্রোড়—কোল। ক্ষীরোদ-সায়র:—পৌরাণিক নির্দ্দেশ এই যে প্রতি কল্পান্তে ভগবান্ যোগনিদ্রাগত অবস্থায় নাগ-পর্য্যঙ্কে শয়িত থাকেন। পরে প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় সৃষ্টি-কার্য্যে রত হন (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৬০; ১।৩।২২, ইত্যাদি)। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে ক্ষীরোদসাগরতীরে গমন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণ (৫।১।৩১), ভাগবত (১০।১।১৫), প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

৫। অনন্ত-শয়ন:—অনন্তই শয়ন (শয্যা) যাঁহার এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে পদটি ভগবানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। তোমারো:—সংস্কৃতে মধ্যমপুরুষবাচক মূল সর্ব্বনাম শব্দ যুষ্মদ্, কিন্তু তাহার রূপে একবচনে ত্বম্, ত্বা ইত্যাদি পদ হয়, যদিও দ্বিবচন এবং বহুবচনে যুবাম্, যূয়ম্ ইত্যাদি পদ দৃষ্ট হয়। আবার এই যুষ্মদ্ শব্দ প্রাকৃতে তুম্হ রূপ ধারণ করিয়াছে। এজন্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে প্রাচীন কালে যুষ্মদ্ শব্দের ন্যায় তুষ্মদ্ একটি শব্দ ছিল; উভয়ে একই অর্থে মিশিয়া গিয়া প্রচলিত মিশ্ররূপের সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন একবচনের ত্বম্ হইতে তুম্—তু—তো—তুই (ত্বয়া—ত্বয়েন—তই—তুই) প্রভৃতি পদের উদ্ভব হইয়াছে, সেইরূপ যূয়ম্ প্রভৃতি বহুবচনের রূপগুলির মূল 'যুষ্মা'র অনুরূপ তুষ্মা হইতে তুম্হা—তুহ্মা—তুমা—তোমা পরবর্ত্তিকালে মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছিল। তোমা+(ষষ্ঠী বিভক্তির) র=তোমার+সং-অপি-জাত ও= তোমারো। (চা, ৮১৬-২০; শূ পুঃ, ৯-১০)।

১০। বড়ি:—সং-বৃত—বট (তু°—সং-বড্র)—বড়+(নিশ্চয়ার্থক হি জাত) ই=বড়ই—বড়ি (চা, ৪৯৬ পৃঃ)।

১৩। সায়:—সং-সো+ঘঞ্=সায়, শেষ। ইহা হইতে প্রান্তে বা ধারে অর্থে।

১৫। হোথা:—সং-অমুত্র—অউত্র—ওথা। ইহার সহিত শক্তিবর্দ্ধক হ যোগে (যেমন এথা—হেথা)=হোথা; সেই স্থানে (চা, ৫৫৬ পৃঃ; ভাষাতত্ত্ব, ১০৯ পৃঃ)।

১৬। কাছ:—সং-কক্ষ (পার্শ্ব অর্থে)—কচ্ছ—কাছ। নিকট (বীমস্, ২।২৫৭; চা, ৪৫৫ পৃঃ; শব্দকোষ)।

১৭। গাভীরূপ ধরি:—ভাগবতে (১০।১।১৫) বর্ণিত হইয়াছে যে ধরণী গাভীরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই রূপেই তিনি ক্ষীরোদ-তীরে গিয়াছিলেন।

১৮। কবির বর্ণনায় দেখা যায় যে শিব ও ব্রহ্মার সহিত এই পর্য্যন্ত আসিয়া ধরণী অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভগবানের সন্নিধানে গিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হন (১০ম পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব এখানে "পাছেতে" অর্থ "পশ্চাৎ হইতে" হইলেই অর্থসঙ্গতি হয়। সং-পশ্চাৎ—পচ্ছা—পচ্ছ—পাছ। ইহার সহিত সপ্তমীর তে যোগ করিলে হয় পাছেতে। কিন্তু শুধু—ত যোগে অপাদানার্থে প্রাচীন প্রয়োগও দৃষ্ট হয়, যথা তু°—"সেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন" (শূঃ পুঃ, ৭ পৃঃ); "আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে" (কৃঃ কীঃ, ২৬৭ পৃঃ; এবং ভাষাতত্ত্ব, ১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

গড:—সং-ঘূর্ণিত হইতে (যে অর্থে গাড়ী হইয়াছে, চাঃ ৪৯৮ পৃঃ)। বাঙ্গালায় গড় ধাতু (শব্দকোষ)। পশ্চাৎ হইতে ঘুরিয়া ধরণী অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিল, এই অর্থ।

২৪। মজি:—সং-মস্জ্ ধাতু+ক্ত=মগ্ন। এই মূল ধাতু হইতে মজ ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে। মগ্ন হই, অর্থ।

২৭। যাই:—সং-যাতি—যাই। সমাপিকা ক্রিয়া, যেমন সং-ভবতি হইতে প্রাঃ—হোই (=হয়)। এই জাতীয় ক্রিয়ার প্রয়োগ এই পদে আরও আছে, যথা—পড়ি (২০শ পঙ্‌ক্তি)।

২৮। তভু:—সং-তর্হি, তদা হইতে দ স্থানে ব হইয়া তবে। তবে+(অপি-জাত) ও=তবেও—তবু (তু°—হিঃ—তভী)—তভু; তথাপি (শব্দকোষ)।

৩০। লক্ষ্মীর সহিত কথোপকথন কবির নূতন সৃষ্টি; ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে নাই।

---

[৫]

পুরবি-রাগ

কহে বসুমতী লক্ষ্মীর [১] আদেশে
শুনেন শ্রবণ ভরি।
"অসুরের ভার সহিতে নারিঞা
আইল এ সুরপুরী॥
মুঞি নহু গাভী অবলা জনম
মোর নাম বসুন্ধরা।
অসুর দুর্গতি দেখি বিপরীতি
* আইলু ত্বরা [২]॥
দুর্গতি নাশিতে আর কেবা আছে
গোলক-ঈশ্বর বই।
তেঞি সে আইলুঁ প্রভুর গোচর
সকল বেদনা কই॥"
একথা শুনিতে লক্ষ্মী মহাদেবী
দয়া উপজিল তায়।—
"সকলি সফল করিব তোমার
কোনহুঁ না হব দায়॥
প্রভু দয়াময় [৩] গুণের সাগর
এ তিন ভুবন-দাতা।
তেহ সে করিব তুমার তারণ
পতিত পাবন-কর্ত্তা॥
চিন্তা না করিহ খেনেক থাকিহ
প্রভুর নিদ্রায়ে মন।
নিদ্রাভঙ্গ হলে সব নিবেদিবে"—
দীন চণ্ডীদাসে [৪] কন॥

পুথির পাঠ:—

[১] লক্ষির [২] তরা [৩] দয়াময়া
[৪] দিন চণ্ডিদাস

টীকা

পং ৩। নারিঞা:—সং-পার্ ধাতু সামর্থ্য অর্থে। ন +পার=ন+আর=নার, অক্ষমার্থে। নার+অসমাপিকা (বৈদিক-ত্বান—সং-ত্বা এবং—য—প্রা—ইঅ-জাত) ইয়া প্রত্যয়=নারিয়া, বা নারিঞা (প্রাচীনরূপ) (চা, ৫২২, ১০১০; শূঃ পুঃ, ২৭)। তু°—আসামী নোবারি, চট্টগ্রামে —নারি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—"আন কাম আহ্মে করিতেঁ নারী" —(১৯১ পৃঃ)।

৪। আইল:—সং-আ—য়া ধাতু আগমনে। অতীত-কালবাচক ক্ত প্রত্যয়ান্ত আয়াত হইতে বাং—আইল। তু° —হিন্দী—আয়া (শব্দকোষ)। অথবা—আ—য়া ধাতু +ক্ত=আয়াত,+ইল=আইল (চা, ১০৪৬ পৃঃ)।

৫। নহু:—সং—ভূ ধাতুর লটের ভবতি স্থানে পালিতে হোতি; তাহা হইতে উড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী এবং প্রাচীন বাঙ্গালায়, হো, বা হু, এবং আধুনিক হ ধাতু। সং-ন+বাং হো, বা হু=নহুঁ; অর্থ—আমি হই না। অথবা ন+হউঁ (অহম্—অহকম্—হকম্—হউঁ, চা, ৩১৩ পৃঃ)=নহুঁ। পুথিতে চন্দ্রবিন্দুর অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে— "পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ" (৮১ পৃঃ)।

৮। আইলু:—আইল+(উক্তরূপ হউঁ-জাত) উঁ= আইলুঁ (পুথিতে চন্দ্রবিন্দুর অভাব আছে)।

৯। আর:—সং—অপর—অঅর—আর।

১০। বই:—সং—ব্যতীত, প্রা°—বই-অ=বাং—বই।

১১। তেঞি:—সং—তদ্ শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে পালি এবং প্রাকৃত রূপ তেহি, বা তেহিঁ; তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় তেঁই, তেঞি, বা তেই, আধুনিক তাই (শব্দকোষ)। অথবা সং-তেন+হি হইতে তেঁই (চা, ৮২৫ পৃঃ) অর্থ তজ্জন্য, সেহেতু।

১২। সং—কথ ধাতু হইতে থ স্থানে হ হইয়া বাং— কহ, এবং হ লোপে ক ধাতু। ক+উত্তম পুরুষে (-মি-জাত) ই=কই (চা, ৯৩৫; শব্দকোষ)।

১৪। তায়:—সং—তদ্ শব্দের বাঙ্গালা রূপ তা। ইহার সহিত ষষ্ঠী বিভক্তির (সং-অ-স্য হইতে আ+খলু জাত নিশ্চয়ার্থক হ=) আহ যোগে তাহ—তাহা। ইহা মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়া তাহার সহিত দ্বিতীয়া বা

চতুর্থীর ঃয় বিভক্তি যোগে তাহায়—তায় (চা, ৭৫১-৫২ : ৮২২ পৃঃ)।

১৬। কোনহুঁ :—সং—কিম্ শব্দ (—জাত কিমপি, কস্মিংশ্চিৎ) হইতে হিন্দী কৌন, উড়িয়া কৌনসি—বাং কোন (শব্দকোষ)। অথবা—কঃ পুনঃ -কবণ-কোন (চা, ৮৪২ পৃঃ)। কোন+(সং—উম জাত) উঁ (যাহা হুঁ রূপে লিখিত হয়)=কোনহু (শব্দকোষ)। অথবা— কোন+(নিশ্চয়ার্থক খলু-জাত) হ+(অপি-জাত) ও= কোনহো—কোনহু—কোনহুঁ।

১৭। তেহ :—সং—তদ্ শব্দের বহুবচনে তে+(নিশ্চয়ার্থক) হ=তেহ (শব্দকোষ)। অথবা - সং—তদ শব্দের পুংলিঙ্গে তৃতীয়ার একবচনের তেন হইতে তেঁ বা তাঁ (যাহা হইতে বাঙ্গালায় তিনি আসিয়াছে)। যাবতীয় সর্ব্বনামে সম্ভ্রমার্থক চন্দ্রবিন্দুর উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছে (ভাষাতত্ত্ব, ১০৫ পৃঃ)। হ-কারের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের ষষ্ঠীর একবচনের—অ-স্য স্থানে প্রাকৃতে বিকল্পে— আহ-অন্ত পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; তাহা হইতে হ-কারের উৎপত্তি হইতে পারে। অথবা সপ্তমীর হ (যেমন—সং-ইধ-জাত ইহ) হইতে, অথবা তৃতীয়ার বহুবচনের ভিঃ (হি, হ) হইতে, অথবা—নিশ্চয়ার্থক খলু (খু—হু—হো—) হইতেও হ হইতে পারে (চা, ৭৫১-৫২; ৮২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই হ যাহা, তাহা, কাহা ইত্যাদি সর্ব্বনামের রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

---

[৬]

রাগ সুই

ঐছন ধরণী তিলেক দাণ্ডাই
ব্রহ্মার পলক-ছায়া।
চৌদ্দ মন্বন্তর [১] গেলা কত যুগ
জেমত বিশ্বক কায়া॥
হেনক সমএ প্রভু ভগবান্
নিদ্রাএ উঠিল পুনি।
আখি কচালিয়া প্রিয়া[২] পানে চায়া
কহেন মধুর বাণী॥
ভৃঙ্গারের[৩] জল আনি জগাইল
সেই লক্ষ্মী দেবরাণী।
কর জোড় করি কহিতে লাগিলা
সেই সে গাভী রাণী॥
কটাক্ষ[৪] ইঙ্গিতে চাহি দয়াময়—
"কেনবা আইলে হেথা ?"
কহিতে লাগল সকল বৃত্তান্ত[৫]
পুরব কাহিনী-কথা॥
কহেন ধরণী— "শুন,—" চক্রপাণি
হাসিয়া মুদিলা আখি।
ধিয়ানে জানল সকল বৃত্তান্ত
পাইল অসুর সাখি॥
সত্য ত্রেতা গেল দ্বাপর হইল
তিন জন্ম গতি প্রায়।
কংস দ্বাপরে জন্ম, মুক্তি[৬] লাগি
আপন স্বভাবে[৭] ধায়॥
"'পুন মুক্ত হব,' পুরুব কাহিনী
আমার বচন আছে।"
জানিঞা সকল প্রভু গদাধর
পুন সে কারণ পুছে॥
"কহ, বসুমতি কি তোর দুর্গতি
শ্রবণ ভরিয়া শুনি।"
কহে চণ্ডীদাস[৮]— "কহ, বসুমতি
পুরুব-বৃত্তান্ত বাণী॥"

পুথির পাঠ :—

[১] চোদ্দ মন্নন্তর [২] প্রিয়্যা [৩] ভ্রিঙ্গারের
[৪] কটাক্ষ্য [৫] বির্ত্তান্ত এবং পরে
[৬] মুক্ত [৭] সভাবে [৮] চণ্ডিদাষ

টীকা

পং ১-৬ ।—লক্ষ্মী কাল বিভাগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে এখন কৃষ্ণাবতারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় সকল পুরাণেই এই জাতীয় আলোচনা দৃষ্ট হয় (বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার সারমর্ম্ম এইরূপে লিখিত হইয়াছে :—

ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহো একবার।
অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগ জানি।
এই চারি যুগে "দিব্য এক যুগ" মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বিবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
আদির তৃতীয়ে।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে পার্থিব বৎসরের গণনায় এক মন্বন্তরের পরিমাণ ত্রিংশৎ কোটি সপ্তষষ্টিলক্ষ বিংশতিসহস্র বৎসর ; এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন হয় (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩।১৭-২০)। আবার, পঞ্চদশ নিমেষকে (পলককে) এক কাষ্ঠা কহে, তাহার ৩০ কাষ্ঠাতে ১ কলা, ৩০ কলাতে এক ঘটিকা, ২ ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ৩০ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র হয়। (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩।৭-৯)। অতএব ব্রহ্মার এক পলকে আমাদের অনেক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়। লক্ষ্মী বলিতেছেন যে এখন ব্রহ্মার এক পলক পড়িয়াছে, ইহা ভগবানের প্রকট বিহারের সময় নির্দ্দেশ করিতেছে।

তিলেক :—তিল+এক=তিলেক (নিপাতনে); মতান্তরে অন্ত্য অকার বর্জ্জিত উচ্চারণের দরুন তিল্+এক =তিলেক, (তু°—বারেক, ক্ষণেক, ইত্যাদি)। তাম্রীর ছিদ্রপথে ৩২ তোলা জল প্রবেশ করিলে এক পল সময় হয়। অসংখ্য তিলে এক তোলা হয় ; সুতরাং এক তিল সময় অত্যল্প সময় (শব্দকোষ)।

বিশ্বক কায়া :—সং-বিশ্ব—পরিমাণ বিশেষ, এক তিসীর ওজন ; ২০ বিশ্বাতে ১ রতি (শব্দকোষ)। এই বিশ্ব+ক (ষষ্ঠী-বিভক্তি জ্ঞাপক)=বিশ্বক। সং-কার্য্য মতান্তরে কৃত হইতে প্রাচীন সম্বন্ধবাচক কেরক, কের, এর, ক প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন প্রয়োগে—'যমুনাক তীর' (কৃঃ কীঃ, ৩০৭ পৃঃ)। বিশ্বক অর্থ বিশ্বের ; তাহার কায়া, অর্থাৎ বিশ্বক পরিমাণ, তিলমাত্রে (বীমস্ ২।২৮৬-৭ ; চা, ৭৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হেনক :—বৈদিক এনা—এইরূপ ? অথবা, এমন—হেমন—হেন। কিংবা সে-মন্ত—সেমন—হেমন—হেন (শব্দকোষ)। অথবা—অপভ্রংশ প্রাকৃত হিন্নি, হেন্ন (এবং অনেন) হইতে ; এই প্রকার ; (কৃঃ কীঃ, টীকা ৪০৫ পৃঃ)। হেন+স্বার্থে ক=হেনক (১ম ও ১৪ শ পদের টীকাও দ্রষ্টব্য)।

নিদ্রাএ :—সপ্তমীতে ব্যবহৃত—তে বিভক্তি প্রাচীন—অন্তঃ+-ধি হইতে অন্তহি হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। মতান্তরে, সং—তস্ (পঞ্চমীর) হইতে—তে। এই —তে পরে অপাদানার্থেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন,—আহ্মাতে চাহসি বাঁশী—কৃঃ কাঃ, ৩২৬ পৃঃ। এইরূপে নিদ্রাতে—নিদ্রাএ (বীমস্, ২।২৭৩ ; চা, ৭৫০-১ পৃঃ)। প্রাকৃতে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পঞ্চমীতে এ বিভক্তির প্রয়োগ আছে।

পুনি :—প্রতি কল্পান্তেই ভগবান্ এইরূপ নিদ্রাগত হন বলিয়া।

কচালিয়া :—সং—কচ্ ধাতু দীপ্তি পাওয়া অর্থে। ঘর্ষণে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া কচ্ ধাতু পরবর্ত্তী কালে ঘর্ষণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, যেমন, কচালন, এবং বর্ণ-বিপর্য্যয়ে চটকান। তু°—"দুই হাতে কচালিয়া ওষধি করিল গুঁড়া (কৃত্তিঃ)।

১৯। ধিয়ানে :—সং-ধ্যান হইতে (অর্দ্ধস্বরবর্ণ য স্থানে ইয় করিয়া) ধিয়ান।

জানল :—সং-জ্ঞা ধাতু হইতে বাঙ্গালায় জ্ঞাতার্থক জান ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে (শব্দকোষ)। জান+অতীত কালবাচক—ল বিভক্তি যোগে জানল।

২০। সাখি :—সং—সাক্ষি শব্দজ। সহ—অক্ষি

প্রত্যক্ষদর্শনার্থে। ধ্যানে অসুরগণের বিবরণ প্রত্যক্ষ করিলেন, ইহাই অর্থ।

২১-২২। সং—গম্+(অতীত কালবাচক) ক্ত= গত ; গত+ই (অপি—বি—ই)=গতি, অর্থ গতই।

২৩। আমার জন্ম, এবং তাহার মুক্তি।

২৫-২৬। কালনেমিবধের পরে বিষ্ণু দেবগণকে বলিয়াছিলেন—"যৎকালে দানবগণ হইতে উৎকট ভয় হইবে, তখন আমি অবিলম্বে আসিয়া তাহা হইতে অভয় বিধান করিব" (হরিবংশ, ১।৪৮।৮২)।

অথবা—"যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব," ইত্যাদি (হরিবংশ, ১।৪১।১৪, ১৭)।

অথবা—"ভগবান্ বাসুদেব ভৃগুমুনির শাপচ্ছলে মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন" (লিঙ্গপু°, ১।৬৯।৪৭)।

অথবা—কংস-কারাগারে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবান্ দেবকীকে বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্ব জন্মে তুমি পৃশ্নি এবং বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। কঠোর তপস্যায় আমাকে পরিতুষ্ট করিয়া আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করাতে আমি তোমাদের এই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি" (ভাঃ, ১০।৩।২৮-৩১)।

২৮। পুছে :—সং—প্রচ্ছ—প্রাকৃত—পুচ্ছ—বাং—পুছ। সং—পৃচ্ছতি—প্রা—পুচ্ছই—বাং—পুছে।

---

[৭]

শ্রীনট

কহে বসুমতি— "শুন প্রাণপতি,
অসুর প্রবল বড়ি।
ব্রহ্মার জতেক স্রস্টি [১] আদি করি
সকল করএ ডেড়ি॥
যজ্ঞ দান ব্রত আর কত শত
সৃজন [১] করএ বাদ।
সিংহ বনে আন নাহি জানে কেন
পুরএ সিংহের নাদ॥
তপ ছাড়ি জোগী হইয়া বিয়োগী [২]
কানন ছাড়িয়া ধাএ।
দুষ্ট কংস হর্ষে [৩] বুলএ ফিরিয়া [৪]
দেখে মহাভয় পাএ॥
অসুরের ভয়ে জাই রসাতলে
শুনহ গোলোক [৫] হরি।
রাখ, প্রাণনাথ, জে হয় উচিত
এই নিবেদন করি॥
তুমি দীনবন্ধু করুণার সিন্ধু
অগতিগতির পার।
তুমি পরাৎপর দিন নিশি কাল
খেচর-মুরতি [৬] সার॥
তুমি আদি অন্ত আকাশ-মণ্ডল
তোমাতে নাটক-ছায়া।
নিশানিশী জত কালমুর্ত্তি জত
তোমাতে পশিআ মায়া॥
তুমি চন্দ্র সূর্য্য অনাদি পুরুষ
আকার মণ্ডলা কায়া।
তব লোম-কূপে যাওয়া আসা করে [৭]
কোটি [৮] ব্রহ্মাণ্ড-ছায়া॥
তুমি সে সৃজন— পুরুষ-ভূষণ [৯]
তুমি সে দেবের মূল।"
চণ্ডিদাসে বলে— "তার অবহেলে
অতি দুঃখ কর দূর॥"

পুথির পাঠ :—

[১] স্রীষ্টি, শ্রিজ্জন [২] বিওগি [৩] হর্ষ্যে
[৪] ফিরিয়্যা [৫] গোলক [৬] মুরতি
[৭] জাওা এস্যা করে [৮] কোটি কোটি [৯] ভূসন

পং ২। বড়ি:—সং—বৃধ্ ধাতুজাত বৃদ্ধি হইতে বড়ি, অতিশয়ার্থে (শব্দকোষ)। অথবা—সং—বড্র (যাহা হইতে বড্‌র—বড্‌ড, বিপুলার্থে), কিন্তু সম্ভবতঃ বট (বটতি বেষ্টতে চিরং তিষ্ঠতি বা বটঃ—অমরকোষ, টীকা; যেমন বট গাছ = বড় গাছ), অথবা বৃত হইতে বড় (চাঃ ৪৯৬ পৃঃ, এবং শব্দকোষ)। বড়+ই (অপি-জাত) = বড়ি (৪র্থ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪। ডেড়ি:—গ্রাম্যশব্দ, তু°-হি°-ঢোড়া—বৃথাদৃশ্য; ঢোঁড়া সাপ—সাপ বটে, কিন্তু বিষহীন; ঢেঁড়ো হবে—কিছুই হবে না। বোধ হয় এই শব্দটির মূলরূপ ঢাঁড়ুয়া (শব্দকোষ)। তাহা হইতে ডেড়+বিশেষণে ই = ডেড়ি, পণ্ড, নষ্ট এই অর্থে। তু°—"কুজ্ঞানী এই বুড়ী কার্য্য কৈল ডেড়ি"—(অন্নদামঙ্গল)।

৫-১২। কংসের আশ্রিত অসুরগণের উক্তিতে এইরূপ অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়—"দেবতাদিগের মূল বিষ্ণু, ঐ বিষ্ণু যেখানে অনাদিসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম সেইখানে থাকেন। সেই ধর্ম্মের মূল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা, এবং দক্ষিণাসমেত যজ্ঞ; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বেদবাদী তপস্বী এবং যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণদিগকে, তথা ঘৃতদোহনকারিণী গাভীদিগকে বধ করা যাউক" (ভাঃ ১০।৪।২৮)। পদ্মপুরাণে ধরণীর উক্তি—"রাক্ষসগণ জগতের সকল ধর্ম্মকর্ম্ম ধ্বংস করিতেছে," ইত্যাদি (উত্তর খঃ, ৬০।১৫)।

অন্যত্র কংস দৈত্যগণকে বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে যে কেহ যশস্বী এবং যাগশীল আছে, দেবগণের অপকারের জন্য সর্ব্বদা তাহাদের প্রত্যেককে বধ করিতে হইবে" (বিষ্ণু পুঃ, ৫।৪।১১)।

সিংহ বিনে আন, ইত্যাদি। তুলনীয়—কংসের বিশেষণ "সিংহবিস্পষ্টবিক্রমং" (হরিবংশ, ১।৫৪।৬৫)। সতত সিংহবলদৃপ্ত ইত্যর্থ।

পূরয়ে:—চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ করে।

বুলয়ে:—সং—বল্ ধাতু সঞ্চরণে। বোধ হয় সং—বৃ ধাতু রূপান্তরে বল হইয়াছে (শব্দকোষ)। বুলয়ে = বিচরণ করে। তু°—"উড়িতে উড়িতে পক্ষ বুলে সুস্তভরে"—(শূঃ পুঃ, ৯ পৃঃ)। "সঙ্গে কেহে লঞা বুল নাতিনিথানী"—(কৃঃ কীঃ, ১১ পৃঃ)।

১৩-৩০। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে বসুমতী কর্ত্তৃক বিষ্ণু-স্তবের উল্লেখ নাই। উক্ত দুই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মাই বসুমতী ও দেবগণের পক্ষে বিষ্ণুকে স্তব করিয়াছিলেন। বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত বিষ্ণুর স্তব হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দীন চণ্ডীদাস এই স্তব রচনা করিয়াছেন।

অগতিগতির পার:—তু°—"নারায়ণঃ পরা গতিঃ," এবং —"পরায়ণং ত্বাং জগতামুপৈতি, ভারাবতারার্থমপারসারম্" (বিষ্ণু পুঃ, ৫।১।৫৬), অর্থাৎ—"পৃথিবী অপারসার এবং জগতের একমাত্র গতি তোমার নিকট আগমন করিয়াছে।"

পরাৎপর:—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, যাঁহার পর আর কিছুই নাই। বিষ্ণুর পরাৎপর আখ্যা বিষ্ণুপুরাণের ৫।১।৩৯, ১।২।১০, প্রভৃতি শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

দিন নিশি কাল। "বিষ্ণুর যে রূপ কর্ত্তৃক প্রধান এবং পুরুষ এই উভয় রূপ সৃষ্টি-সময়ে পরস্পর সংযোজিত, এবং প্রলয়কালে বিমুক্ত হয় তাহার নাম কাল।" (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।২৪)। এজন্য বিষ্ণুকে কালরূপ ভগবান্ বলা হয় (ঐ, ১।২।২৬-২৭)। ভাগবতেও বলা হইয়াছে—"তিনিই কাল-রূপে সকল বাহ্যজগতের মৃত্যুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন" (ভাঃ, ১০।১।৭)। "কল্পান্তে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে ভগবান্ নাগপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া ব্রাহ্ম রাত্রি যাপন করেন। তদন্তে প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় সৃষ্টি করেন" (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৬০-৬১; ১।৩।২২-২৩, ইত্যাদি)। অতএব ভগবানের ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপই দিবা এবং রাত্রি, ইহাই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়সংজ্ঞক। তাঁহার কালরূপ প্রলয় কালেও বর্ত্তমান থাকে (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।২৭ ইত্যাদি)। এজন্যই বলা হয় যে "পরম ব্রহ্মের প্রথমরূপ পুরুষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এবং চতুর্থরূপ কাল (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।১৫)। এখানে দিন-রাত্রি কালদ্বারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি বুঝাইতেছে। খেচর শিবের এক নাম। বিষ্ণুই সৃষ্টিরূপে ব্রহ্মা, এবং প্রলয়-রূপে শিব নামে কথিত হন (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৫৭-৫৯)। এজন্য বিষ্ণুস্তোত্রে বলা হইয়াছে—"নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ" (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।২)। এখানে বিষ্ণুর প্রলয়-মূর্ত্তিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আকাশ-মণ্ডল :—তু°—"এই অন্তরীক্ষ তোমারই শরীরে ব্যাপ্ত" (বিষ্ণুঃ, ১।৪।৩৭)।

তোমাতে নাটক ছায়া :—মায়ানাটকরূপ এই দৃশ্যমান জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"তোমার রূপ অত্যন্ত নির্ম্মল, কিন্তু ভ্রান্তিদর্শনে তাহা দৃশ্যরূপে প্রকটিত হয়" (ঐ, ১।২।৬)। ইহাই শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব। তু°—"জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ যতঃ, তদ্ ব্রহ্মেতি" ইত্যাদি (ব্রহ্মসূত্র, ২৭৩ পৃঃ)।

তোমাতে পশিয়া মায়া। তু°—"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ" (ভাঃ, ১০।১।২১), অর্থাৎ ভগবতী-রূপিণী বিষ্ণুমায়া দ্বারা সমগ্র জগৎ বিমোহিত হইয়া আছে। ইনিই মহামায়া বা যোগনিদ্রা বলিয়া কথিত হন (ভাঃ, ১০।২।৭-৯)। বিষ্ণুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইনি কন্যারূপে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (পরে দ্রষ্টব্য)। অথবা, ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী প্রকৃতি পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন (বিষ্ণু পুঃ, ৬।৪।৩৮)। পশিয়া=প্রবিষ্ট হইয়া (৮ম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

তুমি চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদি। তু°—"সূর্য্যাদি গ্রহ, তারা নক্ষত্রময় অখিল জগৎ তুমি" (বিষ্ণু পুঃ, ১।৪।২৩)।

আকার মণ্ডলাকায়া। "মহদাদি বিশেষান্ত সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করে। বিষ্ণুর উত্তম সংস্থান-ভূত জলবুদ্বুদবৎ বর্ত্তুলাকার ঐ অণ্ডে বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্যবস্থিত হইলেন" (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৫০-৫২)। তুমি ব্যক্তরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, ইহাই বক্তব্য। বাঙ্গালায় ছায়ার অনুকরণে কায়া শব্দটী আকারান্ত হইয়া গিয়াছে।

তবলোমকূপে ইত্যাদি। তু°—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় যাঁহার রোমকূপে গৃহের গবাক্ষের ন্যায় যাতায়াত করে" ইত্যাদি (ভাঃ, ১০।১৪।১১ ; এবং ব্রহ্মসংহিতা, ৫।৪৮ ; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, জন্মখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ১১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এবং তু°—

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥
(চৈঃ চঃ, আদির পঞ্চমে)।

—————

[৮]

শ্রীপটমঞ্জরি

এ কথা শুনিঞা হাসিআ শ্রীহরি
কহিতে লাগল শুনি।
"ইহার উপায় রচিব সকল
নিজস্থানে জাহ তুমি।"
ধরণীরে তুসি বৈকুণ্ঠ-ইশ্বর
ছাড়িআ নিশ্বাষ নাসা।
তাতে উপজিল এক নিরমল
রূপসী সুন্দরী পাসা॥
অতি অনুপাম ভুবন-ভুবন[১]
নাহিক তোলনা দিতে।
লাখবান সোনা[২] তপত বরণা
দেব বিদ্যাধরী জিতে॥
নয়ন খঞ্জন ওষ্ঠ রাতাসম
দশন কুন্দের কলি।
তাহাই দেখিআ ফুলের ভরমে
উড়িআ পড়িছে অলি॥
বিম্ব যুগ[৩] দেখি কির সুকপাখী
সে জে[৪] খাইতে চাহে।
উড়ি উড়ি ফিরে ফলের ভরমে
ওষ্ঠ ঠোকারিয়া জাএ॥
নিবিড় নিতম্ব করি-অরি জিনি
কিবা সে বাহুর টাল।
চরণ যুগল যেমন হিঙ্গুল
দিন চণ্ডিদাসে গান॥

পুথির পাঠ :—

[১] "ভুলন" হইতে পারে [২] সনা
[৩] বিম্ব যুগ [৪] জ

টীকা

পং ৬। ছাড়িআ=ছাড়িলা, ত্যাগ করিলা। সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণগুলি মধ্যযুগে অতীত কালবাচক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইত, যেমন অশোকলিপিতে "দ্বে চিকিছা কতা" (কৃতা)। এই -ত, বা -ইত পরবর্তী কালে -অ, -ইঅ এবং অতীত কালবাচক বিভক্তি 'ল'তে পরিণত হইয়াছে। যেমন সং—দৃষ্ট=পাঞ্জাবী—দেক্‌খিঅ =হিন্দি দেখ্যা, দেখা=বাং দেখিল (চা, ৯৩৮-৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সেইরূপ সং—উৎ—সারি (দূরীকরণে)+ক্ত =উৎসারিত—ছাড়িঅ (ছাড়িল) + সম্ভ্রমার্থে আ =ছাড়িআ।

৭-৮। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মার নিবেদন শুনিয়াই ভগবান্ বৈষ্ণবীমায়াকে আহ্বান করিয়াছিলেন (ভাঃ, ১০।১।২১; বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৭০)। এই মায়া সৃষ্টির আদিকালেই উদ্ভূতা হইয়াছিলেন, এখন কংসবধের হেতু উপস্থিত হইলে ভগবান্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস এখানেই বিষ্ণুর নিশ্বাস হইতে তাঁহার জন্মের উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় হরিবংশের (২।৪।১০) "বিষ্ণোঃ শরীরজাং নিদ্রাং", এইরূপ উক্তি হইতে কবির এই পরিকল্পনা।

পাসা:—সং—পশ্+ঘঞ্=পাশ; রজ্জু, দড়ি; যেমন, —বরুণের পাশ। কেশবাচক শব্দের পরে ইহা গুচ্ছ অর্থ প্রকাশ করে, যেমন,—কেশপাশ। এখানে বোধ হয় সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সমষ্টি-গঠিত মূর্ত্তি (পরবর্ত্তী বর্ণনা দ্রষ্টব্য) বুঝাইতেছে। অথবা, সুন্দরীগণেরও ফাঁস স্বরূপিণী, অর্থাৎ সুন্দরীকুলগর্ব্বনাশিনী।

৯। ভুবন ভুবন। ভুবন-ভুলন কি? নতুবা, পুনরুক্তি বহুবচন-বোধক, অর্থ—সারা বিশ্বে।

১১। লাখবান সোনা। সং-বর্ণ—প্রাঃ বন্ন—বান; দাহজনিত স্বর্ণের উজ্জ্বলতা। (তরু, শব্দসূচী, ৭৬ পৃঃ)। সোনা গালাইয়া তাহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে হয়। এইরূপে লক্ষবার বিশুদ্ধীকৃত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল.বর্ণবিশিষ্টা। অথবা—সং-বর্ণ ধাতু বিস্তারে, উদ্‌যোগে; তু°—হি°—বনা। তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'বানাই' অর্থ প্রস্তুত করি। (শব্দকোষ)। লক্ষবারে প্রস্তুত হইয়াছে যে স্বর্ণ, এই অর্থে।

তু°—"লাখবান কাঞ্চন জিনি," (তরু, পদ-সং ২৬৭)।
"বরণ কাঞ্চন এ দশবান," (ঐ, পদ-সং ৪১)

তপত বরণা। উক্তরূপ লাখবান স্বর্ণ গলিত অবস্থায় যেরূপ দেখায়, সেইরূপ বর্ণবিশিষ্টা।

১৩। নয়ন খঞ্জন। গঠন-পারিপাট্য ও গমনভঙ্গীর জন্য কবিগণ খঞ্জন পক্ষীর সহিত সুন্দরীগণের চক্ষু ও গমনের তুলনা করিয়া থাকেন।

তু°—"নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরিটা" (তরু, পদ-সং ২৪৬৮)।
"খঞ্জন লোচন তার" (চণ্ডীদাস, ৮ পৃঃ)।

ওষ্ঠ রাতা সম। রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় অধর।

তু°—"রাতা উৎপল, অধর যুগল" (তরু, পদ-সং ২১)। রক্তোৎপল হইতে রাতা।

১৪। ভরমে। সং-ভ্রম—ভরম।

১৬-১৭। বিল্বযুগ ইত্যাদি। বিল্বযুগ=স্তনদ্বয়।

তু°—"অব কুচ বাঢ়ল সিরিফল জোর" (বিদ্যাপতি, পদ-সং ৮)।

কির সুকপাখী। সং-কীট হইতে কীড়, কিড়, কিড়া, কির, কীর (শব্দকোষ, এবং তরু), যেমন—"কিড়ারূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশ" (তরু, পদ-সং ৩০৯৬)। পদকল্পতরুর ব্যাখ্যায় টিয়াপাখী নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শুকপাখী অর্থও টিয়াপাখী, সংস্কৃতে কীর=শুকপাখী, অতএব এখানে দুইবার টিয়াপাখীর উল্লেখ কল্পনা না করিয়া, কীট, এবং টিয়াপাখী এইরূপ অর্থই গ্রহণীয়। অথবা, যেই কির সেই শুকপাখী, এই ভাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

তু°—দাড়িম ভরমে পয়োধর উপরে
পড়লহুঁ কীর লোভাই।
(তরু, পদ-সং ২৪৪)।

সে জে। নির্দ্দেশার্থে, যেমন—"সে যে নাগর গুণধাম" (তরু, পদ-সং ৯৪)।

২১। নিবিড় নিতম্ব ইত্যাদি। তু°—"গুরু নিতম্ব" ইত্যাদি (বিদ্যাপতি, পদ-সং ৮) এবং—

মাজা যে ডম্বরু সিংহিনী আকার
নিতম্ব বিমান চাক। (চণ্ডীঃ, ৭ পৃঃ।)

জিনি:—সং—জিত শব্দ হইতে জিন। জিনি=পরাজিত করিয়া। তু°—"কে জিনিল কে হারিল." (মেঘনাদবধ)।

২২। টাল:—সং—নিস্তল হইতে নিটল, নিটোল (বর্তুলং নিস্তলং বৃত্তং—অমরঃ)। তু°—হি°- টোল, (সভা, মণ্ডলী)। এই অর্থে পণ্ডিতের টোল, এবং স্থানের নামে টুলী, বা টোলা ব্যবহৃত হয়। (শব্দকোষ)। এখানে টাল শব্দে বাহুর বর্তুলাকার গঠন-পারিপাট্য নির্দ্দেশ করিতেছে।

তু°—"আজানু-লম্বিত করিবর শুণ্ডিত
কনক ভুজ যে সাজে। (চণ্ডী, ৭ পৃঃ।)

ইহাকেই "বিনোদ বলন" (তরু, সং-পদ ১৫৩২) বলে।

২৩। তু°—"চরণ যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
(চণ্ডীঃ, ১১ পৃঃ।)

এবং—

"চরণ যেমত যাবক নিন্দিয়া
হিঙ্গুল দলিয়া যৈছে।
(ঐ, ১৯ পৃঃ।)

[৯]

বারাড়ি

দেখিআ মুরুতি জগতের পতি
চাহেন লক্ষ্মীর পানে।
কর জোড় করি কহেন প্রেয়সী [১]—
"কহ প্রভু কোন্ কামে ?"
কহে ভগবান্— "শুনহ বচন
হইল নিশ্বাস এক।
তাহে উপজল এই সে রূপসী
আগে দেখ পরতেক॥
এমন রূপসী কাহে সমর্পিব
ইহাই ভাবিএ মনে।"
হাসি লক্ষ্মাদেবী সরস হইআ
চাহেন চরণ পানে॥
"ইহার উপাঅ এক নিবেদিএ
শুনহ কমল-আখি।
ইহার বরণ করিতে আছঅ
সকল ভাবিএ দেখি।"
প্রভুর ইঙ্গিত পাইআ প্রেয়সী [২]
জানল সফলী কাজ।
"ইহারে বরণ করাহ কারণ
আছে এক দেবরাজ॥
ভোলা মহেশ্বর কৈলাস-ইশ্বর
ইহারে বরণ করি।"
লক্ষির বচন কমল লোচন
লইল মানসপুরি [৩]॥
চণ্ডিদাস বলে "অদ্ভুত কথা
বড়ই বিষম কথা।
এ সব কাহিনী দশমে না পাবে
আনহু পুরাণে জাতা॥"

পথির পাঠ:—

১ পিঅসি ২ পিঅসি ৩ মনসপুরি

টীকা

পং ৪। কামে। সং-কর্ম্ম—কম্‌ম—কাম। কোন্ কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছ? অথবা—কামনা হইতে, যেমন পূর্ণকাম; অর্থ—কি অভিপ্রায়ে, কি জন্য?

৬। নিশ্বাসে=কর্তৃকারকে এ বিভক্তি।

৮। পরতেক=প্রত্যক্ষ।

১৯। করাহ-কারণ। করিবার জন্য। মাগধী এবং সৌরসেনী প্রাকৃতে সম্বন্ধপদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নরূপে

—আহ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। (তু°—প্রাচীন বাঙ্গালায় তাহ, তাহা, ইত্যাদি)—এইরূপে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য কর+আহ=করাহ (চা, ৭৫১-২ পৃঃ)।

২১-২২। এই বিষ্ণুমায়াই পরবর্ত্তীকালে শিবানী কার্ত্তিকেয়ের জননীরূপে জগতে পূজিত হইয়াছেন বলিয়া কবির এই পরিকল্পনা (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, তৃতীয় অধ্যায়, এবং ২০শ পদের ২৭শ পঙ্‌ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৭-২৮। ধরণীর প্রার্থনার সময়ে যে মায়াদেবী জন্ম-গ্রহণ করেন নাই, তাহা ৮ম পদব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। কবিও বলিতেছেন যে, তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইতে ইহা গ্রহণ করেন নাই, অন্য কোন পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য।

আনহু :—সং—অন্য—অন্ন—আন। আন+হ+ও= আনহু (৫ম পদের টীকায় "কোনহু" দ্রষ্টব্য)।

---

[১০]

কানড়া

সিদ্ধ পুরাণে ব্যাসের [১] বর্ণনে
এ সব কাহিনী আছে।
শ্রীভাগবতে না পাবে বেকতে
এ কথা কহিব পাছে ॥

কমল লোচন জানিআ কারণ
মুদিল নঅন দুটি।
হেনক সময়ে [২] ব্রহ্মা শূলপাণি
আইল নিকট লুটি [৩] ॥

ব্রহ্মারুদ্রে পহু বসাই হরসে
কহেন মধুর বাণী।
"ভাল হইল দুহে আইলে এথাই [৪]
শুন ব্রহ্মা শূলপাণি ॥

অই [৫] দেখ আগে আদ্য বসুমতী
শ্রবন করিল অতি।
অসুরের ভার সহিতে নারিআ [৬]
ক্ষীরোদে [৭] আইলা ইথি ॥

কংস ধ্বংস করে সকল সৃজন [৮]
জন্তু ব্রত জত হিংসে।
অতি দুরাচার করে অবেভার
সেই সে অসুর কংসে ॥

নানা পীড়া পাএ ব্রতী ব্রত জত
সৃজন করত্য বাদ।
নানা রূপে ফিরে অসুর-দলন
পুরতে সিংহের নাদ।"

চণ্ডিদাস বলে— "বড়ই বিপাক,
অসুর করএ বল।
ধরণী ধরিএ পইসএ পাতালে
জেন করে টল বল ॥"

পুথির পাঠ :-

[১] বাসের [২] সমএে [৩] লুটে
[৪] এথাই [৫] আেই [৬] নারিআ্যা
[৭] খিরদে [৮] শ্রীজন, এবং পরে

টীকা

পং ১। সিদ্ধপুরাণ। অষ্টাদশ পুরাণ এবং উপপুরাণাদির নির্ঘণ্টের মধ্যে সিদ্ধপুরাণের নাম পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস যে সকল পুরাণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার আখ্যায়িকার অংশ-বিশেষ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের উল্লেখ তিনি প্রয়োজন-বোধে মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছেন। ৪৬ সংখ্যক পদেও এইরূপ বিবৃতি আছে। এই রীতি তাঁহার রচনার এক বিশেষত্ব। এখানে "সিদ্ধ" শব্দ কোন বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি ?

৯। পহু=প্রভু। তু°—"জয় অদভুত, সো পহু অদ্বৈত" (তরু, পদ-সং ৬)।

১১। এথাই। সং—অত্র—অথ—এথা+(সং-হি, বা অপি জাত) ই=এথাই। এই স্থানেই।

১৩। অই :—সং—অদস্ সর্ব্বনামের অনুরূপ প্রাচীন মূল অব+সপ্তমীর—ধি হইতে জাত হি=ওহি—ওই—ওাই—অই (চা, ৮৩৮-৯ পৃঃ)।

১৬। ইথি। সং—এতদ্ (পালি—এত; প্রাঃ-এদ) হইতে এত—এ—ই ইত্যাদি মূলের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের অধিকরণের রূপ ইথি বা এথি (তুঃ—তদ্ শব্দজাত তথি) (চাঃ, ৮৩৪ পৃঃ)। অর্থ, এই স্থানে। অথবা—সং অত্র—প্রাঃ—এত্থ—ইত্থ—ইথ—ইথি।

১৯। অবেভার :—সং—ব্যবহার=বিঅবহার—বেভার (চা, ৩৫১ পৃঃ)। ন (অ)+বেভার=অবেভার, অর্থ—অনাচার। তুঃ—"কংস দুরাচার করে অবিচার" (২য় পদ, ৩য় পঙ্‌ক্তি)।

২৭। ধরিএ। সং-ধৃ ধাতু-জাত ধৃত্বা হইতে ধরিঅ—ধরিএ—ধরিয়ে। বাঙ্গালায় ধর ধাতু—"পীড়িত হই, ভারী হই" অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—মাথা ধরা, গলা ধরা, ইত্যাদি (শব্দকোষ)। এখানে এইরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পইসএ। - সং-প্রবিশতি—পইসই—পইসএ। তুঃ—"মোহিঅ হি ন পইসই" (চর্য্যা, ৭ম)।

---

[১১]

রাগ সিন্ধুড়া

এ কথা শুনিআ বিরিঞ্চির [১] দেবা
কহিতে লাগিল তাএ [২]।—
"পুরুব কাহিনী অবতার ভেদ [৩]
সেই হল [৪] অভিপ্রায়ে [৫]॥
তিন বর্ণ ভেদ সেই সে আমার
দ্বাপরে লিখিল জেহ।
তার শেষ ভেল জানহ সকল
আসিআ মিলল এহ॥

সত্য ত্রেতা [৬] পরে দ্বাপর ভিতরে
কৃষ্ণ অবতার গণি।
চতুর্ভুজ [৭] জন্ম লখিব জনান
দ্বিভুজ হইব পুনি।
সেই সে লিখিল পুরাণ-কথন
দশম-আখ্যান [৮] রীতে।
দ্বিভুজ, মুরুলি— বদনে সদালে
করিব ব্রজের ভিতে।
বসুদেব-সুত দৈবকী-নন্দন
পুন সে নন্দের ঘরে।
বেহার করিব ব্রজশিশুসনে
আনন্দকৌতুক-সরে॥
ব্রজলীলা যত করিব বেকত
এই অবতার গণি।
এই অবতার লিখি সারোদ্ধার [৯]
ব্যাসের কলম-বাণী॥
ভব বিরিঞ্চির দুহাঁর কথায়ে
পুরুব পড়িল মনে।
কৃষ্ণ-অবতার জনম লভিব
সেই ব্রজভূম-স্থলে॥"
এই সারোদ্ধার করিলা বিচার
কহিতে লাগল তায়।
অপরূপ কথা শুনহ শ্রবণে
দিন চণ্ডিদাসে গায়॥

পুথির পাঠ :—

বিবিচির	[২]	তাঝে	[৩]	অবতারা বেদ	
হল্য	[৫]	অভিপ্রাঝে	[৬]	সত্ত তেতা	
চতুভুজ	[৮]	আক্যান	[৯]	সারদ্ধার, এবং পরে	

টীকা

পং— । বিরিঞ্চির দেবা। বি—রচ (রচনা করা)+ ইন, কর্ত্তৃবাচ্যে, যিনি সৃষ্টি করেন এই অর্থে সৃষ্টির দেবা (সম্ভ্রমার্থে আ); বিষ্ণু।

১। তাএ। ব্রহ্মা ও শিবের উপস্থিতি হেতু উভয়কেই বলিতেছেন বলিয়া কর্ম্মকারকের বহুবচন বোধে তাহাদিগকে। সং—তদ্ শব্দের কর্ত্তৃভিন্নরূপে বাঙ্গালায় তা+ (৬ষ্ঠী বিভক্তিবোধক প্রাচীন)—আহ (অথবা সং-খলু—জাত—হ)—তাহ—তাহা (বিশিষ্টার্থে আ যোগে)। ইহাই পরবর্ত্তী কালে মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে, এবং বিভক্তি যোগে তাহাকে, তাহাতে, তাএ ইত্যাদি পদের সৃষ্টি করিয়াছে। (চা, ৭৫১-২ ; ৮২২ পৃঃ)।

৩-৪। আমার বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী নির্দ্দেশানুযায়ী এখন আমি অবতীর্ণ হইব, এই ইচ্ছা করিয়াছি।

৫-৮। ৩ এবং ৬ সংখ্যক পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

তার শেষ ভেল ইত্যাদি। তু°—“নবমে দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ” (হরিবংশ, ১।৪১।১৬১); এবং

> অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
> ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
> (চৈঃ চঃ, আদির তৃতীয়ে।)

ভেল:—সং—ভূ ধাতু হইতে বাং—ভ ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে। পালিতে এই ভূ স্থানে হূ হইয়া হোতি, হোমি ইত্যাদি পদ হইয়াছে; তাহা হইতে বাঙ্গালায় বর্ত্তমানে হ ধাতু আসিয়াছে। (শব্দকোষ)। অথবা—সং—অস্ ধাতু হইতে হ, এবং ভূ ধাতু-জাত হো একই অর্থে পরবর্ত্তীকালে মিশিয়া গিয়াছে। ভ+অতীত—ইল=ভইল—ভেল; অর্থ হ-ইল। (চা, ১০৩৮)।

এহ:—নৈকট্যবোধক নির্দ্দেশক সর্ব্বনাম। এই অর্থজ্ঞাপক সং—এতদ্ হইতে বাঙ্গালায় এ ধাতু, এবং ইদম্ হইতে ই ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে। তাহাদের সহিত প্রাচীন ৬ষ্ঠী বিভক্তি জাত—হ যোগে এহ, বা ইহ, যেমন—সং—এতস্য—এদশ্শ—এঅহ—এহ (চা, ৫৫৫, ৮৩০ পৃঃ)।

১১-১২। দৈবকী দেখিবেন যে, আমি চতুর্ভুজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু পরে আমি দ্বিভুজ হইব। তু°—“তৎকালে বসুদেবও সেই পদ্মপলাশলোচন, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, শ্রীবৎসবক্ষ, কৌস্তুভ মণিভূষিত..... অদ্ভুত বালক দর্শন করিলেন” (ভাঃ, ১০।৩।৮)।

তৎপর—“হরি জনক-জননীকে এইরূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদের সমক্ষেই স্বকীয় রূপ সংবরণ পূর্ব্বক প্রাকৃত শিশুরূপ ধারণ করিলেন” (ভাঃ, ১০।৩।৩৬)।

লখিব: সং—লক্ষ্ ধাতু হইতে বাঙ্গালায় লখ ধাতু, এবং—ইতব্যম্-যুক্ত কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়াবিশেষণ হইতে বাঙ্গালায় ভবিষ্যৎ কালবাচক—ইব বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে চা, ৯৬৫-৭ পৃঃ)। লখ+ইব=লখিব। জননী দেখিবেন ইত্যর্থ।

১৩-১৬। দ্বিভুজধারী, মুরলীবদন হইয়া (সখাগণের) দলবল সহ (যে লীলা) ব্রজভূমে করিব, সেই পুরাণ-কথা দশমস্কন্ধ-অনুযায়ী উক্তরূপে লিখিত হইল।

ভিতে:—সং—ভিত্তি হইতে ভিত; প্রদেশ বা ভূমি অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন—“থলের কথায় পাথারে সাঁতারি উঠিতে নারিনু ভিতে” (চণ্ডী)। ব্রজভূমে—অর্থ; তু°—“ব্রজভূমস্থলে” (এই পদের শেষাংশে)।

২৩। সারোদ্ধার:—সার অংশের উদ্ধার=সারোদ্ধার। (তরু, ১১১ পৃঃ)। তু°—“ভক্তভাব সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার” ইত্যাদি (তরু, পদ-সং ১২৪২)।

---

[১২]

মাঁলব

কহেন গোলক— ইশ্বর হরসে—
“শুন, বসুমতি, তুমি।
দৈবকী-উদরে জাইআ সাদরে
জনম লভিব আমি॥”

[এ] [১] কথা জখন শুনিল শ্রবণে
আনন্দ হইলা চিতে।
কহেন জগত— ইশ্বর বচন—
"তুমারে কহিল রীতে॥
কংস ধ্বংস করি ভার দূর করি
তুমারে করিব সুখী।
জাহ নিজ স্থানে সন্দেহ না মানে
পাইবে ইহার সাখী॥"
ধরণী বিদায় করি দেব হরি
বসিলা শয়ন-সাজে।
বসুমতী দেবী আনন্দ কৌতুকে
চলে নিকেতন মাঝে॥
পুন দুই দেবে কহেন ইশ্বর—
"এই সে হইল সারা।
কৃষ্ণ অবতার হইব সদার [২]
করিব কেমন ধারা॥
ব্রজ শিশুগণ দ্বাদশ গোপাল
কাহারে কহিব আগে।
পশ্চাৎ আমার গমন হইব
ভাইব পশ্চাৎ ভাগে॥"
এ কথা শুনিঞা ভব বিরিঞ্চির
কহিতে লাগল তায়।
"ব্রহ্মাণ্ডর আদি দ্বাদশ দেবতা
ধরিব বালক [৩] কায়॥"
কহেন গোলোক- ইশ্বর তখন—
"শুনহ আমার বাণী।
জন্ম লেহ গিয়া সভে আগে হয়া [৪]
জনম লবহ পুনি॥"
প্রভুর কথায়ে আনন্দ হইয়া
চলএ দেবতা জত।
গোপকুলে গিয়া জনম লভিল
হইয়া-বালক মত॥

তবে হলধর আপুনি অনন্ত
রোহিণী উদরে [৫] জন্মে।
আন গোপকুলে আন দেবগণ [৬]
জনম লভিল মর্ম্মে॥
দ্বাদশ বালক আগে জনমিল
বাড়এ গোপের কুলে।
গোলোক-ইশ্বর পাছু জনমিল
দিন চণ্ডীদাস বলে॥

পুথির পাঠ :—

[১] বাদ	[২] সাদর	[৩] বাল
[৪] হয়্যা	[৫] ওদরে	[৬] দেবতা

টীকা

পং —৩। সাদরে = আদরের সহিত, অর্থাৎ আনন্দে।

৮। রীতে :—পৌরাণিক নির্দ্দেশ অনুযায়ী, শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে। তু° —"হামারি মরম তুহুঁ ভাল রিতে জানসি" (তরু, পদ-সং ৩৭৫)।

১৪। শয়ন-সাজে = শয়ন-সজ্জায়, অর্থাৎ শেষ-নাগ--রচিত শয্যায়।

১৯। সাদর :—৩য় পঙ্‌ক্তির "সাদরে" শব্দ তুলনীয়। শব্দটি সদার কি? তাহা হইলে সদার অর্থ দার অর্থাৎ পত্নী বা লক্ষ্মীর সহিত। তু° —

লক্ষীক বুলিল দেবগণে॥
আল রাধা পৃথিবীত কর অবতার॥
(কৃঃ কীঃ, ৬ পৃঃ।)

২১। দ্বাদশ গোপাল। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সখাগণ গোপাল নামে অভিহিত হন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পশ্চিম বিভাগ, ৩ লহরী দ্রষ্টব্য) ইঁহারা ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন—১। সুহৃৎ, ২। সখা, ৩। প্রিয়সখা,

৪। নর্ম্মসখা। তন্মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বড়, এবং কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যরসবিশিষ্ট তাঁহারাই সুহৃৎ-পদবাচ্য। কনিষ্ঠকল্প এবং দাস্যরসবিশিষ্ট গোপালগণ সখা, সমবয়স্কগণ প্রিয়সখা, আর যাঁহারা "প্রাণের বন্ধু" তাঁহারা নর্ম্মসখা। এই প্রিয়সখা ও নর্ম্মসখাগণের মধ্যে প্রধান বার জনের নাম – শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম সুবল, মহাবল, সুবাহু, মহাবাহু, স্তোককৃষ্ণ, অর্জ্জুন, লবঙ্গ, দাম, প্রবল। ইঁহারা এবং পরবর্ত্তী কালে ইঁহারা বৈষ্ণব হইয়া যেরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বার জন বৈষ্ণব দ্বাদশ গোপাল নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছেন। ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ "শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল" নামক গ্রন্থের অবতরণিকায়, এবং "বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনীর" ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

২৩-২৪। বিষ্ণু দেবগণকে নিজ নিজ অংশে তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন (ভাঃ, ১০।১।১৮; বিষ্ণুপুরাণ ৫।১।৬১, ইত্যাদি)। অধিকন্তু ভাগবতে ইহাও উক্ত হইয়াছে—"সুরসুন্দরীগণকেও তাঁহার সন্তোষার্থে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে" (ভাঃ, ১০।১।১৯)।

২৫। ভব-বিরিঞ্চির :—শিব এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। সংস্কৃতে পুংলিঙ্গ স্বরান্ত শব্দের প্রথমা বিভক্তিরূপে যে বিসর্গ দৃষ্ট হয়, তাহাই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া এই "র" এর সৃষ্টি করিয়াছে।

৩২। লবহ :—শব্দটি লভহ হইতে উৎপন্ন। সং—লভথ—বাং—লভহ, লভ। এইরূপে অনুজ্ঞার হ বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে (চা, ৯০৬ পৃঃ)।

৩৭-৩৮। অনন্তদেব হলধররূপে দৈবকীর সপ্তমগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ভাঃ, ১০।১।২০, ২।৩)। মায়া কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া তিনি রোহিণীগর্ভে নীত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল সঙ্কর্ষণ (ভাঃ, ১০।২।৫)।

আপনি :– সং– আত্মন্ – আপ্পন্ – আপ্পন্ – আপন (ভাষাতত্ত্ব, ১০৪ পৃঃ)। আপন+(সং–হি, বা অপি জাত) ই=আপনি, নিজে–ই। অথবা আপন+(তিনি, উনি ইত্যাদির সাদৃশ্য হেতু অন্ত্য) ই=আপনি (চা, ৮৪৯ পৃঃ)।

[১৩]

রাগ গড়া

প্রভুর নিশ্বাসে রূপসী জন্মিল
তাহার শুনহ বানি।
দেব সুরপুরে পুষ্পমাল্যগন্ধে
বরণ করিল আনি॥
দেব শূলপাণি আনি চক্রপাণি
সাপিল তাহার হাথে।
"ইহার পোষণ করিবে জতন
দিলাও তোমার হাথে॥
জখন সপ্তম বালক ধরিব
সেই সে অসুর কংস।
মায়ের [১] বেদন বড় উপজিব,
করিব বালক ধ্বংস॥
এ সব আগেতে উৎপাত হইব,
অষ্টম গর্ভের [২] কালে।
এই সে রূপসা কাত্যায়নী [৩] নাম
জন্মিলে নন্দের ঘরে॥
জসদা উদরে জন্মিব সাদরে
ভাণ্ডিব কংসেরে দিআ।
আমারে লইব বসুদেব পিতা
রাখিব তথাই লয়া [৪]॥
গোকুলে রাখিব নন্দের ভুবনে
ভবানী আনিব ইথে।
এই সব হব অষ্টম গর্ভেতে
কহিল পুরুব রীতে॥"
গোলক-ঈশ্বর এ কথা কহিআ
ভব-বিরিঞ্চির আগে।—
"ব্রজ-গোপকুলে সুখে জন্ম গিআ
জাইব পছীত ভাগে॥"

চণ্ডিদাস বলে— "দৈবকী-উদরে [৫]
জন্মিব গোলোক-হরি।
অষ্টম গর্ভেতে প্রভু ভগবান্
রাসলীলা-অবতারী॥"

পুথির পাঠ :—

[১] মাএের [২] গভের কাত্যাঅনি
[৪] লয়্যা [৫] অোদরে

টীকা

পং—২। বাণী=বিবরণ।

৩-৪। দেবগণ কর্ত্তৃক সেই স্বর্গধামে তিনি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন। দেবীর এই পূজার বিষয় বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু যখন মায়াকে যশোদার গর্ভে জন্মিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে কংস কর্ত্তৃক শিলাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তিনি আকাশমার্গে অবস্থান করিবেন, এবং দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইবেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৭১-৮৫)। অন্যত্রও আছে—"দিব্য মাল্য ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইলেন (ঐ, ৫।৩।২৯; তু°—ভাগবত, ১০।১।৬-৭)। পুষ্পমাল্যগন্ধ—তু°—"দিব্যস্রগ্-গন্ধ-ভূষণা" (বিষ্ণু পুঃ, ৫।৩।২৯)।

৫-৬। শূলপাণি=শূলপাণিকে। থাপিল=স্থাপিল।

৮। দিলাঙ :—সং-দা ধাতু+(মাগধী প্রাকৃতের ইল্লঅ—জাত) ইল=দিল (চা, ৩৫১ পৃঃ)। দিল+(সং-অহম্—হম—) হুঁউ=দিলহুঁ—দিলাঙ—দিলাম। (ঐ, ৯৭৪-৬ পৃঃ)

৯-২৪। এইরূপ বিবৃতিই বিষ্ণুপুরাণে (৫।১।৭১-৭৭) এবং হরিবংশে (২।২।২৭-৩৮) রহিয়াছে। উক্ত দুই পুরাণ-মতে ভগবান্ এই সকল বিষয় দেবকীর প্রথম গর্ভ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মায়াকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগবতে (১০।২।২৩) লিখিত হইয়াছে যে সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হইলে বলিয়াছিলেন।

৯। ধরিবে=দেবকী গর্ভে ধারণ করিবেন। "বধিবে" পাঠে বাক্যটী সহজবোধ্য হয়। কংস দেবকীর সাতটী গর্ভ বিনাশ করিয়াছিল, (তু°—হরিবংশ ২।৪।৮)। ১৪শ পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। "কংস দেবকীর ছয় পুত্র বিনাশ করিলে বৈষ্ণবাংশ অনন্তদেব সপ্তমগর্ভে প্রবেশ করিলেন। সেই গর্ভদর্শনে দেবকীর হর্ষ ও শোক উভয়ই যুগপৎ উদয় হইল" (ভা, ১০।২।৩)। এই পুত্রও কংস বিনাশ করিবে, এজন্য দুঃখ।

১৫-১৬। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে যখন অষ্টম গর্ভে নারায়ণ প্রবেশ করিবেন, তখন যেন মায়া যশোদার গর্ভে গমন করেন, (৫।১।৭৫), এবং অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-গ্রহণ করিলে নবমীতে যেন মায়া ভূমিষ্ঠ হন (ঐ, ৫।১।৭৬)। (তু°—ভাঃ, ১০।৩।৩৭)। কিন্তু হরিবংশে (২।৪।১১, ১৩) লিখিত আছে যে দৈবকী এবং যশোদা সমকালে গর্ভ ধারণ এবং পোষণ করিয়াছিলেন।

১৮। ভাণ্ডিবে :—সং-ভণ্ড ধাতু+ইবে; বঞ্চনা করিবে। তু°—"কংসো গচ্ছতু মূঢ়তাম্" (হরিবংশ, ২।২।৩৮)।

---

[১৪]

অথ জন্মলীলা

মাসে ভাদ্র মাস জগৎ [১] -ঈশ্বর
পাইআ অষ্টম তিথি।
রোহিণী নক্ষত্র সুভক্ষণ দিন
জন্মিলা জগৎ [২] -পতি॥
কারাগারে আছে দৈবকী [৩] সুন্দরী
প্রহরী জাগিআ থাকে।
সেদিন নিদ্রাএ আকুল হইআ
চেতন নাহিক কাখে [৪]॥
প্রহরী সকল হইআ বিকল
ঘুমাএ [৫] আনন্দ ফুরে।
মাআতে আচ্ছাদি সকল শরীর
আপনা জানিতে নারে॥

প্রসবিআ সুত দেখিআ মোহিত
দৈবকী আনন্দ বড়ি।
"এমত ছাআলে দুষ্ট কংস আসি
এমনি লইব [এ]ড়ি॥
সপ্ত পুত্র মারে দুষ্ট কংসাসুরে
সে শোক হিআতে জাগে।
নিরবধি তাহা পুড়িছে হিআএ
আর শোক আসি লাগে॥
মুঞি অভাগিনী বড়ই দুঃখিনী
জনম ঐছনে গেল।
আনন্দ অন্তরে ছাআল দেখিয়া
কেমতে হইব ভাল॥"
চণ্ডিদাস বলে— "চিন্তা না করিহ
ইহার আপদ নাই।
আনন্দ কৌতুকে পুত্রমুখ হের
কহিনু তুমার ঠাই॥"

পুথির পাঠ :—

১ জগ ২ জগ ৩ দেইবকি
৪ (?) ৫ ঘুমাএ

টীকা

পং ১-৪। তু°—"প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি", ইত্যাদি (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৭৬)। অর্দ্ধরাত্রে অভিজিৎ নামক মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (হরিবংশ, ২।৪।১৪; ভা, ১০।৩।৬)। তু°—"রোহিণী অষ্টমী তিথিন। জরম লভিল কাহ্নাঞি॥" (কৃঃ কীঃ, ৪পৃঃ)।

৭-১২। তু°—"সেই মহামায়ার প্রভাবে কংস-কারাগারের প্রহরী ও নিকটস্থ পুরবাসী সকল অচেতনপ্রায় হইয়া তৎকালে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল" (ভা, ১০।৩।৩৮)।

নিদ্রাএ :—নিদ্রা+অধিকরণের—অস্মিন্ হইতে—অম্‌হি—অহি—ই হইয়া এ, অথবা অধি—অহি—অই হইয়া এ (চাঃ, ৭৪৫-৯ পৃঃ)। তু°—হিঅহি (চর্য্যা, ৬।৫)। *মতান্তরে—মধ্যে—মজ্‌ঝ—মাঝে—মে—এ, যেমন—গ্রাম-মধ্যে—হিং-গ্রামমে—বাং গ্রামে।*

ঘুম :—দেশজ শব্দ। তু°—আসামীয়া-ঘুমটি, ওড়িয়া-ঘুম। বোধ হয় সং-ঘূর্ণন হইতে বাং-ঘুম (শব্দকোষ)। অথবা ঝিম শব্দ সম্পর্কিত ঘুম (চা,৪৮০ পৃঃ)।

১৩-১৪। প্রসবের পরে মহাপুরুষের লক্ষণাক্রান্ত শিশুকে দেখিয়া বসুদেব ও দেবকী উভয়েই আনন্দিত এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৩।৯, ২০)।

১৫। ছাআলে :—সং-শাবক জাত ছা,+সং বালক জাত বাল—আল=ছাআল, ছাবাল, ছাওয়াল)। অথবা, সং-শাব (ক) হইতে ছাব,+আল=ছাবাল, শিশু। (শব্দকোষ)। তু°—"ওরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল" (ভারতচন্দ্র)।

১৬। এড়ি :—কাহারও মতে শব্দটী দ্রাবীড় ভাষা হইতে আসিয়াছে (চা, ৮৭৮ পৃঃ); কাহারও মতে সং-ইল, ইড়—ক্ষেপণে, নিক্ষেপ করা, ত্যাগ করা অর্থে (শব্দ-কোষ)। এড়ি=বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, ছিনাইয়া।

১৭-১৮। এই পদে এবং হরিবংশে (২।২।১০; ২।৪।৮) কংস কর্ত্তৃক দেবকীর সাতপুত্র বিনাশের কথাই লিখিত আছে, কিন্তু ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে ছয় পুত্র বিনাশের কথাই পাওয়া যায়। আর এই ছয় পুত্রও তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শাপ-প্রভাবে এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল। উর্ণার গর্ভে ব্রহ্মপুত্র মরীচির ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহারা কোন কারণে ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মার শাপে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে (ভা, ১০।৮৫।৩৮-৩৯)। বিষ্ণুপুরাণেও ইহাদিগকে হিরণ্য-কশিপুর পুত্রই বলা হইয়াছে (ঐ, ৫।১।৬৯)। ইহাদের নাম ছিল—স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক্ ও ঘৃণি (ভা, ১০।৮৫।৪১)। কিন্তু হরিবংশে এই ছয় জনকে হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমির পুত্র বলা হইয়াছে (ঐ, ২।২।১২)। তাহারা কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকটে বরলাভ করিয়াছিল বলিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাদিগকে এই শাপ প্রদান করিয়াছিল যে তাহারা ক্রমান্বয়ে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের পিতা (অর্থাৎ কংসরূপে

অবতীর্ণ) কালনেমি কর্ত্তৃক নিহত হইবে (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিষ্ণু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মায়া এই "ষড়্গর্ভ"গণকে একে একে দৈবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৬৯; হরিবংশ, ২।২।২৮)। কূর্ম্মপুরাণের ২৪শ অধ্যায়ে দেবকীর এই ছয় পুত্র সুষেণ, মদ্রসেন, বজ্রদন্ত, ভদ্রসেন, কীর্ত্তিমান্ এবং ঋজুদাস (?) নামে অভিহিত হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রভাবে দৈবকী পুনরায় তাহাদের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন (ভা, দশমের ৮৫ অধ্যায়)।

১৮। হিআতে :—সং-হৃদয়—হিঅঅ—হিআ—হিয়া। বাঙ্গালা সপ্তমী বিভক্তির তে কাহারও মতে সং-অন্ত (মধ্য) হইতে আসিয়াছে (চাঃ, ৭৫০ পৃঃ), আবার কাহারও মতে সং-তহি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ভাণ্ডারকর, ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভিভাষণ, ২৫৮ পৃঃ)।

২২। ঐছন :—ঐক্ষণ হইতে ঐছন (শব্দকোষ)। মতান্তরে—সং-এতাদৃশ+স্বার্থে ন=এতাদৃশন—(দৃশ্—দিশ—ইশ—ইস হইয়া) ঐসন—ঐছন (চা, ৫৫৫, ৮৫৩-৪ পৃঃ)। এইরূপে যাদৃশন হইতে যৈছন, তাদৃশন হইতে তৈছন, কীদৃশন হইতে কৈছন ইত্যাদি। ঐসন হইতে পুনরায় ঐছন—এহেন—হেন হইয়াছে (চা, ৫৫৫ পৃঃ)।

---

[১৫]

কামদ

পুত্র-মুখ হেরি দৈবকী সুন্দরী
কান্দিয়া আকুল বড়।
"এমত ছাআলে কিরূপে রাখিব
আমারে হইল পাড়॥"
ভাবএ অন্তরে দৈবকী সুন্দরী
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
হরস অন্তর বিকল হইছে
আনচান করে বুক॥—
"কি বুদ্ধি করিব কেমত উপায়ে
বাঁচএ এহেন [১] শিশু।"
মনে আনচান না পারে বলিতে
উপাএ না লাগে কিছু॥
মনেতে চিন্তিল দেবকী সুন্দরী
"শুন বসুদেব পতি।
দেখিএ ছাআল এমত মুরত্তি
জগতে না দেখি কতি॥"
কান্দে দুইজনে— "রাখিব কেমনে
দুর্জ্জন কংসের হাথে।"
এই বোল বলি দুহেঁ করাঘাত
হানিছে আপন মাথে॥
শুনিলে জে বাণী আসিআ এখনি
শিলাতে আছাড়ি মারে।
এমত ছাআলে রাখিবার তরে
অনেক ভাবনা করে॥
এই কালসোনা পাইছে বেদনা
দুহার জাতনা দেখি।
প্রভু বিশ্বম্ভর দিআ মায়া-ডোর
মনেতে দিছেন সাখী॥
আসি কহে কানে পবন গমনে
শ্রবণে কহেন কথা।—
"নন্দঘোষ-ঘরে রাখহ ছাআলে
ঘুচক হিআর বেথা॥"
এ কথা শ্রবণে শুনি বসুদেব
ভাবিল জেমত ঘোর।
নিরমল বুদ্ধি পায় এই শুদ্ধি
চণ্ডিদাস কহে ওর॥

পুথির পাঠ :—

[১] এহন

টীকা

পং ৪। পাড় :—সং-পীড়া শব্দজ হইতে পারে, যাহা হইতে ফাড়া (জ্যোতিষ গণনায় মৃত্যুযোগ), অর্থাৎ সাংঘাতিক বিপদ্ (শব্দকোষ)।

৮। আনচান :—আচ্ছন্ন শব্দ-জাত, অস্থির (তরু, শব্দসূচী, ১০ পৃঃ)। অথবা—আন (সং-অন্য—জাত)+চা (চাওয়া, দৃষ্টি ?); চাঞ্চল্য বা ব্যাকুলতা প্রকাশ (শব্দকোষ)। তু°—"সেই হইতে প্রাণ মোর, আনছান করে গো" ইত্যাদি (তরু, পদ সং ৬৯৭)।

১৬। কতি :—সং-কুত্র হইতে কতি, কোথা ; তু°—"বিহি পোহাইলে রাতি, মোরে ছাড়ি যাবা কতি" (তরু, ৬৭৬সং পদ)। "দেখ সন্ধে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী" (কৃঃ কীঃ, ২১৫ পৃঃ)।

২১-২২। ভাগবতে বর্ণিত আছে যে কংস এই সংবাদ শুনিয়া শিখা বন্ধনার্থও কাল বিলম্ব না করিয়া সূতিকাগৃহে আগমন করিয়াছিল (ভাঃ, ১০।৪।৩)।

২৩। তরে :—সং-অন্তরে হইতে উৎপন্ন, অর্থ—জন্য, নিমিত্ত। তু°—"তোহোর অন্তরে" (জন্য) (চর্য্যা, ১০); "এবে তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন" (কৃঃ কীঃ, ১২৭ পৃঃ)। (চাঃ, ৭৬৯ পৃঃ)।

২৭। ডোর :—সং-দোর হইতে, অর্থ—রজ্জু, (শব্দকোষ)। অথবা—সং-ডোরক হইতে (তরু, শব্দসূচী, ৪৩ পৃঃ)।

৩১। রাখহ :—সং-রক্ষথ—প্রাঃ রক্‌খহ—রাখহ। (চাঃ, ৯০৫ পৃঃ ; ভাষাতত্ত্ব, ১৩৭ পৃঃ)।

৩৪। ঘোর :—সং ঘুর্ ধাতু হইতে। মোহ, অচৈতন্য অবস্থা (শব্দকোষ)। তু°—"অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান" (চৈঃ চঃ, ৩।১৮)।

৩৬। ঔর :—সং-অপর—অবর — আঅর — আর—উচ্চারণ বিশিষ্টতায় আউর=ঔর, (তু° —হিঃ-ঔর)। পুনর্ব্বার অর্থে—(শব্দকোষ)। তু°—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর" (চৈঃ চঃ, মধ্যের অষ্টমে)

---

[১৬]

সুই সিন্ধুড়া

"শুন বসুদেব[১] রাঅ।
এমত ছাআলে[২] এ মহিমণ্ডলে
না দেখি কনহু ঠাই ॥

নব জলধর করে ঢল ঢল
বরণ অঞ্জন সম।
নীল জে মুকুর[৩] অতসীর ফুল
তেমতি দেখএ ভ্রম[৪] ॥

নয়ান খঞ্জন[৫] পাখীয়া[৬] সমান
চৌরস কপাল-পাটী।
তাহে নানা চিত্র বিচিত্র লিখন
বিহে[৭] সে লিখন কটী[৭] ॥

মুখ শশধর নাসা সে সুন্দর
জেমত কিরের চঞ্চু।
দশন কুন্দের কালিকা সমান
জেমত কুমুদ-বন্ধু[৮] ॥

রূপের ছটায়ে আন্ধার ঘরেতে
জ্বলিয়া[৯] জ্বলিয়া উঠে।
জেন কোটি[১০] চান্দ উদঅ করিল
রসের[১১] পশরা-হাটে ॥

কিবা বাহুজুগ জেমন মিলান
তৈছন গঠন-ভাতি।
কুম্ভস্থল জেন হস্তি-শির সম
দেখিয়া তাহার পাতি ॥

করি-অরি জিনি নিতম্ব বাখানি
চরণ রাতুল দেখি।
জেমন হিঙ্গুল দলিআ অনল
পাইয়ে তেমত সাখি ॥

চরণ-অঙ্গুলে দশ শশধর
উদঅ হইঞা আছে।"
দৈবকী[১২] কহেন— "শুন, বসুদেব,
আগে আসি দেখ কাছে॥
এমন মধুর মুরতি না দেখি
আপন গিআন কালে।
কোন দেব আসি জনম লভিল
অভাগী বৈদকীঘরে॥
দেবের দেবতা যেন এ মানুষ
এ সব লক্ষণ জার।"
চণ্ডিদাস বলে— "তোর ভাগ্যে ফলে,
সি ফল ফলয়ে কার?"

পুথির পাঠ :—

১	বষুদেব	২	ছালে	৩	মকুর
৪	ভূম	৫	অঞ্চল	৬	পাখিআ
৭-৭	?	৮	কুম বন্ধু	৯	জলিআ ২
১০	কটী	১১	রসে	১২	দইবকি

টীকা

পং ৩। ঠাই :—সং-স্থান—প্রাঃ—ঠান—প্রাচীন বাং- ঠাঞি—ঠাঁঞি।

৪-৭। তু°—"সান্দ্রপয়োদসৌভগম্" (জলদ-শ্যামবর্ণ, ভা, ১০।৩।৮) এবং—"নীলোৎপলদলশ্যামম্" (নীলপদ্মপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।২২)। তু°—"অতসি কুসুমসম শ্যাম সুনায়র" (তরু, পদ সং ২৭৪)।

৮-৩০। এইরূপ বর্ণনার রীতি কবিগণ সাধারণতঃ অনুসরণ করিয়া থাকেন। মায়ার রূপ বর্ণনায় (পূর্ব্ববর্ত্তী ৮সং পদ দ্রষ্টব্য) কবি এই চিরাচরিত রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৪-১৬, ৫৬-৬৩ সংখ্যক পদে, এবং অন্যান্য কবিগণ কৃত রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় এই জাতীয় উপমার বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়।

৯। চৌরস :—সং—চতুরস্র—চউরস্র—চউরস, চৌরস প্রশস্ত, বিস্তৃত।

পাটী :—সং—পট্ট, পট্টি হইতে। অর্থ—অল্প পরিসর ভূমিখণ্ড (শব্দকোষ)। এখানে কপাল-ফলক।

১০-১১। ১১শ পঙ্ক্তির পাঠোদ্ধার হয় নাই। ১০ম পঙ্ক্তিতে চিত্রবিচিত্র লিখনের উল্লেখ থাকাতে, মনে হয় নিম্নোদ্ধৃত পদাংশের ন্যায় অর্থযুক্ত কোন পাঠ হইবে—

(জনু) "উজর হাটক পাট কর গহি, লিখন লেখু পাঁচবাণরে" (তরু, ১০৮০সং পদ)।

১২-১৩। কীরের চঞ্চু—৮ম পদের পাদ টীকা দ্রষ্টব্য। তু°—তাপর কীর থির করু বাস" (বিদ্যাপতি, ৩৬ পৃঃ)।

মুখ শশধর :—তু°—"শারদ-বিধুবর, ও মুখ-মণ্ডল" (তরু, পদ সং ২৪)।

১৪। দশন :—দন্‌শ্‌+অনট্ করণবাচ্যে, দংশন করা যায় যদ্দারা, এই অর্থে দাঁত।

কুন্দ :—মল্লিকাদির ন্যায় শ্বেত বর্ণের এক প্রকার ফুল। শীতকালে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া গাছকে শাদা করিয়া রাখে, এই হেতু নাম কুন্দ (কু-পৃথিবীর শোভা করে বলিয়া) (শব্দকোষ)।

১৫। কুমুদ-বন্ধু :—কু (পৃথিবীকে)—মুদ্ (হৃষ্ট করে যে)+ক কর্ত্তৃবাচ্যে, রাত্রে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া জলের শোভা বর্দ্ধন করে বলিয়া। শালুকপুষ্প, শ্বেতোৎপল, শাপলা। রাত্রে (চন্দ্র কিরণে) কুমুদ প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া চন্দ্রকে কুমুদ-বন্ধু বলে।

অর্থ :—আকৃতিতে এবং শুভ্রতায় দন্তগুলি কুন্দকলিকার ন্যায়, কিন্তু ঔজ্জ্বল্যে মনে হয় যেন তাহা চন্দ্রকিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। তু°—"মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে" (কৃঃ কীঃ, ২২৬ পৃঃ)।

১৬-১৭। "ইন্দ্রনীলমণি"-তুল্য শ্যামরূপে (তরু, ২৬৮ সং পদ) "আন্ধারে করিয়া আছে আলা" (তরু, ২৬৯সং পদ), এবং তাঁহার "অঙ্গে অঙ্গে মণি-মুকুতা-খেচনি, বিজুরী চমকে তায়" (তরু, পদ সং ৭৯১)।

১৮-১৯। শ্যামের প্রতি অঙ্গে অপরূপ লাবণ্যের সমাবেশ রহিয়াছে বলিয়া তাহা দেখিলে হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের উদয় হয়, এজন্য রসপূর্ণ পাত্রের সহিত তাহা

উপমিত হইয়াছে। অন্যত্র—"কিবা সে শ্যামের রূপ, সুধাময় রস-কূপ, ইত্যাদি" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

তু°—"কোটি মদন জনু, নিন্দিয়া শ্যামতনু, উদয়িছে যেন রবিশশী" (ঐ, ৩৫ পৃঃ)।

পসরা :—সং—প্রসার (বিস্তার, যাহা পণ্যার্থে প্রসারিত করিয়া রাখা হয়) হইতে পণ্যদ্রব্যের দোকান (তরু, শব্দসূচী, ৬৫ পৃঃ); অথবা—সং—পণ্যশালা হইতে পসার (চাঃ, ৫২৯-৩০ পৃঃ)। অর্থ—এমন হাট (সং—হট্ট) যেখানে রসের দোকান প্রসারিত রহিয়াছে। আনন্দের অনুভূতি হইতেই রস জন্মে, এজন্য আনন্দই রসের প্রাণ। কৃষ্ণের রূপে অপার আনন্দ জন্মে বলিয়া, তাঁহাকে কোটিচন্দ্র-সমন্বিত রসের পসরা বলা হইয়াছে।

২০-২১। ভুজদ্বয় যেমন সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তেমনি সুগঠিত। তু°—"করিকর-জিনি, বাহুর সুবলনি, আজানু-লম্বিত সাজে" (বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি, ৪৫ পৃঃ)।

তৈছন :—সং-তাদৃশ শব্দজাত (তরু, শব্দসূচী, ৪৭ পৃঃ); অথবা—তে—ক্ষণ হইতে (শব্দকোষ) (১৪শ পদের টীকায় "ঐছন" দ্রষ্টব্য)। তু°—"তৈছন নূপুর চরণে" (তরু, ৭৭২সং পদ)। ভাতি :—দীপ্তি।

২২-২৩। কুম্ভ অর্থ ঘট। গজকুম্ভ অর্থ গজের মস্তকস্থ কুম্ভাকৃতি স্থান। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে লক্ষ্মীর রূপ বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"করি-অরি মাঝে, জিনি করিরাজে কুম্ভযুগল চারু উচ" ; এখানে নিতম্বদেশ বুঝাইতেছে।

পাতি :—সং-পত্রিকা হইতে—পত্তিআ—পাতি। পত্রের ন্যায় সরু, অতএব ক্ষুদ্র, যেমন পাতিহাঁস, পাতিলেবু ইত্যাদি (চাঃ, ১০৭৩-৭৪)। নিতম্বদ্বয় ক্ষুদ্রাকৃতি হস্তিকুম্ভের ন্যায় দেখাইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য।

২৪-২৫। নিতম্ব :—এখানে কটিদেশ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাখানি :—সং-বাখ্যান হইতে, প্রশংসা করি। তু°—"বাখানি বীরপণা তোর, সৌমিত্রি" (মেঘনাদ-বধ)। রাতুল :—সং-রক্তোৎপল হইতে। ৮ম পদের পাদটীকা।

৩৯। সি :—সংস্কৃতে প্রথম পুরুষ-জ্ঞাপক সর্ব্বনামের মূল ত (তদ্), তাহা হইতে পুংলিঙ্গে সঃ, স্ত্রীং—সা, এবং ক্লীং—তৎ হইয়াছে। এই সঃ হইতে মাগধী প্রাকৃতে সে হইয়াছে। এই 'সঃ'ই হিন্দী, পাঞ্জাবী এবং সিন্ধী প্রভৃতি ভাষায় সো, মারাঠীতে কখনও তো, গুজরাটিতে তে, এবং বাঙ্গালা ও উড়িয়াতে সে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালাতে কর্ত্তৃকারকের একবচনে এবং বিশেষণরূপে 'সে', (ক্লীবলিঙ্গে, "তাহা") ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বহুবচনের এবং অন্যান্য কারকের রূপ ত-মূল-জাত। আসামীতে সি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালাতে স, সো, সি, সে রূপ পাওয়া যায়, যথা—"সহজ সহাব স বসই হোই নিচ্চল" (চর্য্যা, ৯৯ পৃঃ)। "কথাঁহো না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী" (কৃঃ কীঃ, ২৫৬ পৃঃ)। "বার বৎসরের তোত্রঁ সি বালী" (ঐ, ৬১ পৃঃ)। "সো-ই মথুরাপুরী আন্ধার ঘর" (ঐ, ১৭২ পৃঃ)। "যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ ছুয়ি আখী" (ঐ, ৩২২ পৃঃ)। (বীমস্, ২।৩।১৪-৫ ; চা, ৮২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

---

[১৭]

নট নারাঅণ

মধুর মুরুতি দেখিআ দৈবকী
তটস্থ ᐧ হইএ রএ।
তেন জন নাহএ মানুষের কায়া
আপনি হিআতে কয়ে॥

দেব-চিহ্ন জত দেখিল বেকত
চতুর্ভুজ রূপধারী।—
"শংখ চক্র হের দেখ গদা পদ্ম
এ জন দেবের হরি॥

বনমালা গলে হিআ মাঝে দোলে
মণি সে কস্তুভ মাঝে।
হাসিতে অমিঞা- রাশি বরিখয়ে"—
জননী লক্ষল কাজে॥

দৈবকী দেখিয়া বসুদেব কহে—
"শুনেছি [২] পুরাণ-কথা।
জেইঁ নারায়ণ পরম কারণ
তেহোঁ সে দেবের ধাতা ॥
শুনেছি [৩] পুরাণে ব্যাসের বচনে
গোলোক-ইশ্বর জেই।
বুঝিল সে জন লইল জনম
মনেতে জানিল সেই ॥
গোলোক তেজিঞা এখানেতে আসি
জনম লভিল [৪] আসি।"
আনন্দে দুজনে কহেন বচনে—
"সেই অভিপ্রাঅ বাসি ॥"
কোলেতে লইয়া কহেন দড়িআ
পুত্র-মুখ পানে চাঞা [৫]।
"এখনি আসিঞা দুষ্ট কংসচর
শিলাতে মারিব ঠাএ ॥"
স্তবন করেন হআ [৬] এক মন—
"তুমি কি দেবের হরি।
তুমি সনাতন পরম কারণ
আমি সে বুঝিনো রিত ॥"
চণ্ডিদাসে বলে— "শুনহ জননি,
এ কথা অন্যখা [৭] নহে।
জগতের পতি জনমিল ইথি
সেহ সে নিশ্চঅ হএ ॥"

পুঁথির পাঠ:—

[১] তটস্ত [২] সুন্যাছী [৩] য়ুন্যাছী
[৪] লভিলাম [৫] চাঞ্যা [৬] হঅ্যা
[৭] অন্নথা

পং ৩। তেন:—সং-তাদৃশ, + ন—তইসন—তেহেন—তেন, বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত সর্ব্বনাম। তু°—"যেন রূপ তেন গুণ, উত্তম বেভার" (কবিকঃ) (শব্দকোষ; চাঃ, ৩৫৫, ৮৫৩ পৃঃ)।

৪। আপনি হিয়াতে কয়ে=মনে স্বতই উদিত হইতেছে।

৫-১০ তু°—"বসুদেব চতুর্ব্বাহু ও বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্নাঙ্কিত সেই বিষ্ণুকে উৎপন্ন দর্শন করিলেন" (বিষ্ণুপু°, ৫।৩।৮)। ভাগবতে অধিকন্তু শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কৌস্তুভ মণি এবং বিবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ আছে (ভা, ১০।৩।৮)। এজন দেবের হরি:—তু°—"অবধার্য্য পুরুষং পরমং" অর্থাৎ শিশুকে পরম পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া (ভা, ১০।৩।১০)।

২৪। বাসি:—বোধ করি, জ্ঞান করি। তু°—"সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর, কেমনে বাসিব পর" (চণ্ডীদাঃ, ১৩৬ পৃঃ)। সেই অভিপ্রায় বাসি=এই মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

২৫। দড়িয়া:—সং-দৃঢ়—দঢ়—দড়,+ইয়া=দড়িয়া। স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া (১ম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৮। ঠায়ে:—ঠাক (তু°—স্তকতি, আঘাত করা অর্থে, চা, ৪৯২ পৃঃ) হইতে ঠাঅ—ঠায়। প্রস্তরের উপর আঘাত করিয়া মারিবে।

২৯-৩২। বসুদেব ও দৈবকীকৃত স্তবের উল্লেখ বিষ্ণু-পুরাণে (৫।৩।১০-১৪) এবং ভাগবতে (১০।৩।১১-২৭) দৃষ্ট হয়।

---

[১৮]

বাগেশ্বরী

"তুমি হিতকারী দেবতা শ্রীহরি
গোলক-ইশ্বর হঞা [১]।
মুঞি অনাথিনী তুমা কিবা চিনি
আমার কিগুণ পাঞা [২] ॥

দেবের দেবতা পরম ঈশ্বর
তুমি সে সভার মূল।
পরাৎপর জার এ মহি-মণ্ডল
চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ডের পুর॥
এসব জাহার বিভব অপার
অনন্ত স্তবন করে।
কোটি ব্রহ্মা জার কটাক্ষ [৩] নিমিখে
তিলেক গড়িতে পারে॥
জোগি ফণী মণি জে পদ ধিআয়ে [৪]
কহিয়ে [৫] কহিতে নারে।
জার নাম শুনি চারু বেদ-ধ্বনি [৬]
নিরবধি নাম ধরে॥"
মায়ের [৭] বচন শুনিআ ঈশ্বর [৮]
দিল মাআ-ডোর ফেলি।
জানিল জননী ঈশ্বর বলিআ
জানে দেব বনমালী॥
ঈশ্বর গিয়ান জানিল-কারণ
দিলা সে মাআর [৯] ডোর।
দেব-জ্ঞান ছিল তাহা কতি গেল
পুত্র-জ্ঞানে ভেল ভোর॥
'বাছা বাছা,' বলে অতি কুতুহলে
"নিছনি লইআ মরি।
তোমা হেন ধনে রাখিব কেমনে
বুক বিদরিআ মরি॥"
চণ্ডিদাস বলে— "চতুর্ভুজ [১০] ছাড়ি
দ্বিভুজ হইলা পুণি।
অপার মহিমা রসের গরিমা
বড় অপরূপ বাণী॥"

পুথির পাঠ :—

[১] হঞা [২] পাঞা [৩] কটাক্ষ্য
[৪] ধিআজে [৫] কহিজে [৬] ধনি
[৭] মাএর [৮] ইশ্বর [৯] মাঞ্যার
[১০] চতুভূজ

টীকা

পদ ১-৪। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে কবি বলিয়াছেন যে জগতের পতি আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহারই উত্তরে দৈবকী বলিতেছেন—"তুমি গোলোক-ঈশ্বর হইয়া, আমার কি গুণ পাইয়া আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিলে?" ভাগবতে দৈবকীর স্তবে উক্ত হইয়াছে—"আপনি আমার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহা নরলোকের বিড়ম্বনা মাত্র" (ভা, ১০।৩।২৭)।

[এই স্তবের সাদৃশ্য হেতু ৭ম পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।]

১৭-১৮। দৈবকীর স্তব শুনিয়া ভগবান্ তাঁহার উপর মায়া-ডোর নিক্ষেপ করিলেন,—উদ্দেশ্য,—যেন তাঁহার ঈশ্বর-জ্ঞান লোপ পায়। কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যশোদা যখন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উপর স্বীয় বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে যশোদার ঈশ্বর-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, এবং তিনি পুত্রজ্ঞানে কৃষ্ণকে স্নেহ করিয়াছিলেন (ভাঃ, ১০।৮।৩৩-৩৪)।

১৯-২০। তাঁহার চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখিয়া জননী দৈবকী যে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, ইহা বনমালী বুঝিতে পারিয়াছেন।

২১-২২। জননীর ঈশ্বর-জ্ঞান হইয়াছে, এজন্য তাহা লোপ করিতে মায়ার ডোর প্রদান করিলেন।

২৬। নিছনি :—সং-নির্—মন্‌ছ ধাতু জাত নির্মঞ্ছন হইতে বাং-নিছ্‌ন হইয়াছে। দেবদেবীর সম্মুখে আরতি করাকেও নির্মঞ্ছন বলা হয়। আরতি করিয়া দেবদেবীর অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া নির্মঞ্ছনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যেন যাবতীয় কালিমা দূরীভূত করা হইল, এই জন্য বিশেষ্য নিছনি শব্দ আপদ-বালাই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। নিক্ষেপ করার ভাব থাকাতে নি—ক্ষিপ্ ধাতু হইতে নিছ ধাতু সহজে আসে (শব্দকোষ)। নিছনি—সং-নির্মঞ্ছনীয় (তরু, শব্দসূচী), বা নির্মঞ্ছনিকা-(চা, ৩২৪ পৃঃ)। বাং-নিছ, মার্জ্জনে (কৃঃ কীঃ, টীকা)। সুনীতিবাবু নিছ ধাতুর মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া নি—ক্ষিপ, নি—ক্ষপ (উপবাসাদি

করা অর্থে), এবং অথর্ব্ববেদের 'নিশ্চান্তয়' (দুরীভূত করা অর্থে) প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন (চা, ৫৫১ পৃঃ)। বস্তুতঃ নিছ ধাতুজাত ক্রিয়াপদে মুছিয়া ফেলা, নিক্ষেপ করা, উৎসর্গ করা, ইত্যাদি বুঝায়, আর বিশেষ্য রূপে অমঙ্গল, উৎসর্গীয় বা আরতির বস্তু ইত্যাদি বুঝায়। যেমন—"তুয়া পায়ে নিছিয়ে আপনা" (তরু, পদ সং ২৮৫—উৎসর্গ করি—ক্রিয়া)। "দিতে চাই যৌবন নিছনি" (তরু, পদ সং ১২৫—উৎসর্গীকৃত বস্তুর ন্যায়)। সেইরূপ—নিছনি লইয়া মরি—অর্থে—বালাই (সর্ব্ববিধ অমঙ্গল) লইয়া মরিতে ইচ্ছা করি।

২৯-৩০। দৈবকীর স্তবের পরেই কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত শিশুর ন্যায় দ্বিভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩।৩৬)।

---

[১৯]

মালব-রাগ

বসুদেব-কাণে কহে দেবগণে
"শুনহ আমার বানী।
এ হেন ছাআলে রাখহ গোকুলে
বিলম্ব না কর তুমি॥
গোলক-বেহারী লঞা এই বেলি
গোকুলে লইআ জাহ।
বিলম্ব না কর ওহে,[১] বসুদেব,
কি আর চৌদিগে চাহ॥
নন্দের ঘরেতে ছাআল রাখিআ
আনিবে জসদা-কন্যা।
পরম রূপসী জিনিআ উর্ব্বসী
সেই সে জগত-ধন্যা॥
আজি[২] নিশা কালে জন্মিল গোকুলে
জসদা প্রসবে[৩] কন্যা।
সেই কন্যা লঞা তুরিতে আসিআ
দৈবকীরে দিবে আন্যা॥"
এ কথা শ্রবনে কহিআ জতনে
দেবতা চলিআ গেল[৪]।
তবে বসুদেব ঘোর অন্ধকার
শুনিআ চেতন ভেল॥
এই সে যুগতি মানল কি রীতি
ভাবে বসুদেব রাঅ।
"চৌদিগে সতলা জাইব কেমনে
নিশাচর জাগে তায়॥
প্রহরী সকল আছএ সাদরে
ডাণ্ডুকা আমার পাএ।
কেমতে বাহির হইব দুয়ার[৫]"
ভাবে বসুদেব রাএ॥
বিশ্বম্ভর হরি তারে কোলে করি
ভাবে বসুদেব তথি।
না পারে জাইতে পড়িল বিপাকে
জানিল জগত-পতি॥
মাআ মোহ দিল প্রহরী সকল
নিদ্রাএ আকুল ভেল।
দ্বারের তসলা আপনি খসিল
চৌদিগে মুকুত হৈল॥
চণ্ডিদাস বলে— বসুদেব-পায়
আপনি ডাণ্ডুকা খসে।
সুখী হঞা তবে বসুদেব রাঅ
লঞা জায় হৃষীকেশে[৬]॥

পুথির পাঠ :—

[১] অোহে [২] আনি [৩] প্রবেস
[৪] গেলা [৫] দুআের [৬] রিসিকেসে

টীকা

পং ১। ভাগবতে (১০।৩।৩৭), বিষ্ণুপুরাণে (৫।১।৭৭), হরিবংশে (২।৪।২৪) এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (৪।৭।১০১) লিখিত

আছে যে শিশু কৃষ্ণকে নন্দগৃহে রাখিয়া আসিবার উপদেশ কৃষ্ণ নিজেই বসুদেবকে দিয়াছিলেন, কিন্তু কবি এখানে দেবতা আসিয়া অলক্ষ্যে বলিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। তু°—"দেবের প্রসাদেঁ তবে বসুল জানিল" (কৃঃ কীঃ, ৪ পৃঃ)। ভবিষ্যপুরাণেও আছে—"অভূদাকাশবাণী চ তত্রৈব সময়েঽপি চ।" (জন্মাষ্টমীব্রত-কথা)।

২১-২২। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে সূতিকাগৃহে বিষ্ণুমায়ায় অভিভূত হইবার পরে বসুদেব বলিয়াছিলেন—"সূতিকাগৃহে স্বপ্নাবস্থায় কি দেখিলাম!" এবং এই বিষয় লইয়া তিনি দৈবকীর সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন (ঐ, ৪।৭।১০২-৩)।

২৩-২৪। হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে দৈবকীর অষ্টম গর্ভ সমুৎপন্ন হইলে কংস অতি সতর্কতার সহিত সেই গর্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ২।৪।৯)।

সতলা :—সং—তল (পৃষ্ঠ, নিম্নদেশ) হইতে বাঙ্গালায় তল-তলা শব্দ (যেমন—গাছের তলা) আসিয়াছে। অতল অর্থে সীমাহীন, যেমন অতল—অথৈ জল। পাত্রাদির তলদেশ না থাকিলে তাহার মধ্যস্থ জিনিষ সুরক্ষিত হয় না, এজন্য সতলা অর্থে এখানে সুরক্ষিত বুঝাইতে পারে। চতুর্দ্দিক্ সুরক্ষিত, বসুদেব তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন। অথবা—সং—তালক শব্দ হইতে তালা; কুলুপ অর্থে। অতএব সতালা, সতলা ইত্যাদি অবরুদ্ধ দ্বার অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে। তাহা হইতে বর্ণবিপর্য্যয়ে তসলা শব্দ অর্গল অর্থে ব্যবহৃত হয় কিনা বিবেচ্য, যদিও উর্দু—তসলা শব্দই উক্ত অর্থে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। (শব্দ-কোষে, তলা, তালা, তসলা শব্দ দ্রষ্টব্য)।

২৫-২৬। সাদরে :—অতি যত্নের সহিত, অর্থাৎ সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছে। তু°—"আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর" (কৃঃ কীঃ, ৪ পৃঃ)।

ডাণ্ডুকা :—সং—দণ্ডবেষ্টিকা হইতে দাঁড়ুকা, ডঁড়ুকা, ডাণ্ডুকা। অর্থ—তস্করাদির পদশৃঙ্খল। তু°—"কোমরেত তোপ দিল পাএত ডাণ্ডুক—" (শূঃ পুঃ, ৯২ পৃঃ)।

২৭। দুয়ার :—সং-দ্বার—দুবার—দুআর—দুয়ার (চা, ৩৭৬ পৃঃ)।

২৯-৪০। ভাগবতে আছে :—"বসুদের শ্রীকৃষ্ণের অভি-প্রায় অনুসারে স্থানান্তরিত করিবার মানসে পুত্র লইয়া যেমন সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিলেন…অমনি মহামায়ার প্রভাবে কংস-কারাগারের প্রহরী সকল অচেতন-প্রায় হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। লৌহময় শৃঙ্খল ও অর্গলে দৃঢ় আবদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ কবাটসমূহ আপনা হইতেই উন্মোচিত হইয়া গেল" (ভা, ১০।৩।৩৮-৩৯)।

তসলা :—পূর্ব্ববর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

---

[২০]

রাগ কামোদ

হরস হইঞা হরি জায়ে লঞা
মুখে পাছু পানে চাএ।
দুষ্ট কংস-ভয়ে হেন মনে লএ
জেমন পাছেতে ধাএ॥
"রক্ষ রক্ষ, প্রভু দেব হৃষীকেশ১,
সঙ্কট না হএ জিছে।
গোকুল জাবত না জাই বেকত
খেমা কর প্রভু তৈছে॥"
এই মনে মনে ভাবিঞা নিদানে
রাশে চলিঞা জাএ।
গোলক-ইশ্বর ভাবিল অন্তর
মন্দ মন্দ বৃষ্টি গাএ॥
বসুদেব-কোলে প্রভু বিশ্বম্ভরে
প্রবেশি জমুনা কুলে।
জমুনা-তরঙ্গ দেখে বসুদেব
পরাণ২ উঠিল হেলে॥
গদাধর কোলে দাণ্ডাই কুলে
ভাবে বসুদেব রায়।
"কি বুদ্ধি করিব পরিলুঁ সঙ্কটে"
ভাবিলা অভিপ্রায়॥

জমুনা-তরঙ্গ দেখি বসুদেব
বিস্মিত হইলা মনে।
"পার হঞা জাব কেমন প্রকার
এই জমুনার বানে ॥"
চিন্তিত দেখিআ প্রভু ভগবান
ভয়া[3] করিল ধ্যান।
জানিঞা অন্তরে শৈলসুতা দেখি
আসি হরি বিদ্যমান ॥
কহিতে[4] লাগল প্রভু ভগবান
"বসুদেব মোর পিতা।
নন্দঘোষ-ঘরে আমারে রাখিতে
লইঞা জাবেন ওথা ॥
জমুনা-তরঙ্গ দেখি বসুদেব
আমারে লইঞা কোলে।
জাইতে না পারে রহি এই ধারে"
দিন চণ্ডিদাসে বলে ॥

পুথির পাঠ :—

[1] ঋষিকেষ [2] দুইবার আছে
[3] অভয়া ? [4] কহি

টীকা

জিসে :—সং—যাদৃশ—যাদিস-যাইস-যিস-জিস। অর্থ—যে প্রকারে, ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত যাইস হইতে যৈস—জৈছ হয়, তাহার সহিত স্বার্থে ন যোগ করিয়া জৈছন হইয়াছে (চা, ৪৭৪, ৮৫৩-৪ পৃঃ)। এইরূপে তাদৃশ হইতে তৈছে, তৈছন, এতাদৃশ হইতে ঐছন ইত্যাদি। (১৪শ পদের টীকায় "ঐছন" দ্রষ্টব্য)।

পং ৭-৮। যে পর্য্যন্ত আমি গোকুলে যাইয়া উপস্থিত হইতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার এই পলায়ন যাহাতে ব্যক্ত না হয়, তাহাই কর।

খেমা :—সং—ক্ষমা হইতে উৎপন্ন; নিরস্ত হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন কথিত ভাষায় "খেমা দেও" অর্থে নিরস্ত হও বুঝায়। বেকত খেমা দেও=ব্যক্ত হওয়া প্রতিরোধ কর।

৯-১০। নিদানে :—মূল কারণকে। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান, সেই ভগবানকে।

রাশে :—সং—রশ্মি-রশ্‌শি-রাশ; অশ্ববল্গা (চা, ৫৪৮ পৃঃ)। রাশ-ভারী লোক, অর্থে ভারী, দৃঢ় বল্গাবদ্ধ লোক, অর্থাৎ সংযমী, ধীর (শব্দকোষ)। অতএব "রাশে" অর্থ—চিন্তাকুলচিত্তে, গাম্ভীর্য্যের সহিত।

১১। ইশ্বর=ঈশ্বরকে; বিভক্তির চিহ্ন-বর্জ্জিত কর্ম্ম-কারক।

১৫। জমুনা-তরঙ্গ :—তু° "ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা, গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মিফেণিলা" (ভা, ১০।৩।৫০); "নানা-বর্ত্তসমাকুলাম্" (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।১৮)।

১৬। হেলে :—সং-হিল্লোল, দোলন হইতে হিল, হেলা, (শব্দকোষ)। কাঁপিয়া উঠিল।

২০। অভিপ্রায়=উদ্দেশ্য, উপায় অর্থে। ভবিষ্যপুরাণে আছে—

> "কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ।
> কথমদ্য গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরং ॥"
> (জন্মাষ্টমীব্রত-কথা)।

২৬। ভয়া :—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মোহিত করেন, বিষ্ণুমায়া-রূপিণী সেই দেবী। অভয়া অর্থে।

২৭। শৈলসুতা :—কারণ এই দেবীই শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া ভূতলে দুর্গা, অম্বিকা প্রভৃতি নামে পরিচিতা হইয়াছেন (বিষ্ণুপু, ৫।১।৮০-৮৫; তু°—ভা, ১০।২।৭-৮ ইত্যাদি)।

৩৫। রহি :—সং—অস্ ধাতুর সমার্থক প্রাঃ—রহ ধাতুর মূল অনিশ্চিত। সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে রঘ্, রহ্, লঘ্ ধাতু ছিল, তাহা হইতে বাঙ্গালায় রহ হইয়াছে (চা, ১০৪০-৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অথবা—সং—অর্হ—অরহ—রহ।

[২১]

শ্রীরাগ

তুমি শিবারূপ হঞা।
আগে জাহ পার হঞা॥
তবে সে জানিব কাজ।
জাইব বসুদেব রাজ॥
শুনিঞা ঈশ্বর-বাণী।
শিবারূপ হইল পুনি॥
চলিল জবুনা বাইআ।
বসুদেব দেখে চাআ॥
ঘুচিল মনের ধান্দে।
নাচিব লঞা যদু কান্দে॥
ধীরে ধীরে চলি জায়।
কোলে লঞা জদু রায়॥
মাঝ জমুনাতে গিঞা।
দাণ্ডাই চকিত হঞা॥
চণ্ডিদাস কহে তায়।
শুনহ বসুদেব[১] রায়॥

পুথির পাঠ :—

১ বসুদে

টীকা

পং ১। একটি শৃগাল বসুদেবের পুরোভাগে যমুনা পার হইয়া গিয়াছিল, এইরূপ বিবৃতি হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠ-দিলীপ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতকথায় ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে।"

৬। পুনি :—সং—পুনঃ+(অপি জাত) ই=পুনই—পুনি ; ও°—পুণি, হি°—পনি (শব্দকোষ)। পুনরায়।

৭। বিষ্ণুপুরাণাদিতে শৃগালের কথা নাই বটে, কিন্তু বসুদেব যে জানুপরিমিত জলে যমুনা পার হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।১৮ ; পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬০।৫০ ; ভাগবত, ১০।৩।৪০, "মার্গং দদৌ," অর্থাৎ যমুনা পথ প্রদান করিলেন)।

বাইআ :—বাহিয়া। সং-বাহ্ ধাতু যত্নে (শব্দকোষ)। বাহিত=যত্নপূর্ব্বক চালিত। সং-বাহয়তি হইতে বাহে (চা, ৮৭৭ পৃঃ)। সং—বাহয়িত্বা হইতে বাহিআ। চর্য্যাপদের ১৩শ পদে "বাহঅ" শব্দ টীকাকার "বাধাং কুরু" রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দাঁড় দ্বারা জলে বাধা প্রদান করিয়া নৌকা বাহিত হয়, এজন্য সং—বাধ্ হইতেও বাহ শব্দের উৎপত্তি ধরা যাইতে পারে।

---

[২২]

শ্রীগান্ধার

সূর্জের নন্দিনী ধনী করপুটে কহে বাণী
"শুন, প্রভু জগত-ঈশ্বর।
মুই হয় কন ছার কিবা জানি সুবেভার
জাহ তুমি গোকুল-নগর॥
হাম সত্য[১] ভাগ্যবতী সংসারে নাহিক কতি,
জার পদ ধিআনে না পায়ে।
সে জন আমার মাঝে গোকুল-নগরে সাজে
মোরে কৃপা করিতে জুয়ায়ে[২]॥
তুমি দীনবন্ধু নাম অশেষ সুখের ধাম
পতিতপাবন নাম ধর।
মোরো নীরে করি স্নান, জদি কর সুপয়ান
তিলেক আমার ভাগ্য কর॥"
জমুনার স্তব শুনি হরস হইআ পুনি
জলেতে পড়িলা জদুরায়।
"কি হ'ল[৩] কি হ'ল"-বলি চারুদিকে সুনিহালি—
"কোথা গেলা কি করি উপাঅ॥

নিমিখ দেখিতে মাত্রে গেলা শিশু কোন্ ভিতে
দেখিতে দেখিতে গেলা কতি।
ভাল মন্দ না জানিল বড়ই বেদনা দিল”—
কান্দে [৪] বসুদেব হঞা নতি ॥
“দেখা দিআ রাখ প্রাণ হিআ করে আনছান
বুক চাহে মেলিতে বিষয়ে।
কি কাজ করিলে তুমি কেমতে জাইব আমি,”—
চণ্ডিদাস কহে কিছু আরে ॥

পুথির পাঠ :—

[১] সর্ত্ত [২] জুয়াএ [৩] হল্য
[৪] কান্তে

টীকা

পং ১। সূর্য্যের নন্দিনী :—ভাগবতেও যমুনা নদীকে “যমানুজা” বলা হইয়াছে (ভা, ১০।৩।৪০)। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের মনু ও যম নামে দুই পুত্র, এবং যমুনা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। যমুনা-সম্বন্ধীয় অনেক আখ্যায়িকা বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে বিরজা নাম্নী গোপীর সহিত বিহার করিতেছিলেন। রাধা এই সংবাদ অবগত হইয়া রোষভরে বিরজার আবাসে উপস্থিত হন। বিরজা ভয়ে দ্রবীভূত হইয়া নদীরূপে প্রবাহিতা হন (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪৯তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবগণ এই বিরজাকেই যমুনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বৃন্দাবনকে বিরজার তীরে অবস্থিত বলা হইয়াছে, এবং পঞ্চম অঙ্কে “মিত্রপুত্রী” বা সূর্য্যের কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আগমগ্রন্থে আছে—“বিরজা দ্রবিত্ত যেই যমুনা আখ্যান।”

৫। হাম :—বৈদিক—অস্মে (=সং—বয়ম্)—অম্হে হইতে হাম; তু°—হিঃ—হম্ (বহুবঃ)। ইহা মূলে বহুবচন-বোধক পদ, কিন্তু একবচনে ‘আমি’ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। (চা, ৮০৯-১৩ পৃঃ)।

৮। জুয়ায় :—যোগ্য হয় (শব্দকোষ)। তু°—“এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়” (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে):

১১। সুপয়ান :—সং—প্রয়াণ হইতে প্রস্থান অর্থে পয়ান (শব্দকোষ)। সু (শুভ)+পয়ান=সুপয়ান। তু°—“বিজয়া দশমী দিনে করিল পয়ান” (চৈঃ চঃ, মধ্যের ষোড়শে)।

১৩-১৪। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যমুনাজলে পতনের ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে আছে—“মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেঽপতৎ” (ঐ কৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতকথা দ্রষ্টব্য)।

১৫। সুনিহালি :—সং—নি—ভাল্ ধাতু (দেখা অর্থে) -জাত, নিভালয়িত্বা হইতে নিহারিআ—নিহারি—নিহালি (চা, ৫৪০, ৫৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুন্দররূপে নিরীক্ষণ করিয়া।

চারুদিকে :—সং—চত্বারঃ—পা°—চত্তারো-চারু। সং—চত্বারি—জাত চারি, চার প্রভৃতি পদই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে (চা, ৭৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৭। নিমিখ :—সং—নিমিষ হইতে। চক্ষুর পলক।

ভিতে :—সং—ভিত্তি হইতে, এখানে পার্শ্বে, দিকে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তু°—“দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে” (ভারতচন্দ্র)। (শব্দকোষ; চা, ৭৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২০। ভবিষ্যপুরাণে আছে—“তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে চ ব্যহনৎ করম্।”

নতি—অবনত।

২৩। কেমতে :—সং—কিম্-জাত বাঙ্গালার কে-মূল সহ (সংস্কৃত—বন্ত—মন্ত হইতে উৎপন্ন) মত যোগে কেমত (চা, ৮৫১-২ পৃঃ)।

তু°—“কেমতেঁ তাহাত হইবেঁ পার” (কৃঃ কীঃ, ৩৪৮ পৃঃ)।

[২৩]

বেহাগড়া

"হাতে হইতে পিছলিআ কুথারে পড়িল গিআ
কোন খানে দেখিতে না পাই।"
আকুল হইআ চিত্তে— "গেলা শিশু কোন ভিতে
মাঝ পথে তুমারে হারাই॥"
কান্দে উচ্চ স্বরএ— "পরাণ বের্য়াতে চাএ
শিশু হয়া[১] এমত বঞ্চনা।
মোথুরা জাইতে সাধ[২] দিলে এত বিসম্বাদ
মাঝ দরিআতে দিলে হানা॥
কি বলিব ঘরে গিআ হেন পুত্র হারাইআ
দৈবকীরে কি বোল বলিব।
মাঝ-পথ জমুনাতে শিশু এড়ি আই তাথে
শুনি হিআ কেমনে পত্যাব॥
ভাল ছিল কংস-পতি জাইথ করিথ গতি
আমি সে করিল কোন কাজ।
আকাশ ভাসিল মুণ্ডে পড়ি জেন এক দণ্ডে
আচানচউক পড়ে বাজ॥
পুন নৌকা আনি জলে ডুবাইল অবহেলে
কি লইআ জাব নিজ-ঘর।
হিআ হইতে নীলমণি কাড়িআ লইল জানি
পাঞ্জরে বিন্ধিআ লাখ শর॥"
কান্দয়ে[৩] করুণা স্বরে হিআ বিদরিআ মরে
তিল মাত্র সোয়াস্ত[৪] না পায়।
চৌউদিকে খুঁজিআ বুলে না পাইআ সে ছাআলে
বসুদেব কান্দে উভরায়॥
বাপের করুণা শুনি দআ উপজিল পুনি
দআর দরিআ জতুরায়।
পুন হাতাড়িআ দেখি আসিআ করেতে ঠেকি
শিশু পায়্যা আনন্দ হিআঅ॥
"ঘুচিল অশেষ তাপ কুথারে গেছিলে বাপ
অভাগারে বধিয়া পরাণে।"
চণ্ডিদাস কহে তায়— "শুন বসুদেব রায়
ঝাট লঞা করহ গমনে॥"

পুথির পাঠ :—

১ হয়্যা ২ সাদ ৩ কান্তয়ে ৪ সুআস্ত

টীকা

পং ১। হাতে হইতে :—সং—অস্ ধাতু হইতে বাঙ্গালায় হ বা অহ ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে; হ+অন্ত-জাত-ইত=হইত; তাহার সপ্তমীর রূপ 'হইতে' (চা, ৭৭৫ পৃঃ)। মতান্তরে সং—ভূ ধাতু হইতে হো হইয়া বাঙ্গালায় হ ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে (শব্দকোষ)। বস্তুতঃ সং—অস্ ও ভূ ধাতুদ্বয় পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালায় একই অর্থে মিশিয়া গিয়াছে (চা, ৭৭৬ পৃঃ)। ইহার প্রাচীনরূপ হন্তে, হতেঁ, হনে ইত্যাদি। অপাদান কারকের বিভক্তিরূপে ইহা বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণতঃ ইহা মূল শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়, কখনও মূল শব্দের সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত ব্যবহৃত হয়, যেমন—মোত হন্তে। তু°— "এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ত্ত হএ" (কৃঃ কীঃ, ৩ পৃঃ)। এখানেও "হাতে হইতে" প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

পিছলিআ :—সং—পিচ্ছিল হইতে। ক্লেদ হেতু মসৃণতা (শব্দকোষ)।

৫। স্বরএ :—সংস্কৃতের তৃতীয়ার—এন হইতে বাঙ্গালায় তৃতীয়ার-এ আসিয়াছে। স্বর+এ=স্বরএ=সং—স্বরেণ। (চা, ৭৪৪ পৃঃ)।

৮। দরিয়াতে :—ফার্সি—দর্য্যা হইতে দরিয়া (চা, ৬০২ পৃঃ)। হানা :—সং—হান্ ধাতু-জাত হন্তি হইতে হানা। বিশেষ্যরূপে ইহা প্রতিরোধ, অবরোধ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় (শব্দকোষ)। এখানে বিপদ্ ঘটাইলে, এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

১০। বোল :—সং—বদ্ ধাতু হইতে প্রাকৃতে বোল্ল, বাঙ্গালায় বোল, বল। বিশেষ্য বোল=কথা।

১৬। **আচানচউক :—অকস্মাৎ অর্থে হিন্দীতে আচানক, আচানচক শব্দ ব্যবহৃত হয়** (শব্দকোষ)। আচানচক হইতে আচানচউক হইয়াছে কি? তু°—সং-অসম্ভাবিত হইতে আচম্বিত; সং—চমৎকার হইতে আচমকা (জ্ঞানেন্দ্র)।

২২। **সোয়াস্ত :—সং—স্বস্তি হইতে** (শব্দকোষ, চা, ৪২৭ পৃঃ)। তু°—"চিত থির নহে, সোয়াস্থ্য না রহে" (তরু, ৩২শ পদ)।

২৪। **উভরায় :—সং—উর্ধ্বরাবে হইতে**; উচ্চশব্দে (শব্দকোষ)।

২৫। বাপ :—সং—বপ্র—বপ্তা—হইতে বাপ (শব্দকোষ, চা, ৫১০ পৃঃ)।

২৭-২৮। ভবিষ্যপুরাণে আছে—"জনকং ক্রন্দিতুং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়ান্বিতঃ। জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুরঙ্কেঽবসৎ পুনঃ॥"

৩২। ঝাট :—সং—ঝটিতি হইতে (শব্দকোষ)। শীঘ্র।

---

[২৪]

(* *)

শিশু কোলে করি বসুদেব রায়
গোকুলে প্রবেশে গিয়া।
নন্দের মহলে অতি কুতুহলে
গেলা সে আ [* *] হয়া॥
পুত্র কোলে করি 'নন্দ, নন্দ' বলে
শুনিঞা বাহির হয়্যা।
দেখি বসুদেবে নন্দ কহে তবে
হ [* * * *] [১] ॥
"সপ্তম গর্ভেতে [২] পুত্র উপজিল
সকলি বধিল কংসে।
অষ্টম গর্ভে এই পুত্র হল্য
ই[হাকে করিবে] ধংসে॥
এই পুত্র আমি তোমা সমর্পিল
তুমি সে পরম বন্ধু।
এই নিবেদন করিল তোমারে
এই সে [ ] কের* সিন্ধু॥
বহু তপ-ফলে এ ধন পাঞাছি
বহুত কামনা করি।
দেবতা দিয়াছে এ ধন-সম্পদ
[* *] ঈশ্বর হরি॥
হরি দেব সাধি দিয়াছেন বিধি
এই সে বালক মোর।
ভয় মহাভয় পায়্যা [* *] ম
আইলুঁ তোমার ওর॥"
নন্দ বলে—"আজি এই নিশা জোগে
হয়্যাছে রূপসী কন্যা।
সংসারে [* * * *]
[ ]মণি সুন্দরী ধন্যা॥"
"ভাল ভাল"—বলি কহে বসুদেব
"চলহ দেখিব তারে।"
মনের আনন্দে [* * *]
প্রবেশে সূতিকা-ঘরে॥
দেখিল সে কন্যা পরম রূপসী
রূপের তুলনা নাঞি।
বসুদেব বলে— "[* *] লেহ
দিলাঙ তোমার ঠাঞি॥
লালন পালন করিবে ছাআলে
এই সে তোমার পুত্র।
মনের আনন্দে [* *] দিলাঙ
কহিল ইহার সুত্র॥"
এ বোল শুনিঞা আনন্দে জসদা
বালক লইঞা কোলে।
লক্ষ লক্ষ চু[ম্ব দিল] সে বদনে
চণ্ডিদাস সুখী ভালে॥

পুথির পাঠ :—

[১] এই পত্রের এক দিক ছিন্ন বলিয়া এই পদের অনেক স্থানে পাঠ উদ্ধৃত করা গেল না।

[২] গর্ব্ভেতে, পরেও।

[৩] পুথিতে ইহার পরে একটি ব আছে।

টীকা

পং ৯। সপ্তম গর্ভেতে :—প্রথম হইতে সপ্তম, এই সাত গর্ভ অর্থে। ১৩শ পদের ৯ম পঙ্ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। বিষ্ণুপুরাণে (৫।৩।২০-২২), ভাগবতে (১০।৩।৪১), হরিবংশে (২।৪।২৫-২৬) বর্ণিত হইয়াছে যে বসুদেব নন্দগৃহে প্রবেশ করিয়া যশোদার অজ্ঞাতসারে সন্তান পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যশোদা বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।২০; ভাগবত, ১০।৩।৪৩), এমন কি গোপগণও ইহা জানিতে পারেন নাই (ভা, ১০।৩।৪১)। বিষ্ণুপুরাণে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে বসুদেব যখন পুত্রকে লইয়া যমুনা পার হইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনাতীরে সমাগত হইয়াছেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।১৯), কিন্তু তাঁহারা যোগ-নিদ্রা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন (ঐ, ৫।৩।২০)। অতএব বসুদেব ও নন্দের কথোপকথন কবির নূতন সৃষ্টি।

---

[২৫]

নটনারায়ণ

পুত্র কোলে করি জসদা সুন্দরী
* * লোলে ভাসে।
প্রসব-বেদনা সব পাসরিঞা
মনের সহিত হাসে ॥—
"পরম ইশ্বর দেব হৃষীকেশ [১]
র [* *] আলরি।
তারা তুষ্ট হঞা অনুকুল পাঞা
মোরে পুত্র দিল হরি ॥
এমত ছাআল হউক বলিআ
[*] নে ছিল সাদ।
বিধাতা সাপক্ষ হই তার পক্ষ
ঘুচিল মনের বাদ ॥"
পুত্র-মুখ হেরি জসদা সুন্দরী
[আন]ন্দে নাহিক থেহা।
সুখের আবেশে নিরন্তর ভাসে
ধরণ না জাএ দেহা ॥
"শিব আরাধিআ গো[বিন্দ সে]বিআ
পাইল অমূল্য ধন।
এত দিনে মোর দুঃখ দূরে গেল
সুস্থির হইল মন ॥
ঐছন পুত্রের আ[ছিল বা]সনা
বিহি আনি দিল কোলে।"
হরস বদনে শ্রীমুখ-চুম্বনে
করেন আনন্দ হেলে ॥
"শুন, ও[হে ন]ন্দ, কি আজু আনন্দ
শুভ দিন হৈল মোর।
ধন্য করি মানি আপনার প্রাণী
এ ধন পাইল [কোর] ॥"
এ নন্দ জসদা সুখে ভাসে সদা
রাত্রি অবশেষ কালে [২]।
গাভীর দোহন করল তখন
আনি জোগাইল ভালে ॥
কোটরী পুরিত দুগ্ধ নিজোজিত
পিআই বালক মুখে।
চণ্ডিদাস বলে দেখি ভেল সুখী
ঘুচিল সকলি দুঃখে ॥

পুথির পাঠ :—

[১] রিসিকেস [২] কৌলে

দ্রষ্টব্য :—বন্ধনি-মধ্যে যথাসম্ভব কল্পিত পাঠ বিন্যস্ত হইল।

টীকা

পং ১। নন্দ-যশোদা:—বসুপ্রধান দ্রোণ স্বীয় ভার্য্যা ধারার সহিত ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুতে যেন তাঁহাদের পরমা ভক্তি হয়। তদনুযায়ী ব্রহ্মার বরে দ্রোণ নন্দরূপে, এবং ধারা যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন (ভা, ১০।৮।৩৮-৩৯)।

১২। বাদ :—সং—বাধ হইতে; বাধা, প্রতিবন্ধক অর্থে।

১৪। থেহা:—সং—স্থিত হইতে থেহ- -থেহা (তরু, শব্দসূচী)। মতান্তরে—সং—স্থল হইতে থই—থৈ; তল অর্থে (শব্দকোষ)। মতান্তরে—সং—স্থৈর্য্য হইতে (জ্ঞানেন্দ্র)। তল নির্দ্দেশে এখনও প্রাদেশিকতায় থৈ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন—অ—থৈ (অতল) জল। তু°—"দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী" (চর্য্যা, ৫ম)। এখানে অসীম আনন্দ বুঝাইতেছে।

২৪। হেলে :—সং—হেলা; অবলীলা। প্রঃ—হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া (ভারতচন্দ্র)।

২৭। প্রাণী :—প্রাণ অর্থে। প্রঃ—কেমন করিছে প্রাণী—চণ্ডীদাস।

৩২। ভালে :—সং—ভাল, কপাল, ললাট। মস্তকের সম্মুখভাগ অর্থে, এখানে সম্মুখে।

৩৩। কোটরী:—সং—কট্ ধাতু আবরণে (অমরকোষ, টীকা), যাহা হইতে কৌটা, কটুয়া ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে। তু°—সং—কোট্টরী, ক্ষুদ্র কক্ষ।

---

[২৬]

রাগ কামোদ

বসুদেব কঅ করিআ বিনঅ—
"এই নিবেদন মোর।
সদা সাবধানে থাকিহ জতনে
কংসচর জত চোর॥
করিব সন্ধান অন্যের বন্ধান
চরে আরপিব দেশে।
জেমত বেকত না হএ সতত
সদাই থাকিবে কাছে॥
এই বোলো ঠার[১] হইল সকল,"—
কহে বসুদেব রায়।
"আমারে রহিতে না হএ উচিতে
মোর মনে হেন ভায়॥
পুরুবে দেবের আছএ বচন
কহিল কংসের পাশে।
দৈবকী-ঔদরে অষ্টম গর্ভেতে
সে তোমা করিব নাশে॥
এই পুত্র হৈল অষ্টম গর্ভেতে
দেব-বাক্য নহে আন।
এ সব ফলিব দেব-সুবচন
বিপাক পড়িব জান॥
আর দেব-বাক্য সেই হব সাক্ষ্য
পুরুব কাহিনী আছে।
নন্দ-সুতা আনি কংসেরে[২] ভাণ্ডিব
সেই সে হইল কাছে॥
এই সুতা[৩] দেহ না কর সন্দেহ
তুরিতে মথুরা জাই।
বিলম্ব না সহে তিলেক বিআজে
কহিলাম তোমার ঠাই॥"
সেই কন্যা দিল বসুদেব-কোলে
তুরিতে লইঞা জাএ।
প্রবেশ করিল আপন মন্দিরে
দিন চণ্ডিদাসে গায়ে॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] বোলোচার (?) [২] কংসের [৩] সুত

টীকা

পং ৫। বন্ধান:—সং—বন্ধ হইতে; বন্ধন, বিঘ্ন অর্থে।

১২। সং—ভাতি হইতে ভায়, অর্থ—(বোধ) হয়। তু°—"মোর মনে আন নাহি ভায়" (তরু, ১২৪ পদ)।

১৩-১৬। তুলনীয় ভা, ১০।১।২৩; বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৬৩-৬৪; ইত্যাদি।

১৮। আন:—সং—অন্য—প্রা—অন্ন হইতে; অন্যথা, মিথ্যা অর্থে। তু°—"তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন" (কৃঃ কীঃ, ১১ পৃঃ)।

---

[২৭]

ধানসি

আপন মন্দিরে প্রবেসিবামাত্রে
ডুআরে তসলা লাগে।
পুন বসুদেবে লাগিল শিকল
প্রহরী উঠিআ জাগে॥
সেই নন্দসুতা দৈবকীরে দিল
ভূতলে রাখিলে ফেলি।
কান্দিতে লাগিল— 'উ-মা-উ-মা—উ-মা'
এই সে শবদ বলি॥
রোদনের ধ্বনি শুনিঞা প্রহরী
জাগিআ উঠিআ বসি।
দৈবকি-ওদরে পুত্র প্রসবিল [১]
হেন মনএ [২] আসি॥
প্রহরী জাইঞা সূতিকা-মন্দিরে
দেখল একটি কন্যা।
কাড়িয়া লইল পরম রূপসী
এ মহীমণ্ডলে ধন্যা॥
সেই কন্যা লঞা প্রহরী ধাইঞা
চলিলা রাজার দ্বারে।
দ্বারি আদেসিআ [৩] কহিতে লাগিলা
প্রহরী যুড়িআ করে॥
ফুকুরি [৪] ডুআরী কহে বেরি বেরি—
'শুন কংস নরপতি।
অষ্টম গর্ব্ভেতে দৈবকী-ওদরে
কন্যা হৈল একপাতি॥'
এ কথা জখন শুনিল শ্রবণে
চমকিত হৈল কংস।
অষ্টম গর্ব্ভেতে কখন জন্মিল
আসিয়া কৌন [৫] বংশ॥
বাহির হইল কংস দূত মুখে শুনি—
"কহ, কন জন্ম হৈল।
কহ কৌন বাণী তুআ মুখে শুনি
অধিক হরস ভেল॥"
কর জোড়ে বলে ডুআরি প্রহরী—
"শুনহ নৃপতি রাঅ।
অষ্টম গর্ব্ভেতে কন্যা প্রসবিল"—
দিন চণ্ডিদাসে গাঅ॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] প্রবেসিল, বিপু, এবং পরে [২] মনে লএ, দীপু
[৩] দ্বারিঞাদেসিআ, বিপু [৪] সুন্দরি, বিপু
[৫] কোন, দীপু

টীকা

পং ১-১২। ভাগবতেও আছে—"বসুদেব গৃহে উপস্থিত হইয়া......স্বীয় চরণে পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া রহিলেন, এবং এদিকে যখন বহির্দ্দেশস্থ এবং অন্তঃপুরস্থ দ্বার সকল পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ হইল, তখন গৃহপালগণ ক্রমশঃ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া জাতমাত্র বালকের স্বভাবতঃ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিল।"

(ভা, ১০।৩।৪২, ১০।৪।১ ; তু°—বিষ্ণু পুঃ, ৫।৩।২৩-২৪ ; ইত্যাদি)।

প্রবেশিবামাত্র :— প্রবেশিব ইব—যুক্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য; তৎসহ 'মাত্র' যোগে প্রবেশিবামাত্র ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (চা, ১০১৭ পৃঃ)।

১১। গর্ভ হইতে প্রসবিল, এই অর্থে এখানে অপাদানে সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, তু°—'আহ্মাতে চাহসি বাঁশী' (কৃঃ কীঃ, ৩২৬ পৃঃ) ; চলিত ভাষায়—"তিলে তৈল হয়," এবং এই পদের ২৩-২৪শ পঙ্ক্তিতে—"দৈবকী-ঔদরে কন্যা হৈল এক পাতি"।

২১। ফুকুরি :—সং—ফুৎকার হইতে (চা, ৪৩৮ পৃঃ, এবং শব্দকোষ)। তু°—হিন্দী—পুকার। অর্থ—উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করি। তু°—"চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাঁদিতে নারে" (চণ্ডী, ১৫৩ পৃঃ), এবং—"ফুৎ-কারহি ধনি তেজব দেহ" (তরু, ১৭২১ সং পদ)।

বেরি বেরি :—বার বার, পুনঃপুনঃ। তু°—"নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি" (তরু, ৬২ পৃঃ)।

২৮। কৌন :—সং—কঃ পুনঃ হইতে কবণ হইয়া কৌন (হি°—কৌন, পা°—কোণ, ইত্যাদি)। (বিম্‌স, ২।৩২৩ ; চা, ৮৫৫ পৃঃ)। তু°—"আহ্মেত করিব তথাঁ কৌণ পরকার" (কৃঃ কীঃ, ১২৩ পৃঃ)।

৩১। তুআ :—সং—তব হইতে তুব হইয়া তুঅ—তুআ—তুয়া (চা, ৮১৯ পৃঃ)। তু°—"অহর্নিশি তুয়া লাগি রোয়" (তরু, ২৯ পৃঃ)। তোমার।

---

[২৮]

সুই

এ কথা শুনিঞা বলে কংস রাঅ—
"দেবতার কথা মিথ্যা।
কহিলা[১] অষ্টম[১] গর্ভে পুত্র হব,
প্রসব হইল সুতা ॥
দেব-বাক্য আন নহিল পুরিত
কি জানি এই সে সুতা।—
অষ্টম গর্ভের এই পুত্র রিপু
ইহারে বধহ তথা[২] ॥"
রাজ-আজ্ঞা পাঞা প্রহরী যতেক
চলিলা সে কন্যা লঞা।
শিলায়ে মারিতে গেলা সে তুরিতে
অতি হরসিত হঞা ॥
ধরি দূত পায়ে উঠাইঞা ঠাএ
শিলাতে আছারে জবে[৩]।
পিছলিআ হাথ আকাশে চলিল
কহিতে লাগিল তবে ॥—
"মোরে কি ধরিবে আরে দুষ্ট কংস,
তোমারে বধিব জে।
তোমারে বধিব সেই সে পুরুষ
গোকুলে জন্মিল সে ॥"
এ কথা কহিঞা চলিল ভবানী
আকাশ-মণ্ডল দিআ।
শুনি কংসাসুর তটস্থ[৪] হইল
কাষ্ঠের পুতলি কাআ ॥
দেব-কথা কভু নাহি হয়ে আন
কহিআ চলিল সেই।
ভয়ে মহাভয় পাঞা কংস রায়
ভাবিতে লাগিলা তাই ॥
ধরিল ধরণী এই বাক্য শুনি
তেজিল আহার পানি।
আনি দূতগণে সভারে চাপিল
চণ্ডিদাসে কহুঁ পুনি ॥

পুঁথির পাঠ :—
[১-১] কহিলাম অষ্টট [২] তুথা [৩] জাবে [৪] তটস্ত

টীকা

পং ৫-৮। অর্থ:—দেববাক্যের অন্য অংশ (অষ্টম গর্ভে পুত্র জন্মিবে) পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই অংশ (অষ্টম গর্ভের সন্তান আমাকে বধ করিবে) যদি পূর্ণ হয়, এই জন্য এই কন্যাকেই বধ কর। এখানে সন্তান অর্থে—"পুত্র" ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা—দেববাক্য অন্যথা হইয়াছে, পূর্ণ হয় নাই; তথাপি অষ্টম গর্ভের এই সন্তানই আমার শত্রু, অতএব ইহাকে সেই পাথরের উপরে বধ কর।

১১। তুরিতে:—সং ত্বরৎ—তুরন্ত হইতে, অর্থ—শীঘ্র।

১৩-১৪। ভাগবত, হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে কংস নিজে এই কন্যাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৪।৬, ইত্যাদি)। চণ্ডীদাসের এই পরিকল্পনায় কংসকে সেই দোষ হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।

১৭-২০। তু°—ভাগবত, ১০।৪।৮; বিষ্ণু পুঃ, ৫।৩।২৭-২৮, ইত্যাদি।

২৩। তটস্থ:—তটেস্থিত, ইহা হইতে ভয়কাতর (শব্দকোষ)। তু°—"উদ্বিগ্নমনাঃ" (বিষ্ণু পুঃ, ৫।৪।১)।

২৯। ধরণী ধরিল:—ভূতলে বসিয়া পড়িল, অত্যন্ত ভীত হইল।

৩১। চাপিল:—চপ্ + ঘঞ্ — চাপ, ভার অর্থে। পীড়ন করিল, বা আদেশ করিল।

---

[২৯]

কানড়া

"কালি জে জন্মিল গোকুল-নগরে
তাহারে আনিবে হেথা।
অই অন্বেষণ[১] কর দূতগণ
বিসম হইল কথা॥"

চর আদেশিআ ভেজিল গোকুলে
দূত করে অন্বেষণ।
চারিদিকে[২] খুজে গিঞা ঘরে ঘরে
রাজদূত চরগণ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গোপের নগরে[৩]
ফিরি সে কংস-জনে।
না পাইঞা তত্ত চলিলা তুরিত
কহিতে কংসের স্থানে॥
গোচর করিছে প্রহরী সকল
কহিছে রাজার কাছে।—
"প্রতি ঘরে ঘরে খুজিআ বিকল
সভার নাছেতে নাছে॥
একটি সন্ধান পাইল রাজন
শুনিল লোকের মুখে।
কালি নিশাকালে একটি ছাআল
জসদা প্রসবে সুখে॥
ঘানাঘোনা শুনি না দেখি নআনে
গোচর করিলাম তোএ।"
এই নিবেদন করিল সদন
নন্দের ঘরেতে হএ।
শুনি কংস তবে চর আদেশিল—
"গোপনে জাইবে ত্বরা।
আনিবে ছাআলে নিবিড়ে কাড়িআ,
নাহিক জানএ কারা॥"
গেলা দূতগণ করে অন্বেষণ
গোকুল নগর-মাঝে।
প্রতি ঘরে ঘরে নগর-চাতরে
ফিরই আপন কাজে॥
চণ্ডিদাস কহে— "আরে, কংসচর,
অবোধ দেখিএ বড়।
নন্দসুত প্রতি কাহার শকতি!
এ কথা বিষম বড়॥"

পুঁথির পাঠ: —

১ অন্যাসন ২ চারুদিগে ৩ নগেরে, এবং পরে

টীকা

পং ৫। ভেজিল:—সং—ভিদ্‌ধাতু জাত ভেদয়তি, বা ভেত্ততে হইতে ভেজ, প্রেরণ করা অর্থে (বীম্‌স, ৩।৬৫-৬)। তু°—"তোহারি নিয়ড়ে মনে ভেজল কান" (তরু, ৬৬ পৃঃ)।

১৬। নাছেতে নাছে:—বাড়ীর পশ্চাৎদ্বার, এবং প্রবেশদ্বার এই উভয় অর্থেই নাছ শব্দ ব্যবহৃত হয়। সং—রথ্যা (পথ) হইতে, অথবা সং—নৃত্য হইতে নাছ. যেমন—নাছঘর, সাধারণতঃ বাড়ীর সম্মুখভাগে পথের পার্শ্বে থাকে বলিয়া "নাছ" শব্দে সম্মুখভাগ বুঝাইয়া থাকে, যথা—"পেয়াদা সভার নাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা" (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী)। অথবা সং—পশ্চাৎ জাত পাছ হইতে ভ্রমে নাছ, পশ্চাদ্‌ভাগ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন,—"নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে" (পশ্চাৎদ্বারে) (তরু, ৬৩৮ সং পদ)। এখানে, সকলের বাড়ীর সম্মুখে এবং পশ্চাতে সর্ব্বত্রই খুঁজিয়াছি, এই অর্থই ব্যক্ত করিতেছে।

২১। ঘনাঘোনা:—কানাঘোষা, কানে কানে ঘোষণা, এই অর্থে।

২২। তোএ:—সং—তব হইতে তো—মূলের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে কর্ম্মকারকে তোএ (চা, ৮১৭-৮ পৃঃ)।

---

[৩০]

কামদ

দেখিল নঅনে এই সত্য বটে
জসদা প্রসবে পুত্র।
ফিরই সকল দূত-চরগণ
কহিছে সকল সূত্র॥
প্রহরী সকল কহিতে লাগল
হিতের বচন সারা।—
"শুন গো, জসদা, রিপু কংস ওথা
জানিল সকল ধারা॥
মো সভা ভেজিল এই অন্বেষণ ১
দেখিতে ছাআল তোর।
মূরতি দেখিআ শুন গো, জসদা,
মনেতে হইলুঁ ভোর॥
হিত কহি তোরে এমত ছায়ালে
বাহির না কর কভু।
ছায়ালে ধরিতে মো সভা ভেজিল
কংসরাজ তাহে রিপু॥"
চর-দূতগণ কহিল কারণ
চলি গেলা মধুপুরে।

* * *

গিআ মধুপুরে রাজাএ গোচরে—
"শুন, মহারাজা কংস।
গোকুল-নগরে খুজি ঘরে ঘরে
নন্দের হইল বংশ॥
দেখিল গোচর শুন নৃপবর
রাত্রে সে জন্মিল পুত্র।
নন্দের ঘরের ছায়াল দেখিল
কহিল এ সব সূত্র॥"
এ কথা শুনিআ কংসের পরাণ
উড়িল, চিন্তিত মনে—
"দেবতার বাক্য কভু নহে আন"—
জানিল মরম স্থানে॥
কহে বেরি বেরি— "কহ ফিরি ফিরি
দেখিলে কেমত শিশু।
উগারিআ ২ কহ ভয় না করিহ
কপট না রাখ কিছু॥"

তবে কহে দূত চরআদিগণ
"শুন, নৃপ মহারাজ।
দেখি[লুঁ] মুরতি যেন মিঘ-যুতি
জসদা-মন্দির-মাঝ ॥
আকর্ণ নয়ন কিবা সে বয়ান
অধর জেমত রাতা।
জেন কন আসি দেবতা প্রবেশি
জনম লভিল উথা ॥
কাড়িএ লইতে জবে মনে করি
আচম্বিতে হেদে আখি।
জেন ঘোরতর অন্ধকার সম
দেখিতে নাহিক দেখি ॥
গিয়া নন্দঘরে তাহার [দুয়ারে]
বাহির হইতে নারি।
সেই সে ছায়াল কিবা জানে তন্ত্র" [৩]
চণ্ডিদাস কহে ভালি ॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] অন্‌্যাসন [২] উগ্গারিআ [৩] তন্ত

টীকা

পং ৭। ওথা:- অমুত্র হইতে ওথা—হোথা (চা, ৫৫৬, ৮৫৮ পৃঃ), সেখানে।

৯। মো-সভা:—সং-ষষ্ঠীর মম হইতে বাঙ্গালায় কর্ত্তৃভিন্ন কারকে ব্যবহৃত মো-মূলের উদ্ভব হইয়াছে (বীমস্ ২।৩০২; চা, ৮১১ পৃঃ)। ইহা বিভক্তিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হইত (যেমন, মোকে, মোর, ইত্যাদি)। আবার স্বরূপেও ব্যবহৃত হইত, যেমন—"মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে" (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)। এখানে বহুবচন-বোধক "সভা" শব্দ যোগে, "আমাদিগকে" এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

১২। ভোর:—বিভোর (বিহ্বল) হইতে ভোর, ভোল। তুঃ—"দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর" (তরু, ৩৮ পৃঃ)।

৩৩। উগারিয়া=উগ্গারিআ (পুঁথির পাঠ)। সং—উদ্‌-গৄ হইতে (তুঃ—সং—উৎগীর্ণ) উৎপন্ন হইয়াছে। উগারিয়া অর্থ—উৎগীর্ণ করিয়া, প্রকাশ করিয়া।

৪০। রাতা=রক্তোৎপল।

৪৪। হেদে:—সং—হার্দ—(স্নেহ) হইতে। অথবা, সং—হৃদ্‌বেদনা হইতে হ্যাদান—হেদা। স্নেহে বিহ্বল হওয়ার নাম হেদান।

---

[৩১]

জয়শ্রী

দূত-মুখে শুনি কংস ভয় মানি
চিন্তিত হইল ভারি।
সেই সে অষ্টম গর্ভে জনমিআ
এই সে করিব গাড় ॥
কিসে নষ্ট হএ [১] চিন্তিত উপাএ [১]
ধরণী ধরিআ বসি।
মনে মনে গুণে না দেখে নয়ানে
হেনক মরমে বাসি ॥
পাত্র-মিত্র-গণ আসিয়াছে আন
বসিলা অসুর কংসে।
"সেই রাতি কালে অষ্টম গর্ভেতে
জন্মিল নন্দের বংশে ॥
জন্মিল দৈবকীর ওদর [২] ভিতরে
আমারে ভাণ্ডিল এহ।
মনেতে জানিল কন্যা জে কহিল
ইহার উপায় কহ ॥"
পাত্র-মিত্রগণ কহেন কারণ
"ইহার উপায় আছে।"
কহে পাত্রগণে বিচার করিআ
"কহিব তুমার কাছে ॥

চিন্তা না করিহ শুন মহারাজা,
কাড়িআ আনিব শিশু [৩]
যাতে নষ্ট হএ [৪] চিন্তির উপাএ
বিস্ময় [৫] না ভব কিছু ॥
তুমি মহারাজ কংস ভূপতি
এতেক মহিমা জার।
আমরা থাকিতে কিসের দুর্গতি
কণ্টক রাখিব তার ॥
সুখে [৬] মহারাজা কর সুখ-কেলি
বিলাস বৈভব জত।
আনন্দে ফিরএ জগত মণ্ডলে
চণ্ডিদাস কহে তত ॥"

পুথির পাঠ:—

[১] হত্তে, উপাত্তে [২] ত্তোদর [৩] সিসু
[৪] হত্তে [৫] বিস্বঅ [৬] যুখে

টীকা

পং ৫। চিন্তিত=চিন্তিল (১ম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।
২৩। চিন্তির=চিন্তিল (১ম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

---

[৩২]

এথা নন্দ-ঘরে আনন্দ বাঁধাই
জতেক গোপের পাড়া।
আনন্দ-মগন জত গোপগণ
দিছে জঅ জঅ সাড়া ॥
দুন্দুভি [১] বাজনা কাংস্য করতাল
ভেউর মৃদঙ্গ ডম্ফ।
কাড়া সে দগড়ি ঢাক ঢোল আদি
বাজে আর জগঝম্ফ ॥
ভুরুঙ্গ মহুরী লাখে লক্ষ কত
বাজন শুনিএ সাড়া।
বাছের শবদি [২] কিছুই না শুনি [৩]
শ্রবনে না শুনি বাড়া ॥
গোকুল-নগরে বাছের শবদে
নাচএ [৪] ধরণী ধরা।
কেহো সে আপন আপনা না জানে
সুখেতে হইআ [৫] ভোরা ॥
কোলের বালক কান্দিআ [৬] বিকল
না খাএ [৭] মায়ের স্তন।
পরকান কিছু শুনিতে না পাএ [৮]
একদৃষ্টে [৯] রহে মন ॥
নিদ্রা গেল দূরে বাছের শবদে
গোকুলে জতেক লোক।
আনন্দে মগন জত গোপগণ [১০]
নাহি জানে কিছু শোক ॥
সুখের সায়রে [১১] আহিরিণী জত
নাহি জানে দিবা নিশি।
জেমত ঢালিয়া কেহু সে আনিঞা
দিলেক অমিআ রাশি [১২] ॥
নন্দের মহলে আনন্দ বাধাই
লুটি ভাণ্ডার জত।
বিপ্র [১৩]গণে দেই দুগ্ধবতি গাভি
যুথে যুথে কত শত ॥
কনক রজত বস্ত্র অলঙ্কার
দিছেন বিপ্রেরে [১৪] দান।
জত বিপ্রগণ আশীষ [১৫]-করণ
করেন মঙ্গল গান ॥
মঙ্গল-উঠান [১৬] করেন রসাল
শিরে দিএ দুর্ব্বাধান।
যুগে যুগে জিঅ না হঅ্য মাগু আউনিছ [১৭]
ইহাতে নাহিক আন ॥

নানা উপচার বিবিধ মিষ্টান্ন[১৮]
শাকর মিঠাই আদি।
নানা সে মধুর রম্ভা নারিকল
আনি জগাইল বিধি॥
লাখ লক্ষ কত কোটি শত শত
ধেনু আনি নিজজিআ।

*　　*　　*　　*　　*

গিআ শিবালএ তাহার মন্দিরে
শিরেতে ঢালিছে দুগ্ধ।
পূজক ব্রাহ্মণ- পুত্র জত জন
মহাদেব হয় স্নিগ্ধ॥
নানা দেবা দেবী সভাকারে সেবি
পূজল বিধান-মতে।
চণ্ডিদাস কহে কিবা সে আনন্দ
কি দেখিএ চাতুর্ভিতে॥

পাঠান্তর : –

১	দুন্দুবি	২	দীপু, সবদে, এবং পরে
৩	সুনি, এবং পরে	৪	নাচয়ে, দীপু
৫	হইঞা, দীপু	৬	কান্দিঞা, ঐ
৭	খায়ে, ঐ	৮	পাত্তে, বিপু
৯	দিষ্টে, বিপু	১০	গোপজন, দীপু
১১	সঅরে, বিপু	১২	অমিঞা রাসি, দীপু
১৩	রিপু, দীপু এবং বিপু	১৪	রিপুরে, উভয় পুথি
১৫	আসিস, ঐ, এবং পরে	১৬	উঠার, দীপু
১৭	(?)	১৮	মিষ্টান্ন, উভয় পুঁথি

টীকা

ভাগবতের দশমস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নন্দোৎসবের বর্ণনা আছে।

পং ২। পাড়া:—সং—পাটক হইতে (তু°—পট্ট, পত্তন, পটী ইত্যাদি)। এখানে লক্ষণা অলঙ্কারে প্রতিবেশ-গণকে বুঝাইতেছে।

৪। সাড়া:—সং—স্বর, বা শব্দজ; অস্তিত্ব-জ্ঞাপক শব্দ।

৫-৯। দুন্দুভি:—দুন্দু (এক প্রকার অনুকার শব্দ) —ভা+ডি। বৃহৎ ঢক্কা, নাগরা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। তু°—ভা, ১০।৫।৪।

কাংস বা কাংস্য তাম্ররঙ্গমিশ্রিত এক প্রকার শব্দোৎ-পাদনকারী ধাতু, এবং তন্নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সাধারণতঃ কাঁসী নামে অভিহিত হয়।

করতাল:—কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, দুই খণ্ড দুই হাতে ধরিয়া বাজাইতে হয়। তু°—"কাংস্য করতাল ঘণ্টা ঘোর শব্দ কাসী" (ধর্ম্মমঙ্গল, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ৪১২ পৃঃ)।

ভেউর:—ভেরী হইতে, বৃহৎ বংশীবিশেষ। তু°—"করতাল ভেউড় মুর্দ্দল বাজে ঠাঞি ঠাঞি" (মানিকচাঁদের গান)।

মৃদঙ্গ:—মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার। মাটির খোল-বিশিষ্ট পাখোয়াজ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সাধারণ সংজ্ঞা খোল।

ডম্ফ:—সং—দম্ভ হইতে কি? আনদ্ধ বাদ্য যন্ত্র-বিশেষ।

কাড়া:—সং—কটাহ হইতে কি? মাটির একমুখা আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র, দুই হাতে কাঠী দিয়া বাজাইতে হয়।

দগড়ি:—সং—দ্রগড় হইতে। মাটির ছোট নাগরা-বিশেষ। তু°—"দগড় দগড়ী বায় শত শত জনা" (কবিকঃ চণ্ডী, ২৬৪ পৃঃ)।

জগঝম্ফ:—হয়ত জগৎ-ঝম্প হইতে। নীচের দিক্ গোল, এইরূপ একপ্রকার ছোট ঢাক। অঙ্গভঙ্গীর সহিত বাজাইতে হয়।

ভুরুঙ্গ:—ভড়ং, ভরঙ ইতি ভাষা। "বহিরঙ্গ" হইতে উৎপন্ন। একপ্রকার সামরিক বাদ্যযন্ত্র। দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের ন্যায় ইহার মধ্যে নল স্তবকে স্তবকে সজ্জিত থাকে (জ্ঞানেন্দ্র)। তু°—"রণশিঙ্গা ভোরঙ্গ বাজয়ে ভেঙ ভেঙ" (ধর্ম্মমঙ্গল, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ৪১২ পৃঃ)।

মহুরী :—তু° —"হাথে মোহারী বাঁশী" (কৃঃ কীঃ, ৮৩ পৃঃ); "মৃদঙ্গ মুহরী শঙ্খ দুন্দভি কাহাল" (চৈঃ ভাঃ)। ভাগবতে আছে—"অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে" (ভা, ১০।৫।১০)।

২৩। গোপগণের উৎসবের বর্ণনা ভা, ১০।৫।৬ শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

২৫-২৬। গোপীগণের বিষয়, তু°- ভা, ১০।৫।৮-৯ শ্লোক।

৩১-৩২। ভাগবতে আছে যে নন্দরাজ বিংশতি লক্ষ অলঙ্কৃত ধেনু ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৫।২)।

৩৩-৩৪। নন্দরাজ সুবর্ণখচিত বস্ত্রে আবৃত সাতটি তিলের পর্ব্বতও দান করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৫।২)।

৩৫-৩৬। ভাগবতে আছে যে বিপ্রগণ মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনে প্রবৃত্ত হইলেন (ভা, ১০।৫।৪)।

৩৯-৪০। ভাগবতে আছে যে "চিরজীবী হও" বলিয়া সকলে কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৫।১০)।

---

[৩৩]

ধানশী

নানা অর্ঘ্য সহ [১] জতেক রমণী
লইআ [২] কাঞ্চন থালা।
তাহাতে কাঞ্চন আর দূর্ব্বাধান
আশীষ [৩] করেন তারা ॥
গোপের রমণী এ বৃদ্ধ [৪] ব্রাহ্মণী
আশীষ করেন চিতে—
"তোমার বালকে রাখুক দেবতা
দশ দিক্‌পাল [৫] সুতে ॥
হরি নারায়ণ পরম কারণ
অচ্যুত [৬] অনন্ত আদি।
এ সব দেবতা রাখল তোমাএ
এই সে আশীষ-বিধি ॥"

দেখিঞা [৭] বালকে এক দিঠে থাকে
নঅন [৮] পালট নহে।
দেখিআ [৯] সৌন্দর্য্য [১০] কেহো নহে ধৈর্য্য [১১]
সরমে মরমে কহে ॥
কহে জসদায় [১২]— "তোমার বালক
দেখিআ হইলুঁ সুখী।
কোথা আরাধিলে কিঁ দেব পূজিলে
ধন্য করি তোরে লিখি [১৩] ॥
এমত ছায়ালে হেদে গো, জসদা,
নিছনি লইআ মরি।
কোথাহ না দেখি এমত মুরতি [১৪]
দেখিএ [১৫] নাগর ভালি ॥"
এই সে কহিলা জতেক যুবতী
হরস হইআ মনে।
এমন আপন না দেখি গিআনে
দিন চণ্ডিদাস ভণে ॥

পাঠান্তর :—

১	অর্ঘ্যসুহ, বিপু	২	লইঞা, দীপু
৩	আসিস, এবং পরে, বিপু	৪	বিদ্ধ, ঐ
৫	দিগপাল, দীপু	৬	অছুত, বিপু
৭	দেখিএ, বিপু	৮	নয়ন, দীপু
৯	দেখিয়্যা, দীপু	১০	সুন্দর্জ্য, বিপু
১১	ধর্জ্য, ঐ	১২	যসোদাঅ, বিপু
১৩	লেখি, দীপু	১৪	মুরুতি, বিপু
১৫	দেখিয়া, দীপু		

টীকা

পং-২১। হেদে :—হা দেখ, ইহার সংক্ষো সম্বোধনে।

২৭। গিআনে :—জ্ঞানে।

---

[৩৪]

রাগ সুই

দধি ভারে ভারে আনি গোপবরে
হলিদ্রা ফেনাএ তাঅ [১]।
আনন্দ করিআ [২] নন্দঘোস আনি
দিছেন সভার গায় ॥
এ দধি-হলিদ্রা পিচক ভরিআ
ভিজল জতেক জনে।
জেমত নদীর সিনান করএ
তেমত হইল মেনে ॥
গোকুল-নগরে দধি-হলিদ্রাএ [৩]
ভাসল নগর গলি।
উঠ্‌ ডুবু করে জতেক নগরে
কহিছে ভালিরে ভালি ॥
নানা উ[প]চার বিবিধ সাকর
মিঠাই পুরিছে চিনি।
দিআ সব জনে অখিল ভরিআ
চিনিচাঁপাকলা ফেনি ॥
তইল হলদি দুখিত জনেরে
দেই সে আচল ভরি।
চণ্ডিদাস বলে কি আজু আনন্দ
গোপের নগর পুরি ॥

পাঠান্তর :—

[১] তায়, দীপু [২] করিঞা, ঐ [৩] হলিদ্রাএে, বিপু

টীকা

পং ১-৮। ভাগবতে আছে যে, গোপগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল লইয়া পরস্পর সেচন, ও নবনীত দ্বারা বিলেপন করিয়া ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন (ভা, ১০।৫।১০)।

২। হলিদ্রা=হরিদ্রা।

১৩। সাকর=শর্করা।

যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, নন্দ তাঁহাদিগকে বহু বসনভূষণ এবং গোধনাদি প্রদান করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৫।১১)।

---

[৩৫]

নবনত্তা ভেল সকল নগর
আনন্দ হইলা বড়ি।
সুখের সায়রে সভাই ভাসিল
নিজ গৃহ [১] সবে ছাড়ি ॥
গৃহের বাসনা তেজে সব জনা
দিবা নিশি নাহি জানে।
শ্রীমুখ-মণ্ডল নিরখিআ রএ
দুখ জ্বালা [২] নাহি জানে ॥
এইমত সবে আনন্দ উচ্ছব
নন্দের মহল পানে।
* * * * * *
নব নব রামা দেখি তার প্রেমা
কহিছে সভার আগে।
“এমত ছায়ালে কখন না দেখি
সভার হিয়াতে জাগে ॥
বড় ভাগ্যবতী এ নন্দ-জসদা
তপের নাহিক ওর [৩]।
তপের মহিমা দিতে নাহি সীমা [৪]
এমত ছায়াল কোর ॥”
নব নব রামা এসব বচনে
হেরই বালক-মুখ।
গিহ-কাজে চিত না রএ বেকত
দূরে জাউক জত দুঃখ ॥

নন্দের আনন্দ— তুষি সব জন
দিছেন অনেক দান।
ধেনু লাখ শত দুগ্ধবতী কত
ইহা না করেন আন ॥
সব সমাধান করিলা করন
এ নবনত্তার বিধি।
বহু ধন দিআ সভারে তুষিল
চণ্ডিদাস বলে সিদ্ধি[৫] ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ:—

[১] গ্রিহ, পরেও [২] বালা (?) [৩] আের
[৪] সিমা [৫] সিদ্ধে

টীকা

পং-১। নবনত্তা:—সং – নব-নক্তক, অর্থ নবম রাত্রি ; নবজাত শিশুর নবম রাত্রিতে করণীয় উৎসব।

---

[৩৬]

কাফি

সভারে বিদাঅ করি নন্দঘোস
জতেক গোপের নারী।
যথাযোগ্য[১] লোক তেন দিআ সুখে
বস্ত্র অলঙ্কার ভারি ॥
গোপগণ জত লাখ লক্ষ কত
সভারে বিদাঅ করি।
আনন্দ-সায়রে ভাসেন সভাই
বিহরে গোলোক-হরি ॥

এই মত দিন দিনে দিনে বাড়ে
নন্দ-দুলালিআ কানু।
হরস বদনে নন্দরাণী মুখ
হেরয়ে শ্যামল তনু ॥
জেমত অমিআ সায়রে ভাসল
আনন্দে নাহিক ওর।
পুত্র-মুখ হেরি গৃহ কৃত্য[২] করি
বালক করিএগ্রা কোর ॥
এক দিন রাণী নন্দ-দুলালিআ
রাখিল আগিনা-মাঝ।
দোলার[৩] উপরে সুতাইএগ্রা রাণী
করেন গৃহের কাজ ॥
নব ঘন রূপ তাহাতে স্বরূপ
আগিনা করিছে আলা।
কর পদ নাড়ি গোলোক-ইশ্বর
করেন আনন্দে খেলা ॥
খেনে গৃহ-কর্ম্ম করে নন্দ-রাণী
খেনেক দেখএ মুখ।
পুত্র হেরি হেরি জসদা সুন্দরী
বাড়এ মনের সুখ ॥
কোন গুআলিনি আহির রমণী
আসিএগ্রা করিল কোলে।
মুখে মুখ দিআ বদন ভরিআ
চুম্বন করেন হেলে ॥
শ্রীঅঙ্গ-পরশ জবে পাঅ রামা
বাড়এ আনন্দ চিত।
কত সুখ পায়ে আপনা আপনি
কহে চণ্ডিদাস রীত ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ:—

[১] জথাজজ্ঞ [২] কিত্তি [৩] দুলার (?)

টীকা

পং-৩। তেন :—সং—তাদৃশন — তেহেন — তেহ্ন — তেন। তু°—"যেন রঘুরাজা তেন পালে প্রজা" (কবিকঃ)।

১০। দুলালিয়া :—দুল ধাতু দোলা অর্থে। দুল+আল, দোলে যে এই অর্থে দুলাল; অত্যন্ত আদরের পুত্র। তু°—আলালের ঘরের দুলাল। দুলাল + (সং—ইক প্রত্যয়জাত) ইয়+নিশ্চয়ার্থক আ=দুলালিয়া (চা, ৬৭৪ পৃঃ)।

কানু :—সং—কৃষ্ণ—কণ্হ — কান্হ — কান—কানু—কানাই, ইত্যাদি।

২৯। আহীর :—আভীর হইতে ভ স্থানে হ হইয়া। কৃষ্ণ বাল্যকালে যাঁহাদের সমাজে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আভীর গোয়ালা নামে পরিচিত। এজন্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে শ্রীরাধাকে আহীরিণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এক সময়ে নন্দ নিজের পরিচয়ে বলিয়াছিলেন—"আমরা যাযাবর জাতি, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই," ইত্যাদি (হরিবংশ, ৩৮০৮ শ্লোঃ; তু°—বিষ্ণুপু°, ৫।১০।২৬); এবং কংসের ভয়ে তাঁহারা ব্রজ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছিলেন (তু°—বিষ্ণুপু°, ৫।৬।২৫; হরিবংশ, ৪১৬১-৩)। মহাভারতেও আভীরদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পরে অর্জ্জুন যখন যাদব রমণীগণকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে তিনি দস্যু ও ম্লেচ্ছ নামে বর্ণিত আভীরগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন (বিষ্ণুপু°, ৫।৩৮।১২-৩০; মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব, ৭ম অধ্যায়)। বিষ্ণুপুরাণে আভীরগণকে পঞ্চনদের অধিবাসী বলা হইয়াছে (বিষ্ণুপু°, ৩।৩৮।১২)। বরাহমিহির বৃহৎ-সংহিতায় (১৪, ১২) ইহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবত ও হরিবংশ পাঠে জানা যায় যে কৃষ্ণের জন্মকালে আভীরগণ মথুরা ও বৃন্দাবনের নিকটে বসবাস করিতেছিলেন। গোপালকৃষ্ণের উপাখ্যান ইহাদের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন (ডাঃ ভাণ্ডারকরের শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, ৩৭ পৃঃ)। তু°—"পরভাগভাগধেয়াভিরাভীর-ভীরুভিঃ প্রবর্ত্তিতং" ইত্যাদি, অর্থাৎ—"আভীর রমণীগণ তাদৃশ প্রেমতত্ত্ব প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।" (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৬৪ পৃঃ)।

---

[৩৭]

সুই রাগ

তবে কহে সেই গোপের রমণী—
"শুন গো, জসদা রানি,
বড় অপরূপ শুন কহি কথা
[* * *]
অনেক ছায়ালে কোলে করি কত
চুম্বন করিএ মুখ।
তোমার নন্দনে চুম্বন করিতে
বাড়এ অনেক সুখ॥
[* * *]হ লাগিল মরমে
ছুইতে বালক-অঙ্গ।
জেমত গোলোক— বৈভবেতে সুখ
পাইলাম তেমন রঙ্গ॥
অঙ্গনিজ [* * *]ত ভেল
এ কন বুঝিতে নারি।
কোন দেব আসি জনম লভিল
তোমারে কহিলাম ভালি॥
এমন ম[* * * *] শকতি
দেখিআ দেবতা-চিহ্ন।
সরস কপাল নয়ন যুগল
চরণের চিহ্ন [১] ভিন্ন॥
কিবা কোন দেব [* * *]
বুঝিতে নাহিনু এহ।
দেবতা-অকৃতি দেখিল প্রকৃতি [২]
না হএ মানুষ-দেহ॥

দেখি তোর পুত্র হেন [* *]
উদ্ধারিব বংশ।
জানিলু হৃদয়ে[৩] নাহিক সংশয়ে[৪]
কোন দেবতার অংশ॥"
চণ্ডিদাস কহে— "এই পুত্র হইতে
[* *] গারি।
কত কোটি বংশ উদ্ধারিব অংশ
এই শিশু[৫] দেব-হরি॥"

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১ চিন্ন ২ প্রিকৃতি ৩ ঋিদঅে
৪ সংশঅে ৫ সিসু

---

[৩৮]

কানড়া

খেলাঅে আগিনা মাঝে [* * *
*] য়ের[১] আনন্দ অতি।
খেনে গৃহ[২] কর্ম্ম করেন জসদা
স্থির চিত্ত নহে মতি॥
হেনক সমএ ভোলা মহেশ্বর
* * * র বেশ।
মাথাঅ জটা ভার মনোহর
বিভূতি মাখিআ কেশ॥
ভালে আধচন্দ দেখিতে সুন্দর
* * * *।
গলায়ে[৩] শোভিছে ভুজঙ্গ-পইতা
তাহে হাড়-মালা ছর॥
করেতে শোভএ[৪] এ শঙ্গা ডম্বুর
বিভূতি [ভূষিত অঙ্গ]
* * মধুর অতি সে সুস্বর
করি কত রঙ্গ ভঙ্গ

দেখিআ জসদা অপূর্ব্ব কাহিনী
কটিতে[৫] বাঘের ছাল।
* * * আপনা আপনি
সদাই বাজাএ গাল
কহে নন্দরাণী— "কেবা বট তুমি
কেন বা আইলে এথা[৬]।
* * * * * *
* * * *॥"
"* * * গি এমন বিআগি
ভ্রমণ দেশেতে[৭] দেশে।
শুনিল তুমার একটি নন্দন
দেখিতে আছএ আশে॥
* * রিতে আইল এথাই
শুনহ, জসদা মাই।
আমারে দেখাহ তুমার নন্দন
যেন অতি সুখ পাই॥"
* * * হে ভোলা মহেশ্বর
আইলা দরশন আশে।
সব দেবগণ আনন্দ-মগন
পাঠাইল যোগী[৮]-বেশে॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১ অের ২ গ্রিহ ৩ গলাঅে
৪ শোভঅে ৫ কোটিতে ৬ অেথা
৭ ইহার পরে পুঁথিতে "দেতে" আছে ৮ যুগি

টীকা

পং-৩। খেনে :—সং—ক্ষণে হইতে।
৫। ভোলা :—সং—বিহ্বল হইতে; "ভোলো কামাদি-বিহ্বলে"—মেদিনী। শব্দটি পরে সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, যেমন—ভোলানাথ।

৫-১৪। তু°—

গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতা-ভস্ম গায়।
* * * * *
অতি দীর্ঘ জটাজুট কণ্ঠে শোভে কালকুট
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার ফণিময় অলঙ্কার
শিরে ফণী ফণী উপবীত॥
ইত্যাদি, (অন্নদামঙ্গল)।

১১। পইতা :—সং—পবিত্র হইতে। যজ্ঞসূত্র। পবিত্র সূত্রধারণ ব্রাহ্মণের এক লক্ষণ।

১৩। শিঙ্গা :—সং—শৃঙ্গ হইতে, মহিষাদির শৃঙ্গনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

ডম্বুর :—ডমরু; ডুগ্‌ডুগি।

২১। বট :—সং—বৃত ধাতু বিদ্যমানতায়, হওয়া অর্থে। তু°—"একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি" (ভারতচন্দ্র)।

২৫। বিআগী :—বিরাগী, বিরক্ত সন্ন্যাসী।

---

[৩৯]

আনন্দে জসদা জুগিরে লইআ
চলিল মন্দির পানে।
জয় জয় ধ্বনি করি শূলপাণি
জাএন [১] আপন মনে॥
* * * নন্দন খেলাত্তে
কর পদ দুটি নাড়ি।
দেখি মহাদেব হরস বদনে
শিঙ্গা শবদ এড়ি॥
দেখি সন * * * * * রণ
ভ্রুকুটি করিআ নাচে।
দেখিআ নর্ত্তন নন্দের নন্দন
মুচকী হাসিলা কাছে॥
জানি * * * * সে হরি
আল্যা সে কৈলাস ছাড়ি।
আমারে দেখিতে আসি এই ভিতে
মনেতে আ * * ॥
ভ্রুকুটি নাচনে দেখিআ নয়ানে [২]
দেবের ঈশ্বর হরি।
উলসিত হত্র [৩] হিয়ার [৪] ভিতরে
মনেতে জানিল্ *॥
* * গিলা জগিরে দেখিআ
এ কথা না জানে কেহ।
দুঁহে দোঁহা জানে দুঁহার মরম
বালক জানিল [এহ]॥
* * ন্দনা পাইঞা বেদনা
সেই জগি নিল কোলে।
শ্রীঅঙ্গ-পরশ পাঞা সেই জগি
ডুবিল আনন্দ * *॥
* * আকুল নঅন জুগল
খেনে বোধ নাহি মনে।
এ সব মাধুরী কেহো নাহি জানি
দিন চণ্ডিদাস ভণে॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

[১] জাত্রেন [২] নঞানে
[৩] হত্রে [৪] হিআর

টীকা

পং-১২। মুচকী :—বোধ হয় সং—মুচ্, মুষ্ ধাতু শাঠ্য চৌর্য্য হইতে; শঠের ঈষৎ হাস্য। তু°—হি°—মুসকানা, মুচকানা—নিমেষ ফেলা; আসা°—মুচকিয়া হাঁহি; ও°—মুড়কী হাসি (শব্দকোষ)। আদ্য অক্ষর ম বোধ হয় সং—√স্মি হইতে আসিয়াছে, কিন্তু স

স্থানে চ আগম অবোধ্য (চা, ৫৩০, ৪৬৭ পৃঃ)। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায় ; তু°—"তোঞঁ মুচুকে হাসী" (কৃঃ কীঃ, ৩২৫ পৃঃ)।

---

[৪০]

দেখিআ রোদন পাইঞা বেদন
কোলেতে করিল শিশু।
বসিল আঙ্গিনা [১] কোনেতে * *
কহিতে লাগল কিছু॥
"না কান্দ না কান্দ নন্দের নন্দন"
বাজায়ে ডম্বুর শিঙ্গা।
ভ্রূকুটী করিঞা নাচেন * *
* শোভে ভুজঙ্গা॥
বসি মহেশ্বর কহেন উত্তর—
"না কান্দ না কান্দ আর।
ধূতুরার ফুল লহ দুলালিয়া
গ * * * ॥"
এ কথা শুনিঞা নন্দের নন্দন
চাহিলা শিবের পানে।
চুমকি হাসিঞা আকুল কান্দিঞা
স্বরূপ * * * ॥
কহেন জসদা— "উহে জগিবর
কিছুই ঔষধি জান।
আমার ছাআলে কিছু বান্ধি দেহ
কান্দিএ * * * ॥"
কহে তবে জগি— "শুন নন্দরাণি
ছাআলে ঔষধ মোর।
গলে বান্ধি দিলে এমন ঔষধ [২]
কিছু ভয় নাহি * ॥"
শুনি নন্দরাণী হরস বদনে—
"দেহত ঔষধ খানি।
বান্ধিলে এ টোনা তবে সুখা হব
এই ত মায়ের [৩] প্রাণী॥"
* * * গোলোক-ঈশ্বর
হাসিল আপন মনে।
করি সূত্র * বান্ধিল ঔষধ
দিন চণ্ডিদাস ভণে॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

[১] আগিনা [২] ঔসধ্য, পরেও
[৩] মাএের

টীকা

পং-২৭। টোনা :—সাধারণতঃ তুক বলা হয়। তন্ত্র হইতে কি ? কুহক ; মন্ত্রপূর্ণ ঔষধবিশেষ। ভাগবতে বর্ণিত আছে যে পুতনাবধের পরে গোপীগণ কর্ত্তৃক এইরূপ রক্ষাবন্ধন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল (ভা, ১০৷৬৷১৬)।

---

[৪১]

বান্ধিয়া ঔষধ গলার উপরে
অতি হরষিত হঞে।
হরের মহত্ত্ব [১] রাখিতে ঈশ্বর
তবে সে কান্দ * * ॥
কহে "শুন বাণী শুনহে, জোগিআ
জদি জান কিছু মন্ত্র।
ঝাড়হ ছাআলে ওহে জগিবর
জেবা জান * * ॥

এই নিবেদন করিয়ে [২] জতন
তুমি সে জগিআ সিদ্ধা।
তেই সে জতন করিএ এমন [৩]
তন্ত্র মন্ত্র * * ॥"
শুনিঞা বচন করএ জতন
কোলেতে গোকুল-পতি।
তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়ে সেই জগিবর
ঝাড়ে "নম * * .
* * নারাঅণ পরম কারণ
বামে [৪] সেবায়ন পতি [৪]।
পদ্মনাভ [৫] ঋষি- কেশব অচ্যুত [৫]
অনন্ত মুরারি [৬] * * ॥
* * বগর্ভ শ্রীমধুসূদন
বাসুদেব জনার্দ্দন [৭]।
বরাহ নৃসিংহ [৮] আর প্রজাপতি
আর সিংহ নারাঅণ ॥"
* * ঝাড়ি সেই যোগিবর
হাসেন সে চক্রপাণি।
মাআর আনন্দ বিহরে আনন্দ
চণ্ডিদাস * * * ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

[১] মহত্য [২] করিঅে [৩] অেমন
[৪-৪] (?) [৫-৫] পদ্মনাভ ঋসিকেসব অচ্যুত
[৬] মুরার [৭] জনাৰ্দ্ধান [৮] নসিংহ

টীকা

পং-৭। ঝাড়হ:—সং—ঝট, জট, ধাতু সংঘাতে, রাশীকরণে; ইহা হইতে ঝাট মার্জ্জনেণ এখানে মন্ত্রদ্বারা ভূতপ্রেতাদি অপসারিত করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তু°—"মন্ত্র আরোপিয়া প্রকার প্রবন্ধে ঝাড়ি" (চণ্ডীদা, ২৫ পৃঃ)।

১৪-১৬। পুরাণাদি গ্রন্থোক্ত বিবিধ প্রকার বিষ্ণুর স্তব হইতে সঙ্কলন করিয়া রচিত হইয়াছে; তু°—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর প্রতি ব্রহ্মার স্তব (বিষ্ণুপু,—১।৯।৩৯, এবং পরবর্ত্তী শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য)।

নারায়ণ:—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
(বিষ্ণুপু, ১।৪।৬; তু°—ভা, ২।১০।১১)।

"অপকে নার কহা যায়, যেহেতু অপ (জল) নর (পুরুষোত্তম) হইতে উৎপন্ন; সেই নার তাঁহার পূর্ব্ব অয়ন (আশ্রয়), এজন্য তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত।"

এবং চৈতন্যচরিতামৃতে:—

'নার' শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়।
'অয়ন' শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ। ইত্যাদি;
—আদির দ্বিতীয়ে।

পরম কারণ:—তু°—"যঃ কারণঞ্চ কার্য্যঞ্চ কারণস্যাপি কারণম্" অর্থাৎ—"যিনি কারণ ও কারণেরও কারণ" ইত্যাদি (বিষ্ণুপু, ১।৯।৪৬)।

এবং—"সর্ব্বকারণকারণং" (ভা, ৩।১২।৪২)

পদ্মনাভ:—ভগবানের নাভি-সরোবর হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তিনি পদ্মনাভ (ভা, ৩।১১।৩৬, ইত্যাদি)।

তু°—"মহাভাগং মহাদেবমনন্তং নীলমব্যয়ং। পদ্মনাভং হৃষীকেশং লোকানামাদিসম্ভবম্" (হরিবংশ, ২।১২৬।১১৫-৬)

হৃষীকেশব:—বোধ হয় হৃষীকেশ এবং কেশব শব্দদ্বয়ের মিলিত রূপ। 'হৃষীকেশম্ ইন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকং', এই অর্থ।

কেশব:—প্রশস্ত কেশ যাঁহার (পাণিনি, ৫।২।১০৯; অথর্ব্ববেদ, ৮।৬।২৩)।

অচ্যুত:—ন (অ)—চ্যুত (ক্ষরণ) যাঁহার; অক্ষর, অবিনশ্বর। তু°—"প্রণম্য সর্ব্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্" (বিষ্ণুপু, ১।২।৫)।

অনন্ত :—তু° "জয়ানন্ত জয়াব্যক্ত জয় ব্যক্তময় প্রভো" (বিষ্ণুপু, ১।৪।২১)।

মুরারি :—মুর নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া। তু°—ভা, ৩।৩।১১ ইত্যাদি।

মধুসূদন :—মধু নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া। (তু°—হরিবংশ, ১৫২।২৮-৪০)।

বাসুদেব :—বসুদেবের পুত্র বলিয়া ; অথবা—

"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈঃ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥"
বিষ্ণুপু, ১।২।১২।

"তিনি এই জগতে সর্ব্বত্র, এবং সমস্তই তাঁহাতে বাস করিতেছে, এজন্য বিদ্বানেরা তাঁহাকে বাসুদেব কহিয়া থাকেন।"

জনার্দ্দন :—জনগণ যাঁহাকে যাচ্ঞা করে, অথবা যিনি জনাসুরকে পীড়ন করিয়াছেন (মহা°, ৩।৮১০২ ; ৫।২৫৬৪ ; হরিবংশ, ১৫৩৯৭ শ্লোঃ)।

বরাহ :—তিনি বরাহ-অবতারে দন্তদ্বারা ধরণীকে ধারণ করিয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া (ভা, ৩।১৩।৩৯, ইত্যাদি)।

নৃসিংহ :—নৃসিংহমূর্ত্তিতে তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া (ভা, ২।৭।১৪ ; বিষ্ণুপু, ১।২০।৩২, ইত্যাদি)।

---

[৪২]

রাগশ্রী

মায়ের ১ আনন্দ দেখিআ বড়।
গোলক-ইশ্বর জানিল দড় ॥
জত ঝাড়ে তন্ত্র মন্ত্রের সার।
জসদার সুখ বাড়হি বাড় ॥
কহে জোগি তবে ঝাড়এ মন্ত্র।
"রাখহ * * * * ॥

সব দেবগণ হরস হঞা।
রাখহ ছাআলে এ বর দিঞা ॥
সভাই সহায় হইবে ইথে।
আশীস করহ * * ॥"
এই মন্ত্র ঝাড়ি যুগিআ হরে।
বিনতি করি সে গোচর তরে ॥
এই মন্ত্র দিল ছাআল অঙ্গে।
চণ্ডিদাস * * * ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ —

১ মাতের

---

[৪৩]

জতিশ্রী

এইরূপে হর ভোলা মহেশ্বর
করিল দরশ স্নেহে।
নন্দরাণী কহে— "মোর ভাগ্য *
* * গৃহে ১ ॥
কিছু ভিক্ষা ২ লহ ওহে ৩ যুগিবর
এই মোর মনে ভায়ে ৪।
হেন জনে তেজি আনে বিনা *
* * আমি কায়ে ৫ ॥
তবে কহে জোগি- "শুন, নন্দরাণি,
কি আছে ভিক্ষার ফলে।
কোটি কোটি যুগ ফল * * *
পাইলে আপন কোলে ॥
তোমার নন্দনে দেখি মোর মন
হরস হইল বড়ি।
ইহারে দেখিতে বড় সাধ * *
* * না পারি ছাড়ি ॥

ইহার দরশে কত হয় [৭] ফল
কহনে নাহিক যায়ে [৭]।
এজন তুমার মন্দিরে বিহরে
* * * তায়ে [৮] ॥

জবে তুমি হর— গৌরী [৯] আরাধনে
বহুক [১০] তপের ফলে।
কিছু কিছু তাহা মোর মনে পড়ে
* * * * ॥

তাহে হর-গৌরী [১১] কৃপাবান হয়া [১২]
দিলা সে তুমারে বর।
সেই ফল ইথে [১৩] এমন সম্পদ
পাইলে * * ॥”

এ কথা জখন শুনি জোগি-মুখে
সন্দেহ পাইল রাণী।
চণ্ডিদাস কহে আগম জখন
সে কথা * * ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১ গ্রিহে ২ ভিক্ষ্যা ৩ তোহে
৪ ভাত্যে ৫ কাত্যে ৬ হত্য
৭ জাত্যে ৮ তাত্যে ৯ গোউরি
১০ বাহুকা ১১ গোরি ১২ হঅ্যা
১৩ ভিথে

---

[৪৪]

রাগ নট

“রাণি, তুমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
এমত ছায়াল আসি তব গৃহে পরকাশি [১]
দিতে নাহি জাহা[র উপমা] ॥

* * মানুস নহে জানিবে সে সুহৃদয়ে [২]
দেবের দেবতা এই জনা।
গোলোক-বৈভব তেজি গোপের কুলেতে *
* * * নিয়া [৩] দেহ সনা [৩] ॥

দেখিল সকল চিহ্ন দেখি চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন
সকল লক্ষণ দেব-শক্তি।
* * * * * * * * * *
* * * * * * ॥

তোমার * * * * ভক্তি গঙ্গাজল
তথির কারণ হেন পুত্র।
তোমা সম ভাগ্যবতী সংসারে নাহিক কতি
কহি নহে এই * * ॥

* * রুদ্র জত দেবা জাহার চরণ-সেবা
দেবের গোচর নহে জেহ।
সে জন তোমার ঘরে আনন্দে বেহার [করে]
* * সম্পদ জান এহ ॥”

জোগির বচন শুনি হরসিত নন্দরাণী
কহেন জোগিরে কর জোড়ি।
“দেখ দেখি দুটি * * * তেক ধরে
এ কথা কহিবে মোরে দড়ি ॥”

শুনি তবে যুগিবরে ছাআলের করে ধরে
পাইল লক্ষ তেজ * *।
* * শ চক্র দশ ধ্বজ পদ্ম রথ শেষ
মৎস্য * জম্বুফল তায়।
পুট্ট রেখ ঊর্দ্ধরেখা কি তার ক[হিব কথা]
* * দাস কিছুই সুধায় ॥

বিঃ—পুথির পাঠ :—

১ তবে গ্রিহে প্রর্কাসি ২ সুহৃদত্যে
৩-৩ (?)

টীকা

পং-১৩। তথির:—সং—তত্র শব্দজাত তথ—তথি। ইহা মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়া ষষ্ঠীর র যোগে তথির, অর্থ, তাহার (চা, ৮২৫ পৃঃ)।

১৪। কতি:—সং কুত্র—কুথ—কথি —কতি; অর্থ —কোথায়। তু°—"মোক ছাড়ী কাহ্নাঞি গেলা কতী" (কৃঃ কীঃ, ২৩২ পৃঃ)।

২৮। পুট্‌ট:—সং—পুষ্ট হইতে,

---

[৪৫]

গড়া

তুমার তুলনা[১] তুমি কিছু নিবেদিঅে।
কন সে লক্ষণ দেখি * * * ॥
* * ন যুগিআ তবে হরস হইআ।
কহিতে লাগিলা জোগি হাসিআ হাসিআ ॥
"সুন্দরি জসদা, শুন * * * ।
তোমার পুত্রের দেখি অনেক লক্ষণ ॥
দীর্ঘমায়ু[২] চিরজীবী[৩] এই সে দেখিল।
শুক্র[৪] স্থানে কেতু আছে প্রণাম * ॥
* * * তর সেই মরিব তখনি।
পঞ্চমে সে বৃহস্পতি[৫] ফল অনুমানি ॥
ইহার সংসার কেহো পীড়া না করিব।
* * * সব রিপু সমারিব ॥
চণ্ডিদাস কহে শুন, জসদা সুন্দরি।
অতি সুলক্ষণ দেখি জোগিআ ভিখারী[৬] ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১ তোলনা ২ দিঘমাযু
৩ চিরিজিবি ৪ শুক্রুস্তা
৫ বিহশ্পতি ৬ ভিক্ষ্যারি

টীকা

পং-১২। সমারিব:—বোধ হয় 'সম্বরিব' হইতে; অর্থ—দমন করিবে। তু°—'কে সম্বরে স্মরশরে এ তিন ভুবনে" (ব্রজাঙ্গনা)।

---

[৪৬]

একথা কহিল আগম পুরাণে
লিখিল ব্যাসের সূত্র।
অষ্টাদশ গ্রন্থ কন খানে আছে
ফুটকে কহি * * ॥
* * বৈবর্ত্তে[১] লিখল পুরাণে
নবম অধ্যাঅে পাবে।
মহাদেব যুগি আইলা গোকুলে
কৃষ্ণ-দরশন লোভে ॥
* * * * এ লিঙ্গ-পুরাণে
লেখিয়াছেন[২] ব্যাসবরে।
লিঙ্গের পুরাণে পঞ্চম অধ্যায়
পাইবে মনের সরে ॥
এ স * * কৃষ্ণ-দরশন
আইলা জে শূলপাণি।
আগমে পাইবে এ সব বচন
জে কথা কহিল আমি ॥
দশমে * * * * ন ব্যাস
নহে ভাগবতে[৩] লেখা।
অন্য উপদেশ পুরাণ কহিল
শিবে কৃষ্ণে হল[৪] দেখা ॥
* * * * ভক্তগণ মেলি
ভাগবতে[৫] কেনে নাহি।
অন্য[৬] উপদেশ কহিএ[৭] এসব
আগে জে কহিল তাহি ॥

দশ * * * নহে দরশন
অন্য উপদেশ বাণী ৮ ।
চণ্ডিদাস কহে মধুর বচন
ফুটকে কহিল আমি ॥

বি.—পুঁথির পাঠ :—

১ বেবত্তে ২ দেখিআছেন ৩ ভাগবত
৪ ইস (?) ৫ ভাগবত ৬ অন্ত (?)
৭ কহিঅে ৮ বানি

টীকা

পং-৪। ফুটকে :—সং—স্ফুট হইতে বিকশিত হওয়া অর্থে। বোধ হয় অষ্টাদশ পুরাণ হইতে সঙ্কলন করিয়া স্পষ্টরূপে লিখিলাম, এই অর্থ।

৫-২০। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের নবম অধ্যায়ে, এবং লিঙ্গপুরাণের পঞ্চম অধ্যায়ে এই সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায় না।

---

[৪৭]

তবে কহে সেই যুগিআ ভিখারী
"শুনহ জসদা মাতা।
এমত ছাআলে নিবিড়ে রাখিহ
* * * ॥
ইহ সে হয়েন পুরুষ উত্তম
ইহার আপদ নহে।
তথাপি গুপতে ১ রাখিবে ছাআলে
কহিল কিছুই তোহে ॥
পুরুবে * * * ,ন নন্দরাণী,
জে কালে এ কথা হয়ে।
সে দিনে দেবের সুরপুর মুঞি
গেছিলাম আমি তায়ে ২ ॥

বসু * * * গেছিলা আর জে
জথাহ বৈকুণ্ঠ-নাথ।
কংসের ভারেতে টল বল মানি
কহিতে লাগল সাথ ॥
' * * * পাতালে প্রবেশি ৩
শুনহ গোলক-হরি।
প্রবিশি পাতালে দুষ্ট কংস লাগি
তুমি সে এ সৃষ্টিধারী ৪ ॥'
* * * কহিলা উত্তর—
"জাহত ধরনি, তুমি।
মধুপুরে গিআ দৈবকী-উদরে
জনম লভিব আমি ॥
* * * উৎপত্তি ৫ হঞা
বধিব সে কংসাসুর।
বধিআ কংসেরে তুমারে তুষিব
সব ভার করি দূর ॥
* * * হইব জতন
কহিব জগত-জনে।
নন্দগৃহে গিআ করিব বেহার"
দিন চণ্ডিদাস ভণে ॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

১ সুপথে ২ তাএ ৩ প্রবেশী
৪ স্রীষ্টীধারি ৫ উতপতি

টীকা

পং-৮। তোহে :—সং—তব হইতে তো বা তু মূলের উদ্ভব হইয়াছে। তো+খলুজাত (অথবা— অস্ত-জাত) হ=তোহ; কর্ম্মকারকে তোহে, অর্থ তোমাকে। (চা, ৭৫১-২; ৮১৬-৯ পৃঃ)।

১৪। যথাহ :—সং—যত্র হইতে; অর্থ—যে স্থানে।

৮-৩১। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের প্রথম অধ্যায়ে, এবং হরিবংশের ৫১-৫৩ শ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

২৩। মধুপুর:—বর্ত্তমান মথুরা। মধুবন নামক স্থানে রামানুজ শত্রুঘ্ন সমরে লবণ দৈত্যের বধ সাধন করিয়া মথুরা পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন (হরিবংশ, ১।৫৪।৫৬)।

দ্রষ্টব্য:—কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে এখানে পুরাণ-বর্ণিত কংস-বধের হেতুই নির্দ্দেশিত হইয়াছে, কিন্তু শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে ব্রজলীলার আভাস পাওয়া যায়.

---

[৪৮]

কামদ

"এই বলি তবে গোলক-ইস্বর
ধরনি বিদাঅ দিআ।
গোলোক তেজিআ জনম লভিআ
দৈবকী ওদর * * ॥
* * ভগবান তোমার নন্দন
জানহ কারণ কথা।
তথির কারণে রাখিহ গোপনে
শুন, জসমতি মাতা॥
* * খুজিব দুষ্ট কংসাসুর
পাঠাব অসুরগণে।
অষ্টম গর্ব্ভেতে জনম লভিল
ইহা দুষ্ট কংস * ॥"
তত্ত্ব কথা জত শুনি নন্দরাণী
চিতে ভেল বড় ভয়ে[১]।
আদর করিআ পুছে বেরি বেরি—
"কেমতে রাখিব তায়ে[২] ॥"
কহে জোগি তবে— "শুনহ, জসদা,
ইহার আপদ নাঞি।
ইহারে কে করে আনহ সঙ্কট[৩]
কহিল তোমার ঠাঞি॥
ত্রিজগত[৪]-ধাতা জনমিল এথা
কি করিতে পারে কংস।
এই সে পুরুষে হইআ হরস
অসুর করিব ধ্বংস॥"
তবে সে কহিল —"সাবধান [হয়ে]
পালন করহ বালা।"
চণ্ডিদাস কহে— "জার পরাক্রমে
কিছুই জানেন ভোলা॥"

পাঠান্তর:—

[১] ভএে, বিপ্‌ [২] তাএে, ঐ
[৩] সংকট, ঐ [৪] ত্রি°, ঐ

---

[৪৯]

রাগশ্রী

এ কথা সকল শুনিতে জসদা
চাহিআ বালক-পানে।
বৈকণ্ঠের সুখ কতেক মানল
হইল আনন্দ মনে॥
তবে নন্দ-সুত মধুর হাসিআ
পিয়েন মায়ের স্তন।
জোগী-পানে বালা কটাক্ষ করিলা
দুহে দুহা ভেল মন॥
কটাক্ষ ইঙ্গিতে হর সে জানল
সেই ছায়ালের বানি।
'হরি হরি' বলি নাচেন আনন্দে
দিলা সে শিঙ্গার ধ্বনি॥

তেজিআ নন্দের মন্দির, হর সে
হইলা ব্রজের বালা।
কতি গেল তার সে শিঙ্গা ডম্বরু
করে [১] শিশু সঙ্গে খেলা॥
দ্বাদশ বালক তার মুখ্য [২] জন
ইহো সে সুবল সখা।
কৃষ্ণ অন্বেষণ [৩] জোগীর ভূষণ [৪]
গেছিল করিতে দেখা॥
অপার মহিমা দেবতার কথা
এ লীলা কহিল তত্ত্ব।
চণ্ডিদাস কহে ব্রজলীলা-গীত [৫]
যম ❋ লভিলা সত্য [৬]॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

[১] করি [২] মোক্ষ [৩] অন্যাসন
[৪] ভুসন [৫] °লিলাগিত [৬] সত্ত

টীকা

পং-১৭-১৮। দ্বাদশ বালক :—১২শ পদের টীকা দ্রষ্টব্য। দ্বাদশ গোপালের পরিকল্পনা চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এখানে বলা হইয়াছে যে মহাদেব সুবল-সখার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

---

[৫০]

[১] মধুর সখ্যাক , নহয়েনমর [১]
মিতা সনে হইল [২] মেলা।
তেজিআ গোলক- বৈভব সম্পদ
করিতে বালক-খেলা॥
ব্রজরস লাগি হইঞা বিজোগি
পুরূব বৃত্তান্ত [৩] কথা।
তার মর্ম্ম লাগি এই সে বিজোগি
জন্মি ব্রজেশ্বরি যুথা॥
সেই সে কারণে জনম এ স্থানে
এই সে গোকুল-লিলা।
মধু আস্বাদন করি পুন পুন
করিব জুগতি খেলা॥
বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলক-হরি।
একথা অনেক কহিব বিস্তারে
জে লীলা জখন করি॥
এবে কহি শুন বাল্যলিলা-রস
পাছেতে মধুর রস।
ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
জে রসে জে হয় বশ॥
মধুর লালসা মধুর কারণে
জানল সকল রাণি।
অকথা কথন না হয়ে [৪] কারণ
পুরিত করিয়া [৫] ছেনি [৬]॥
এবে কহি শুন বাল্যলিলা কিছু
শ্রবণ পরশি শুন।
চণ্ডিদাস কহে রসলিলা সার
সংসারে নাহিক হেন॥

বিঃ—পুঁথির পাঠ :—

[১-১] মধুরসর্খ্যাক নহঅেনমর, বিপু ; মধুরসথাক নহএ-নমর, দীপু [২] হৈল, দীপু [৩] বির্ত্তান্ত, বিপু
[৪] হয়, বিপু [৫] করিঞা, দীপু [৬] ছানি, দীপু

টীকা

পং-১-১২। এই পদটিতে সংক্ষেপে বিবিধ তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহা দুর্ব্বোধ হইলেও

প্রথম বার পঙ্‌ক্তি হইতে এই অর্থ স্পষ্টই গ্রহণ করা যায় যে ব্রজের মাধুর্য্য রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ গোলোক ত্যাগ করিয়া ব্রজেশ্বরীগণ সহ বিহার করিতে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে পুরাণ-বর্ণিত কংসবধের হেতু উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু 'প্রেমরস নির্য্যাস' আস্বাদন করিবার হেতুই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

"পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রের প্রচারে॥
আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।" ইত্যাদি
—আদির চতুর্থে।

এই নূতন তত্ত্ব চৈতন্যের যুগে গোস্বামিগণ-দ্বারা প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। তাহারই প্রতিধ্বনি এই পদ-মধ্যে পাওয়া যাইতেছে।

পং-১-৪। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি অনেকটা দুর্ব্বোধ, কিন্তু পদগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যেন নিম্নলিখিত প্রকার অর্থ ইহারা প্রকাশ করিতেছে—'অমরগণ মধুররস আস্বাদন করিবার অধিকারী নহেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বালকভাবে লীলা করিবার জন্য ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঐশ্বর্য্যভাবমূলক উপাসনার পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলাত্মক উপাসনাই অবলম্বন করিয়াছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ, তন্মধ্যে আলোচ্য পঙ্‌ক্তিগুলিতে সখাগণের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের সহিত খেলা করিবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ সখ্য-রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই কৃষ্ণাবতারের এক হেতু রূপে এখানে নির্দ্দেশিত হইল।

মধুররস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাও তত্ত্বপূর্ণ উক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রেমমার্গের উপাসক; 'আমি মানুষ', আর 'তুমি দেবতা' এইরূপ ছোটবড় ধারণা লইয়া প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না, কারণ—

পীরিতি রতন করিব যতন
যদি সমানে সমানে হয়।
(চণ্ডীদা, পদ সং ১৮৩)।

এই জন্যই কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে—

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
(চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)।

যেহেতু—

'জীবে ঈশ্বরে ইহার নাহি উপাদান'

অর্থাৎ মানুষ ও দেবতার ধারণা লইয়া প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। অতএব বৈষ্ণবগণ ভগবানকে বৈকুণ্ঠের আসন হইতে নামাইয়া মানব পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যে প্রেমের রাজ্য গড়িয়াছেন, তাহাই মাধুর্য্যভাবের উপাসনার মূল ভিত্তি। এজন্য বৈষ্ণব মতে ভগবানের বৃন্দাবন লীলাই শ্রেষ্ঠ লীলা। চরিতামৃতে আছে—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
(মধ্যের একবিংশে)

কারণ—

প্রাকৃত নরলীলাতে মাধুর্য্যের সার।
অপ্রাকৃত দেবলীলা ঐশ্বর্য্য অপার॥
(বিপুঃ, নং ৫৭২)।

এই জন্য মাধুর্য্যভাবের উপাসনার পরিকল্পনায় মানুষের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। চণ্ডীদাস বলেন—

সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।
(চণ্ডীদা, পদ সং ৮০৯)

এবং—

ঈশ্বর না হয় কভু জীবের সমান।
যার লোভে ঐশ্বর্য্য ছাড়িল ভগবান॥

মানুষ যেই জগতের সার।
লোচন কহে মহাবিষ্ণু না জানে
কেমনে জানিবে জীব ছাড় ॥
(বিপুঃ, নং ২৩৮৩)

ইহাও প্রচারিত হইয়াছে যে রস আস্বাদন করিবার অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে।

রসের মাধুরী সভা হতে ভারি
বুঝিতে শকতি কার।
এ রস বিরল অদ্ভুত সকল
ইহাতে মানুষ অধিকার ॥ ঐ

কারণ—জনম নহিলে নহে লীলার আস্বাদ।
—বিবর্ত্তবিলাস।

এই জন্যই বলা হইয়াছে যে মধুররস আস্বাদন করিবার অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে, অমরগণের নাই।

৫। ব্রজরস :—মাধুর্য্যরস, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাতে যে রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে। তু°—

ব্রজের মাধুর্য্য রস পরকিয়া হয়।
অন্যত্র—পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
(চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)

এবং—

ব্রজলোকের ভাবে পাই তাহার চরণ। ইত্যাদি।
(চৈঃ চঃ, মধ্যের নবমে)

১৩-১৪। ১-১২ পঙ্ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য। তু°—

রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিনু
আইল তথায় ছাড়ি ॥
রসতত্ত্ব খানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি ॥
(চণ্ডীদা, ৭৫১ সং পদ)।

এবং—

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
(ঐ, ৭৫৩ সং পদ)।

ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বপূর্ণ উক্তি, অতএব এই ভাব চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের রচনায় থাকিতে পারে না, কারণ সেই সময়ে এই মত প্রচারিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

[৫১]

রাগ জয়শ্রী

চিন্তিত হইঞা রাজা কংসে তবে
ধরনি ধরিঞা বসি।
চানুর মুষ্টিক আর জত বীর
ডাক দিতে সভে আসি—

"শুনহে চানুর মুষ্টিক অসুর,
শুনহ বৃত্তান্ত [1] কথা।
মোরে জে বধিবে প্রবল প্রতাপ
শ্রীহরি জন্মিল ওথা ॥

গোকুলে জন্মিল জসদা-উদরে
ভবানী বলিআ নাম।
তাহারে আনিয়া আমারে ভাণ্ডিলা
সুনিয়া তাহার ঠাম ॥

তাহারে বধিতে শিলার [2] উপরে
জবে আহাড়িব লঞা।
হাত পিছলিআ গেলা এহি কয়া [3]
আকাশ-মণ্ডল দিআ ॥

সেই সে ভবানী কহে এক বাণী—
'মোরে সে বধিবে কি [4] ?
তোরে জে বধিবে [5] গোকুল-নগরে
তাহাই কহিআ [6] দি ॥'

'গোকুলে জন্মিল তোর রিপু হঞা' [7]
এ কথা সুনিল কাণে।
চিন্তিত হইআ [8] কহে কংস রাজা
দিন চণ্ডিদাস ভণে ॥

পুঁথির পাঠ :—

[1] বিভ্রান্ত, বিপু ; বৃতান্ত, দীপু
[2] সিলার, বিপু
[3] কঅ্যা, বিপু ; কয়্যা, দীপু
[4] কে, বিপু
[5] বধিব, দীপু
[6] কহিঞা, ঐ
[7] হঅ্যা, বিপু
[8] হইঞা, দীপু

টীকা

পং ১-৪। তু°—

"কংসস্ততোদ্বিগ্নমনাঃ প্রাহ সর্ব্বান্ মহাসুরান্।
প্রলম্বকেশিপ্রমুখানাহূয়াসুরপুঙ্গবান্ ॥"
(বিষ্ণুপু°, ৫।৪।১)

"অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া যোগমায়া কর্ত্তৃক কথিত যাবতীয় বৃত্তান্ত কংস তাহাদিগকে বর্ণনা করিল" (ভা, ১০।৪।২০)।

চাণুর-মুষ্টিক :—পূর্ব্বজন্মে ইহাদের নাম ছিল বরাহ ও কিশোর ; পরে তাহারা কংসের মল্লরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধের পূর্ব্বে ইহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন (হরিবংশ, ১।৫৪।৭৬ ; ২।৩১।৪৬-৫০, ইত্যাদি)।

১২। ঠাম :—সং—ধামন্—ধাম হইতে; 'ধামে দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্মপ্রভাবয়োঃ' (মেঃ)। তু°—হাম নাহি যাওব সো পিয়াঠাম" (বিদ্যা°)। স্থানে।

---

[৫২]

সুহই

কহে কংসাসুর— "শুনহ অসুর,
সে নহে মানুষ-কাআ।
মনের শরীরে [১] হইলা উৎপত্তি
দেবের দেবতা হআ [২] ॥
দেব ভগবান ইথে নহে আন
জন্মিলা গোকুল-পুরে।
দেবীর কথাএ বিস্মিত [৩] অন্তরে
বৃত্তান্ত [৪] কহিল তোরে ॥"
শুনিঞা চানুর মুষ্টিক কহেন—
"শুন কংস নৃপপতি [৫]।
মনিয্যের [৬] গর্ব্ভে [৭] জন্মিল জে জন
কে বলে গোলোক-পতি ॥
গোলোক-বৈভব [৮] তেজিআ সে জন
কিসের কারণে জন্ম।
জত শুন রাজা সব অবিচার
এ [৯] নহে দেবতা-ধর্ম্ম ॥
আনন্দ করিআ রাজ-কাজ জত
করহ আপন মনে।
জদি সত্য [১০] হঅে এ [১১] সব বচন
তাহারে বধিব বাণে ॥
কি করিতে পারে মানুস-শরীরে
চিন্তা না করিহ তুমি।
কটাক্ষ পলকে সেই শিশু, রাজা,
আমি দিব তারে আনি ॥"
এ [১২] বোল সুনিআ [১৩] হরস অন্তর
কহেন এ কংস রাঅ।
নানা চর আনি পাঠল সকলি
দিন চণ্ডিদাসে গাঅ [১৪] ॥

পুঁথির পাঠ :—

১ স্বরিরে, বিপু, পরেও
২ হঅ্যা বিপু; হয়্যা, দীপু
৩ বিষ্মিত বিপু; বিস্বিত, দীপু
৪ বিত্তান্ত, বিপু
৫ নৃিপ°, বিপু
৬ মহিসের, বিপু
৭ গভ্ভে, বিপু
৮ বেইভব, বিপু
৯ অে, বিপু
১০ সত্ত, ঐ
১১ অে, ঐ
১২ অো, ঐ
১৩ শুনিতে, ঐ
১৪ গায়, দীপু

টীকা

পং-৩। মনের শরীরে :—ভাগবতে আছে—"বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি পরিপূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন, জীব সকলের ন্যায় তাঁহার ধাতু-সম্বন্ধ হয় নাই, এবং দৈবকীও তাহা আপনার মনোদ্বারাই ধারণ করিয়াছিলেন।" (ভা, ১০।২।১১-১৩)।

---

[৫৩]

গড়া

গোকুল-নগরে পুত্রৎসব করি
ভাবে নন্দঘোস রাঅ।
রাজার মেলানি করিতে ঘোসের
মনে হইল অভিপ্রাঅ ॥

দধি দুগ্ধ জত শকটে পুরিত
আজবাজ কর লআ [১]।
সাজিল আনন্দে মনের সানন্দে
অতি হরসিত হআ [২]।
গিআ রাজদ্বারে [৩] দুআরি গোচরে
মেলিআ কংসের ঠাম।
দধি দুগ্ধ ঘৃত [৪] দিআ নিজজিত
কহে সব পরিণাম ॥
কহেন কংসেরে— "শুন, নৃপবরে, [৫]
একটি ছায়াল হল [৬]।
তথির কারণে তোমারে মেলানি
রাজকর আনি দিল ॥"
"ভাল, ভাল" বলে রাজা কংসাসুর
"আনন্দ শুনিল বড়।
ভাল হইল, [৭] পুত্র হইল বৃদ্ধকালে [৮]
শুনিল শ্রবণে দড় ॥"
বিদায় [৯] হইআ [১০] নড়ি নন্দঘোস
মিলি বসুদেব-ঘরে।
কোলাকলি করি আনন্দ হইল,
পরম পিরিতি সুরে ॥
দুজনে কহেন সরস বচন
অন্য উপদেশ বাণি।
চণ্ডিদাস বলে দোঁহার মিলনে
কত সুখ হইল জানি ॥

পুঁথির পাঠ:—

১ লঅ্যা বিপু; লয়্যা, দীপু ২ হঅ্যা, বিপু
৩ দ্ব্যারে ঐ ৪ ঘ্বিত, ঐ
৫ নৃিপ°, ঐ ৬ হর্ল্যা, দীপু
৭ হইল্য, বিপু ৮ বিদ্ধ, বিপু
৯ বিদাই, ঐ ১০ হইয়া, দীপু

টীকা

পং ২-৩। তু°—একদিন নন্দরাজ রাজা কংসকে বার্ষিক কর প্রদানার্থ স্বয়ং মথুরাতে গমন করিলেন" (ভা, ১০।৫।১৩; বিষ্ণুপুঃ, ৫।৫।৩; ইত্যাদি)।

১৫। মেলানি :—উপহার দ্রব্য, ভেট।

১৯। বৃদ্ধকালে :—"বার্দ্ধকেঽপি সমুৎপন্নস্তনয়োঽয়ং তবাধুনা" (বিষ্ণুপুঃ, ৫।৫।২; তু°—ভা, ১০।৫।১৪, ইত্যাদি)।

২২-২৪। ভাগবতে আছে যে, বসুদেব নন্দের ঘরে গিয়াছিলেন (ভা, ১০।৫।১৪; তু°—বিষ্ণুপুঃ ৫।৫।১, ইত্যাদি)।

---

[৫৪]

বারাড়ি

কহে বসুদেব— "শুন, নন্দঘোস,
বালক দিআছি তোহে।
বুঝিআ জা কর তুমারে সপিলু
কি করে আমার মোহে ॥
বংশ-রক্ষা [১] জদি পারহ রাখিতে
তবে সে বড়াই বড়।
ইহাকে অধিক আর কি বলিব
তোমারে কহিল দড় ॥
জাহ নিজ ঘরে এখানে না থাক
শুন, নন্দঘোস রাঅ।
বহুত আপদ বালক-উপরে
তোমারে কহিল তায় ॥"
নন্দঘোস নড়ে তুরিত গমনে
চলিলা গোকুল-পুরে।
গিআ নিজ ঘরে অতি কুতূহলে
বালক করিল কোলে ॥

লক্ষ লক্ষ চুম্ব বদন-কমলে
ভাসএ আনন্দ-সরে।
গাভী বৎস জত মেনে লাখ শত
ঘোস গেলা আন ঘরে॥
আনন্দে বিহরে নন্দের কুমার,
মায়ের[২] আনন্দ দেখি।
চণ্ডিদাস বলে এক দিঠি রাণি
নাহি সে পালটে আখি॥

বি-পুঁথির পাঠ :—

[১] রক্ষ্যা [২] মাএের

টীকা

পং ১-৪। বালক দেওয়ার কথা ভাগবত (১০।৫।১৮), বিষ্ণুপুরাণ (৫।৫।৫) ইত্যাদিতে দৃষ্ট হয়।

৬। বড়াই—গর্ব্ব।

৯-১২। তু°—ভা, ১০।৫।২২; বিষ্ণুপুঃ, ৫।৫।৩-৪, ইত্যাদি।

২৪। পালট :—সং—পর্য্যস্ত—পল্লট্ট—পালট।

---

[৫৫]

গড়াশ্রী

মধুপুরে কংস সভা[১] করি বৈসে
ডাকিএ[২] বান্ধবগণে।
মন্ত্রণা করেন চানুর মুষ্টিক
যুগতি করিছে মনে॥
কহে তবে কংসে চানুর মুষ্টিক—
"শুনহ, অসুর-ধাতা।
একটি বচন মনেতে পড়িল
বড়ই আশ্চর্য্য[৩] কথা॥
তোমার ভগিনী পুতুনা সুন্দরী
তাহা বলাইঞা[৪] আনি।
তাহারে পাঠাহ গোকুল-নগরে
এই সে ভালই মানি॥
তাহার স্তনেতে বিস মাখাইঞা
জাউক মাআর ছলে।
নানা মাআবতি কত ছলা জানে
জাউক গোকুল-পুরে॥
বিষ স্তন মাখি হইঞা রূপসী
গিআ সে নন্দের বাড়ী।
মাআ ছলা করি শিশু কোলে ধরি
করুন নিশ্বাস এড়ি।
এই সে যাইঞা বিস স্তন দিআ
মারুক ছায়াল-কোর[৫]।
বিস স্তন পানে বালক মরিব
কণ্টক ঘুচিব তোর॥"
"ভাল, ভাল,"—বলি কংসাসুর অতি
হইলা সুখিত চিতে।
গিআ সে মহলে অতি কুতূহলে
পুতনা ডাকিল ভিতে[৬]॥
আইল পুতনা রাজার সাক্ষাতে
দাণ্ডায়ে জুরিআ কর।—
"কোন্ আজ্ঞা হয়ে আইল সদএ
শুন, কংস নিপবর॥"
"শুন গো ভগিনি, আমার কাহিনী
বড়ই বিপাক দেখি।"
চণ্ডিদাস বলে এখনি এমনি
মহাভয় কেনে লেখি॥

পাঠান্তর :—

১ সোভা, দীপু ২ ডাকি, দীপু
৩ আচর্জ্য, বিপু ৪ বোলা°, দীপু
৫ ছানা°, বিপু ৬ তে, ঐ

টীকা

পং—২২। ছায়াল-কোর।—সং—ক্রোড় হইতে কোর। অতএব ছায়াল—কোর=কোলের শিশু।

২৮। ভিতে ; অর্থ একদিকে, নিভৃতে।

---

[৫৬]

শ্রীনারাঅণ

কহে তবে কংসে— "গোপকুল-বংশে
জম্মিল গোলোক-হরি।
নন্দ-ঘরে তার উৎপতি হইল
সে জন ১ আমার বৈরী॥
রিপু বলবান জে দেশে জম্মিল
তাহার কল্যাণ নাঞি।
কণ্টক থাকিতে জানিহ দুর্গতি
কহিল ২ তোমার ঠাঁঞি॥
সভা ৩ বলাইঞা এই সারদ্ধার
করিল অসুরগণে।
নন্দের কুমারে বিষস্তন পানে
বধিতে ৪ করিলা ৫ মনে॥
তুমি গিয়া ওথা মার নন্দ-সুত
বিষের ভোজন ৬ পানে।
এই সে কারণে আইল সদনে
ভাবিআ তোমার স্থানে॥
আমি সে থাকিলে সভা বর্ত্তা-দশা ৭
এ কথা কহিব ভালে।
কণ্টক মরিলে সুখে রাজ্য হয়ে
তোরে সে কহিএ হেলে॥"
"ভাল ভাল" বলি পুতুনা কহেন—
"জাইঞা গোকুল-পুরে।
বিষস্তন পানে বধিব বালক
নিশ্চয়ে ৮ কহিল তোরে॥
রাজ-আভরণ ৯ দেহত আনিঞা
উত্তম বসন ভাতি।
এ সব পরিআ মাআধারী হয়া
গোকুলে যাইব তথি॥"
নানা অলঙ্কার সুবস্ত্র সুন্দর
দিলা সে পুতুনা-কাছে।
কহে কংস তবে— "শুনহ, ভগিনি,
উথানী আস্যহ পাছে॥"
কহেন পুতুনা— "মোর আছে জানা ১০
জাহাই করিব আমি।
বালক বধিআ এক দণ্ড পরে—
নিশ্চয়ে জানিহ তুমি॥"
এ কথা শুনিয়া হরস রাজার
আনন্দে নাহিক ওর।
নিজ-নিকেতন কংসের গমন
সুখেতে হইলা ভোর॥
কহে গিআ তবে কংস নৃপবর
আপন বান্ধব ১১ পাশে।
কহিতে লাগল সকল বির্ত্তান্ত
সভার মনেতে বাসে॥
"পাঠাইল তাই শুন কহি, ভাই,
পুর্তুনা গোকুলে গেলা।
নানা অভরণে বিধির বিধানে
ভগিনী পুতুনা নিলা॥"

গমন করিল গোকুল-নগরে
কহিল সভার স্থানে।
অবোধ কংসের বচন শুনিঞা
দিন চণ্ডিদাস ভণে॥

পুঁথির পাঠ:—

১	জেন, দীপু	২	কহিলাম, বিপু
৩	সোভা, দীপু	৪	বর্ধিত, বিপু
৫	করিলাম, ঐ	৬	ভোজনে, ঐ
৭	সভাবস্তদসা, দীপু	৮	নিশ্চয়, বিপু
৯	অভরন ঐ	১০	জনা ঐ
১১	বন্ধব ঐ		

টীকা

পং—৯। সারদ্ধার=সারোদ্ধার, সিদ্ধান্ত।

১৭। বর্ত্তাদশা—জীবিত অবস্থা, অর্থাৎ আমি বাঁচিয়া থাকিলে সকলে জীবিত থাকিবে।

৩২। উথানি:—সং—উৎক্ষিপ্ত অর্থে; ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসা। তু°—"শূলে ঠেকিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে" (কৃত্তিবাস)।

---

[৫৭]

বাড়ারি

অথ পুতুনা-বধ।

জায় পুতুনা[১] রিপুর ছলে
হরস হঞা মনে।
কিসের ছটা বান্ধা ঝটা
লোটন ফুলের সনে॥
চারি পাড়্যা তাথে এড়্যা
রাঙ্গা ফুলের মালা।
সিতার[২] সিন্দুর দেখায়[৩] মধুর
কিবা করে আলা॥
নাসার বেশর কিবা সোসর
মন-হরণী পাখা।
বিমল দশন পরা ভূষণ
তাহে জাইছে দেখা॥
নয়ান-কনে হানে বাণে
তায়ে কাজলের রেখা।
ফুলের কাছে ভ্রমর নাচে[৪]
জেমত নাড়্যা পাখা॥
কাণের সোনা[৫] নাড়ে ঘনা
তার উপরে চাকি।
হৃদঅ মাঝে কাঁচুলি সাজে
পুন[৬] পুন[৬] তা দেখি॥
গলায় সাজে কনক মালা
তাহে মুক্তাপাতি।
মাথার বেণী ঝাপা খানি
তাহে পড়াছে গতি॥
বাহেটার হাথে শাঁখা তাহে
* কঙ্কন সাজে।
দেখি হেন রূপ রূপসী
দেবের মন মজে॥
আধ উড়নি মন-হরনি
চিত-হরণীর পারা।
দেখ্যা মদন করে মোহন
চেতন করে হারা॥
চলন গতি জেন হাসি
আধ নআনে চায়।
দেখা মদন করে বেদন
চণ্ডীদাস গায়॥

পুঁথির পাঠ :—

১ পুতনা, দীপু ২ সিথার, ঐ
৩ দেখ্যা, ঐ ৪ নাছে, বিপু
৫ সনা ঐ ৬ ঘন ঘন, দীপু

টীকা

পুং—১। বকাসুরের ভগিনী, কংসের ধাত্রী, এবং ঘোররূপা কামচারিণী শকুনী বিশেষের নাম পূতনা ছিল। (হরিবংশ, ২।৬।২২-২৩)। রাত্রিকালে পূতনা যে শিশুকে স্তন্য প্রদান করিত, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার অঙ্গ সকল উপহত হইয়া যাইত (বিষ্ণুপু, ৫।৮)। এজন্য তাহাকে "বালঘাতিনী" বলা হইত (ঐ, ৫।৫।৭ ; ভা, ১০।৬।১)। ব্রজের শিশুগণকে বধ করিবার জন্য সে কংস কর্ত্তৃক গোকুলে প্রেরিত হইয়াছিল (ভা, ১০।৬।১)।

ভাগবতে আছে—ঐ নিশাচরী যখন গুরুনিতম্বিনী, পীনোন্নতপয়োধরা, এবং তন্বঙ্গী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উৎফুল্ল মল্লিকা মালা কবরীতে বিন্যস্ত করত কর্ণাভরণ শোভায় দিক্‌ সকল আলোকিত করিয়া অলকাশোভিত বদনে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে মনোহর অপাঙ্গনিক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ব্রজবণিতাগণ তাহার রূপে মোহিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৬।৪-৫)। ভাগবতের অনুকরণেই কবি এই পদমধ্যে পূতনার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

৪। লোটন :—নিম্নমুখ কবরী। তু°—"লোটন লোটায় পিঠে" (তরু, ১৩৫৫ সং পদ)।

৯। সোসর :—সং—সদৃশ হইতে। তু°—"তুহু সে আমার প্রাণের সোসর" (তরু, ১০৯৪ সং পদ)।

২৫। বাহেটাড় :—সং—বাহু+সং—তাড়ঙ্ক (তারপত্র বা তালপত্র) হইতে টাড় (শব্দকোষ) ; বাহুর বলয়বিশেষ। তু°—"বিসাই দিলেন তামের টাড় বালা অঙ্গুরি গড়িআ" (শূঃ পুঃ, ২২৭ পৃঃ)।

[৫৮]

রাগ রামকেলি

চলিলা পুতুনা তবে গোকুল-নগরে।
প্রবেশ করিল গিআ নন্দের মন্দিরে ॥
হরসে আপন স্তনে বিষ মাখে রাণ্ডি।
রিপুর স্বভাবে জাএ নন্দ-সুতে ভাণ্ডি ॥
গিয়া সে নন্দের ঘরে পুতুনা রাক্ষসি।
মাআ ডোর দিআ সে গলায় দিল ফাঁসি ॥
"শুন গো যশোদা রাণি, আইল এথাই।
শুনিল লোকের মুখে [১] সুখী ভেল তাই ॥
নন্দের বৃদ্ধ বএসে হইল তার পুত্র।
ভাগ্যবতী বড় তুমি গোপকুল-গোত্র ॥
দিআছেন বিধি তোরে হেনক ছায়াল।
শুনিঞা আমার চিত্ত আনন্দ বিশাল ॥"
নন্দরাণী বলে,—"সেহ তোমার আশীর্ব্বাদে
এ ধন পাইনু আমি দশের প্রসাদে ॥"
"তোমাকে দিআছে নিধি বিধি বড় রাঙ্গী।"
উকি পাড়ি দেখে পুত্র করি রঙ্গ [২] ভঙ্গী ॥
জশদার কোলে শিশু জানিল তখনি।
বিষ স্তন মাখিয়া সে আইলা এখনি ॥
হৃদয়ে জানিল ইহ নন্দের কুমার।
জননীর কোলে শিশু কান্দএ অপার ॥
কহেন পুতুনা তবে—"শুন, নন্দরাণি।
বালক [৩] বোধহ আগে মুখে স্তন টানি ॥"
দুগ্ধ পিয়ায়ে আগে বালকের মুখে।
চণ্ডিদাস বলে রাণ্ডি হরস হঞা বুকে ॥

পুঁথির পাঠ :—

১ মুকে, বিপু ২ রঙ্গি, ঐ
৩ বাল, ঐ

টীকা

পং-৩। রাণ্ডি :—বিধবা অর্থে।
৪। ভাণ্ডি :—প্রতারণা করি।
২২। বোধহ :—প্রবোধ দান কর।

---

[৫৯]

তুড়ি

কহে তবে পুন পুতুনা রাক্ষসী—
"না কান্দ, না কান্দ আর।
মুখ ভরি আগে দুগ্ধ পান কর
বহিছে পঞর ধার॥"
মাআ রূপে তবে পুতুনা রাক্ষসী
করিছে কতেক ছলা।
নন্দরাণী তবে পুতুনার মোহে
মাআতে ভুলিয়া গেলা॥
"শুন গো যশোদা, কোথা আরাধিলা
পাইলে এমত শিশু।
ফলের কারণে এ হেন নন্দন
কহনে না জাএ কিছু॥
এমত ছাআলের হেদে গো জসদা,
বালাই লইঞা মরি।
এমন সুন্দর মদন-মোহন
বদন গঠন [১] চারি [২]॥
গোকুল-নগরে গোপ-ঘরে ঘরে
আছএ কতেক বালা৮
এমন সুন্দর না দেখি কোথাহ
বরণ চিকন কালা॥
তুমার ভাগ্যের ফল সে সুফল
পাইলে এমন নিধি।
অনেক তপের ফল আরজিতে
দেখিঞা দিয়াছে বিধি॥"
এ বোল বলিআ পুতুনা রাক্ষসী
কতেক করিছে মায়া।
মায়ের সমান স্নেহ অতিসয়
তেমতি করিছে দয়া॥
"আহা মরি মরি" কহে বেরি বেরি
"তুমার বাছনি ধনে।"
ইহাই বলিআ কোলে লহে শিশু
মুখে দিয়া বিষ স্তনে॥
জানিলা [৩] তখন নন্দের নন্দন
সফল করেন তার।
চণ্ডিদাস বলে শিশু করি [৪] কোলে
কান্দএ বারহু বার॥

পুঁথির পাঠ :—

[১] গটন, বিপু, [২] (?) [৩] জানিল, বিপু
[৪] কোরি, দীপু

টীকা

পং-২০। চিকণ কালা :—তেলুগু চক্কনি (সুন্দরী) হইতে সুন্দর, এবং অর্থ সম্প্রসারণে দীপ্তিশালী (জ্ঞানেন্দ্র)। অথবা—সং—চিক্কণ হইতে মসৃণ, চকচকে অর্থে (শব্দকোষ)।

চিকণ (সুন্দর) কালা=কৃষ্ণসুন্দর। তু°—"চিকণকালা গলায় মালা" ইত্যাদি (গোবিন্দদাস)।

---

[৬০]

রামকেলি

কান্দিআ আকুল দুগুণ হইল
নন্দের নন্দন হরি।
হরষে পুতুনা দেখিয়া কান্দনা
মুখে স্তন দিল ভরি ॥
জুড়িল চমক পাইল ধমক
ননাড়ি (?) বেড়িল বোটা।
"একি, একি"—বলি কান্দএ রাক্ষসী,
"কি করে নন্দের বেটা !
উহু, মরি মরি"— কহে বেরি বেরি
তত সে শুষেন [১] বালা।
নিবিড় করিঞা কর আরপিল
স্তনের উঠিল জ্বালা ॥
"ছাড় ছাড়, বালা, স্তনে উঠে জ্বালা
বুক বিদরিআ জাএ।
হেন [২] মনে [২] মোর জল [৩] স্তন পান[৩]"
"বাপু বাপু," বলে মাএ ॥
আস্তম্ভ পজ্যন্ত শরীর [৪] সকল
শুষিতে [৫] দুগ্ধের সনে।
"রাখ, রাখ, বাপ,"— জনক-জননী
ইহাই বলেন ঘনে ॥
পরিত্রাণ সবে গোকুল-নগরে
কম্পিত হইল সব।
বলে-"বাপ, বাপ, রাখ, রাখ, বলি
কে এত করিছে রব ?"
নন্দের নন্দন করে দুগ্ধ পান
আপন জতেক শক্তি।
তেজিল শরীর পুতুনা রাক্ষসী
তার ভেল তাএ মুক্তি ॥
পড়িল পুতুনা ছয় ক্রোশ জুড়ি
ভাঙ্গিআ [৬] কতেক গাছ।
গোকুল-নগরে কত ঘর ভাঙ্গে
কেহোত না লাগে কাছ ॥
অতি ভয়ঙ্কর দেখিতে দুষ্কর
দ্বাদশ ক্রোশের প্রস্থ।
একেক জোজন পড়িআ রহিল
পুতুনার দুই হস্ত ॥
মস্তক ডাগর মেউর [৭] মন্দার
নাসিকা শিখর দুই।
দন্ত সারি হেন লাঙ্গল-প্রমাণ
শ্রবণ পুখুর সেই ॥
উদর ডাগরি দীঘল পুখুরি
চরণ এ দুই কহি।
জেমন ক্রোশ সম এ দুই চরণ
চণ্ডিদাস কহে এহি ॥

পুথির পাঠ:—

১। সুসেন, দীপু
২-২। হল্য মেনে, দীপু
৩-৩। (?)
৪। স্বরির, দীপু
৫। সুসিতে, ঐ,
৬। ভাঙ্গিঞা, ঐ
৭। মোউর, বিপু

টীকা

পং—৬। বোটা:—সং—বৃন্ত—বোণ্ট—বোটা; স্তনাগ্র।

৮। বেটা:—সং—বেত্র (তু°—বংশ, পরিবার অর্থে) বেট্ট—বেটা (চা, ৩২৮ পৃঃ)। অথবা—সং—বীত, প্রসৃত—অর্থে (শব্দকোষ); অথবা—সং-বটু (বালক, কুমার অর্থে—জ্ঞানেন্দ্র)।

১৩। ছাড় ছাড় বালা:—তু°—"মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী" (ভা, ১০।৬।১০)।

১৭। আন্তন্ত পর্য্যন্ত:—ভাগবতে আছে—"অখিল-জীবমর্ম্মণি," সমস্ত জীবনের আশ্রয় স্থানে (নিপীড়িত হইয়া)। (ভা, ১০।৬।১০)।

২৬। মুক্তি ভেল:—তু°—"সা স্বর্গমবাপ" (ভা, ১০।৬।২৬)।

২৭। ছয় ক্রোশ যুড়ি:—ভাগবতে আছে—"তদ্দেহ-স্ত্রিগব্যূত্যন্তরক্রমান্" ইত্যাদি, অর্থাৎ তাহার দেহ ষট্‌ক্রোশ-মধ্যবর্ত্তী তরু সকল চূর্ণ করিয়াছিল (ভা, ১০।৬।১৩)।

৩৭-৪৪:—ভাগবতে আছে—"তাহার সেই লাঙ্গল-দন্তের ন্যায় তীব্র দন্তপঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট করাল বদন, পর্ব্বত গুহার ন্যায় নাসারন্ধ্র, গিরিশিখরের ন্যায় উন্নত স্তনদ্বয়, অন্ধকূপের ন্যায় গভীর নেত্রদ্বয়, নদীতট তুল্য জঘনদ্বয়, শূন্যজলহ্রদের ন্যায় উদর" ইত্যাদি (ভা, ১০।৬।১৪-১৫)। কবির বর্ণনা মূলের অনুরূপ হইয়াছে। মেউর=মেরু।

---

[৬১]

গড়া

গোকুল-নগর ভেল চমৎকার
দেখিআ শরীর তার।
ভয়ে মহাভয় পাইল সকল
দেখ অদ্ভূত আর॥
রাক্ষসীর বক্ষ- স্থলেতে বসিয়া
নন্দের নন্দন শিশু।
একি পরমাদ বিষম সম্বাদ
চরিত বুঝিব কিছু॥
সভে এই বালা তিন দিন হৈলা
ইহার কৌতুক এত।
এমত রাক্ষসী কেমতে বধিল
এ কথন[১] কব কত॥
সন্দেহ লাগিল সভার অন্তরে
'একি একি হল্য' বলে।
গিআ নন্দরাণী 'বাছা, বাছা' বলি
ছাআল করিলা কোলে॥
'মরি বালাই লঞা নিছনি লইঞা
এ কোন ধরন তোর।'
পুত্র কোলে করি জসদা সুন্দরী—
'কিমোন হইল মোর॥'
শুনি নন্দঘোষ ধাইঞা আইল
'পুত্র পুত্র' করি বলে।
"ও মোর দুলাল, বাছনি," বলিয়া
তুরিত করিলা কোলে॥
"দেব হৃষিকেশ[২] অচ্যুত, মাধব,
গোবিন্দ বাউল হরি।
এ সব দেবতা রাখহ ছাআলে
মারিল এ হেন বোরি॥"
পুত্র কোলে করি জসদা সুন্দরী
চুম্বন করিছে মুখে।
হরস হইঞা এ নন্দ-জসদা
শিশু সুতাঅল সুখে॥
দুগ্ধ পিআছিল জসদা জননী
সন্দেহ লাগিল মনে।
এমত ছাআল এ হেন রাক্ষসী
মারিল আপন মনে॥
এ মেনে মানুষ- শরীর না হএ
দেবের শকতি জানি।
গোলোক-ঈশ্বর জানিল অন্তরে
চণ্ডিদাস ইহা জানি॥

পুথির পাঠ:—

[১] কখন, বিপু [২] হৃসিকেস, ঐ

টীকা

পং—১-২। তু°—"সংতত্রসুঃ স্ম তদ্বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরং" (ভা, ১০।৬।৩৬)।

৫-৮। তু°—"বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ং" (ভা, ঐ ; বিষ্ণুপু°, ৫।৫।১১)।

২১-২৪। তু°—

"নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥
(ভা, ১০।৬।২৮)।

২৫-২৮। পূতনাবধের পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের শরীরে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া রক্ষা-কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন। তু°—"ইন্দ্রিয়াণি হৃষিকেশঃ,...অচ্যুতঃ কটিতটং,...ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ" ইত্যাদি (ভা, ১০।৬। ১৯-২২)। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে ইহা নন্দ করিয়াছিলেন (ঐ, ৫।৫।১৪।২২)।

---

[৬২]

শ্রীকানড়া

রাজা পরিক্ষিত কহিতে লাগল
সন্দেহ হইল মনে।—
"শুনহ গোসাঞি, ব্যাসের নন্দন,
পুছিএ তোমার স্থানে ॥
কহ বিচারিঞা শুনিয়ে শ্রবণে
কহিএ তোমার কাছে।
কি গতি পাইল পুতুনা রাক্ষসী
এ কথা সন্দেহ আছে ॥"
কহিতে লাগল ব্যাসের নন্দন—
"শুন শুন, মহারাজা।
কোনহ সন্দেহ হইল তোমার
কহ কহ, মহাতেজা ॥"
কহে পরিক্ষিত— "শুন, সুকদেব,
এই সে সন্দেহ মোর।
রিপু-ছলে আসি হৈল সগগবাসী
শুনিতে হইলুঁ ভোর ॥
এ জন মুকুতি হৈল তার গতি
কেমত ধরণ এহ।
রিপুর স্বভাবে প্রাণ তিআগিয়া
ধরিল উত্তম দেহ।"
তবে সুকদেব কহিতে লাগল—
"শুন, নৃপবর তুমি।
না কর সন্দেহ সকল বিত্তান্ত
বিচারিআ কহি আমি ॥
দেহের স্বভাব কন দেব পায়
এ কীট পতঙ্গ জত।
এক দেহ ইহা নহে ভিন্ন ভিন্ন
কহিএ বেদের মত ॥
এক দেহ ধরে শূকরের কায়া
করএ বিষ্ঠার পান।
তথাপি সে দেহে পরম পুরুষ
তাহে [১] আছে ভগবান ॥
ইহাকে অস্পৃশ্য [২] নহে কোন জীব
সকল জীবেতে হীন।
ইহার ঘটেতে পরম পুরুষ
তাহাতে পাইবে চিন ॥
সব ঘটে রহি প্রভু ভগবান
কীট পতঙ্গাদি জত।"
চণ্ডিদাস কহে সুকদেব বাণী
এই হএ বিধিমত ॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] তাথে, দীপু [২] অপ্রেস্য, ঐ

টীকা

পং-১-২। ভাগবতেও পরীক্ষিৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া শুকদেবের মুখে কৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস পদরচনায় সেই রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা চিহ্নিত করিবার এক অতি প্রয়োজনীয় সূত্ররূপে ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

---

[৬৩]

বিহির নির্ম্মান এ দেহ-গঠন
ধরিল উত্তম কায়া।
তখনি সে দেহে পরম পুরূস
ঘটেতে করেন দয়া॥
সর্ব্বত্র দেহের মূল ভগবান
দেহে দেহে আছে স্থিতি।
স্থাবর জঙ্গম এ কিট পতঙ্গ
সভাতে আছয়ে গতি॥
পুরূবে অনেক তপফলার্জ্জিত
ধরিয়া এমত দেহা।
তাহাতে মরএ আপনা আপনি
বান্ধয়ে মায়ার গেহা॥
আপনি মরএ বিসভাণ্ড খায়া
আনের কি দোস আছে।*
আপনা আপনি মরএ ভ্রমিঞা
দেখহ আপন কাছে॥
জে জন মরএ বিসপান খাঞা
না জানে আপনপর্র।
মায়া কায়া দেহ কিছুই না জানে
মায়াতে বান্ধয়ে ঘর॥
এ দেহ-সাধন পূজন জজন
সেই সে সাধক-দেহা।
কৃপা পরে জত বেড়ায় বেকত
করেন কৃষ্ণের নেহা॥
সাধন সাধক কহিল তাহাকে
নিত্যসিদ্ধি কোন জন।
জোগসিদ্ধ সার ক্রিয়াসিদ্ধি[১] তার
* * * কন॥
চণ্ডিদাস কহে— 'কহিলাঙ এহ
দেহের গতিক ভাব।
জেমত ভাবিবে তেমত পাইবে
জাথে জার হয়ে লাভ॥'

পুঁথির পাঠ:—

১। ক্রুয়া°

* পরবর্ত্তী অংশ রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

টীকা

পং ১-৮। প্রাচীন শাস্ত্রাদি অনুসরণ করিয়া এখানে সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তু°—"স্বয়ং জ্যোতি-স্বরূপ এই এক আত্মা স্বীয় সৃষ্ট-গুণ দ্বারা উৎপাদিত দেহসকলে বহু প্রকার হয়েন" (ভা, ১০।৮৫।২২); এই চরাচর সমস্ত বিশ্বই পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত (বিষ্ণুপু°, ৬।৭।৬০); ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন (ব্রহ্মসূত্র, ১।২); "ভিন্নের ন্যায় স্থিত হইলেও দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ সকলেই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ" (বিষ্ণুপু°, ১।১৯।৪৭); সকল দেহেই নিত্য আত্মা অবস্থিতি করেন (গীতা, ২।৩০); ইত্যাদি।

পং ৯-২০। "অনাত্মে আত্মবুদ্ধি, এবং যাহা আপনার নহে তাহা আপনার বলিয়া বোধ করা, এই দুইটিই অবিদ্যা-তরুর বীজ। কুমতি জীব মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া দেহেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে।" (বিষ্ণুপু°, ৬।১৭। ১১-১২)।

পং ২১-২৮। নিত্যসিদ্ধ জড়ভরত রাজা সৌবীরকে বলিয়াছিলেন—"তোমার বা আমার দেহে অন্বেষণ কর, দেখিবে হস্ত বা পদ তুমি বা আমি নহি,......আত্মতত্ত্ব এই প্রকারে ব্যবস্থিত" (বিষ্ণুপু°, ২।৩।৯১-৯৯)। মহামতি খাণ্ডিক্য রাজা কেশিধ্বজকে "যোগসিদ্ধি" এবং "ক্রিয়া-শুদ্ধি" সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"যোগী স্বীয় মনকে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী করিবার জন্য নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি নিয়ম অবলম্বন করিবেন, এবং মনকে সতত পরব্রহ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত করিবেন...... এইরূপে যোগ অভ্যাস করিতে হয়" (বিষ্ণুপু°, ৬।৭।৩৬-৩৯); তু°—গীতা, ৬।১০; ইত্যাদি। আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে মোক্ষ লাভ হয় তাহা ছান্দোগ্য উ° (৭।১।৩); কঠউ° (২।২।১২); সাংখ্য, (১।১০৪); যোগ, (২।২৮) প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৬৪]

আর এক বানি শ্রবণ করহ,"
কহেন এ সুক মুনি।
"নিষ্ঠার আকৃতি সুনহ প্রকৃতি
সুনহ তাহার বানি॥

এক ভৃঙ্গ কিটে ধরে আর পোকে
তাহারে লইঞা ঘরে।
বিন্ধিয়া মারএ সেই সে পোকারে,
সুন রাজা নৃপবরে॥

বিন্ধিতে বিন্ধিতে সেই পোক মরে
চাহিয়া ভৃঙ্গের পানে।
তেজিলে পরানে চাহি তার পানে
টানয়ে আপন স্থানে॥

আপন স্বভাব সেই সে পোকের
হয়েন ভৃঙ্গের কায়া।
সুজন-সঙ্গতি নিষ্ঠার আকৃতি [১]
পাইল আপন ছায়া॥

তেমত পুতনা সাক্ষাত ঈশ্বর
করিতে দুগ্ধের পান।
দেখিয়া গোচরে প্রভু ভগবান
সে জন তেজিল প্রাণ॥

ভৃঙ্গের সমান কায়া পুন পায়
জারে জে ভাবিয়া মরে।
সেই গতি তার বৈকুণ্ঠ চলল
সুন রাজা নৃপবরে॥

সুজন-সঙ্গতি ঐছন এ রিতি
কহিল ঐ সব বানি।
সাক্ষাত দরসে পরান তেজল
পাইল মুকুতি খানি॥"

চণ্ডিদাস বলে— "এই হেতু, রাজা,
পুতনা পাইল মুক্তি।
সাক্ষাতে পাইঞা পরসতকর [২]
উত্তম হইল গতি॥"

পুঁথির পাঠ:—
[১] অকৃতি [২] (?)

টীকা

পং ৫-১৪। কাচপোকার এইরূপ স্বভাবের বর্ণনা অন্যান্য পদেও পাওয়া যায়—

সে সাধু কেমন স্বভাব যেমন
জানিবে কুমার-পোকা॥
অন্য কীট ধরি নিজ গৃহে পূরি
আপন বরণ করে।
তেমতি জানিবে সাধু মহাজন
স্বভাব ছাড়াতে পারে॥

সহজিয়া-সাহিত্য, ৬৩ পৃঃ

অন্যত্র—

তেমতি নায়িকা হইলে রসিকা
হীনজাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায় স্বজাতি ধরায়
যেমন কাচপোকা করে॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী, ৩৪২ পৃঃ

২১-২৪। তু°—

যারে যেবা ভাবি যখন মরয়ে
সে জনে অবশ্য পায়।
ত্রিভঙ্গ পোক দেখ আন জীব মাঝে
সে হয় ভৃঙ্গের কায়॥

(ঐ, ৬১৮ সং পদ)

---

[৬৫]

রাগশ্রী

"আর সুন, রাজা, ইহার উপায়
কহিএ একটি বানি।
রিপু-ভাবে মনে বিস মাখি স্তনে
আইল এ কথা জানি॥
জদি রিপু-ভাব পাইল স্বভাব
তার তরতম আছে।
মাতৃভাব করি দুগ্ধ পিল হরি
বসিঞা তাহার কাছে॥
আর কহি সুন তাহা দেহ মন
রাম অবতার কালে।
রাবণের বংস সব করি ধংস
বধিলা এ রঘুবিরে॥
শ্রীরাম ধনুকি সঙ্গেতে জানকী
দোসর লক্ষন ভাই।
সিতা চুরি করি লঞা গেলা হরি
* * তাই॥
রাজা দশানন পুত্র-ভাতৃগণ
শ্রীরাম সমুখে যুঝি।
পাইল বৈকুণ্ঠ সমুখে দেখিয়া
দেখ দে * * রাজ ঝি॥
রিপুভাবে মন রাজা দশানন
চলিলা মুকুত হঞা।
তেন রিপুভাবে তারএ ই সবে[১]
চলে প্রেমরস পায়্যা॥
আর সুন, রাজা, এ কিট পতঙ্গ
স্থাবর জঙ্গম আদি।
জত চরাচর মুরুতি খেচর
জত আছে নদ নদি॥
সভার ঘটেতে রহি ভগবান
সেই সে জতেক কায়া।
বিসের ভাণ্ডার গলাএ বান্ধএ
জানিহ নটের ছায়া॥
সব জিবে কৃষ্ণ আছে য়াচ্ছাদিয়া
কহিল তোমার পাসে।
তরি গেলা তাহে পুতনা রাক্ষসি"—
কহেন এ চণ্ডিদাসে॥

পুঁথির পাঠ:—

[১] লবে (?)

টীকা

পং ১-৮। ভাগবতে আছে—"হত্যা করিবার বাসনাতেও ভগবান্ হরিকে স্তন্য দিয়া পুতনা সদ্গতি প্রাপ্ত হইল" (ভা, ১০।৬।২৬)।

১৪। দোসর :—দ্বি+সং-সৃ ধাতুজাত সর=দোসর ; দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে সঙ্গে গমন করে ; সহযাত্রী।

---

[৬৬]

শ্রীকানড়া

"আর সুন, রাজা, পুরুব কথন
বিপ্র অজামিল-কথা।
নানা দুষ্টমতি করিল বেভার
সে পায় গোবিন্দ ওথা॥
পাপি দুষ্টাচার কতেক পার্সাণ্ডি
নামেতে তরিয়া গেল।
রিপুভাব তাএ মাতৃ[১] ভাব তারে
বৈকুণ্ঠ তরিয়া নিল॥
আর সুন, রাজা, রিপুভাব আর
করিছেন কংসাসুর।
নিকটে পাইব ফল দুষ্খ-ভাসা
অহঙ্কার হব চুর॥"
সুনি মহারাজা কহে পরিক্ষিত—
"সুনিল উত্তম গতি।
আগে কি করিল পুতনা বধিয়া
কহত তাহার রিতি॥"
কহিতে লাগল ব্যাসের নন্দন
হরস হইঞা চিতে।
বসি মঞ্চ'পরে সুনে মহারাজা
কহেন শ্রীভাগবতে॥
আগে জে * * কথা বিচারিয়া কহি
ব্যাসের নন্দন সুকে।
এক চিত্ত হঞা শ্রবণ পরসি
কহে সুকদেব মুখে॥
"আইল এক সে অসুর মুরুতি
সকট তাহার নাম।
গোকুল-নগরে নন্দের মন্দিরে
প্রবেসি হইল ঠাম[২]॥
জত গোপ-নারি জমুনা-কিনারে
করে চন্দ্রায়ন-ব্রত।
নন্দরানি লঞা ব্রতের আরম্ভ
গোয়ালা-রমনি জত॥
ফল পুষ্পদল ঝুনা নারিকল
বিবিধ মিস্টান্ন জত।
রম্ভাফল আদি করি নানাবিধি
দধি দুগ্ধ লঞা কত॥
প্রভাতে উঠিয়া সব জন গেল
জমুনা-তটের মাঝ।
জনে জনে সভে হরস হইঞা
লইল পূজার সাজ॥
নন্দরানি জাএ ছায়াল এড়িয়া
এ শূন্য[৩] মন্দির এড়ি।
নন্দের নন্দন খেলাএ জতন
জগত ইস্বর হরি॥
শূন্য[৪] ঘর পায়া[৫] বালক দেখিয়া
আলা সে অসুর-কায়া।"
চণ্ডিদাস দেখি বেথিত হিয়াএ
সকট আইল ধায়্যা॥

পুঁথির পাঠ :—

১ মতৃ ২ (?) ৩ সন্য
৪ সন্য ৫ পয়্যা

টীকা

পং ১-৪। অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণ নিজ পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এক দাসীর প্রেমে আবদ্ধ হন। ঐ রমণীর গর্ভে তাঁহার দশটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম ছিল নারায়ণ। মৃত্যুকালে যমদূতের ভয়ে ভীত হইয়া অজামিল পুত্র নারায়ণকে ডাকিয়াছিলেন, এজন্য বিষ্ণুদূতের

কৃপায় তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। মৃত্যুর পরে তাঁহার বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়াছিল। (ভা, ৬।১।১৯—৬।২।৪১)।

১৪-২০। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পুতনাবধের পরে পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অদ্ভুত চরিত্র বর্ণনা করিতে শুকদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৭।৩)।

২৫-৩০। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বয়স মাসত্রয় অতীত হইলে যশোদা ও ব্রজের পুরস্ত্রীগণ মিলিত হইয়া বালকের অঙ্গপরিবর্ত্তনের উৎসবাভিষেক করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গৃহমধ্যস্থ এক শকটের নীচে শ্রীকৃষ্ণকে দোলনায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। কৃষ্ণ রোদন করিতে করিতে হঠাৎ পদদ্বয় ঊর্দ্ধে সঞ্চালন করিয়া সেই শকট বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শকটভঞ্জনের ইহাই মূল আখ্যায়িকা (ভা, ১০।৭।৪-৮)। শকট যে অসুর ছিল, একথা ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, এবং হরিবংশে নাই, অথচ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—"সকট আসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে" (৯৫ পৃঃ)। ভাগবতে আছে যে, এই ঘটনা কৃষ্ণের অঙ্গপরিবর্ত্তনের উৎসবের সময়ে ঘটিয়াছিল, হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন যশোদা যমুনাতে স্নান করিতে গেলে ঘটিয়াছিল, কিন্তু সেখানেও চান্দ্রায়ন ব্রতের উল্লেখ নাই।

---

[৬৭]

রাগ ধানসি

সকট অসুর দেখি প্রবেসি মন্দিরে।
একেলা পাইয়া তবে চলে ধিরে ধিরে ॥
অসুর দেখিয়া হরি হাসিতে লাগিলা।
দেব চক্রপাণি ইহা মনেতে জানিলা ॥
বালক-লিলাতে [১] খেলা করে জদুরায়।
মারিতে আইল ইহা জানিল হিয়াঅ ॥
দেব দামুদর হাসি খেলায় হরিসে।
হেন বেলে সকট অসুর গেলা শেষে [২] ॥
উঠিল অসুর দর্পে উচ্চ পদ দিয়া।
গায় পড়ে এই ভরে মারিব চাপিয়া ॥
জানিঞা সে চক্রপানি অসুরের রিত।
পাএ ঠেলি সকটারে ফেলিল বিদিত ॥
বিস্বম্ভর রূপ হঞা নন্দের নন্দনে।
পদাঘাতে সকট করিল দুইখানে ॥
সকটের ঘাতে ভাঙ্গে দধির মোহনা।
দধি দুগ্ধ ভাসি চলে এ কিয়ে জাতনা ॥
ঘৃতভাণ্ড তথি ছিল জাএ গড়াগড়ি।
গোকুলনগর-পুরে শব্দ [৩] হইল বড়ি ॥
হেন বেলা শব্দ সুনি জসদা জননি।
কি কি বোল বোলে রানি নাহি ফুরে বানি ॥
দেখিল সকটাসুর পড়িল সেখানে।
জাদুরে করিঞা কোলে হরস বদনে ॥
চণ্ডিদাস বলে—'আগে জাদু কর কোলে।
বিপাক দেখিএ বড় গোকুল-নগরে' ॥

পুঁথির পাঠ :—

[১] ইহার পরে পুঁথিতে "খেলাতে" আছে।
[২] সেসে [৩] সব্দ।

টীকা

পং-৭। দামোদর:—যশোদা দাম (রজ্জু) দ্বারা বালক কৃষ্ণের উদরে বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের এক নাম দামোদর হইয়াছিল (বিষ্ণুপু°, ৫।৬।১১)।

৮। বেলে:—বেলিকা হইতে বেল বা বেলা; ৭মীতে বেলে, অর্থ সময়ে, কালে।

৯। উঠিল ইত্যাদি। যে শকটের নীচে কৃষ্ণ শায়িত ছিলেন, তাহার উপরে উঠিয়া কৃষ্ণকে চাপিয়া মারিবে, এই উদ্দেশ্যে।

১৫-১৮। ভাগবতে আছে—"নিকটে নানা রসপূর্ণ যে সকল পাত্র ছিল, তাহারা ভগ্ন হইয়াছিল," (ভা ১০।৭।৭: তু°—বিষ্ণুপু°, ৫।৬।২)।

---

[৬৮]

কানড়া

"ভাঙ্গিল সকটখান দেখি এহ বিগ্যমান
এ নহে মানুস-তনু দেহ।
বধিল পুতনা আগে দেখি ব॥ ডর লাগে
সমুখে জাইতে নারে কেহ॥
পুন এ সকটাসুর প্রচণ্ড-শরীর [১] সুর [২]
দেখিয়া বড়ই লাগে ভয়।
বধিয়া চরণ'ঘাতে ইহা বধে আচম্বিতে
অদভূত তোমার তনয়॥"
দেখিয়া কহেন রানি— "ও মোর বাছনি ধনি,
মরিএ তোমার বালাই লয়্যা।"
জতুরে করিঞা কোলে ভাসে রানি অশ্রুজলে—
"কেনে গেলুঁ জমুনাতে দিয়া॥
ই কি পরমাদ হএ দেখিয়া লাগএ ভয়ে
ভাগ্যে জাদু না মাল্যা অসুরে।
দেখিলেন চক্রধর রহিল আমার ঘর
সুহাএ [৩] হইল দামুদরে॥"
বদন চুম্বন করি স্নান করাইলা হরি
মুখে [৪] দিএ থির লবনি।
"কত না পায়্যাছ শ্রম হইল কতেক ভ্রম
মরি জাই তোমার নিছনি॥"
কোলে বসাইয়া রানি আনি এক [৫] গোয়ালিনি
রক্ষা বান্ধে মন্ত্র করি সার।
'তিন মুণ্ডে তিন [৬] মুড়ি [৬] সাএ দিসা মানস মুণ্ডি [৭]
এই মন্ত্র ঝাড়ে বার বার॥
'মুণ্ডি বান্ধে রক্ষাসার হংসগর্ভ চন্দ্রাকার
দিবাকর দেব মহেশ্বর।
ই তিন দেবতা লঙ্গে মায় জাদুআর অঙ্গে
পদ দেই গুরুর উপর॥'
এই মন্ত্র বারম্বার ঝাড়ে গোয়ালিনি সার
আর মন্ত্রগুনে করি ভর।
'মাথা রাখেন ব্রাহ্মনি চক্ষু রাখেন চামুণ্ডিনি
কান রাখেন সেই কালেশ্বর॥
নাড়ি রাখে রমানাথ দেহ রাখে জগন্নাথ
পা তুলি রাখেন বসুমতি।
এই নিবেদন তাএ [৮] সভে হয় সুহাএ
রাখ তুমি ছায়াল-দুগ্গতি॥
দেহ বন্দো রমানাথ আর বন্দো জগনাথ
বন্দো দেব প্রভু জনাদ্দন।
বন্দো হরগৌরি আদি সভার চরণ সাধি"
চণ্ডিদাস কহে বেবরণ॥

পুথির পাঠ :—

[১] স্বরির [২] পুর (?) [৩] (?)
[৪] মখে [৫] য়েক [৬-৬] তিন্মুড়ি
[৭] (?) [৮] (?)

টীকা

পং—১। এহ :—সং—এতস্য — এদশ্‌শ—এঅহ — এহ। এই, এখানে।

৫। সুর=সুর। বীর অর্থে।

১৩। ই—সং—এতদ্‌শব্দজাত, অর্থ—এই।

১৫-১৬। চক্রধর নারায়ণ এই বালকের প্রতি সুদৃষ্টি করিয়াছেন, এবং দামোদর ইহার সহায় হইয়াছেন।

২১-২২। ভাগবতে আছে যে, এই ঘটনার পরে দুষ্টগ্রহ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা রাক্ষসবিনাশক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্বস্ত্যয়নাদি করান হইয়াছিল (ভা, ১০।৭।১০-১৬)। এখানে

এক গোয়ালিনী দ্বারা এই কাজ করান হইয়াছে। পুতনা বধের পরে গোপীগণ এইরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া কৃষ্ণের শরীরে রক্ষা বন্ধন করিয়াছিলেন। (ভা, ১০।৬।১৭-২২)।

---

[৬৯]

রাগ ধানসি

এই মন্ত্র ঝাড়ে গোয়ালা চেতনি
বান্ধেন রক্ষার টোনা।
বুকে দিয়া কর ঝাড়ে নিরন্তর—
"রাখহ কালিয়া সনা॥
দেব ঋসিকেস মাধব মুকুন্দ
রাম দামোদর হরি।
জয় পদ্মনাভ বামন অচ্যুত
* * বনমালি॥
জয় প্রজাপতি চক্রিন মুরুতি
ত্রিবিক্রম [১] নারায়ণ।
জয়তি শ্রীধর আর বেদগর্ভ
এই সে * কন॥
সভাই সুহাএ ধরি তুয়া পাএ
রাখহ বালক মোর।
* * * *
দিয়া বর-ডোরি কানন সমুহে
আসুরে করহ পাত।
জাদুর উপরে জে করে আড়তি
তার মুণ্ডে পড়ু ঘাত॥
চাহিতে তাহার দেখে অন্ধকার
দেখিতে নাহিক দেখে'
জেন কাল সাপে করএ দংশন
জাইয়া তাহার বুকে॥
জে করে আমার জাদুর হিংসন
তার মুণ্ডে পড়ু বাজ।
এই সে বিনতি করিয়ে আরতি
নহে দেবে পাবে লাজ॥"
নন্দের গৃহিনি করে স্তুতি-বাণি
সুনিতে দেবের মোহ।
আচম্বিতে বানি কহে দেবগন—
"চিন্তা না করিহ এহ॥
তোমার জাদুরে কেবা লঙ্ঘিবারে
পারএ সকতি কার।
তোমার ঘরেতে এমত ছায়ালে
মহিমা নাহিক জার॥"
কহে চণ্ডিদাস— "ভয় না করিহ,
সুনহ জসদা রানি।
গোলক-সম্পদ কোলে আরপিত
এ ধন পাইলে তুমি॥"

পুথির পাঠ :—

[১] তৃবিক্রম

টীকা

পূতনাবধের পরে নন্দঘোষ হরি, নারায়ণ, বামন, ত্রিবিক্রম, জনার্দ্দন, বিষ্ণু প্রভৃতি নামসমন্বিত মন্ত্রপাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে রক্ষাবন্ধন করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপু°, ৫।৫।১৪-২১; তু°—ভা, ১০।৬।২০-২২)।

পং—১। চেতনি :—যে চেতন করায়; দৈব-চিকিৎসা কারিণী।

২। টোনা :—দেশজ; রক্ষাকবচবিশেষ।

৯। চক্রিন্ :—চক্রধারী অর্থে।

১০। ত্রিবিক্রম :—ত্রি (ত্রি-পাদ) দ্বারা যিনি ত্রিলোক বিক্রম (আক্রমণ বা অধিকার) করিয়াছিলেন; বামনরূপী বিষ্ণু। ঋগ্বেদেও উল্লেখ আছে (তু°—ঐ, ১।২২।১৮; ৮।১২।২৭)।

শ্রীধর :—শ্রীপতি। শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব বিলাসের অন্তর্গত চতুর্ব্যূহের প্রদ্যুম্ন হইতে জাত। ইনি শ্রাবণ মাসের দেবতা। দক্ষিণাধঃ হইতে হস্তচতুষ্টয়ে পদ্ম, চক্র, গদা,শঙ্খ-ধারী (চরিতামৃত, মধ্য, বিংশ পরিচ্ছেদে এই সকল মূর্ত্তির বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হইবে)।

১৭। জাদু :—সং—যাদব হইতে ; কৃষ্ণধন।

আড়তি :—অনিষ্ট করিবার আগ্রহ অর্থে।

২১-২২। তু°—"সাপে খাক্ তার বুকে" (চণ্ডীদাস, ১০০ পৃঃ)।

---

[৭০]

সুই সিন্ধুরা

পড়িল অসুর তবে জায় গড়াগড়ি।
গোকুলনগর লোক ধায় বরাবরি ॥
'কি কি' বলি সব্দ করে গোকুল-নিবাসি।
"এতদিনে আপদ বেড়ল সভে আসি ॥
নন্দের নন্দন সিসু ধরিতে বেড়াএ।
কংসচর চারিদিগে সতত বেড়াএ ॥
পুতনা রাক্ষসি মারে সেহেন নন্দন।
পদাঘাতে সকটারে বধিল জিবন ॥"
ধাইল জতেক লোক দেখিতে অসুরে।
তরাস লাগিল দেখি সভার অন্তরে ॥
"সিসু হঞা অসুর বধিল দুই জনে।
দেবমূর্ত্তি ধরে সেই জানিলাঙ মনে ॥
এ যেন মানুষ নহে নন্দের নন্দন।
সিসু বধি মারিলেক অসুর দুর্জ্জন ॥"
হা হা করি শব্দ হল্য গোকুল-নগরে।
"জসদার পুত্র ইহা দেখিল গোচরে ॥
জদি মোরা ঠেকি কন বিষম আপদে।
রাখিব বালক সিসু নহিব বিবাদে ॥
ভাল হৈল গোপকুলে [১] এমতি ছায়াল।"
ইহারে আসিস সভে করল বিসাল ॥
এমন আপদে সিসু বাচিল কেমনে।
ইহার আপদ নাঞি চণ্ডিদাস ভণে ॥

পুথির পাঠ :—

[১] গোপকুল

টীকা

পং—৪-৮ ; ১১-১৪ ; ১৬-১৯ গোপগণের উক্তি।

১২-১৩। তু°—

এ জন নন্দের ভবনে জন্মিল
ধরিয়া মানুষ-কায়।
কেবল ঈশ্বর দেব দামোদর
নহিলে এমন হয় ॥

(চণ্ডীদাস ৮১ পৃঃ)

---

[৭১]

করুনাশ্রী

* নেক লইঞা হরস হইয়া
পেয়াএ এ খির ননি।
"মরি মরি তোর বালাই লইয়া"
সদত কহিছে রানি ॥
"ভাগ্যে তোরে রাখিল গোসাঞি
আমার তপের ফলে।
তোমারে মারিতে কংসের আরতি
আর কত হএ তোরে ॥

* দূরে ত্যজিয়া পাঠাএ সত্বরে
এই সে ভাবনা মোর।
দুষ্ট কংসাসুরে পাঠাএ অসুরে
দেখিতে হইল ভোর॥
* * মতি কিবা হএ গতি
জা করে অসুর কংস।
বহু ভাগ্যফলে দিয়াছে বিধাতা
গোপকুলে এই বংস॥
* * বাদ বিষম সম্বাদ
রাখিল ইশ্বর মোর।
কোন ভাগ্য ছিল বালক পাইল
পুনহি মিলল কোর॥"
মনেতে * হইল জসদা
পুত্ত্রেরে লইঞা কোলে।
বিহরে আপন মন্দির-ভিতরে
দিন চণ্ডিদাস বলে॥

টীকা

পং—২। পেয়াএঃ—সং—পিবতি হইতে পেয়াএ (ণিজন্ত)।

৮। পাঠ সন্দেহজনক।

১২। ভোর:— বিভোর, বিহ্বল। তু°—"দেখিয়া হইলাম ভোর" (চণ্ডীদা, ৪ পৃঃ।)

---

* মুনিবর ইহার উত্তর
আর কোন রস হএ।
অমৃত-সমান কৃষ্ণলিলা-কথা
কহ মুনি মহাসএ॥
কহেন (?) কাহিনি * বড় কথা
অমৃত সমান বানি।
সুখি হউ চিত সুনি ভাগবত
বোলহ সুকদেব মুনি॥"
একথা জখন । . . . কহি পরিক্ষিত
সুনেন পরম সুখে।
ভাগবত রাজা সুনএ হরিসে
সুকদেব-মুনি-মুখে॥
কৃষ্ণলিলামৃত অতি অদভূত
বিস্তার বর্ণনা জত।
চণ্ডিদাস কহে, সুনি পরিক্ষিত
অশ্রুপাত হয়ে কত॥

টীকা

রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতেছেন, এইরূপ মুখবন্ধ করিয়া দীন চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা চিহ্নিত করিবার ইহা এক প্রধান সূত্র। এই গ্রন্থমধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই শুকদেব বক্তা, এবং পরীক্ষিত শ্রোতা।

---

[৭২]

* ড়া

কহে পরিক্ষিত— "কহ সুকদেব
আর কি করিলা লিলা।
সকট-ভঞ্জন সুনিল শ্রবণ
আর কন ভেল খেলা॥

[৭৩]

রাগ নট

পুতনা মরিল সুনি কংসাসুর
চিন্তিত হইঞা আছে।
তার পরে সুনে সকট-ভঞ্জন
আসি দূত কহে কাছে॥

"কি হল্য কি হল্য" বলে কংসরায়—
"দেখি পরমাদ এহ।
বিস্বম্ভর হয়্যা মানুষের গর্ভে
জনম লভিল সেহ॥"

দেবতার বানি না হএ অন্যথা
সে সব ফলিতে চাহে।
পাত্রমিত্রগণ ডাক দিয়া আনি
সব বেবরণ কহে॥

চানুর মুষ্টিক আর যত বীর
এ বন্ধু-বান্ধব জত।
সভে এক ঠাম বসিয়া সম্ভ্রমে
কহিতে লাগল কত॥

কহে কংস তবে সব বেবরণ
এ বন্ধুবান্ধব-পাসে।
"বিপাক পড়িল এতদিন পরে
গোকুল-মথুরাদেশে॥

বিসস্তন দিয়া আপন ভগিনি
গেলা সে বধিতে শিশু ১।
স্তনপানে মারে পুতনা ভগিনি
কহনে না জায় কিছু॥

তবে গেলা পাছে সকট অসুর
তাহারে ভাঙ্গিলা পাএ।
সকট অসুরে নন্দের কুমারে
মারিল পদের ঘাএ॥

সেহ সে মরিল গেলা জমপুর"—
কহিতে লাগল কংস।
"এই * পাত সুনহ তোমরা
মারিল নন্দের বংস॥"

তবে পাত্রমিত্র জুগতি উপেখি
কহিতে লাগল তায়।
রচিল * এ কি করিব তাএ
দিন চণ্ডিদাস গায়॥

পুথির পাঠ :—

১ সিসু

—————

অথ তৃণাবর্ত্তবধ

[৭৪]

কানড়া

কহে পাত্রগণ বিচার ক * *
"সুনহ সভার বানি।
তৃনাবর্ত্ত বিরে আন ডাক দিয়া
সুন রাজ নৃপমুনি॥"
তবেত কহিতে লাগল নৃ * *
"সুনহ বান্ধব জত।
ডাক দিয়া আন তৃনাবর্ত্ত বিরে"
আসিঞা হইল যুত॥
রাজার সমুখে তৃনাবর্ত্ত *
মুণ্ডাইল আসি মাথা।
"কি কারণে মোরে ডাক দিয়া আন
অসুর-কুলের ধাতা॥"
কহে নৃপবর— "সুনহ * *
তোমারে ডাকিল আমি।
গোকুল-নগরে গিয়া নন্দ-ঘরে
ছায়ালে বধহ তুমি॥

নন্দ-সুত তরে ঝড় বরিস *
উড়াইয়া নিবে ইথে।
এই সে কারনে তোমারে পাঠাই
সুন ২ তৃনাবর্ত্তে॥”
এ কথা সুনিঞা হরস বদনে
চলি * গকুল দেসে।
মাএর কোলেত আছেন বসিঞা
সেই দেব ঋসিকেসে॥
হেনক সমএ তৃনাবর্ত্ত জায়
আ * উঠিলে ধুলি।
আপনার সক্তি জত ছিল তেজ
জায় করি নানা কেলি॥
গোকুলের লক্ষ গাছ ভাঙ্গি চুরি
ভা * ল যতেক ঘর।
ঝড়ের আঘাতে মরে পসু পাখি
কিছু না রাখিল আর॥
ধুলার বাজনে জেন স * * *
সমর কিসে বা গনি।
ঘোর অন্ধকার কাহু না হেরিএ
উড়াএ রেনুর কিনি॥
গাভি বৎসগণ আকাসে ভ্রম *
হাম্বা রব করে তারা।
গোকুল-নিবাসে লাগিল তরাসে—
“এ কোন হইল ধারা॥
এমন প্রলয় আপন গিয়ানে
কখন না দেখি ভাই।
ই কন বিপাক পড়িল সংশয়
কখন দেখিএ নাই॥”
চণ্ডিদাস বলে— “বিসম গোকুলে
আইল অসুর এক।
দেখিবে নয়নে এক জন কায়া(?)
আইল্যা এক পরতেক॥”

টীকা

তৃণাবর্ত্তের নিধন ভাগবতের দশমস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পং—৮। যুত:—সং—যুক্ত হইতে মিলিত অর্থে।

১৭-১৮। কংস-প্রেরিত হইয়া তৃণাবর্ত্ত চক্রবাতরূপে আসিয়াছিল (ভা, ১০।৭।১৮)।

২৩-২৪। ভাগবতে আছে যে, কৃষ্ণকে গিরিশিখরতুল্য গুরু বোধ করিয়া তখন যশোদা তাঁহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া ভূতলে স্থাপন করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৭।১৭)।

২৫-২৬। মুহূর্ত্তকালমধ্যে সমুদায় গোষ্ঠ ধূলি ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল (ভা, ১০।৭।১৯-২০)।

৩৫। কাহু:—:কাহাকেও।

৩৬। কিনি:—সং—কণিকা হইতে। তু°—“ধূলি দ্বারা সকলের দৃষ্টি রোধ হইয়াছিল, এবং কোন ব্যক্তিই আপনাকে বা অন্যকে জানিতে পারে নাই” (ভা, ১০।৭। ১৯-২০)।

---

[৭৫]

বাড়ারি

ঝড় অতিসয় অসুর-তনএ
প্রবেসে নন্দের ঘরে।
আনন্দে বিহরে জসদার কোলে
দেখ হরি দামোদরে॥
হেনক সমএ মাএর কোলের
বালক উড়োএ হেলে।
জসদা এড়িয়া বালক লইয়া
আঁকাসমণ্ডলে তুলে॥
প্রভু ভগবান জানিল কারণ
মোর রিপু এই জনে।
ধরিঞা গলাএ প্রভু জডুরায়ে
নিবিড় করিয়া টানে॥

হাথাহাথি করি চতুর মুরারি
পড়িলা ধরনি-পানে।
গলাএ ধরিঞা মলিঞা দলিঞা
বৈঠল তাহার বুকে।
টিপুনির ১ ঘায়ে তেজিল পরাণ
পরাণ বার্যাএ দুখে॥
গড়াগড়ি জায়ে ধুলাএ লটায়ে
বসি সিসু তার বুকে।
এথা নন্দরাণি * দিয়া আকুল
বচন না ফুরে মুখে॥
"কোথাকারে গেল কোলের বালক
লইল হরিঞা কে।
কোলে হৈতে সি * গেল কতিকারে
ধরিতে না পারে দে॥"
চণ্ডিদাস বলে— "তৃনাবর্ত্ত এক
আসিঞা গোকুল-পুরে।
ঝড় দি * * * গেল লঞা পহুঁ
সেই সে অসুরবরে॥"

টীকা

পং—৬। হেলে=অবহেলে।

১১। বালক তাহার গলদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৭।২৪)।

১৫-১৬। মলিঞা :—মর্দ্দিত করিয়া।

বৈঠল :—উপবিষ্ট হইল।

[৭৬]

আসয়ারি

কান্দিতে লাগিলা রানি— "কোথা গেলে জা * * *
ছাড়ি নিজ অভাগির কোল।
দিয়া ঝড় অতিসয়ে কোথারে উড়াঞা লয়ে
ভাল মন্দ না জানিল আ *॥
আসিঞা অসুর-কায়া কোথারে চলিলা লয়্যা
কোন পথে করিল গমন।
পড়িয়া রহিল কতি কি হব আ * * গতি
কোথা গেলে পাব দরসন॥
কে নিল কোথারে গেল কি মোর বিপাক হল্য
নন্দঘোস গেছেন গোঠে রে।
খুজিব কোথা গিয়া" বড়ই বেদনা পায়্যা
নন্দরাণি কান্দে উচ্চস্বরে॥
গোঠে সুনে নন্দরায় তুরিত গমনে ধা
গোকুল প্রবেসে আসি ঘরে।
"বাছা বাছা করি রব দু'জনে খুজিব সব
জমুনার ইধারে উধারে॥"
নন্দরানি বলে * * "আমি জে কহিএ হেন
খুজি চল পুর্ব্ব অংস দিয়া।
এই মুখে দিয়া রড় বহুতর দিয়া ঝড়
অসুরেতে নি * * * রিয়া॥
খুজিতে খুজিতে সব পাইল জাদুর রব
দেখিল অসুর-বুকে বসি।
ধাঞা গিয়া নন্দরানি কো * করে জাদুমুনি
মুছাইল ও বদন-সসি॥
ঝাড়িয়া গায়ের ধুলা— "এ কোন কর্যাছ লিলা
অসুর-বুকেতে কেন বসি।"
* * এ বালাই লয়্যা বদনের চুম্ব খায়্যা
হারাধন পাইল হরসি॥

মুখে দিয়া স্তন পানে করাইল জাদুধনে
অসুর দেখিঞা লাগে ভএ।
স্নান করাইল রানি সুদ্ধ করে জাদুমুনি
দিনহিন চণ্ডিদাস কএ॥

টীকা

পং—১। ভাগবতে আছে যে, যশোদা কুত্রাপি সন্তান প্রাপ্ত না হইয়া মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া করুণ-স্বরে রোদন করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৭।২১)।

[৭৭]

জতিশ্রী

সুনিল শ্রবণ ভরি গোকুল-নিবাসী।
ধাইঞা গোপের রামা সভে দেখে আসি॥
বৃদ্ধ ১ বালক জুবা ধায় শত ২।
দেখিতে চলল সভে হঞা একি জুত॥
"কি বোল সুনিএ নন্দ, কি বোল সুনিয়ে।
এমতি সংকট বলি মোরা * * * *।
ভাল হইল ছায়াল বাচিল দুষ্ট হাথে।
এই ভাগ্য করি মানি কহিল তোমাতে॥
সিসুকালে পুতনারে বধিল পরাণে।
এ মেন মানুষ নয় জানি এত দিনে॥
তৃনাবর্ত্ত অসুর প্রচণ্ড মুর্ত্তি ধরে।
হেন জন বধিলেক নন্দের কুমারে॥
চল রাণি ঘরে লঞা নন্দের কুমার।
ভাল হল্য দুর গেল আপদ ইহার॥"
কোলে করি নন্দরাণি গৃহ মাঝে জায়।
ছেনা মুনি সর আনি ছায়ালে পেআয়॥

হরসিত নন্দঘোস চলে গোঠ দিয়া।
আনন্দে বেহার করে নন্দ-দুলালিয়া॥
চণ্ডিদাস কহে—"রাণি, কর গৃহ বার।
সুখের সায়রে ভাসে * পাই সাঁতার॥

পুথির পাঠ :—

১ বিদ্ধ।

অথ নামকরণ

[৭৮]

রাগ জয়শ্রী

মধুপুরে বসু- দেব ভাবল,
কহেন দৈবকি-আগে।
"* কটি বচন আমার মরমে
সদাই ২ জাগে॥
দুষ্ট কংস লাগি সঙ্কট দেখিয়া
ভয় ভয়ানক চিতে।
সে * * *য়ান কংসের লাগিয়া
রাখিল নন্দের ভিতে॥
বহু দিন ভেল এ নামকরন
জে হএ জজ্ঞের বিধি।
ত * * জানহ বেভাব করন
জেন হএ সব সিধি॥"
কহেন দৈবকি— "সুন বসুদেব
এ কর্ম্ম করাহ গিয়া।
নৃপ * * পনে জাইবে নিপুনে
জেনক নাজানে ইহা॥

কুলপুরহিত গর্গ মুনি ডাক
আনহ গোপথ স্থানে।
তা * * পাঠাই গোকুল (ন)গরে
কংস জেন নাহি জানে॥"
বসুদেব চলে গর্গমুনি-ঘরে
গোপথে বসিলা তোথা।
* * তে লাগল সব বেবরন
জে আছে হিয়ার বেথা॥
কহে নন্দ জত পুরুব বির্ত্তান্ত
বসিঞা মুনির পাসে।
"* * * ভেল এ নাম-করন
নাহি ভেল পরিতোসে॥"
একথা সুনিঞা গর্গ মুনি তবে
কহিতে লাগিলা নন্দে।
"ইহা * * * ত এ নাম-করণ
রাখিব বসি য়ানন্দে॥
জেন কংস ইহা জানিতে না পারে
জাইব গুপথ হয়্যা।
বেকত * * * কি জানি কি হয়ে
এ নাম রাখিব গিয়া॥"
কহে নন্দঘোস— "কি য়ার বলিব
সকল জানহ তুমি।
নাহএ * * * কংস দুরাচার
তারে অতি ভয় মানি॥
নানা সে অসুর পাঠাএ গোকুলে
ছায়াল ধরিবা তরে।
পুতনা * * সি তৃনাবর্ত্ত আসি
প্রবেসি গোকুলপুরে॥
আপনি মরিল ছায়ালের পাস
সে সব সুনিঞা চিতে।
আর কিবা হএ আপদ জতেক
কহিল তোমার ভিতে॥"
কহে তবে গর্গ— "সুন নন্দঘোস,
তাহার আপদ কিসে।
দেব ভগবান জনম লভিল"
কহেন এ চণ্ডিদাসে॥

তৃণাবর্ত্ত বধের পরেই ভাগবতে নামকরণের বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পং—১২। সিধি>সিদ্ধি।

১৮। গোপথ :—সং—গুপ্ত—গুপত—গোপথ। তু°—"গুপথ," পরে।

২৫। এখানে দেখা যাইতেছে যে, বসুদেবের সহিত নন্দও গর্গমুনির নিকটে গিয়াছিলেন, কিন্তু পুর্ব্বে ইহা বর্ণিত হয় নাই। কোন প্রকার লিপিকরপ্রমাদ থাকাও বিচিত্র নহে। ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, বসুদেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্গমুনি নামকরণের জন্য নন্দভবনে গিয়াছিলেন। (ভা, ১০।৮।১; বিষ্ণুপু°, ৫।৬।৮)।

[৭৯]

ভাট্যালি

কহে তবে নন্দ পুনঃ পুনঃ বানি—
"কুলপুরহিত তুমি।
কিবা নিবেদিব তোমার চরনে
কি আর বলিব আমি॥
সকল গোচর আছে তুয়া পাসে
কংসের জতেক রিত।
ভয় পায়্যা চিতে নন্দের গৃহেতে
রাখি লঞা সেই ভিত॥

তাথে নাহি ক্ষেমা পাঠাএ অসুর
নষ্ট করিবার তরে।
নানা সে বিপাক করাএ সংসয়
এই সে গোকুলপুরে॥"
নন্দেরে কহিল গর্গমুনি জত
সব বিবরন কথা।
নন্দঘোস তবে চলিলা ভবনে
জসদারে কহে তথা॥
বসুদেব গেলা আপন মন্দিরে
কহেন দৈবকি লগে।
* * * * *
"গিয়াছিলু আমি গর্গমুনি-পাসে
রাখিতে করন-নাম।
গোকুলে গমন করিলা এখন
কহি সব পরিনাম॥"
বিধির বিধান করি আয়োজন
জজ্ঞের সামগ্রি [১] জত।
ঘৃত কাষ্ট আদি যেবা আছে বিধি
করি * * বিধি মত॥
নারিকল রম্ভা তাম্বুল মিষ্টান্ন
করিলা বসন ভাঁতি।
রজত কাঞ্চন জতেক ভূসন
করি * * কল রিতি॥
তৈল হলদিক বিবিধ মোদক
মধুপর্ক [২] আদি করি।
কুসাসন কুস আনিল হরিস
না * * * ভার ভালি॥
এ সব আনিঞা রাখি নন্দঘোষ
পরিতোস বড় মনে।
"এ নামকরন রাখিব জতন"—
* * * স ইহা ভনে॥

পুথির পাঠ :—
১ সামগৃ ২ পঙ্ক

---

[৮০]

কাফি

সুভ দিন করি পাঞ্জি-পুথি ধরি
আইল এ গর্গমুনি।
দেখি নন্দ * * হইল সন্তোস
বাহির হইলা রাণি॥
মুনিরে দেখিয়া করিলা প্রণাম
ভূমেতে অষ্টাঙ্গ হয়্যা।
মধু * * * * কহে পুনঃ পুনঃ
দিলা কুসাসন লঞা॥
বসি গর্গমুনি— "সুন নন্দরাণি,
দেখিয়ে নন্দন তোর।
* * * * * কি দেখিএ কেমত
চিত সুখি হউঁ মোর॥"
গৃহের ভিতর ঘুমাই বালক
জসদা লইঞা কোলে।
গর্গ * * * স সিসুরে আনিল
দেখি য়ানন্দ হেলে॥
এক দৃষ্ট পানে বালক নেহালি
কহেন এ মুনিবর।
"কহ * * * য় তোমার তপস্যা
দেখি-এই কলেবর॥
কোথা আরাধিলে কন তপফলে
এ নিধি পায়াছ তুমি।
* * * * হমা কি তোরে কহিব
বলিতে না পারি আমি॥

এ কিএ মানুস না হয়ে স্বরির
দেবের দেবতা এ।
* * র ঘরেতে জনম লভিল
ধরিঞা মানুস-দে ॥
দেব চক্রপাণি দেবের দেবতা
এ মেন মানুস নএ।
এমন আকৃতি দেখি জার রিতি
আমার হৃদয়ে [১] হএ ॥"
চণ্ডিদাস কহে— "লিলা প্রচারিতে
আইল নন্দের ঘরে।
বেদে দিতে সিমা জাহার মহিমা
কহিয়া কহিতে নারে [২] ॥"

পুথির পাঠ:—

১। ঋদয়ে ২। লাগে

টীকা

পং—১৭। নেহালি:—সং—নিভালয়িত্বা হইতে নিহারি বা নিহালি—নেহালি। দেখিয়া।

২৮। দে=দেহ।

৩৩। লীলা প্রচারিতে:—এই লীলাসম্বন্ধে চরিতামৃতে আছে—

এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার।
আদির চতুর্থে।

কথিত হয় যে, কৃষ্ণ প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিতে এবং রাগমার্গীয় ভক্তি জগতে প্রচার করিতে নন্দঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

[৮১]

ধানসী

কহিতে লাগিলা গর্গমুনি তবে—
"সুনহ জসদা রাণি।
তোর ভাগ্যসম নাহি দেখি কন,
পাঞা(ছ) পরেস মুনি ॥
পরেস মুনির মুল সমতুল
ইঁহার গতিক আছে।
অমুল্য এজন জার ত্রিভুবন [১]
অক্ষের নিমিখে আছে ॥
এমন অমুল্য [২] রতন পায়্যাছ
ইহাকে অধিক কি।
পরম জতনে লালন পালন
করিহ গোয়ালা-ঝি ॥"
এক দৃষ্ট পানে চাহে গর্গমুনি
চরণ হইতে অঙ্গ।
দেখিয়া লক্ষণ করে নিরক্ষণ
লাগিল পরম রঙ্গ ॥
উর্দ্ধরেখা আর জব চক্র সার
মৎস রথ জাম্বুফল।
পতকা [৩] সমুহ আর সররোহ
গদা সোভে জার কর ॥
সঙ্খ * * [৪] পরে নানা সে লক্ষণ
কুসের অগির [৫] দেখি।
কেবোল ইস্বর জানি বিস্বম্ভর
পাইল এ সব সাখি ॥
হৃদয়ে [৬] হৃদয়ে কেবোল সদায়
স্মরণ করেন মুনি।
জানিল তখন দেব নারায়ণ
মনের মানসে জানি ॥

কহেন—"ও নন্দ তোমার আনন্দ
হেনক ছায়াল তোর।
এ মহিমণ্ডলে এ চোদ্দ ব্রহ্মাণ্ডে
জার দিতে নাহি ওর ॥
জার হেন পুত্র জানি লএ সুত্র
ইহারে লঙ্ঘিব কেহ।
* * যে অসুরে রাজা কংসাসুরে
ধরিঞা অসুর-দেহ ॥"
চণ্ডিদাস কহে— "এমত ছায়াল
জাহার গৃহেতে স্থি(তি)।
* * কি আপদ এই সে কথন
সুনহ জুবতি সতি ॥"

পুথির পাঠ:—

১। তৃভু০ ২। অমুল? ৩। তপকা
৪। (?) ৫। (?) ৬। ঋদয়

টীকা

পং—৩-৪। তোমার ভাগ্যের ন্যায় অন্য কাহারও ভাগ্য নহে, যেহেতু তুমি স্পর্শমণিতুল্য শ্যামচাঁদকে প্রাপ্ত হইয়াছ।

স্পর্শমণির উপমা দিয়া চৈতন্যদেবসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা ॥
(তরু, পদ ৬৭২)।

৫-৬। এই বালক স্পর্শমণির তুল্য মূল্যবান্।

বাঙ্গালায় গতিক শব্দ "অবস্থা" অর্থও প্রকাশ করে, যেমন দিনের গতিক ভাল নয় (শব্দকোষ)।

৭-৮। ত্রিভুবন যাঁহার চক্ষের নিমেষে অবস্থিতি করে, কারণ তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা।

১৭-২০। এই বালকের হস্তে ঊর্দ্ধরেখা, যব, চক্র, মৎস্য, রথ, জম্বু (জাম) ফল, পতাকা, পদ্ম ও গদা প্রভৃতি মহাপুরুষের চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে।

২১-২৪। শঙ্খ, তারকা, অঙ্কুশ, বজ্র প্রভৃতি নানা প্রকার চিহ্ন দেখিতেছি; ইহাতে এই বালক যে একমাত্র ঈশ্বর তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কুসের = অঙ্কুশের ?

অগির = অগ্নি; বজ্রকে দিব্যাগ্নি বলে বলিয়া বোধ হয় এখানে বজ্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সামুদ্রিক শাস্ত্রে লিখিত আছে—"বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠী মৎস্য ও শঙ্খ এই আটটি চিহ্ন, এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ বজ্র, জম্বু, ঊর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশ প্রকার চিহ্ন, সমুদায়ে ঊনবিংশতি চিহ্ন যাঁহার পদতলে দৃষ্ট হয়, মহালক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করেন" (বিশ্বকোষ, সামুদ্রিক শব্দ দ্রষ্টব্য)।

অন্যত্র রেখার বর্ণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"রেখাসকল রক্তবর্ণ হইলে লোক আমোদপ্রিয় এবং সদালাপী, পীতবর্ণ হইলে ক্রুদ্ধস্বভাব, এবং পাণ্ডুবর্ণ হইলে দাতা ও উৎসাহী হয়" ইত্যাদি (ঐ)।

৩২। পার—আর—ওর; সীমা অর্থে।

---

[৮২]

১কানড়া

মনের মানসে কহেন হরসে
চা * * * * ক পানে।
স্তুতিপাঠ পড়ে নিস্বাস জে এড়ে
প্রণাম করেন ঘনে ॥

"তুমি নারায়ণ পরম কারণ
দেবের * * * *মি।
পরম কারণ দেবের জিবন
কি বলিতে জানি আমি ॥
নানা অবতার হঞা বারেবার
করিলে অ * * * *।
ইবে অবতার হঞা বিস্বম্ভর
হলে দেব জগন্নাথ ॥
তুমি সর্ব্ব পর তুমি পরাৎপর
* * আর লো * * *।
* রু জুগে কত জুগ-অবতার
ধরলে পরম সুখে ॥
তুমি দিবাকর এ চন্দ্র আকাস
নদ নদি আদি সি *।
* কহিতে পারে তোমার গতিকে
অপার জাহার লিলা ॥
মুঞি কি জানিব তুমার সকতি
তুমার ম * * ত।
দেব-অগোচর নাহিক গোচর
কে লিলা জানিব এত ॥"
এই স্তুতি করে গর্গ মুনিবরে
সুনি * * * * কথা।
জানিল কারণ দেব ভগবান
চণ্ডিদাস কহে ওথা ॥

টীকা

পং—১৩। তু°—"যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, যিনি সর্ব্ব, যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার" (বিষ্ণুপু, ১।১৯।৮৪)।

এবং—"তুমি পর (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), তুমি পরেরও আদি" ইত্যাদি (ঐ, ৫।৭।৫৯)।

---

[৮৩]

রাগ গড়া

ভাল ২ বলি তবে গ * * * * বর।
গোকুলে নন্দের ঘরে দেব গদাধর ॥
মনেতে জানিল মুনি দেব নারায়ণ।
বসিলা রাখিতে * * * কিছু করণ ॥
করিলা জজ্ঞের কুণ্ড কাষ্ঠ ফেলি তথি।
বেদ অধ্যায়ন পাঠ পড়েন সুকৃতি ॥
ঘৃতের আহুতি দিলা নানা মন্ত্র পড়ি।
নানা উপচার দব্য দিলা সারি ২ ॥
রজত কাঞ্চন আর নানা সুত্র ডোর।
বিধি মত জজ্ঞ পুর্ন্ন হইল গোচর ॥
জজ্ঞ পুর্ন্ন করি তাথে তাম্বুল রম্ভা ফেলি।
দেব-স্তুতি-পাঠ পড়েন কতুহলি ॥
জজ্ঞ-সেস-ফটা মুনি দিলা সে ছায়ালে।
নন্দ জসদার পুন আনি দিলা ভালে ॥
রোহিনির কাছে মুনি চলিলা হরিসে।
জজ্ঞ-সেস-ফটা দোহে দিলা মনতোসে ॥
সিসুর অগ্রজ কাছে গেলা মুনিবর।
জজ্ঞ-সেস-ফটা দিলা ভালের উপর ॥
চণ্ডিদাস কহে দান দিল বিপ্রজনে।
গৌ-বস্ত্র দিল কত রজত-কাঞ্চনে ॥

---

[৮৪]

রাগ কাফি

পুর্ব্ব কথা কহি সুন অপুর্ব্ব কথন।
দৈবকি-উদরে জন্ম হৈল সঙ্করসন ॥
দেবের বাক্যতা আছে সেকথা বিস্তার।
বসুদেবের ছয় পুত্র বধে বারে বারে ॥

সপ্তম গর্ভে জন্ম হইলা সঙ্করসন।
গর্ভে হইতে আনিবারে করিলা গমন ॥
দেবতার আজ্ঞা হইল—“সুনহ ভবানি।
দৈবকির সপ্তম গর্ভ জানিল এ * * ॥
ছয় পুত্র নষ্ট করিলা জেই কংসাসুর।
এই পুত্র হইবেক, বধিব অসুর ॥
তুরিত গমনে জাহ দৈ * * * * *।
সেই পুত্র জন্ম হবঁ রুহিনি-ওদরে ॥
দৈবকিরে কহ গিয়া সব বেবরন।
রোহিনির গর্ভে জে সঙ্করসন ॥
আইলা ভবানি তবে দৈবকির ঘরে।
কহিতে লাগিলা সব দেবের বাক্য সরে ॥
“তো * * সপ্তম গর্ভে জন্মিলা জেই পুত্র।
রোহিনির গর্ভে জন্ম হব * সুত্র ॥”
সেই পুত্র ভবানি লইঞা গেলা * ।
রোহিনির গর্ভে থাপি চলিলা সর্ব্বথা ॥
রোহিনির গর্ভে জন্ম হইল সঙ্করসন।
চলিলা দেবের * হরস বদন ॥
কহিল সকল তত্ত অভয়া পার্ব্বতি।
দৈবকির গর্ভে পুত্র জনমিল তথি ॥
তাথে স * আগেতে হইল।
নন্দের ঘরেতে পুত্র রোহিনির হল্য ॥
পশ্চাতে অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ আসি জন্মে।
* * সা কহি এই মর্মে ॥
জসদা-নন্দন আর রোহিনি-নন্দন।
গর্গমুনি করি দুহে এ নামকরণ ॥
* নহ বড় অপরূপ কথন।
মন দিঞা মহারাজা করহ শ্রবন ॥

টীকা

পং—১। এই আখ্যায়িকা ভাগবত (১০।১।১৭-১৮; ১০।২।৫ ইত্যাদি), বিষ্ণুপুরাণ (৫।১।৭২-৭৫) প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৮৫]

রাগ শ্রী

আগেতে রাখিল * * ম
নামসুত্র ধরে বান্ধি।
নাম রাখে মুনি হরস হইঞা
করিঞা বহুত বিধি ॥
বলরাম নাম অ * * ম
রাখিল আপন চিতে।
সিরপানি পুন উঠিল রাম্মেতে
কালিন্দিভেদন রিতে ॥
আর রাম *, * লা * দ্ধ, বলি,
উঠিল একটি নাম।
নিলাম্বর আর রৌহিনে *, হ *
তালাঙ্ক মুসলি রাম ॥
পুন বলরা(ম) * * সে অনন্ত
অনন্ত সকতি জার।
অনন্ত ভাবিঞা এ নাম রাখিল
কত না কহিব তার ॥
আগেতে কহিল বলরাম নাম
সহস্র অনন্ত নাম।
কে কহিব ইহা গনন বিস্তার
কে কহয়ে পরিণাম ॥
চণ্ডিদাস কহে— “আগে বলরাম
নাম সে রাখিল মুনি।
তবে কৃষ্ণনাম রাখি অনুপাম
সাবধানে সুন তুমি ॥”

টীকা

পং—২। তু°—"নামস্থত্রাবলি বান্ধিল গলাতে" পরবর্ত্তী পদ)।

৭-১৮। এখানে সীরপাণি, কালিন্দীভেদন, কামপাল, হলায়ুধ, বলী, নীলাম্বর, রৌহিণেয়, হলী, তালাঙ্ক, মুষলী, রাম, বলরাম, অনন্ত, প্রভৃতি বলভদ্রের বিভিন্ন নামের উল্লেখ কবি করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে—"বেদে ইঁহার অন্ত নাই বলিয়া অনন্ত, বলোদ্রেক হেতু বলদেব, হল ধারণ জন্য হলী, ইঁহার মুষল অস্ত্র আছে বলিয়া মুষলী, রোহিণীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া রৌহিণেয় নাম হইয়াছিল (ঐ, কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৩শ অধ্যায়)।

অন্যত্র—"রোহিণীর এই পুত্রটি নিজগুণে সুহৃজ্জনের মনোরঞ্জন করিবেন, এই কারণে ইনি রাম বলিয়া খ্যাত হইবেন, এবং বলাধিক্য হেতু ইঁহাকে লোকে বলও বলিবে" (ভা, ১০।৮।৭)।

তালাঙ্ক :—তাল (তালচিহ্নিত) অঙ্ক (ধ্বজ) যাঁহার, এই অর্থে বলরাম।

সীরপাণি :—সীর (লাঙ্গল) আছে পাণিতে যাঁহার; এই অর্থেই হলায়ুধ এবং হলী।

কালিন্দী-ভেদন :—কলিন্দ নামক পর্ব্বত হইতে জাত বলিয়া যমুনার এক নাম কালিন্দী। কথিত আছে যে, বলরামের আহ্বানে উপস্থিত না হওয়াতে, বলরাম হল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া কালিন্দী নদীকে বৃন্দাবনে লইয়া আসিয়াছিলেন (হরিবংশ, ১০২ অঃ)।

---

[৮৬]

রাগ মঙ্গল

নামস্থত্রাবাল বান্ধিল গলাতে
বিচার করিলা রাস্তে।
জে নামে জে উঠে রাখিল সত্তরে
জে নামে জে বর্ন্ন আসে॥

প্রথমে উঠিল দেব দামুদর
দ্বিতিয়ে এ ঋসিকেস।
ত্রিতিয় হইল কেসব বলিয়া
এ নাম রাখিল সেস॥
মাধব বলিয়া চতুর্থে উঠল
দৈত্যারি বলিয়া নাম।
পঞ্চমে উঠিল পুণ্ডরিকাক্ষ
নাম সুন অনুপাম॥
সষ্টমে হইল গোবিন্দ বলিয়া
সপ্তমে গড়ুরদ্ধজ।
অষ্টমে হইল পিতাম্বর নাম
পরিতোস ভেল স * *॥
* স্বাঙ্কি[১] বলি আর নাম হয়ে
বড় অপরূপ বানি।
দসমে উঠল বিস্বেকসেন
............সে বানি॥
একাদসে হএ জনা.........ন
সুনহ শ্রবণ ভরি।
দ্বাদসে উঠল উপেন্দ্র বলিয়া
অতি নাম মনহারি॥
ইন্দ্ররাজ নাম অতি গুন * *
* * নে জাহার নাম।
কোটি ২ পাপ নামেতে সুদ্ধতি
গেলা সে বৈকণ্ঠধাম॥
চক্রপানি নাম এ * * * *
চতুর্ভূজ এক হএ।
পদ্মনাভ বলি আর নাম উঠে
মধুরিপু নাম রএ॥
বাসুদেব বলিয়া এক না(ম) * *
* তে এ মুকতি হএ।
নামের মহিমা কে করু গননা
দিন চণ্ডিদাস কএ॥

[১] (?)

টীকা

কৃষ্ণের বিবিধ নামের ব্যুৎপত্তি:—যশোদা রজ্জুদ্বারা **উদরে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া** দামোদর (বিষ্ণুপু°, ৫।৬।৮), **স্বস্থান হইতে** বিচ্যুত হন না বলিয়া অচ্যুত; ব্রহ্মা হইতে **আরম্ভ** করিয়া কেহই তাঁহার অন্ত পায় না **বলিয়া অনন্ত; শত কোটি কল্পেও তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া অব্যয়;** নারেতে (জলে) **অয়ন** করিয়াছিলেন বলিয়া নারায়ণ; প্রতিযুগে পৃথিবী প্রনষ্ট হইলে তিনিই তাহাকে লাভ করেন **বলিয়া গোবিন্দ;** হৃষীকের (ইন্দ্রিয়গণের) ঈশ বলিয়া হৃষীকেশ, যাবতীয় ভূতবৃন্দ তাঁহাতে বাস করে বলিয়া বাসুদেব, (মৎস্য-পু°, ২২২ অঃ)।

প্রলয়জলধিজলে শবাকারে শায়িত থাকেন **বলিয়া কেশব;** মা'র (লক্ষ্মীর) ধব (পতি) বলিয়া, অথবা যদুবংশীয় **মধু নামক** নৃপতির অপত্যার্থে মাধব; প্রতি অবতারে দৈত্য **ধ্বংস** করিয়াছিলেন বলিয়া দৈত্যারি, পুণ্ডরীকের (শ্বেতপদ্মের) **ন্যায় অক্ষি** (চক্ষু) বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ, বামন অবতারে **অদিতির** গর্ভে ইন্দ্রের অনুজ হইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়া **উপেন্দ্র.** পীতবাস পরিধান করেন বলিয়া পীতাম্বর, ধ্বজে **গরুড় শোভা** পায় বলিয়া গরুড়ধ্বজ প্রভৃতি বহুনামে কৃষ্ণকে অভিহিত করা হয়। (বিশ্বকোষ, ১৯।১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বিষ্বক্সেন:—চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, রক্ত-পিঙ্গলবর্ণ, দীর্ঘশ্মশ্রুশোভিত আনন, মস্তকে জটা বিরাজিত **এইরূপ** বিষ্ণুমূর্ত্তি (কালিকাপু°, ৮২ অঃ)।

---

[৮৭]

গড়ারাগ

দৈবকি * * * আর নাম কএ।
শ্রীপতি বলিয়া নাম হইল সদএ ॥
পুরূসত্তম নাম আর বনমালি।
বলি ধ্বং * * * আর নাম ভালি ॥
কংসারাতি নাম হইল আনন্দে।
কৃষ্ণ নাম অমৃতশ্রেনি উঠিল সানন্দে ॥
কৃষ্ণ * * * * * * তার বেবরন।
পুর্ব্বকালে অবতারে লেখিল পুরান ॥
সুক্লপিত রক্তবর্ন্ন তিন অবতারে।
কৃষ্ণ অবতা............ব্যাস বরে ॥
এবে এই অবতার সেই কৃষ্ণ তনু।
বালক করিঞা সঙ্গে চরাইব ধেনু ॥
ব্রজলিলা রা............বে বিস্তার।
তথির কারনে এই কৃষ্ণ অবতার ॥
করিব বালক-খেলা শ্রীবৃন্দাবনে।
আনন্দে বে.........গোপিনির সনে ॥
এই মত ব্রজলিলা করিব সদয়।
এই লিলা কৃষ্ণ-লিলা চণ্ডিদাস কয় ॥

টীকা

পং—৯-১১। শুক্লপীত ইত্যাদি:—ভাগবতে গর্গ নন্দকে বলিয়াছেন—"তোমার এই পুত্র প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করেন, ইঁহার শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইঁহার শ্রীকৃষ্ণ নাম হইবে" (ভা, ১০।৮।৯)।

অন্যত্র—"সত্যযুগে ইনি শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, এবং দ্বাপরে পীতবর্ণ হইয়াছিলেন, অধুনা কলিযুগে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইবেন" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৩শ অধ্যায়)

বৈষ্ণবগণ ইহারই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যে দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ এবং কলিকালে পীতবর্ণ ধারণ করিবেন (ভাগবতের উক্ত শ্লোকের বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য) চরিতামৃতেও আছে—

শুক্ল-রক্ত-পীত বর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥
ইদানিং দ্বাপরে তিঁহ হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।

আদির তৃতীয়ে।

১২-১৮। আমি ব্রজবালকগণের সঙ্গে ধেনু চরাইয়া, এবং গোপরামাদের সহিত বিহার করিয়া ব্রজলীলা বিস্তার করিব, এই জন্যই কৃষ্ণ-অবতার গ্রহণ করিয়াছি। পুরাণের শিক্ষা এই যে, অসুর সংহার করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাহা বহিরঙ্গ হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার হেতুই "মূল-কারণ" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই তত্ত্ব চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহাও দ্রষ্টব্য যে, মাধুর্য্যভাবের উপাসনার চারিটি ক্রমের মধ্যে এই পদে স্পষ্টভাবেই সখ্য ও মধুর ভাবের উল্লেখ রহিয়াছে।

---

[৮৮]

* * * * কৃষ্ণ নাম রাখি গর্গমুনি।
আনন্দ নন্দের মন, হর্স নন্দরাণি॥
গোপাল রাখিল নাম সেস লগ্ন * *।
আনন্দে নন্দের বালা বিহরে গোকুলে॥
এই-মত নাম-লিলা রাখি গর্গমুনি।
অনন্ত ইহার নাম বলিতে না জানি॥
অনন্ত সহস্র মুখে কহে কৃষ্ণনাম।
আজি জে কহিল কালি নোতন প্রমাণ॥
পুনরূপি আর নাম করেন নিতি নিতি।
কত নাম হএ তাহা না জানল রিতি॥
এই মত চারি জুগ কহে কৃষ্ণ-নাম।
তথাপি নারিলা তেহোঁ করিতে প্রমাণ॥
এমত ইহার নাম নাহি পরিমাণ।
আমি কি জানিব নন্দ, গুণের আক্ষান॥
কিছু সক্তিমাত্র কৈল এ নাম-করণ।
আনন্দ হইঞা বড় চণ্ডিদাস কন॥

অথ মৃত্তিকা-ভক্ষণ

[৮৯]

রাগ শ্রী

বেনোঞা চাঁচর চুল তাহাতে সুগন্ধ ফুল
সনার ঝাঁপা দুলে চারুপাসে।
ভালে সে তিলকাবলি নব গোরচনা ভালি
মাএর মনেতে ভালবাসে॥

দসন মুকুতা-পাতি কি তার কহিব জুতি
অধর বান্দুলি-সমতুল।
নাসা যেন কির-সম সুকের হইছে ভ্রম
ফল বলি করয়ে আকুল॥

নয়নজুগল-কনে কাজল সাজল মেনে
নাসাএ মুকুতা দুল দুটি।
বাহুতে বলয়া সাজে রবি লুকাইছে লাজে,
করে সোভে সনার বাহুটি॥

চরণে মগ * রাজে রতন ঘুঁঘুর বাজে
আধ আধ বচন রসাল।
সনার পদক তায় স্যামঅঙ্গে সোভা পায়
জমুনাতে * * * * ভাল॥

জানু চলে হামাগুড়ি জসদা আনন্দ বড়ি
করে দিল চাছির লাডুয়া।
খাইতে খাইতে দোলে * * * * * স বোলে
জসদার সুখি হএ হিয়া॥

"খেলাহ আগিনা-মাঝ আমি করি গৃহ-কাজ
তু মোর জাদ * * * * *।
এখানে বসিয়া খেল তবে সে বাসয়ে ভাল
আর দিব ই খির-লবণি॥"

সুনিঞা মাএর বাণি হর * * * * বনি
চাঁছির লাড়ুয়া খাই সুখে।
বোলে আধ আধ বাণি দধি মথে নন্দরাণি
চণ্ডিদাস বসি তাহা * * ॥

টীকা

পং—১। বেনাঞা:—সং—(বর্ণাপণ) বিন্যাস হইতে বিনান, বেণীবন্ধন; বেনাঞা=বেণীবন্ধন করিয়া।

চাঁচর:—সং—চঞ্চল হইতে বক্র অর্থে।

২। ঝাঁপা:—সং—ঝম্প হইতে ঝুলিয়া পড়া অর্থে ঝাঁপটা; মাথার চুল হইতে লম্বিত অলঙ্কারবিশেষ।

চারূপাসে:—চতুষ্পার্শ্বে।

৫-৮। দন্তগুলি মুক্তাপঙ্‌ক্তির ন্যায় অদ্ভুত দ্যুতিসমন্বিত, অধর বাঁধুলী পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, তদুপরি টিয়াপাখীর চঞ্চুর ন্যায় নাসিকা শোভা পাইতেছে, মনে হয় যেন শুক-পাখী অধরকে পক্ক বিম্বফল বলিয়া ভ্রম করিয়া প্রলোভিত হইয়াছে।

পাতি:—সং—পঙ্‌ক্তি; জুতি:—সং—দ্যুতি।

বান্দুলি:—সং—বন্ধুক, বন্ধুলী; রূপে চিত্তকে বাঁধে বলিয়া বন্ধুক। রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

কির:—সং—কীট হইতে, টিয়াপাখী।

ফল:—বিম্বফল।

তু°—"তাপর কীর থির করু বাস" (বিদ্যাপতি)।

৯-১০। দুই চক্ষের কোণে কাজল, এবং নাসিকাতে (নাসারন্ধ্রের উপরের আবরণে) দুইটি মুক্তার হুল শোভা পাইতেছে।

কাজল সাজল:—তু°—"কাজরে সাজল মদন-ধনু" (তরু, পদ সং—৮০)।

হুল:—সং—হুড হইতে হুড় হইয়া হুল; গদাকৃতি রন্ধ্রের শলাকা (তু°—হুড়কা, কীলকবিশেষ)। শলাকার উপরিভাগে মুক্তা বসান ছিল।

১১। (স্বর্ণ) বলয় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, মনে হয় যেন (অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে) লজ্জিত হইয়া সূর্য্য লুকোচুরি খেলিতেছে।

১২। বাহুটি:—বাহুভূষণবিশেষ। চল্‌তি কথায় "বাউ"। মণিবন্ধে পরিহিত হয়।

১৭। হামাগুড়ি:—সং—হম্বা হইতে হামা (তু°—ও°—হামা অর্থে গাই)। গাই তুল্য গোড় (পদ) করিয়া, অর্থাৎ চতুষ্পদ তুল্য হস্তপদে চলন (শব্দকোষ)।

১৮। চাছির:—দুধ জ্বাল দিয়া কটাহ হইতে যাহা চাঁচিয়া লওয়া হয়।

লাড়ুয়া:—সং—লড্ডুকা হইতে।

---

[৯০]

বেলয়ার

খেলাএ জাদব লবনি মাগএ
মাএর পানেতে চায়্যা।
"দেহ দেহ"—বলে অতি কুতু(হলে)
* * * * দেন রায়্যা ॥
"আর দেস নুনি, জসদা জননি,
কি কর মথন বেরি।
দেহ নুনি সর ভরি দুটি কর
খাইয়ে * * * * *॥"
* থন করিয়া দণ্ড পাএ ঠেলি ভাঙ্গে ভাণ্ড
দুগ্ধ গড়ি জায় চারূপাসে।
"একি একি" বলি রানি "কি কাজ করি * * *"
* * * * বলি রানি হাসে ॥
পুন নিল জাদু কোলে বদন চুম্বন করে
কর ভরি দিল সর নুনি।
"জাকু দুগ্ধ ভা * * * * * ই লইঞা মরি
এখানে খেলহ জাদুমুনি ॥"
পুন সে খেলাএ জাদু মদন-মোহন বিধু
রানি করে মথন * * *।
* * ক সময় কালে হরি হাসি কুতুহলে
মায়ের সমুখে চলে ভাল ॥

গিয়া নন্দরানি কাছে গোপাল হর * * *
আগে চলি হামাগুড়ি দিয়া।
করেতে মৃত্তিকা ধরি হরসে ভক্ষন করি
জাদব মাএর পানে চায়্যা॥
* * * দেখিতে পাএ গোপাল মৃত্তিকা খাএ
"একি একি" বলে নন্দরানি।
মুছাইল মুখ-সসি জাদুর নিকটে বসি
চণ্ডিদাস ইহ কথা জানি॥

টীকা

পং-৫। দেস:—দেহ।

সুনি:—সং—নবনী হইতে; দুগ্ধের বা দধির স্নেহ-পদার্থ। ভাগবতে আছে—"হস্তে মন্থন-দণ্ডধারণ করিয়া কৃষ্ণ যশোদাকে মন্থন করিতে বারণ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৯।২)।

৯। এখানে হঠাৎ দীর্ঘ ত্রিপদী আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় দুইটি পদ পরবর্ত্তী কালে মিশিয়া গিয়াছে। ভাগবতে আছে—"স্তন্যপানরত কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া যশোদা চুল্লীর উপরে আরোপিত দুগ্ধ সংরক্ষণে গিয়াছিলেন, ইহাতে কৃষ্ণ ক্রোধে কম্পমান হইয়া লোড়া দ্বারা দধিমন্থের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন" (ভা, ১০।৯।৩-৪)।

১৫। জাকু:—সংস্কৃতে লোটের প্রথমপুরুষের এক-বচনে ব্যবহৃত—তু হইতে—উ আসিয়াছে। যা ধাতুর সহিত স্বার্থে ক যোগ করিয়া, তৎসহ উ যোগে জাকু (চা, ৯০৭ পৃঃ)। অর্থ—যাক্ বা যাউক।

১৬। খেলহ:—সংস্কৃতে লটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনে ব্যবহৃত—থ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনুজ্ঞার (লোটের) মধ্যম পুরুষের—হ উৎপন্ন হইয়াছে (চা, ৯০৫-৬ পৃঃ)। খেল+উক্তরূপ—হ=খেলহ; খেলা কর।

২৩। মৃত্তিকা-ভক্ষণের বিষয়ে ভাগবতের ১০।৮।২৩-৩৫ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৯১]

কানড়া

জাদুরে পুছেন বানি— "কহত বাছুনি ধনি,
মৃত্তিকা খাইলে কি লাগিয়া।
কে হেন দিলেক বুদ্ধি তু মোর গুনের নিধি
কেনে খায় মৃত্তিকা লইয়া॥
কি নাই আমার ঘরে তাহাই দিথাঙ তোরে
দধি দুগ্ধ জাহার বাথার।
ছেনা সুনি আছে কত ভাণ্ডে ভাণ্ডে নিজজিত
ঘৃত কত আছে ভারে ভার॥
চিনি ফেনি চাঁপা কলা মণ্ডা মিশ্রি আছে ভরা
বিবিদ মিঠাই কত সত।
সুনি পুরি এ সাকর আছে ঝুনা নারিকল
আর উপহার আছে কত॥
এসব নাহিক চায় ধরিয়া মৃত্তিকা খায়
বল বাপু কিসের কারনে।
বুঝিতে না পারি এহ জননির আগে কহ
সুনি জেন জুড়াকু পরানে॥"
মাএর বচন সুনি কহিছেন জদুমনি—
"সুন মাতা আমার উত্তর।
মিছা মিছা কেনে বল * * ন মৃত্তিকা খাল্য
কবে তুমি দেখিলে গোচর॥"
তবে কহে নন্দরানি— "এখনি দেখিল আমি
খালে মাটি দেখিল (নয়নে)।
নন্দের ছায়াল হয়া ভুলাহ জননি পায়্যা
এই মাত্র দুগ্ধ খায় ঘনে॥"
মাএর বচনে জাদু দেখাইছে * * * *
"*থে দেখি মৃত্তিকার চিহ্ন।
কনথানে খাল্য মাটি দেখহ জননি উঠি"
চণ্ডিদাস কহে তাহে ভি *॥

টীকা

পং—১। ভাগবতে আছে যে, যশোদা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুই একান্তে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলি কেন?" (ভা, ১০।৮।২৫)।

৩। সং—ত্বম্ হইতে তু; অর্থ তুমি।

৬। বাথার:—সং—পাথোধর হইতে পাথার হইয়া (তু°—সিংহলী—বাতুরা) সমুদ্র অর্থে।

৭। নিজজিত:—নিয়োজিত।

১৭-২০। ভাগবতেও আছে যে, কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"মা, আমি মৃত্তিকা খাই নাই, ইহা মিথ্যা অভিযোগ" (ভা, ১০।৮।২৬)।

---

[৯২]

গড়া

"মেল দেখি জাদু ও মুখমণ্ডল
দেখিএ বদন চাঞা।
তবে সে জানিএ পরতিত বানি
হরসে * * * * * ॥
বসাইঞা কোলে বদন নেহালে
না দেখি কনহুঁ চিহ্ন।
তটস্থ হইল নন্দরানি তবে
কহেন বচন * * ॥
" * * * দেখিল মৃত্তিকা খাইল
দেখিয়া না দেখি কেনে।"
রোহিনিরে ডাকি— "দেখ তুমি দেখি
সন্দেহ * * * * * ॥
দেখিল রোহিনি বদন চাহিয়া
নাহিক দেখিতে পাঁএ।
জসদার আগে কহিতে লাগল
"মিছা কথা * * * * ॥"
তবে কহে রানি, "সুন গো, রোহিনি,
মিছা নহে মোর বানি।
করে তুলি মাটি খাইল যাদব
দেখিল নয়(ন) * * ॥
দেখি জাদুধন মেলহ বদন
তবে সে জানিএ ভাল।"
মায়ের বচনে নন্দসুত তবে
বদন মেলিয়া দিল ॥
* * * * * * বদন ভিতরে
দেখিয়া বিস্মিত ভেল।
জগত সংসারে উদর ভিতরে
সকলি দেখিতে পাল্য ॥
দেখি * * * * * * চরাচর
খেচর-মুরতি কায়া।
দেখিল এ ঘর আপনাকে দেখি
নন্দগোপ আদি ছায়া ॥
দেখিল * * * * * ব রমনি
রোহিনি দেবির রূপ।
ব্রজ-সিসুগণ দেখিয়া নয়ন
কংস আদি জত ভূপ ॥
একটি * * * * * * জতেক
দেখিয়া লাগল ভয়ে।
ভাবিতে লাগিলা জসদা জননি
দিন চণ্ডিদাস কএ ॥

টীকা

পং—১। ভাগবতে যশোদার বাক্য—"তবে মুখ প্রসারণ কর দেখি।" (ভা, ১০।৮।২৭)।

২৭-৩০। ভাগবতে আছে—"যশোদা তাঁহার মুখমধ্যে নিখিল বিশ্ব দেখিতে পাইলেন" (ভা, ১০।৮।২৮-২৯)।

---

[৯৩]

নড়া

জগত-সংসার এ মহিমণ্ডল
আপনাকে দেখে রানি।
বিস্মিত হইল দেখিয়া ওদর
কহিতে না পারে বানি॥
একি পরমাদ দেখিয়া আপদ
কহিতে না পারে কারে।
কি দেখিল বলি ভাবনা হইল
আপন মনের পরে॥
"আপন গেয়ানে এমন না দেখি
কিবা দেখিল ভ্রম।
কাহারে কহিব এ সব কারণ
কে জানে ইহার মর্ম্ম॥
গর্গ জে কহিল তাহ সে দেখিল
নিশ্চএ হইল তাই।
এ মেন দেবের দেবতা বটেন
ইহাতে অন্যথা নাঞি॥
মুনির কথন নাহএ খণ্ডন
সেই সে হইল সত্য।
দেব ভগবান ইথে নাহি আন
এবে সে জানিল নিত্য॥
দেব ঋসিকেস বল্যাছে মহেস
সে কথা পড়িল মনে।
ইহার সাক্ষাতে দেখিল গোচরে
আপন মনের সনে॥"
বিস্মিত হইল জসদা জননি
এ মেনে দেবতা-সক্তি।
ইহাই বলিয়া আপন নন্দনে
বড়ই হই * * *॥

"জগত-সংসারে এমত না দেখি
আপন গিয়ান-কালে।
না সুনি শ্রবণে না দেখি নয়নে
দেখিল এ * * * *॥
ওদর ভিতর এ ভব সংসার
দেখিল নয়ন-কনে।"
চণ্ডিদাস কয়- পুর্ন্ন সনাতন
জানিহ আপ(ন) * *॥

টীকা

যশোদার এইরূপ ভাবনার বর্ণনা ভাগবতের ১০।৮।৩০-৩২ শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

---

[৯৪]

সুই বেলোয়ার

দেখিয়া বিস্মিত হয়ে জসদার চিত।
দেবের দেবতা বলি জানিল বিদিত॥
* * * * দর পরে এ মহিমণ্ডল।
সে জন মানুস বলি কার এত বল॥
পুরুবে সুনিলুঁ মোরা বেদ অধ্যায়নে।
* * সনাতন বলি লেখিল পুরানে॥
দেব ভগবান-সক্তি বৈকণ্ঠেতে বৈসে।
দেব সনাতন তার বলে শ্রী * * *॥
তার সক্তি অকৈতব কহনে না জাএ।
এ ভবসংসার জার দেখিল হিয়াএ॥
এ জন মানুস বলি * * * * * *।
দেবতা শ্রীহরি ইহ জানিলাঙ ভাবে॥
আপনা আপনি রানি ভাবিতে লাগিলা।
কাহারে * * * * * * * * * লিলা॥

বালকের এত সক্তি কহনে না জাএ।
এত সক্তি বালকের দেখিল হিয়ায়ে ॥
ব্রহ্মা * * * * * * * চোদ্দ ভুবন।
ইঁহার সকতি জেন দেব নারায়ন ॥
মোর গৃহে অবস্থিতি হেনক ছায়াল।
চণ্ডিদাস কয় * * সকতি বিসাল ॥

---

[৯৫]

কামোদ

এ বোল বলিয়া বিস্মিত হইয়া
ডাকেন রোহিনি দেবি।
" * * * * * * * * লের গুন
মরিএ মরমে ভাবি ॥
আমার সাক্ষাতে মৃত্তিকা খাইল
দেখিল নয়ন-কনে।
* * * * * * মুখ মেল দেখি
দেখাইল মুখখানে ॥
মেলিয়া শ্রীমুখ কিবা দেখাইল
দেখিয়া বিস্মিত হ(লুঁ)।
কহিতে বিসম পরতিত নহে
মু মেন কি ফল পালুঁ ॥
সুন গো, রোহিনি, কহি এক বানি
কি জানি দেখিল খেদ।
দুধের ছায়াল কি বাদে খাইল
বুঝিতে নারিল ভেদ ॥
জবে মুখ বিধু— বদন মেলিলা
চাহিতে মুখের পানে।
ওদর ভিতর এ মহি-মণ্ডল
দেখিল নয়ন-কনে ॥
একি অদভূত সুন গো, রোহিনি,
এ কথা অন্যথা নএ।
একটি ভুবন দেখিল সদন
মোরে সে লাগিল ভএ ॥
তাহা(র) উপরে এ চোদ্দ ব্রহ্মাণ্ড
জেনক দেখিল আমি।
সুনিতে তরাস হইল হুতাস
সুনহ, রোহিনি, তুমি ॥
সাবধান হয়া সুনগো, রোহিনি,
একি পরমাদ দেখি।
হএ নএ ইহা তুমি দেখ 'সিয়া
তবে সে জানিবে সাখি ॥"
চণ্ডিদাস বলে— "সেই সে ছায়ালে
কে বলে মানুস-কায়া।
দেব ভগবান দেবের দেবতা
জনম লভিল 'সিয়া ॥"

টীকা

পং—১২। মু :—সং—মম হইতে মো—মু; অর্থ আমি। পালুঁ :—সং—অহম্-জাত হউঁ—উঁ যোগে, আমি পাইলাম অর্থে।

১৫। বাদে :—দুঃখে।

৩১। দেখ 'সিয়া—দেখ আসিয়া।

---

[৯৬]

বাঁড়ারি

কহেন ভগিনি তবে-"সুন নন্দরানি।
গোলক-ইস্বর বলি জানিল তখনি ॥
পুতনা রাক্ষসি মারে তোমার তনএ।
সকট দারুন দেখ ভাঙ্গিলেক পাএ ॥

তৃনাবর্ত্ত অসুরেত মারে জেই জন।
ইহাতে লভিল বোধ না জান কারন॥
তুমি ত অবোধ রানি জানিল কারন।
কেবোল ইস্বর হএ নন্দের নন্দন॥
এ সব জাহার সক্তি তাহার কি কথা।
* * * * * * সক্তি তুমি তার মাতা॥
একথা কাহার আগে আর না কহিয়।
মানুস-গিয়ান বলি তারে * * * *॥"
(রো)হিনির কথা সুনি লাগল তরাস।
মানুস-গিয়ান ছাড়ি দেবের প্রকাস॥
বালক লইঞা কোলে * * * * * *।
আনন্দে পেয়াঅ সর ই খির লবনি॥
"তুমি দেব চক্রপানি ইবে সে জানিল।
পুত্র ভাবে * * * * * * * করিল॥
অপরাধ ক্ষেম মোর দেব সনাতন।"
ঋদএ নিবিড় ভক্তি করিলা তখন॥
ক * * * * * * * স্থন, নন্দরানি।
কেবোল পরম পদ এই জাদুমুনি॥

---

[৯৭]

"... ... ... কিমত
পরম ইশ্বর বলি।
দেব ঋসিকেস তুমি নারায়ন
তুমি দেব বনমালি॥
... ...
অচ্চুত অনন্ত কায়া।
তুমি মোক্ষ মার্গ তুমি হয় সর্গ
দেবের মুরতি-ছায়া॥
... ...
বেদ অধ্যায়ন জোতি।
তুমি দিবাকর এ চন্দ্র-মণ্ডল
তুমি সে দেবের গতি॥
.. ..
এ চোদ্দ ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা।
... ...
... ... ॥
তুমি সেই জল স্থল সে নির্ম্মল
তুমি সে পরম বন্ধু।
... ...
তুমি সে করুনা-সিন্ধু॥
তুমি হিতকারি অনাথ-বান্ধব
তুমি সে কারন-কর্ত্তা।
... ... স
তুমি সে দেবের ধাতা॥
তুমি মহাবিষ্ণু তেজ সে বিজয়
স্থল জল আদি জত।
... ...
তাহা না কহিব কত॥"
এই সব স্তুতি করে জসমতি
ভক্তির বিধান করি।
... ...
জননিরে কিছু বলি॥
জানিয়া কারন নন্দের নন্দন
মাএর ভকতি সুনি।
ইস্বর ... ...
... দা নন্দের রানি॥
তবে বাল্য-লিলা না হএ পুষ্টিত
জানিল জাদব রায়।
মায়া ... ...
দিন চণ্ডিদাস গায়॥

চণ্ডিদাস কহে পহুঁ মায়ার ঠাকুর।
নন্দের কুমার হএ … … ॥

---

[৯৯]

এই মত সিসু সঙ্গে নন্দের নন্দন।
খেলাএ আনন্দ-খেলা ভূবন-মোহন॥
… … … … মুনি।
শ্রীভাগবত কথা অমৃতের শ্রেনি॥
সুনিতে মধুর, পানে ওদর না পোরে।
… … … … ॥
অন্য উপহার জদি করিএ ভক্ষন।
ওদর পুরিত হএ সুন তপোধন॥
কৃষ্ণের … … … ।
… পান করি তত পিতে হয় … ॥
সুনিতেই ইৎসা হএ কহ মুনিবর।
কহ কহ … … … ॥
… ভক্ষন কথা সুনিল শ্রবনে।
ইহার উপরে কহ কন বেবরনে॥
কোন লিলা … … … ।
… সুনিল কথা মৃত্তিকাভক্ষণ॥
ইহা বই কন লিলা কহ মুনিবর।
অপুর্ব্ব কথন … … … ॥
… … … করহ শ্রবন।
সাবধান হয়্যা সুন রাজা দেহ মন॥
ইন্দ্র রাজা পুজা … … … ।
… মিল সভে করে অয়োজন॥
দধি দুগ্ধ সকট পুরিত করি রাখে।
নানা উ … … … … ॥
ঘৃত মিশ্র ভারে ভার বস্ত্র অলঙ্কার।
নানা মত নানা বস্তু করেন সু … ॥
… … … পুরবাসি।
ইন্দ্রপুজা করিতে মনের হরসি॥

টীকা

ভাগবতেও আছে কৃষ্ণের মায়ায় যশোদার কৃষ্ণে ঈশ্বর-জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, তখন তিনি কৃষ্ণকে নিজের পুত্র ভাবিয়া স্নেহ করিতে লাগিলেন (ভা, ১০।৮।৩৩-৩৪)।

---

[৯৮]

গুজ্জরি

দিল মায়া-ডোর তবে জগত-ইস্বর।
… … … দেখিল গোচর॥
ব্রহ্ম-জ্ঞান ছিল তবে হইল পুত্র তার।
'বাছা বাছা' বলি রানি হইল স্বভাব॥
… … … সুন্দরি।
গৃহে নিজ কার্জ্য রানি করেন গোহারি॥
আপনার পুত্র বলি জানিল … …।
… … … জানিল হৃদএ॥
কতি গেল ব্রহ্মজ্ঞান ধ্যান আচরনে।
কে বোল আমার পু(ত্র) … … ॥
… … … ন স্বর্গ এ মহিমণ্ডল।
অখণ্ড মণ্ডল দেখে ব্রহ্মাণ্ডসকল॥
এ সব দেখিয়া … … …।
… ত বান্ধন হবে কতি গেল ধ্যান॥
কেন দিল মায়া ফেলি নন্দের নন্দন।
ব্রজ … … … ॥
অতএব সিসু সঙ্গে নাচিব গাহিব।
বালকের সঙ্গে রঙ্গে ধেনু চরাইব॥
… … … … কুমার।
অতএব মায়া-ডোর হইল' তাহার॥
বিস্বম্ভর বিস্বরূপ দেখাই … ।
… … … কহনে না জাএ॥

অথ ইন্দ্রপূজা

[১০০]

শ্রীরাগ

... .
এর আগেতে রয়্যা।
এ সব সামৃগি জত গোপগনে
কোথারে জাইছে লয়্যা॥"
ত............ ....
"......রিতে ইন্দ্রের পুজা।
গোকুল-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
আছএ জতেক প্রজা॥
.........সনে ইঁ............জা
ল জতেক গোপে।
পুজা-উপচার আনি গোপ জত
পুজএ হরস রূপে॥"
কহে জদু...... ....
...............পুজা।
এত আয়োজন করে জনে জন
জত গোপগন পুজা॥
তবে কহে বানি মধুর.........
.... ।
"...পুজা পাল্যে জত প্রজা পালে
দেবতা বরিসে ভালি॥
দেসে জল হএ বরিসে.........
.... ।
......ধন সকল সুখে আরোপিত
খাএন চৌপর দিন॥
এই সে কারনে ইন্দ্র-পুজা.........

......জদুমুনি কহে কিছু বানি
পাইল বচন ওর॥
"মুরুখ গোয়ালা জানিল এ ধারা
....।
.... পুজ ইন্দ্র জন
মোরে মনে নাহি হএ॥
কুথা ইন্দ্র থাকে পুজহ কাহাকে
সু.................. ।
....পুজ জনে জনে
কহ দেখি বেবরনে॥"
কহে গোপগন সকল কারন --
"সুন নন্দ-সুত··· ।
....আয়োজন
লঞা জাই জত ধেনু॥
তবে ইন্দ্র দৃষ্টি করেন কখন
সে কথা নাহিক জানি।
....
বরিসে মেঘের পানি॥
সে সব সামগ্র পুরহিত লেই
এ কথা আমরা জানি।"
....
.........গোয়ালা বানি॥

টীকা

ইন্দ্রপূজার আখ্যায়িকা ভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

———

[১০১]

রাগ বাড়ারি

হাসিয়া কহেন তবে নন্দের নন্দন।
... ...॥
"* ইন্দ্র খাএ আসি দেখিতে কি পায়।
কেমত মুরুতি কায়া কারে সে খা * *॥
... ... মারে।"
কহেন গোয়াল—"কভু না দেখি তাহারে॥
পুজা করি আসি মোরা ... ...।
... ... বৎসরেক প্রতি॥"
একথা স্তুনিঞা তবে কহেন সভারে।
"কি কাজ ইন্দ্রের পুজা ... ...॥
... ... বা হএ কি করিতে পারে।
মিছা তারে পুজা কর গোয়ালা গুণ্ডারে॥
অতি ... ...।
... ... থা ইন্দ্র কুথা তরা পুজ একেস্বর॥
আমার বচন স্তুন জত গোপগন।
... ...॥
গোবর্দ্ধন গিরি পুজ সাক্ষাত দেবতা।
মোর সঙ্গে চল গোপ দেখাইব তথা॥"
... ... ন।
"ভাল কহিলেক এই নন্দের নন্দন॥
বৎসরে বৎসরে পুজি কখন না দেখি।
... ... খি॥
ইহার বচন মোরা না করিব আন।
গোবর্দ্ধন গিরি দিয়া করহ পয়ান॥
... ...।
গোপালের কথাএ সভাই দেহ মন॥
ইহার সকতি মোরা দেখিল নয়নে।
... ... হরস বদনে॥
ইহা হৈতে আপদ নহিব কন কালে।
আনন্দে বঞ্চিব মোরা এই সে গোকুলে॥
... ... ব অ ...।
পুজার সামগৃ লঞা করহ পয়ান॥"
চণ্ডিদাস কহে জত স্তুন গোপগন।
এই ... ...॥

---

[১০২]

তুড়িরাগ

কহে জত গোপ কানুর গোচর—
"চলহ জাইব তোথা।
তোমার মু ... ...
... .. কথা॥"
কহেন গোপাল— "স্তুন গোপকুল
গোবর্দ্ধন এক দেবা।
নানা বিধি মত ... ...
... ... বা॥
মধুর মুরুতি গোবর্দ্ধন দেব
দেখিবে গোচর পরে।
মুর্ত্তিমান হঞা ... ...
... ... বরে॥
সাক্ষাতে জে দেখি সেই তার সাখি
এই সে দেবতা মানি।
অগোচর ... ...
... "দেখহ জানি॥
ইন্দ্র কুথা আছে অমরপুরেতে
মিছা তারে কেনে পুজি।
... ...
... নাঞা খাইব আজি॥

জতেক সামগৃ কিছু না থাকিব
সকল খাইব বসি।
... ...
... বর দিব আসি ॥

সে সব হইতে পাবে পরিত্রান
দেবতা হইবে জল।
আন ... ...
... ... বলি-দল ॥

মুর্ত্তিমান দেবা ...র কর সেবা
চলহ সভাই মেলি।"
ভাল ভাল বলে ... ...
... ... ॥

কেহো বলে—"ভাই, ছায়াল কানাঞি
নিসেধ ইন্দ্রের পুজা।
পাছে কন আসি ... ... " *
... ... ॥

ইহার পরে পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে।

গোষ্ঠলীলা

প্রবেশিকা

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রপূজার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাল্যলীলার অনেকগুলি ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ১০২ পদে বর্ণিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসরণ করিয়া যেভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পুরাণবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের অন্যান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়াও তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে বাল্যলীলার অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত ঘটনাবলী ভাগবতাদি পুরাণে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়—পুতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত-বধ, কৃষ্ণবলরামের নামকরণ, মৃদ্ভক্ষণব্যপদেশে জননীকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, যমলার্জ্জুন-বধ, গোষ্ঠলীলা, বৎসাসুর, অঘাসুর ও বৃকাসুর-বধ, ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎস ও গোপবালকগণের অপহরণ, ধেনুকাসুর-বধ, কালিয়নাগের বিষ হইতে বালকগণের উদ্ধার, কালিয়দমন, দাবানল হইতে গোপগণের উদ্ধার, প্রলম্ববধ, বস্ত্রহরণ, ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা, ইন্দ্রযজ্ঞ-নিবারণ এবং গোবর্দ্ধন-ধারণ, রাসলীলা, শঙ্খচূড়-অরিষ্ট-কেশি-ব্যোমাসুরাদির নিধন, অক্রুরাগমন, কৃষ্ণবলরামের মথুরাযাত্রা, রজক-বধ, কুব্জানুগ্রহ, ধনুঃশালাপ্রবেশ, কংসবধ, বসুদেব ও দৈবকীর মুক্তি, নন্দবিদায় ইত্যাদি। তন্মধ্যে পুতনা-বধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত-বধ, নামকরণ, মৃদ্ভক্ষণ, এবং ইন্দ্রপূজা-নিবারণের কিয়দংশ পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল পদে যেভাবে দীন চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুরাণ-বর্ণিত বাল্যলীলার অন্যান্য আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াও তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা এখন তাহাই বিচার করিতে হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ সংখ্যক পদে (৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কবি বলিয়াছেন :—

> এবে কহি শুন বাল্যলীলা-রস
> পাছেতে মধুররস।
> ক্রমে ক্রমে বলি শুন ভক্তগণ
> যে রসে যে হয় বশ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস বাল্যলীলা-বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া মধুররসাত্মক বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই মধুররস-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি ছিল, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ৫০ সংখ্যক পদে প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন—

> বৃন্দাবন-রস রস আস্বাদিতে
> জন্মিল গোলোক-হরি।
> একথা অনেক কহিব বিস্তারে
> যে লীলা যখন করি॥

এবে কহি শুন বাল্যলীলা-রস
পাছেতে মধুররস। ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ যে বৃন্দাবন-রস (অর্থাৎ ব্রজের মাধুর্য্যরস) আস্বাদন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই কবি মধুররসাত্মক বর্ণনার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্‌-রচিত যে বিরাট কাব্যগ্রন্থের সন্ধান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে, * তাহার ৪৮০ সংখ্যক পদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন রস আস্বাদনের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কবি এইরূপ বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। † অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করিতে কবি ৪৭৯টি পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী তাঁহার বাল্যলীলার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে জন্ম, পুতনা, শকটাসুর ও তৃণাবর্ত্ত-বধ, নামকরণ, মৃত্তক্ষণ, ও ইন্দ্রপূজা-নিবারণ আখ্যায়িকার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ১০২ পদে বর্ণিত হইল। সুতরাং বাল্যলীলার অন্যান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবি যে সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা ৪৭৯ – ১০২ = ৩৭৭ টি। এখন দেখিতে হইবে, এই সকল পদেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে নীলরতন বাবু দ্বারা সম্পাদিত চণ্ডীদাসের যে পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ৫২ পৃষ্ঠা হইতে ৯৬ পৃষ্ঠায় গোষ্ঠলীলার ১৮৫ – ৯৩ = ৯২টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। আবার উক্ত গ্রন্থের ২২৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩৩০ পৃষ্ঠায় অক্রুরাগমন ইত্যাদি পর্য্যায়ে ৭৬৩ – ৫২৫ = ২৩৮টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দানলীলার ভূমিকাস্বরূপ "শ্রীরাধিকার প্রেমোচ্ছাস" পর্য্যায়ে ৯৪ হইতে ১০১ পর্য্যন্ত (১০১ – ৯৩ =) ৮টি, দানলীলার ১০২ হইতে ১৪১ পর্য্যন্ত (১৪১ – ১০১ =) ৪০টি, নৌকাখণ্ডে ১৪২ হইতে ১৪৮ পর্য্যন্ত (১৪৮ – ১৪১ =) ৭টি, বনভোজনে (যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা) ১৪৯ হইতে ১৫৪ পর্য্যন্ত (১৫৪ – ১৪৮ =) ৬টি, ধেনুবৎসশিশুহরণে ১৫৫ হইতে ১৭২ পর্য্যন্ত (১৭২ – ১৫৪ =) ১৮টি, যশোদার বাৎসল্যে ১৭৩ হইতে ১৭৯ পর্য্যন্ত (১৭৯ – ১৭২ =) ৭টি, এবং রাইরাখালে ১৮০ হইতে ১৮৫ পর্য্যন্ত (১৮৫ – ১৭৯ =) ৬টি, মোট ৯২টি পদ পাওয়া যাইতেছে। অক্রুরাগমন-পর্য্যায়ের ২৩৮টি পদে অক্রুরাগমন, গোপী-যশোদা-রাখালগণের বিলাপ, কৃষ্ণ-বলরামের মথুরায় গমন, রজকের বস্ত্রহরণ, কুব্জানুগ্রহ, কংসবধ, দৈবকী-বসুদেবের করুণা প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পালা-গানেও দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে (১০২, ১০৬, ১২০, ১২৫, ১৩৭, ১৪১, ১৪৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৩, ১৭৭, ৫২৬, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৬, ৫৩৯, ৫৪২ প্রভৃতি সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য), এবং বর্ণিত ঘটনাগুলিও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিষয়ীভূত। অতএব ইহারা যে একই কবির রচিত এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে। * সুতরাং বাল্যলীলার ৪৭৯টি পদের মধ্যে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রপূজা নিবারণ পর্য্যন্ত ১০২টি, গোষ্ঠলীলায় ৯২টি, এবং অক্রুরাগমন প্রভৃতি বিষয়ক ২৩৮টি, মোট ৪৩২টি পদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। অবশিষ্ট প্রায়

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† ঐ, ২১৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

(৪৭৯—৪৩২=) ৪৭টি পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। *

দীন চণ্ডীদাসের রচনা-রীতি অনুসরণ করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সকল অনাবিষ্কৃত পদে বাল্যলীলার অবশিষ্ট আখ্যায়িকাগুলি, যথা— যমলার্জ্জুনপাত, জননীকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, বিষপান-হেতু মৃত রাখালগণকে পুনর্জ্জীবন-দান, অঘাসুরাদির নিধন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস যে এই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনও তাঁহার কাব্যমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ছাওয়াল বেলাতে পূতনা বধিল
তার রীত আছে জানা।
(পসং, পদ সং ১২৩)

এইরূপ উক্তির সমর্থনযোগ্য পূতনা-বধের পালা যেমন আমরা পাইতেছি, সেইরূপ—

একদিন বনে সুরভি হারায়ে
কাঁদিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাশরি নাহি পড়ে মনে
সকল জানিয়ে আমি॥

একদিন মায়ে পায়ে দড়ি দিয়ে
রেখেছিল উদুখলে।
* * * * * *
নবনী কারণে বাঁধিয়া যতনে
রাখল নন্দের রাণী।
(ঐ, পদ সং ১২১)

এবং—

বিষপান বেলা সবাই মরিলা
এই সে যমুনাতটে।
অমৃত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বাঁচায়ে
সকল বালক উঠে॥

অঘাসুর আদি যতেক অসুর
সকলি করিলা ধ্বংস। ইত্যাদি
(ঐ, পদ সং ১৫৪)

অন্যত্র—

যখন করিলে বনে অতি সুখ
লীলা সে খেলিলে খেলা।
কতেক অসুর বধিলে নিঠুর
হয়া বালকের মেলা॥

যে দিন কালিন্দী- দহের সম্মুখে
সে জলে গরল ছিল।
সে জল খাইয়া সেখানে বালক
সবে তনু তেয়াগিল॥ ইত্যাদি
(ঐ, ৬১৫ সং পদ)

এই সকল উক্তি হইতেও এই ধারণাই করা যাইতে পারে যে, সুরভি হারাইয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়াছিলেন, যশোদা তাঁহাকে উদুখলে বাঁধিয়াছিলেন (ভা, দশম স্কন্ধ, দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য), বিষপান-হেতু মৃত রাখালগণকে কৃষ্ণ পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন (ঐ, পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), অঘাসুরাদিকে বধ করিয়াছিলেন (ঐ, দ্বাদশ, একাদশ প্রভৃতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি ঘটনা অবলম্বন করিয়াও দীন চণ্ডীদাস পদ রচনা করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে এই সকল পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

* এখানে একটা আনুমানিক সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইল; পদগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইতে পারে।

আখ্যায়িকা-বিন্যাসের পর্য্যায়

এই গ্রন্থমধ্যে দানলীলা-আখ্যায়িকার পরে নৌকাখণ্ড, যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা (যাহা "বনভোজন"প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে), ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধেনুবৎস-শিশুহরণ প্রভৃতি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কারণ চণ্ডীদাস এই পর্য্যায়েই এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। দানলীলার শেষ পদে (নীলরতন বাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ১৪১ সং পদ দ্রষ্টব্য) আছে যে, গোপীগণ যমুনা পার হইতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে কানু আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন; তখন—

আর এক লীলা পুনঃ উপজিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়।

ইহার পরেই নৌকালীলা (নৌকাখণ্ড) আরম্ভ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে নৌকালীলার পূর্ব্বেই দানলীলা কবি বর্ণনা করিয়াছিলেন। আবার নৌকালীলার প্রথম পদটি পাঠ করিলেও জানা যায় যে এই দুইটি পালাগানের মধ্যে সংযোজক সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, কারণ দানলীলার শেষ পদের পরবর্ত্তী ঘটনা নৌকালীলার প্রথম পদে বর্ণিত হইয়াছে। নৌকালীলার পরেই "বনভোজন"। ইহার প্রথম পদের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

হেথা কানু যত পার করি গোপী
গোঠেতে পড়িল মন। ইত্যাদি।
(নীলরতন বাবুর "চণ্ডীদাস," ১৪৯ সং পদ)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নৌকালীলার পরেই চণ্ডীদাস "বনভোজন" আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তৎপর "ধেনুবৎস-শিশুহরণ" নামক পালা। ইহার প্রথম পদের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

সকল রাখাল ভোজন করিতে
হল অবসান বেলি। ইত্যাদি
(চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১৫৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে বন-ভোজনের পরেই ধেনুবৎস-শিশুহরণের পালা চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন। তৎপর "যশোদার বাৎসল্য"। তাহার প্রথম পদে আছে—

আজুকার গোঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল। ইত্যাদি
(ঐ, ১৭৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)

ইহা হইতেও বুঝা যায় যে ধেনুবৎস-শিশু-হরণের পরেই "যশোদার বাৎসল্য" চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার রচনার রীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই এখানে দানলীলা, নৌকালীলা, বনভোজন, ধেনুবৎস-শিশুহরণ, যশোদার বাৎসল্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ পর পর সন্নিবিষ্ট হইল।

দানলীলার প্রাচীনত্ব

দানলীলার আখ্যায়িকা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে (৩৩-১৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য), ভবানন্দের হরিবংশে (৪৮-৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য), কবি সুরদাসের পদাবলীতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট জার্ণেলের ২২শ সংখ্যায় নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের প্রবন্ধের ৬১-৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) মালাধর বসু-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কোন কোন পুঁথিতে, চৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রচারিত দানকেলিচিন্তামণি গ্রন্থে (*Vide* Notices of Sanskrit MSS. by R. L. Mitra, Vol. VII, No. 2528), দ্বিজমাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলে, এবং জীবন চক্রবর্ত্তীর

নৌকাখণ্ডে (বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, প্রথম খণ্ড, ৯১০-২০ পৃঃ) বর্ণিত হইয়াছে। মথুরায় দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইবার কালে রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাতের প্রসঙ্গ, এবং নৌকালীলার আভাস বিদ্যাপতির পদেও পাওয়া যায় (সাহিত্য-পরিষদের "বিদ্যাপতি"র ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৬, ১২৪-১২৭ প্রভৃতি সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত জ্ঞানদাসের পদাবলীতে (বৈষ্ণবপদলহরী, ২৩১-২৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য), গোবিন্দ দাসের পদে (ঐ, ২৯৮-৩০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য), পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলে (বিচিত্রা, ১৩৩৯, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং পদ-সমুদ্র ও পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে দানলীলা-বিষয়ক পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীরূপ গোস্বামী "দানকেলিকৌমুদী" নামক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্যাবলীতে সঞ্জয়, কবিশেখর, জগদানন্দ প্রভৃতির দানলীলার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আর তাঁহার ভাই সনাতন গোস্বামী "বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণী" নামক ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন—"কাব্যশব্দেন পরম-বৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি-প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ" ইত্যাদি। চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শিষ্য গদাধরের বাড়ীতে দানলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (আদির একাদশে)। বাসু ঘোষের পদাবলীতেও নৌকা-খণ্ড ও দানলীলার উল্লেখ রহিয়াছে (পরিষৎ-সংস্করণ, ১৩ পৃঃ)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলার প্রসঙ্গ প্রাক্-চৈতন্যযুগে ও অপরিজ্ঞাত ছিল না।

(গোষ্ঠলীলার অন্তর্গত)

দানলীলা *

[১০৩]

রাগ কাফি[1]

প্রভাত হইল
সবাই জাগিল
গুরু-গরবিত[2] জনা।
গৃহ কাজ যত
সব সমাধিয়া[3]
আন[4] পথে আনাগোনা ॥
গৃহমাঝে গিয়া[5]
দেখি এল[6] ধেয়া[6]
শ্যামের চূড়ার মালা।
নীল অতসীর[7]
ফুল তাহে ছিল
তা[8] দেখি[8] হইল[9] জ্বালা ॥
আর কাল জাদ
তা দেখি বিষাদ
উঠিল বিরহ-আগি।
নয়ন খঞ্জন[10]
ঝুরএ[11] তখন
শ্যামের[12] বিয়োগ-লাগি[12] ॥[13]
খেনে[14] খেনে শ্যাম[14]-
পথ[15]-পানে চায়[15]
গৃহ[16]-কাজে নাহি[16] মন।
কখন হরষ
কখন বিরস
কি বলিতে কিবা[17] কন ॥
সময় হইল
গোঠে যায়[18] পাল[18]
মনেতে[19] পড়িয়া[19] গেল।
পুরুব[20] সঙ্কেত
করিতে বেকত[20]
তাহার লাগিয়া ভেল ॥ ৮
কলরব[21] শুনি
রাই[22] বিনোদিনী
গবাক্ষে বদন দিয়া।
চণ্ডীদাস কহে[23]—
কানু নীলমণি[24]
তুরিতে দেখহ গিয়া ॥

[1] কাফি, পসং ; বাদ, ২৮৯, ২৯৭
[2] গুরুবিত, পসং
[3] সমাপিআ, ২৯৭
[4] য়াপন, ২৩৯৪ ; জান, ২৯৭
[5] জেয়্যা, ২৯৭ ; গিএ, ২৮৯
[6-6] আনাইয়া, ২৯৫, ২৯৭ ; য়্যালাইয়া, ২৩৯৪ ; এল্যাইএ, ২৮৯
[7] অতিসির, ২৩৯৪ ; ২৯৫
[8-8] দেখিআ, ২৯৭
[9] উঠিল, ২৩৯৪ ; বাড়িল, ২৮৯
[10] অঞ্জন, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫
[11] মুছিল, ঐ
[12-12] হইয়া বিরহ রাগি, ঐ
[13] এই ৪ পঙক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই

* নিম্নে পাঠান্তর দেওয়া হইল, তন্মধ্যে পসং অর্থে নীলরতনবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ, এবং সংখ্যা দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির নম্বর বুঝিতে হইবে। এইরূপ পরেও।

১৪-১৪ খেলে শ্যামরায়, প ২; খেনে শ্যাম-পথ, ২৮৯; ক্ষেনে ২ রাই, ২৯৭

১৫-১৫ পানে চেএ কত, ২৮৯; °চাই, ২৯৭

১৬-১৬ গৃহে জে নাহিক, ২৩৯৪, ২৯৫

১৭ কিনা, ২৩৯৪

১৮-১৮ আরপিল, ২৮৯ ২৯৭; আগমন, ২৯৫, ২৩৯৪

১৯-১৯ সময় হইয়া, ২৯৭

২০-২০ পুরুষ রঙ্গেতে° °পসং; °বিনোদিনি রাধা, ২৩৯৪ ২৯৫; পুরুস সনেতে বেকত করিতে, ২৯৭।

২১ কল কল, পসং ২২ রাধা, ২৮৯

২৩ বলে, ২৩৯৪, ২৮৯

২৪ হেমমালা, পসং; হেনধন, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯

টীকা

এই পদটির পূর্ব্বে পূর্ব্বরাত্রির কোন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ আসিয়া রাধা-সহ রাত্রি যাপন করিয়াছেন, এবং পরদিন 'মথুরার পথে, বিকি অনুসারে' দান সাধিবার ছলে তাঁহারা গোষ্ঠে কেলি করিবেন (পসং, ২০২ সং পদ দ্রষ্টব্য) এইরূপ পরামর্শ করিয়া গিয়াছেন। ভবানন্দের হরিবংশে দানলীলার পূর্ব্বরাত্রে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ৪৩-৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দীন চণ্ডীদাসও যে এইরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ এই পদে স্পষ্ট ভাবেই রহিয়াছে।

পং—২। গুরুগরবিত :—গুরুস্থানীয় পূজনীয় ব্যক্তিগণ। তু°—"গুরুগরবিত না মানিলুঁ" (তরু, ১৬২৮)।

৪। আনাগোনা :—সং—আগমনক-গমন (চা, ২৮১ পৃঃ), চর্য্যাতে অবণাগবণ (চর্য্যা, ৭ম), আধুনিক-আনাগোনা। অর্থ—গমনাগমন।

৯। জাদ :—বেণীর অগ্রভাগে গ্রন্থি দিবার জন্য এক প্রকার ফিতা। তু°—"বেনন পাটের জাদে বান্ধিয়া কবরী" (তরু, পদ সং ১৩৩৩)। কালবর্ণের বস্তু দেখিয়া রাধার কৃষ্ণের কথা মনে হইয়াছে। আগি—সং-অগ্নি হইতে।

১১। ঝুরএ :—বোধ হয় সং—অশ্রু হইতে অঞ্চু হইয়া অঝোর—ঝুর (চা, ৪৮১ পৃঃ, এবং শব্দকোষ)।

---

[১০৪]

জয়শ্রী [১]

ব্রজরাজ-বালা রাজপথে[২] আইলা[২]
লইয়া[৩] ধেনুর পাল॥
সঙ্গে সখাগণ ভাই[৪] বলরাম
শ্রীদাম[৫] সুদাম ভাল॥
সুবল সঙ্গাত[৬] তার[৭] কাঁধে হাত[৭]
আরোপি নাগর-রায়[৮]।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত-বাঁশীতে
এ দুই আঁখর গায়[৯]॥
একথা আনেতে[১০] না পারে[১১] বুঝিতে[১১]
সুবল কিছু[১২] সে[১২] জানে।
হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে॥
গবাক্ষে বদন দিয়া প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ[১৩] করে।
দোঁহার[১৪] নয়নে[১৫] নয়ন[১৬] মিলল[১৬]
হৃদয়ে হৃদয়[১৭] ধরে॥
হেরিয়া[১৮] শ্রীমুখ[১৯]— মণ্ডল[২০] সুন্দর[২০]
বিভোল[২১] হইল রাধা।
"এ হেন সম্পদ[২২] বনে পাঠাইতে[২৩]
তিলেক[২৪] না[২৫] করে[২৫] বাধা॥
কেমন যশোদা, মায়ের পরাণ—
পুতলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে[২৬] [২৭]'গৃহ-মাঝে বসি[২৭]—"
চণ্ডীদাসে[২৮] কহে[২৯] ইহা॥

১ শ্রীগান্ধার ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭

২-২ °পথ য়ালা, ২৩৯৪ ; °পথ আলা, ২৮৯, ২৯৫ ; °পথে আল্যা ২৯৭ ।

৩ লইতে, ২৩৯৪ ; লইএ, ২৮৯

৪ ভেয়্যা, ২৩৯৪ ; ভায়্যা, ২৯৫, ২৯৭ ;

৫ ছিদাম, পসং, ২৮৯

৬ সঙ্গাত, পসং ; সখার, ২৯৭

৭-৭ কান্ধে হাথ দিয়া, ২৯৭

৮ রাজে, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫ ; রাজ, ২৯৭

৯ বাজে, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫ ; বাজ, ২৯৭

১০ ইঙ্গিতে, ২৯৭ ; আনে কি, ২৮৯

১১-১১ কিছুই না জানে, পসং ; কেহ নাঞি বুঝে, ২৯৭ ; বুঝিতে পারএ, ২৮৯

১২-১২ তা কিছু, ২৩৯৪, ২৯৫ ; কিছুই, ২৯৭

১৩ নিরক্ষন, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ২৮৯

১৪ দুহার, ঐ

১৫ মিলন, ২৯৭ ; নয়ানে, ২৩৯৪, ২৯৫ ; নয়ান, ২৮৯

১৬-১৬ মিলন তখন, ২৮৯ ; নয়ানে মিলন, ২৩৯৪, ২৯৫ ; নয়ানে ২, ২৯৭

১৭ হৃদয়ে, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪

১৮ দেখিতে, পসং ; হেরিতে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭

১৯ সুন্দর, ২৯৭

২০-২০ °বিদ্যুত, ২৩৯৪, ২৯৫ ; শ্রীমুখ মণ্ডল, ২৯৭

২১ বেখিত, পসং, ২৮৯, ২৯৭

২২ শ্বাম, ২৩৯৪ ২৩ চলিয়াছে, ২৯৭

২৪ কেহো, ২৯৭

২৫-২৫ নাহিক, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯ ; কর‍্যাছে,২৯৭

২৬ রহিব, ২৯৭ ; রএছ, ২৮৯

২৭-২৭ সন্ত গৃহে বসি, ২৯৭ ২৮ চণ্ডীদাস, পসং, ২৮৯

২৯ বলে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭

টীকা

পং—১। ব্রজরাজ-বালা :—নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ —"উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা" (= ১৭২ পৃঃ)।

৫। সাঙ্গাত :—সং-সঙ্গত হইতে ; সঙ্গী, মিত্র অর্থে (শব্দকোষ ; চা, ৩২২, ৩৬৩ পৃঃ)।

৮। দুই আখর :—রাধা

---

[১০৫]

পঠমুঞ্জরি [১]

বদন হেরিয়া গদ গদ হৈয়া
কহে বিনোদিনী রাই।
শুনগো [২] সজনি [৩] হেন মনে গনি [৪]
আনছলে পথে [৫] যাই ॥
হেরি শ্যামরূপ নয়ন [৬] ভরিয়া
আঁখির নিমিখ [৭] নয়।
এক আছে দোষ গুরুজন-রোষ
তাহাই বাসি যে [৮] ভয় ॥
আঁখির পুতলি তার [৯] মাঝে মণি [৯]
যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরীষ কুসুম জিনিয়া [১০] কোমল [১০]
পাছে বা গলিয়া পড়ে ॥
ননীর অধিক শরীর কোমল [১১]
বিষম ভানুর তাপে।
জানি [১২] বা ও অঙ্গ [১২] গলিয়া [১৩] প...
ভয়ে সদা তনু কাঁ...
কেমন যশোদা

চণ্ডীদাসে[১৯] বলে— "শুন ধনি রাধা,
সকল গুপত মানি।
কোন কোন ছলা কিসের[২০] কারণে
আমি সে সকল জানি॥"

১ গুঞ্জরী, পসং; রাগ°, ২৩৯৪
২ °লো, পসং ৩ স্বজনি, পসং
৪ শুণি, ২৩৯৪, ২৯৫ ৫ সদা, ২৩৯৪
৬ নয়ান, ২৩৯৪, ২৯৫ ৭ নিমিষ, পসং
৮ °য়ে, ঐ ৯-৯ তারার মণি, ঐ
১০-১০ দেখিএ কমল, ২৩৯৪, ২৯৫
১১ কমল, ঐ
১২-১২ তাহাতে যে য়ংঙ্গ, ২৩৯৪, ২৯৫ (°অংগ)
১৩-১৩ গলি পানী হয়, পসং
১৪-১৪ পুতলি দিয়াছে, ২৩৯৪, ২৯৫
১৫-১৫ কেমনেতে য়াছে, গৃহমাঝে বসি, ঐ
১৬ এ হিয়া, ঐ
১৭-১৭ ছার খার হোক, ২৩৯৪, ২৯৫ (° হকু)
১৮ হেন, ঐ ১৯ চণ্ডীদাস, পসং
২০-২০ জিসের, পসং

টীকা

৪। শ্যাম গোষ্ঠে যাইতেছে, তাহা দেখিয়া ... কোন প্রকার কারণ দর্শাইয়া আমিও ... সহিত মিলিত হই।

... পলক পড়ে না, কিন্তু ...

২৫-২৮। চণ্ডীদাস রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা গোপন রাখিয়াছ বটে, কিন্তু কি জন্য কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইবার ছলে বাহির হইয়াছেন, তাহা আমি জানি।

---

[১০৬]

রাগ বড়ারি[১]

"সই, হের[২] রূপ দেখ'সিয়া[২]।
আমার নাগর রসের সাগর
করেতে মুরলী লয়া॥
ঐ যায় কানু রাম-বামপাশে
সুবলের করে[৩] ধরি।"
রাই সে[৪] নাগরে[৪] মরম[৫] সখীরে[৫]
দেখায়[৬] অঙ্গুলি ঠারি॥
"বিনোদ চূড়াটি ঝলমল করে
বেড়িয়া[৭] কুসুমদাম।
তার মাঝে মাঝে মুকুতা দু'সারি
সাজে অতি অনুপাম॥
ময়ূর-শিখণ্ড[৮] বিনি[৯] বায়ে উড়ে[১০]
হেলন দোলন করে।
দেখি[১১] মোর মন[১১] নয়ন-চকোর
পিতে চাহে সুধাকরে[১২]॥
কিবা ভুরু[১৩] দুই[১৩] নয়ান[১৪]-নাচনি[১৪]
কটাক্ষ ভঙ্গিমে চায়।
চপল পরাণ[১৫] স্থির নাহি[১৬] মানে[১৬]
সদা মন আছে তায়॥"[১৭]
চণ্ডীদাস বলে[১৮] — "মূর্ছিত[১৯] হইলে[১৯]
নটবর-বেশ[২০] দেখি।
মনে করি রূপের মাধুরী
সদাই দেখিয়া থাকি॥"

[1] বড়ারি, পসং; বাদ, ২৮৯
[2] হেরনা দেখহসিয়া, পসং; হের দেখনা য়াসিয়া, ২৯৫, ২৩৯৪
[3] কর, পসং, [4-4] সুনাগরী, পসং, ২৮৯
[5-5] মরমে সে মরি, ২৮৯
[6] দেখান, পসং, ২৯৫; দেখায়ে, ২৩৯৪
[7] বেড়িএ, ২৮৯
[8] সিখণ্ডি, ২৮৯, ২৯৫; সি(খ)ণ্ডি, ২৩৯৪
[9] মিনি, ২৯৫, ২৩৯৪ [10] হেদে, ঐ, পসং
[11-11] তা দেখে মো মেন, পসং
[12] সসোধরে, ২৮৯
[13-13] সে এ দুই, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫
[14-14] নয়ান নাচুনি, ২৩৯৫ [15] পরাণে, পসং
[16-16] নহে মন, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫
[17] এই চারি পঙ্ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই
[18] হেরি, পসং; দেখি, ২৯৫, ২৩৯৪
[19-19] মোহিত হইলা, ২৯৫, ২৩৯৪; পসং (°হইল)
[20] °রূপ, ২৮৯

টীকা

পং—১। দেখ'সিয়া:—দেখ+আসিয়া= দেখ'সিয়া। তু°-"সখি, হের দেখ'সিয়া বা" (তরু, পদ সং ১০৮৩)। "আইস সব গোআলিনী নাএ চড়, সিআ" (কৃঃ কীঃ, ১৪৬ পৃঃ)।

৪। রাম-বামপাশে:—তু°—"রাম-বামে চলু শ্যামর-চাঁদ" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ২৯৬ পৃঃ)।

৭। ঠারি:—ইঙ্গিত করিয়া।

৮। ঝলমল করে:—তু°-"ময়ূর-শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ২৯৬ পৃঃ)।

১২-১৩। ময়ূর-শিখণ্ড ইত্যাদি:—তু°—"তার মাঝ দিয়া, ময়ূরের পাখা, হেলিছে দুলিছে বায়" [চণ্ডী° (পসং), পদসং ৫৬]।

২১। নটবর:—নর্ত্তকশ্রেষ্ঠ, নটরাজ। কৃষ্ণের নটবর বেশের বর্ণনা, তরুর ৭৫ এবং ১২০ সংখ্যক পদে দৃষ্ট হইবে।

---

[১০৭]

গড়া[1]

"সই[2] কি আর বলিব মায়।
তিল[3] দয়া নাহি তাহার শরীরে
একথা কহিব কায়॥
মায়ের পরাণ এমনি[4] ধরণ[4]!
তার দয়া নাহি চিতে।
এমন নবীন কুসুম-বরণ
বনে নহে পাঠাইতে॥
কেমনে ধাইব ধেনু ফিরাইব
এহেন নবীন তনু।
অতি খরতর বিষম উত্তাপ
প্রখর গগন[5]-ভানু॥
বিপিনে বেকত ফণী শত[6] শত
কুশের অঙ্কুশ তায়।
সে রাঙ্গা চরণে ছেদিয়া ভেদিব
মোর মনে হেন ভায়॥
আর এক আছে কংসের আরতি
জানি বা ধরিয়া[7] লয়।
সঘনে সঘনে লয় মোর মনে
সদাই[8] উঠিছে ভয়[8]॥"
চণ্ডীদাসে কয়— "না ভাবিহ[9] ভয়
সে[10] হরি জগতপতি।
তারে কোন জন করিব[11] তাড়ন
এমন[12] না[12] দেখি কতি॥"

[1] রাগ গড়া, ২৯৫; রাগ গোড়া, ২৩৯৪
[2] বাদ, ২৯৫, ২৩৯৪ [3] তিলে, পসং
[4-4] এমতি ধরিল, ২৩৯৪, ২৯৫
[5] গমন, ২৯৫, ২৩৯৪ [6] কত, ঐ
[7] ধরিয়ে, পসং; ধরিব, ২৩৯৪

৮-৮ সদা মোর মনে ভয়, ২৯৫, ২৩৯৪
৯ বাসিবে, ২৩৯৪ ; বাসিহ, ২৯৫ ১০ যে, ঐ
১১ করয়ে, ২৩৯৪, ২৯৫ ১২-১২ নাহি হেন, পসং

টীকা

পং—৪-৫। যে মাতা এমন সুকুমার সন্তানকে বনে পাঠাইতে পারেন, তাঁহার প্রাণে দয়া নাই।

১৬। আরতি—সং—আর্ত্তি হইতে ব্যগ্রতা বা আদেশ অর্থে।

---

[১০৮]

রাগ জয়ন্তি[১]

"শুন গো স্বজনি সই।
কেমনে রহিব কানু না দেখিয়া
নিশি দিশি হেদে রোই[২] ॥
হের দেখ রূপ নয়ান ভরিয়া
করেতে মোহন বাঁশী।
হাসিতে ঝরিছে প্রবাল[৩] মুকুতা[৪]
সুধা ঝরে কত রাশি ॥
হেন মনে করি আঁচল ঝাপিয়া[৫]
যতন[৬] করিয়া[৬] রাখি।
জানি[৭] কোন জন[৮] ডাকা-চুরি দিয়া
পাছে লয়ে যায় সখি ॥
এ রূপ-লাবন্য কোথাহ[৯] রাখিতে
মোর পরতীত নাই।
হৃদয় বিদারি পরাণ যেথান[১০]
সেখানে করেছি ঠাঁই ॥
সবার গোচর নহেত[১১] বেকত[১১]
রাখিব যতন করি।
পাছে দিয়া[১২] সিঁদ যবে যাই নিঁদ
কেহ বা করয়ে চুরি ॥"
চণ্ডীদাস বলে[১৩]— "এহেন[১৪] সম্পদ
গোপনে রাখিবা বটে।
আছে কত চোর তার নাহি ওর[১৫]
জানি[১৬] সিঁধ দিয়া কাটে[১৬] ॥"

১ জয়শ্রী, পসং ২ রই, ২৯৫, ২৩৯৪
৩ মতিম, পসং ৪ মাণিক, ঐ
৫ থাপিয়া, পসং ৬-৬ আঁচলে ভরিয়া, পসং
৭ পাছে, পসং ৮ জনে, ঐ
৯ কোথায়, ঐ ১০ যথায়, ঐ
১১-১১ নাহি করে কত, ঐ ১২ দেয়, ২৩৯৪
১৩ কহে, ২৯৫, ২৩৯৪ ১৪ হেনক, পসং
১৫ যোর, ২৩৯৪, ২৯৫
১৬-১৬ আমার পাঁজর কাটে, ঐ

টীকা

পং—১। স্বজনি:—স্ব (নিজ) + জন (আত্মীয়), স্ত্রীলিঙ্গে, সম্বোধনে। এখানে সখী অর্থে। পদ্যে সজনী শব্দেরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৩। হেদে রোই:—সং—হার্দ (স্নেহ) হইতে হেদা; হেদে—অনুরাগ বশতঃ পাইবার বা দেখিবার জন্য ব্যাকুলতার সহিত।

রোই:—সং—রোদন হইতে; রোই—রোদন করি।

৮। ঝাঁপিয়া:—সং—ঝম্প হইতে। উপর হইতে বেগে পতন। শ্যামকে অমূল্যবোধে ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহার উপর আঁচল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নিজস্ব করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করি।

১০। ডাকা-চুরি:—ডাক (কোলাহল) বা চীৎকার সহ চুরি। তু°—"দিবসে দুপুরে হৈল সাত নায়ে ডাকা" (কবিকঃ)।

১৬-১৭। সকলের নিকটে যাহাতে ব্যক্ত না হয়, এইরূপভাবে (রত্নের ন্যায়) তাহাকে যত্ন করিয়া রাখিব।

১৮। সিঁদ:—সং—সন্ধি হইতে; চৌর্য্যাভিলাসে গৃহের ভিত্তিতে সন্ধি বা ছিদ্র

নিঁদ :—সং—নিদ্রা—নিদ্দা—নিন্দ—নিঁদ। তু°—
"নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো" (চর্য্যা, ১৩শ)।

---

[১০৯]

জয়শ্রী

"শুন শুন শুন আমার বচন"—
কহিছে মরম সখী।
"আঁখি আড় কভু না কর[২] তাহারে[২]
শুনহ, কমলমুখি॥"
রাই বলে—"বড় আছে ওই[৩] ভয়
পরাণ[৪] না হয়[৪] স্থির।
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা[৫]
এ বুক[৬] মেলয়ে চির॥
স্বতন্তরা[৭] নই গুরু[৮] পরিজনা[৮]
তাহার[৯] আছয়ে ডর।
যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে,
তেমতি আমার ঘর॥
নহিলে[১০] শ্যামেরে[১১] লয়া[১২] কুতূহলে
হেরি ও[১৩] বদন সদা।
সবার মাঝারে কুল[১৪]-কলঙ্কিনী
সব জন বলে[১৪] রাধা॥
সে[১৫] সব[১৫] কলঙ্ক পরিবাদ যত
অভরণ[১৬] করি নিলু[১৬]।
এতদিন যত পাড়ার পরশী
তাতে[১৭] তিলাঞ্জলি দিলু[১৮]॥"
চণ্ডীদাসে[১৯] কহে[২০]— "সে শ্যাম তোমার
তুমি সে তাহার প্রিয়া।
মিছাই রচন[২১] লোকের বচন[২২]
আমি ভাল জানি ইহা॥"

[১] জথারাগ, ২৯৫, ২৩৯৪
[২] হও তাহার, পসং
[৩] য়োই, ২৩৯৪; ঐ, ২৯৫
[৪-৪] পরানে নাহিক, ২৯৫, ২৩৯৪
[৫] জন, পসং
[৬] মুখ, ২৩৯৪
[৭] স্বতন্তর, পসং
[৮-৮] এ রূপ জোবন, ২৯৫, ২৩৯৪
[৯] তাহারে, পসং
[১০] নহে বা, পসং
[১১] শ্যামের, ঐ
[১২] অতি, ঐ
[১৩] হেরিতাম, ২৯৫ ২৩৯৪,
[১৪] সব জন বলে কুলকলঙ্কিনী, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৫-১৫] শ্যামের, ২৯৫, ২৩৯৪
[১৬-১৬] সোরভ করিয়া নিলু, পসং
[১৭] তারে, ২৯৫, ২৩৯৪
[১৮] দিনু, পসং
[১৯] চণ্ডিদাস, ২৩৯৪, পসং
[২০] কয়, ২৯৫, ২৩৯৪,
[২১] বচন, পসং
[২২] সূচনা, ঐ

টীকা

পং—৩। আড়.—সং-অন্তরাল হইতে।

৮। চির :—সং-চীর্ণ (বিদীর্ণ) হইতে। আবদ্ধ জল আহবিত বেগ-প্রভাবে যেমন বাঁধ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হয়, সেইরূপ আমার মনের বেদনার আধিক্য হেতু তাহা যেন বুক বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে।

তু°—"প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর" (কৃঃ কীঃ, ৪৮ পৃঃ)।

৯। স্বতন্তরা :—সং স্বতন্ত্রা হইতে; স্বেচ্ছাচারিণী।

তু°—"সামী গুরুবার মোর নহোঁ সতন্তর" (কৃঃ কীঃ, ২৪ পৃঃ)।

১১। তু°—"ধীবর কাল, হাতে লয়ে জাল, তুরিতে ঝাঁপয়ে তীরে" (চণ্ডীদাস, ১৫২ পৃঃ)।

১৮। তু°—"সে মোর চন্দন চুয়া" (ঐ, ১৩৪ পৃঃ)।

---

[১১০]*

শ্রীরাগ

ঘন শ্যাম শরীর কেলি-রস
যমুনাক তীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিনী ॥
ঘন চন্দন ভাল কানে ফুল-ডাল
অঙ্গে গিরি-লাল কিয়ে চলনি।
লুফিছে পাঁচনি বাজিছে কিঙ্কিনী
পদ-নূপুর ঝুনু ঝুনু শুনি ॥
কত যন্ত্র সুতান কলারস গান
বাজায়ত মান করি সুমেলে।
যব বেণু পূরে মৃগ পাখী ঝুরে
পুলকে তরু পল্লব-পুষ্প-ফলে ॥
কেহ রূপ চাহে কেহ গুণ গায়ে
কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।
চণ্ডীদাস মনে অভিলাস
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে ॥

টীকা

এই পদটি "পদসমুদ্র" হইতে সংগ্রহ করিয়া রমণী-মোহন মল্লিক মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাস" গ্রন্থে "গোষ্ঠ-বিহার" পদ-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন। শুনিয়াছি নীল-রতনবাবু অনেক নবাবিষ্কৃত পুঁথি হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদের যে সকল পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে দানলীলার সকল পদই পাওয়া যাইতেছে, কেবল এই পদটিরই সন্ধান মিলিতেছে না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, নীলরতনবাবুর পুঁথিতে এই পদটি ছিল কি না, নতুবা বোধ হয় তিনি রমণীমোহন মল্লিকের সংস্করণ হইতেই ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব এই পদটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত কিনা তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না। এই পদটি সন্দিগ্ধ পর্য্যায়ের অন্তর্গত ভাবিয়া পদ-পরিচায়ক সংখ্যার পার্শ্বে তারকা-চিহ্ন স্থাপিত হইল।

পং—১। শরীর কেলিরস:—তু°—"শ্যাম চিকনিয়া দে, রসে নিরমিল কে, প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি" (জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২০৪ পৃঃ), এবং—"মুরতি রসকেলি" (গোবিন্দ-দাস, ঐ, ৩০১ পৃঃ)।

২-৩। যমুনাক=যমুনার। যমুনার তীরবর্ত্তী বনে যিনি বিহার করেন। তু°—"তপন-নন্দিনী-তীরে তালবনি ভুবনমোহন লাবণী" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ৩০১ পৃঃ)।

৪। কিঙ্কিনী:—জ্ঞানদাস কিঙ্কিনী গোপালের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"নীল পদ্মকান্তি জিনি কিঙ্কিনী গোপাল" (বৈ-প-ল, ২৬২ পৃঃ)।

৫-৬। শ্যামের কপাল গাঢ় চন্দন-লিপ্ত, কর্ণে পুষ্পদল এবং অঙ্গে গৈরিক বসন বিরাজিত। তিনি মধুর ভাঙ্গীতে গমন করিয়া থাকেন।

ফুলডাল:—তু°—"উপরে তুলিছে ফুল, অঙ্গে ফুল-ডাল" (বৈ-প-ল, ২৬২ পৃঃ)।

অঙ্গে গিরি-লাল:—তু°—"গায়ে রাঙ্গা মাটী, কটিতটে ধটি" (বৈ-প-ল, ১১১, পৃঃ)।

কিয়ে চলনি:—তু°—"মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ২৯৬ পৃঃ)।

৭। বাজিছে কিঙ্কিনী:—তু°—"কটিতে কিঙ্কিনী বাজে রুনু ঝুনু গান" (বৈ-প-ল, ২৬২ পৃঃ)।

৮। পদ-নূপুর ইত্যাদি:—তু°—"রুনু ঝুনু বাজে পায় সোনার নূপুর" (ঐ)।

৯। কত যন্ত্র সুতান:—"তু°—"শিঙ্গা বেনু লাখে লাখে বাজায় ব্রজবালকে" (বৈ-প-ল, ১৯৮ পৃঃ)।

কলারস গান:—"গাওত গমকে, গীত কীরি গুর্জ্জরী, গৌরী গোল গোপী গান্ধার" (ঐ, ২৯৬ পৃঃ)

১১। পূরে:—নিনাদ করে।

১২। পুলকে:—পুলকিত হয়।

১৩-১৪। কোন বালক কৃষ্ণের রূপ নিরীক্ষণ করে, কেহ বা তাঁহার গুণগান করে, আর কোন কোন বালক প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া কথা বলিতেছে। তু—"কেহ নাচে গুণ-গানে" (পরবর্তী, পদ সং ২০)।

---

[১১১]

বড়ারি[১]

গদগদ[২] প্রেমে[২] রূপ নিরখিতে
প্রেমরসমই রাই।
কানুর মরমে রাধার নয়নে[৩]
পশিয়া[৪] রহিল[৪] দুই ॥
ইঙ্গিত[৫] কটাক্ষে তরল চাহনি
দোঁহে দোঁহা দোঁহে রীত।
সঙ্কেত বেকত আন নাহি জানে
গোঠেতে চলিলা চিত[৬] ॥
ইঙ্গিত[৬] কটাক্ষে[৬] কহিয়া চলিল
রসিক নাগর কান।
মথুরার[৭] পথে[৭] বিকি অনুসারে
সাধিতে চলিলা[৮] দান ॥
দোঁহে ঠারাঠারি আঁখি ফিরাফিরি[৯]
গোঠেতে গমন কৈল[১০]।
হৈ[১১] হৈ[১১] বলি চলে বনমালী
ধেনু লয়া[১২] চলি গেল[১২] ॥
সব ব্রজবালা করি নানা খেলা
গোঠমাঝে[১৩] চলি যায়।
কানু আন ছলে মথুরার পথে
দীন[১৪] চণ্ডীদাসে[১৫] গায় ॥

[১] রাগ°, ২৩৯৪, ২৯৫ [২-২] বিদগধ প্রেম, পসং
[৩] মরমে, ২৯৫, ২৩৯৪ [৪-৪] সঁপিয়া পশিলা, পসং
[৫-৫] বাদ, ২৩৯৪, ২৯৫ [৬-৬] সঙ্কেত ইঙ্গিতে, পসং
[৭-৭] মথুরা নগরে, ২৩৯৪, ২৯৫
[৮] রসের, ঐ [৯] ফিরি ফিরি, পসং
[১০] কেলি, ঐ [১১-১১] হই হই, ঐ
[১২-১২] লয়ে গেলা চলি, ঐ
[১৩] গোঠে মাঠে, ২৩৯৪,২৯৫
[১৪] দ্বিজ, পসং [১৫] চণ্ডীদাস, ঐ

টীকা

পঙ্—৭-৮। চক্ষে চক্ষে উভয়ের যে সঙ্কেত হইল তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিলেন, অন্যে ইহার কিছুই জানিতে পারিল না; তখন গোষ্ঠে যাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইল।

৯-১২। শ্রীরাধা দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিবার ছলে মথুরার দিকে যাইবেন, আর কৃষ্ণ পথে তাঁহার নিকট হইতে দান আদায় করিবেন, ইহা পরস্পরের ইঙ্গিতে স্থির হইলে পর কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।

১৭-১৯। অন্য বালকেরা গোষ্ঠের দিকে গেল, কিন্তু কানু ছল করিয়া মথুরার পথে চলিলেন।

---

[১১২]

সুই সিন্ধুড়া[১]

শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম
সুবল[২] চলিয়া[৩] গেলা[৩]।[৪]
ইঙ্গিত জানিয়া[৫] সুবল বুঝিলা[৬]
পাতিতে দানের ছলা[৭] ॥
কদম্ব[৮]-কাননে চলিলা সঘনে
ধেনুগণ নিয়োজিয়া[৯]।
মথুরার[১০] পথে চলে যদুনাথে
রাজপথখানি বেয়া[১০] ॥

ডুসারি কদম্ব- তরুর[১১] মাঝারে[১১]
বসিলা রসিক রায়।
মধুর মুরলী পূরিলা তখনি
আন ছলে কিছু গায়॥
নটবর বেশ নাগর-শেখর
দানছলে আছে বসি।
ক্ষণেক[১২] ক্ষণেক[১২] রাই[১৩]-পথ চায়া[১৩]
পূরত[১৪] মোহন বাঁশী॥
চণ্ডীদাস কহে[১৫]— "তুরিত গমন
কর রসময়ী[১৬] রাধে।
তোমার কারণে বসি বিনোদিয়া
গোষ্ঠ[১৭]-রসের সাধে[১৭]॥"

১ বাদ, ২৮৯ ; সিন্ধুড়া, পসং ; সুইন্ধড়া, ২৩৯৪
২-২ সুবলে বলিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫ ; সুবল চলিএ, ২৮৯
৩ গেল, পসং
৪ ইহার পরবর্ত্তী ৪ পঙ্‌ক্তি ২৩৯৪ পুঁথিতে নাই
৫ বুঝিএ, ২৮৯ ; বুঝায়্যা, ২৯৫
৬ জানিল, ২৮৯ ; সাঙ্গাতে, ২৯৫
৭ ছল, পসং ; ছলে, ২৮৯
৮ কুমুদ, পসং, ২৯৫
৯ নিজজিএ, ২৮৯ ; নিজজিয়া, ২৯৫
১০-১০ চলিলেন শ্যাম, অতি অনুপাম, রায়্যের পথে লাগিয়া, ২৯৫, ২৩৯৪
১১-১১ তরুবর মাঝে, পসং, ২৮৯
১২-১২ অলপ অলপ, ২৮৯
১৩-১৩ রহি পথ চেয়ে, পসং ; রাই পানে চেএ, ২৮৯
১৪ পুরিছে, ২৮৯
১৫ বলে, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪
১৬ বিনদিনি, ২৮৯
১৭-১৭ গোঠ-রস করি বাধে, পসং ; গোঠ-রস করি সাধে, ২৮৯

টীকা

পঙ্‌—৫-৮। অন্য বালকেরা ধেনু লইয়া কদম্ব-কাননে চলিল, আর কানু রাজপথে মথুরার দিকে চলিলেন।

---

[১১৩]

জয়শ্রী[১]

রাই সুনাগরী প্রেমের[২] আগরি[২]
সঙ্কেত পড়িল[৩] মনে।
বড়ায়েরে[৪] ডাকি কহে চন্দ্রমুখী[৫]—
"যাইব মথুরা পানে॥"[৬]
আনি গোপীগণ যুথের মিলন
"চল চল যাব বিকে।
দধির পশরা সাজাহ তোমরা
বিলম্ব না সহে[৭] মোকে॥"
সব[৮] গোপীগণ চলিলা ভবন
সাজিলা[৯] পশরা লই[১০]।
ঘৃত ছেনা দুধ[১১] ঘোল[১২] নানাবিধ[১২]
ভাণ্ডে সাজাইল[১৩] দই॥[১৪]
সোনার গাগরি সাজায়ে[১৫] ডুসারি
ওড়নি বিচিত্র তাতে[১৬]।
করে অতি শোভা জিনি[১৭] শশী-আভা
বসন[১৮] কালিয়া সেতে[১৯]॥
নানা আভরণ পরে[২০] গোপীগণ
পশরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে— আসি[২১] রাধা[২১] মিলে
সব গোপীগণ[২২]-সাথে[২২]॥

১ রাগ জয়ন্তি, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৮৯
২-২ প্রেমেতে গাগুরি, ২৩৯৪, ২৯৫ (প্রেমেতে°); °গাগরি, ২৮৯

[৩] পড়ল, পসং [৪] বড়াইয়ে, ঐ

[৫] চন্দ্রামুখি, ২৩৯৪, ২৯৫

[৬] ইহার পরের ৪ পঙ্ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই

[৭] কর, পসং [৮] আনি, ২৮৯

[৯] সাজায়ে, পসং, ২৮৯

[১০] থোই, ২৩৯৪, তোই, ২৯৫

[১১] দুগ্ধ, ২৩৯৪, ২৯৫ ; দুধি, ২৮৯

[১২-১২] সে ঘোল বিবিধ, ২৩৯৪; ঘোল বিবিধ, ২৯৫, পসং

[১৩] সাজাইছে, পসং

[১৪] ইহার পরের ৪ পঙ্ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই

[১৫] বসিয়া, ২৩৯৪ ; বসায়্যা, ২৯৫

[১৬] নেত, পসং ; তাথে, ২৩৯৪

[১৭] যেন, পসং [১৮] বরণ, পসং

[১৯] সেত, ঐ [২০] পরি, ২৩৯৪, ২৯৫

[২১-২১] সব গোপী, পসং

[২২-২২] গোপী মিলে রাধে, ঐ

টীকা

পঙ্—১। আগরি :—সং—আ-কৃ ধাতু পূরণে ; তাহা হইতে স্ত্রীলিঙ্গে আগরি অর্থে পরিপূর্ণা (তরু, শব্দসূচী)। অন্যত্র—প্রাকৃত-সংস্কৃত "আগর" অর্থ অগ্রগণ্য (হরিবংশ, শব্দসূচী)। কিন্তু চর্য্যাপদে (১৮শ)—"ডোম্বিত আগলি" অর্থে—"ডোম্বীব্যতিরেকাৎ নান্যা" ইত্যাদি। এখানেও অগ্রণী, শ্রেষ্ঠা অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তু°—"লাস-লাবণ্যে বেড়াও রূপের আগল" (হরিবংশ, ১০২ পৃঃ)।

পাঠান্তরে "গাগরি" শব্দ ধৃত হইয়াছে। "প্রেমের ঘড়া" অর্থে—"গাগরি" হইতে "আগরি" কি ? অথবা—সং—আগার (আধার অর্থে) হইতে অপভ্রংশে স্ত্রীলিঙ্গে আগরী। প্রাদেশিকতায় "আগলি" অর্থে ধামা (জ্ঞানেন্দ্র)।

৩। বড়াই :—বড় আই = বড়াই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে "বুঢ়ীঅ মাই" (৭ম পৃঃ), অর্থাৎ বুড়ো মা, পিতামহী বা মাতামহীস্থানীয়া বৃদ্ধা। জ্ঞানদাসে—"বড়ি মাই, ভাল বিকি কিনি শিখাইলি" (বৈ-প-ল, ২৩৪ পৃঃ) কৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়ায়ের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"আইহনের মাঅ গুণী মনে।
ঝাঁট গিআঁ পদুমার থানে॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি॥ (৭ পৃঃ)।

অর্থাৎ—আয়ান ঘোষের মাতার পিসী, সম্পর্কে রাধার বড়ায়ি।

ভবানন্দের হরিবংশে—

"হেন কালে আইল রাধার মাতামহী॥
অনেক কালের বুড়ী বয়সে অধিক।" ইত্যাদি

এবং—

"বড়াই পুছিলা তান নাতিনের স্থানে।"
(২১ পৃঃ)।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়ায়ের রূপ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"শ্বেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥
ভ্রহি চুন রেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি॥
মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওষ্ঠ আধর উঠক জিনী॥
কাঠী সম বাহু-যুগলে।
নাভি মূলে দুঈ কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে। (৮ পৃঃ)।

৭। পশরা :—সং—প্রসার হইতে ; যে পাত্রে পণ্য-দ্রব্য বিক্রয়ার্থ রাখা হয়।

১১-১২। তু°—"ঘৃত দধি দুগ্ধে, সাজাঞা পসরা, প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ২৯৮ পৃঃ)।

১৩। সোনার গাগরি :—সং—কর্করী—গর্গরী হইতে গাগরি। অর্থ কলসী, ঘড়া। দানকেলি-কৌমুদীতে

গোপীগণের স্বর্ণঘটের উল্লেখ আছে (বহরমপুর সং, ১৬ পৃঃ)। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—"সোনার চুপড়ী রাধা রুপার ঘড়ী। নেতের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী॥" (১৪৩ পৃঃ)।

---

[১১৪]

✓আশোয়ারি[১]

রাধার বেশের[২] শোভা বনাইছে
চিকুরে[৩] আঁচরি-চুলে[৪]।
তাহে সুগন্ধিত অগরু[৫] চন্দন
বেড়িয়া[৬] মল্লিকা[৭] ফুলে[৮]॥
বেণীর সুছান্দে[৯] দৃঢ় করি বান্ধে[১০]
কি[১১] কব তাহার[১১] কথা।
অতি শোভা দেখি কাল[১২] জাদ-শিখী[১২]
দেখিতে হিয়াতে ব্যথা॥[১৩]
চাঁদ ঝলমল শ্রীমুখ-মণ্ডল
ভালে সে[১৪] সিন্দুর-ফোঁটা।
তার মাঝে[১৫] মাঝে[১৫] চন্দনের[১৬] বিন্দু
অমল[১৭] বিধুর[১৮] ঘটা॥
নয়নে[১৯] অঞ্জন শোভে বিলক্ষণ[২০]
অধর রাতুল দেখি।
গলে গজমতি লম্বিয়াছে[২১] তথি
কাঁচুলি তাহাতে[২২] সাখী[২২]॥
নিতম্ব-মণ্ডলে[২৩] ঘাঘর কিঙ্কিণী
চলিতে বাজয়ে ভাল।
নানা আভরণ[২৪] বিবিধ[২৫] ভূষণ[২৫]
মোহিত সকলি[২৬] ভেল॥[২৭]
সোনার বরণ তাহে নীলাম্বর[২৮]
বসন শোভিত ভাল[২৮]।
সোনার নূপুর চলিতে মধুর
বাজয়ে পঞ্চম তাল[২৯]॥
রাধা[৩০] মাঝে করি চলে ব্রজনারী
পশরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাসে[৩১] বলে— রাই বিনোদিনী
চলিল[৩২] মথুরা-পথে॥

১ রাগ আসোয়ারি, ২৩৯৪, ২৯৫; বাদ, ২৮৯
২ বেশ, পসং ৩ চিকুর, ঐ ৪ চুল, ঐ, ২৮৯
৫ য়গোর, ২৩৯৪; অগোর, ২৯৫
৬ বেড়িয়ে, পসং; বেড়িএ, ২৮৯
৭ বোকুল, ২৩৯৪ ৮ ফুল, পসং, ২৮৯
৯ সুছাঁদ, পসং ১০ বাঁধে, ঐ
১১-১১ কি কহিব তার, ২৩৯৪, ২৯৫
১২-১২ কাল জাদ সাখী, পসং; কালজপ্রশিখী, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪
১৩ এই চারি পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৮৯
১৪ সু, ২৩৯৪, ২৯৫ ১৫-১৫ ধারে ধারে, ঐ
১৬ অলকার, ঐ
১৭ আঙ্গুলি, পসং; উত্তম, ২৩৯৪, ২৯৫
১৮ চান্দের, ২৮৯ ১৯ নয়ানে, ২৩৯৪, ২৯৫
২০ বিচক্ষণ, ২৩৯৪
২১ লম্বি আছে, পসং, ২৯৫; লাম্বিএছে, ২৮৯
২২-২২ কি তার দেখি, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪
২৩ মণ্ডল, পসং ২৪ আভরনে, ২৯৫
২৫-২৫ সাজে বিলক্ষন, ২৩৯৪, ২৯৫
২৬ সকল, ঐ ২৭ এই ৪ পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৮৯
২৮-২৮ আরোপিত পীতের বসন ভালি, পসং; আরপিত সোভে নিলবাস ভালি, ২৮৯;
২৯ তালি, পসং, ২৮৯ ৩০ রাই, ২৩৯৪
৩১ চণ্ডীদাস, পসং, ২৮৯
৩২ চলিলা, পসং; চলিলে, ২৮৯

টীকা

পঙ্—২। চিকুরে :—কেশে। তু°—"চামর জিনিআঁ চিকুর তোরে" (কৃঃ কীঃ, ৫৫ পৃঃ)।

আচরি :—সং—আ-চির ধাতু বিদারণে ; আচরি চুলে= সুবিন্যস্ত চুলে।

৩। অগরু (অগুরু বা অগোর, অগৌর) কাষ্ঠ—বিশেষ। কাষ্ঠ আপীত এবং লঘু বলিয়া অগৌর বা অ-গুরু আখ্যা লাভ করিয়াছে (অগুরুত্বাদগুরুঃ, লঘুনাম চেতি) ইহার কাণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধ নির্য্যাস জন্মে, তাহাই অগুরু-চন্দন রূপে প্রসাধনে ব্যবহৃত হইত। অগুরু-চন্দন-নির্য্যাস দ্বারা রাধার চুল সুবাসিত করা হইয়াছে, ইহাই অর্থ।

৪। তু°—লঙ্গ মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ
ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।
(কৃঃ কীঃ, ১৩১ পৃঃ)।

অন্যত্র—

"চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি।
মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥"

(বড়ু চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পদ, সা-প-প, ১৩৩৯, ১৮৩ পৃঃ)।

৭। কালজাদ-শিখী :—ময়ূরের আকারে বেণীর অগ্রভাগে থোপনা বাঁধা হইয়াছে। জাদ—"বেণীর আগায় ঝুলাইবার জন্য থোপা" (তরু, শব্দসূচী) অথবা ফিতা।

৯। তু°—"শরত উদিত চান্দ বদন কমল" (কৃঃ কীঃ, ৫৭ পৃঃ)।

১০-১ "ভএ তোর কাম-সিন্দুর"
তিলক যেহ্ন নব শশিকলা"
(ঐ, ৬৮ পৃঃ)।

"বন্ধুলী জিনিআঁ তোহ্মার আধর
গিএ শোভে গজমুতী"
(ঐ, ৯০ পৃঃ)।

---

[১১৫]

বড়ারি[১]

রাই বলে—"শুন, হেদে গো বেদনি[২],
ঘাটের জানহ পথ।"
বড়ায়েরে[৩] রাধা কহে রস[৪]-কথা—
"বড় দেখি অনুরথ[৫]॥
আর কত দূর আছে[৬] মধুপুর
কহনা বেদনী বুড়ি।
সহজ[৭] গমনে[৭] পথ নাহি চল[৮]
চলিয়া যাইতে নারি॥"
কানু-পরসঙ্গ অলপ ইঙ্গিতে
সুধাই[৯] যতন করি।
কহিতে কহিতে হইল[১০] মোহিত—
"কহ কহ আগো বুড়ি॥"
কহিছে বড়াই আপনি দড়াই[১১]—
"মাঝেতে[১২] যমুনা এ[১৩]।
ও পার হইলে যা চাহ তা পাবে[১৪]
এ পারে নাহিক সে[১৫]॥"
হাসি কহে রাধা বলে বাণী[১৬] আধা
"ও পারে কে আছে বল।"
বড়াই বলিছে "কহিলে কি[১৭] হয়[১৭]
আগে[১৮] দেখাইব[১৮] চল॥"
হরষ বদনী রাই বিনোদিনী
পুনঃ[১৯] সে সুধায় তায়[১৯]—
"সে জন কেমন কিবা তার নাম"—
দ্বিজ চণ্ডীদাসে[২০] গায়॥

১ রাগ বড়াড়ি, ২৩৯৪ ২ বিনদি, ঐ
৩ বড়াইরে, পসং ৪ এক, ঐ
৫ অনুগত, ২৩৯৪ ৬ বাদ, ২৩৯৪
৭-৭ সহজে আগল, পসং ৮ চলে, ঐ

৯ সুধাইছে ২৩৯৪ ১০ হইলে, ঐ
১১ ডরাই, ঐ ১২ মাঝারে, ২৩৯৪
১৩ য়ে, ঐ ১৪ দিব, ঐ
১৫ সোয়ে, ঐ ১৬ আধা, পসং
১৭-১৭ কহিব, ২৩৯৪ ১৮-১৮ আগেতে দেখাই, পসং
১৯-১৯ পুলকে পুনু সুধায়, ২৩৯৪ ২০ চণ্ডীদাস, পসং

টীকা

পঙ্—১। বেদনি=দরদী (সম্বোধনে)।

৪। অনুরথ :—সং—অনর্থ (পরবর্ত্তী ১২৪, ১২৬, ৩১০ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য) ; বড়ায়িকে দ্রুত গমনে অশক্ত দেখিয়া বিরক্তির সহিত ইহা বলা হইয়াছে।

৭-৮। তু°—"আতী বুঢ়ী না দেখোঁ নয়নে।
জায়িতে নারোঁ ত্বরিত গমনে॥
(কৃঃ কীঃ, ১৩৬ পৃঃ)।

৯। পরসঙ্গ=প্রসঙ্গ

১৩। মনে মনে স্থির করিয়া।

[১১৬]

বড়ারি ১

"শুন গো,২ বড়াই, হেথা৩।
কহ কহ৪ শুনি সে জন কেমন
তার পরসঙ্গ-কথা॥
কোন নাম তার সে কোন৫ দেবতা
সে কেনে ঘাটেতে বসি।"
বড়াই কহিছে৬— "এখনি৭ জানিবে
সঙ্গে আছে তার৮ বাঁশী॥"
বাঁশীর নিশান জানিয়া৯ তখন
হাসি বিনোদিনী রাধা।
"তা সনে কিসের পরিচয় মোর,
কি আর করহ১০ বাধা॥"১১

"সে১২ জন-চাতুরী তাহার মাধুরী,
তার নাম কালা কানু।
যা১৩ চাহ১৪ তা দেই ইথে১৫ আন নাই১৬
অতি সে রসের তনু১৭॥"
রাধা বলে—"শুন, বড়াই বেদনী,
চলিতে না চলে পা।"
বড়াই বলিছে১৮ রাই পানে চেয়ে১৯
"তোমার রসের গা২০॥
বুড়ীরে২১ কি বল যে বল সে বল
বুড়ীর নাহিক লাজ।
(যুবতী জনার পরশিতে তনু
চলই দানের মাঝ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "নিয়া দান-ছলে
ভেটই নাগর রায়।
(শ্যাম সুনাগর রসের সাগর
কদম্ব-তরুর ছায়॥" ১

১ তথা রাগ, ২৩৯৪ ২ হ, ঐ
৩ যায়গো হেথা, ঐ ৪ বাদ, ঐ
৫ কুন, ঐ ৬ বলিছে, ঐ
৭ এখুনি, ঐ ৮ জার, ঐ
৯ জানিএ, ঐ ১০ কহিব, ঐ
১১ রাধা, ঐ ১২ জে, ঐ
১৩ যে, ঐ ১৪ চাহে, পসং
১৫ এথে, ২৩৯৪ ১৬ নাহি, ঐ
১৭ তোনু, ঐ ঐ
১৯ চেয়্যা, ঐ
২১ এই স্থান হইতে ঁথিতে
নাই। ২৮৯
রূপিত

টীকা

পঙ্—১১। তাহার কথা কহিতে তোমার বাধে কেন?

[১১৭]

✓ সিন্ধুড়া[১]

প্রেমে ঢল ঢল নয়ন[২]-কমল
প্রেমময়ী ধনী রাই।
শ্যাম-নাম[৩]-মালা জপিতে জপিতে
আনন্দে চলে[৪] তথাই[৪] ॥
রাই বলে শুন— "রসিয়া[৫] বড়াই
কত দূর[৬] মধুপুর।
নয়ান ভরিয়া[৭] তারে[৮] দেখি গিয়া[৯]
তবে মনোরথ পূর ॥"
হাসিয়া বড়াই কহিছে দড়াই[১০]
"ও পারে তোমার[১১] কাজ।
তোমার কারণে বসি[১২] দান[১২] ছলে
আছয়ে[১৩] রসিক-রাজ ॥"
ক্ষণে[১৪] বলে রাধা ক্ষণে করে বাধা
"তা সনে কিসের কাজ।
কেবা জানে তারে দানী বসিয়াছে
এই রাজপথ-মাঝ[১৪] ॥
আমরা কংসের যোগানী হইয়ে[১৫]
তারে বা কিসের ডর।"
চণ্ডীদাস বলে— "গিয়ে[১৬] মিল রাধে
সে হরি রসিকবর[১৬] ॥"

১ রাগ সিন্ধুরা, ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯
২ নয়ান, ২৩৯৪, ২৮৯
৩ মন্ত্র, ২৩৯৪ ; চাঁদ, পসং
৪-৪ চলিয়া যাই, পসং   ৫ রসিক, ২৮৯
৬ দূরে, ২৮৯   ৭ ভরিএ, ঐ
৮ তাকে, পসং   ৯ গিএ, ২৮৯
১০ ডড়াই, ২৩৯৪   ১১ দানের, পসং
১২-১২ আছে°, ২৮৯ ; °আন, পসং, ২৩৯৪
১৩ বসিএ, ২৮৯ ; দানি সে, ২৩৯৪
১৪-১৪ বাদ, ২৩৯৪, ২৮৯   ১৫ হইয়া, ২৩৯৪
১৬-১৬ ভেটহ তুরিতে, সেখানে নাগরবর, ২৩৯৪ ; বহু ভাগ্যে মিলে, সেই সে নাগরবর, ২৮৯

টীকা

পঙ্—৪। তথাই :—বড়াই-দর্শিত পথে শ্যামের নিকটে।

১০। একটু বলে, একটু বলে না, এই ভাবে।

১৫। যোগানী :—আহরণকারিণী অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে। কংসের ঘৃত-দধি-দুগ্ধাদি যাহারা সরবরাহ করে। তু°— "জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবো" (কৃঃ কীঃ, ১৭৫পৃঃ)।

---

[১১৮]

✓ তুড়ি[১]

শ্যাম-পরসঙ্গ বড়াই[২] সহিতে
কহিয়ে চলিয়া যায়[২]।
সব গোপীগণ[৩] হাসিতে হাসিতে
গমন করিছে তায় ॥
কোন সখী বলে[৪]— "নিকটে মথুরা
উপার[৫] চাহিয়া[৫] দেখ।
মেঘের বরণ দেখিয়া[৬] সঘন
ক্ষণেক এ পারে থাক ॥
বড় অদভুত দেখি যে বেকত
মেঘ নামে আচম্বিতে।
কি হেতু ইহার বুঝিতে না পারি
ভাবনা হইল চিতে ॥"
তাহাতে বড়াই কহিছে—"ওথায়[৭]
মেঘের[৮] বরণ কেহ[৮]।
গোকুল[৯]-নন্দের নন্দন রয়েছে
তাহার বরণ দেহ[১০]।"

বড়াই বচন শুনি গোপীগণ
হরষ বদনে চায়।
চণ্ডীদাসে বলে— বিনোদিনী রাধে[১১]
আনন্দে ভাসল তায়॥

১ তথা রাগ, ২৩৯৪
২-২ কহিতে ২ সব ধনি চলি জায়, ঐ
৩ সখিগণ, ঐ
৪ গণ, ঐ
৫-৫ নিকটে চাহিয়ে, পসং
৬ দেখিলে, ২৩৯৪
৭ দড়াই, ঐ
৮-৮ ও নহে দেবের মেহা, পসং
৯ গোকুলে, পসং
১০ দেহা, ঐ
১১ রাধা, ২৩৯৪

টীকা

পঙ্—১৫-১৬। কৃষ্ণের, বর্ণ দেখিয়া গোপীগণের মেঘ ভ্রম হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা দানকেলি-কৌমুদীতে আছে (বহরমপুর সং, ৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

---

[১১৯]

শ্রী[১]

কোন সখা[২] বলে— "শুন রসময়ী[৩]
আজু[৪] সে বিষম বড়ি।
মাঝ রাজপথে হেদে[৫] আচম্বিতে[৫]
কেমনে যাইব[৬] এড়ি॥
এত দিন মোরা করি আনাগোনা[৭]
জগাত[৮] নাহিক শুনি।
কেবা সিরজিল[৯] জগাত বলিয়া
আমরা নাহিক জানি॥"
বড়াই কহিছে— "ভয়[১০] দেখাইছে
এ বড় বিষম দানী।
এ দধি দুধের[১১] নহে সে কাঙ্গাল
ঐছন[১২] যাদুয়া[১৩] মণি॥
যার ঘরে আছে দুধের সাগর[১৪]
নন্দঘোষ যার পিতা।
তার কি লালসা ছেনা[১৫] লুনি দুধে[১৫]
যশোমতী যার মাতা॥"
চণ্ডীদাস কহে[১৬]— "শুন কহি[১৭] রাধা
এ বড়[১৮] বিষম দানী।
হাসিল লইতে রাজ-কর দিতে[১৯]
ঘাটে রহে যাদুমণি[২০]॥"

১ জয়ন্তি, ২৩৯৪, ২৯৫
২ গোপি, ঐ
৩ মই, ঐ
৪ আজি, ঐ
৫-৫ আচম্বিতে দেহে, পসং
৬ যাইবে, ২৯৫
৭ গতায়াত, ২৯৫, ২৩৯৪
৮ জাগাত, পসং, এবং পরে
৯ সেবা জন, পসং
১০ তব, পসং
১১ দুগ্ধের, ২৯৫, ২৩৯৪
১২ অই সে, ২৩৯৪, ঐ সে, ২৯৫
১৩ জাদব, ২৯৫, ২৩৯৪
১৪ বাথার, পসং
১৫-১৫ তার কিবা আশা, পসং
১৬ বলে, ২৩৯৪
১৭ শুন, ২৩৯৪, ২৯৫
১৮ বড়ি, ঐ
১৯ ভিতে, পসং
২০ গুণমণি, ২৩৯৪, ২৯৫

টীকা

পঙ্—৩। হেদে :—হা দেখ, সংক্ষেপে।

৪। এড়ি :—সং ঈড়িত হইতে; পাশে রাখি, অতিক্রম করি (শব্দকোষ); তু°—"এড়ি জাএ মোক সব গোআলার ঝি" (কৃঃ কীঃ, ১০০ পৃঃ)।

৬। জগাত :—শুল্ক আদায়কারী। আরবী "জকাৎ" হইতে (Moreland's "From Akbar to Aurangzeb," p. 284)।

৭-৮। তু°—"কে তোরে দিল দান কথাঁ তোর ঘরে (কৃঃ কীঃ, ১১২ পৃঃ)।

১২। যাত্নয়া :—কাহারও মতে সং—সাদব হইতে, আদরে।

১৯। হাসিল :—আরবী শব্দ, অর্থ—লভ্য।

---

[১২০]

রাগ কৌ[১]

রাধা[২] বলে—"মোরা[২] জগাত[৩] না জানি[৩]
কতবার মোরা আসি।
দান সাধে ঘাটে ঘাটিয়াল[৪] হইয়া[৪]
কদম্ব-তলাতে বসি।
গোকুলে বসতি ইথে কি জগাতি[৫]
কংসের যোগানী মোরা।
রাজার হুজুরে আরজি করিয়া[৬]
ইহারে করিব তোরা[৭] ॥"
এই সব রচি[৮] দূর[৯] পথ হৈতে
বুড়ীরে কহিছে যত।
"গেলে[১০] তার পাশে[১১] দানী কিবা করে
কহিব তাহার মত ॥"
"অরাজ করিতে[১২] কংস-রাজপাটে[১৩]
অবিচার যদি করে।
তবে যাব মোরা রাজার গোচরে[১৪]"
চণ্ডীদাস বলে তারে ॥

[১] কৌ, ২৩৯৪
[২-২] রাধিকা বলেন, ২৩৯৪, ২৯৫
[৩-৩] জাগাত বলিয়া, পসং
[৪-৪] ঘটিয়া লইয়া, ঐ
[৫] আরতি, ঐ
[৬] হইয়া, ২৩৯৪, ২৯৫
[৭] ভোরা, পসং
[৮] বটী, ঐ
[৯] দূরে, ২৩৯৪, ২৯৫
[১০] দেখি, পসং
[১১] কাছে, ২৩৯৪, ২৯৫
[১২-১২] অরাজ হইথ, পসং
[১৩-১৩] রাজা বটে, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৪] গোচর, ঐ

টীকা

পঙ্—৩। ঘাটিয়াল :—সং—ঘট্টপাল (তু°—দানকেলি-কৌমুদী, ৭৬ পৃঃ) হইতে। যে ঘাটের দান সাধে। তু°—"পার কর মথুরাক ঘাটোআল কহী (কৃঃ কীঃ, ৪৫ পৃঃ)।

৪। তু°—"বসিঞা থাক কদমের তলে" (কৃঃ কীঃ, ১১৩ পৃঃ)।

৭-৮। তু°—

"রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী।
তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিক মুরারী ॥
(কৃঃ কীঃ, ১১২ পৃঃ)।

হুজুরে :—আরবী—হুজুর (মহিমা)। মান্যার্থে নিকটে।

আরজি :—আরবী—আরজ, অরাজ, আরজি। আবেদন।

তোরা :—সং—তুদ্ ধাতু পীড়নে। এখানেও পীড়ন অর্থে।

১৩-১৫। রাজদরবারের কর্ম্মচারিগণের নিকটে নালিস করিলে তাহারা যদি ইহার প্রতিবিধান না করে, তাহা হইলে আমরা রাজার নিকটে নালিস করিব।

---

[১২১]

কানাড়া[১]

"শুন, রসময়ই রাধা[২]।
চল সব গোপী বিলম্ব না কর[৩]
কেন বা করিছ বাধা ॥

দেখ[৪] আগে হৈয়া[৪] পশরা লইয়া[৫]
দানী[৬] কি বলে কি[৬] চায়।
তবে সে সকল যা[৭] জানি করিব[৭]
যে[৮] আছে মোর হিয়ায়[৮] ॥”
বড়াই বচনে যত গোপীগণে
চলিলা কদম্বতলে।
“রহ রহ বলি শুন গোয়ালিনী”
দানী সে ডাকিয়া বলে ॥
“বহু দিন রাধে ছলায়াছ[৯] সাধে[১০]
আজু সে পেয়েছি[১১] লাগি।
যত অনুতাপে[১২] তাপিত আছিয়ে[১৩]
উঠিছে দারুণ আগি ॥”
চণ্ডীদাস বলে— “বিপাকে[১৪] পড়িলে[১৪]
ঠেকিলে[১৫] দানীর হাতে।
একে আছে তাই[১৬] সঙ্গেতে[১৭] বড়াই[১৮]
অপযশ তার[১৯] মাথে[১৯] ॥”

১ বাদ, ২৮৯ ২ রাধে, ঐ
৩ সহে, ঐ
৪-৪ দেখহ আগেতে, ২৯৫, ২৩৯৪; °হএ, ২৮৯
৫ লইএ, ২৮৯
৬-৬ দেখ দানি কিবা, ২৮৯; দানী আগে কিবা, পসং
৭-৭ °কহিব, ২৯৫; জানিব কহিতে, পসং, ২৮৯
৮-৮ হেন আছে অভিপ্রায়, পসং, ২৮৯
৯ পলাইছ, পসং ১০ মোরে, ২৯৫, ২৩৯৪
১১ পাইয়াছি, পসং; পায়্যাছি, ২৯৫
১২ অনুতাপ, পসং, ২৮৯ ১৩ আছয়ে, পসং
১৪-১৪ বিপাক পড়ল, ২৯৫, ২৩৯৪; °ঠেকিলে, ২৮৯
১৫ পড়িলে, ২৮৯
১৬ ভাই, ২৯৫, ২৩৯৪; তায়, ২৮৯
১৭ সঙ্গি এ, ২৮৯ ১৮ সবাই, ২৯৫, ২৩৯৪
১৯-১৯ রাজপথে, ২৯৫, ২৩৯৪; °সাথে, ২৮৯

টীকা

পঙ্—১০। তু°—“আগুহিআঁ বাটে তবেঁ কাহাঞিঁ রহাএ” (কৃঃ কীঃ, ১২৪ পৃঃ)।

১২-১৩। তু°—

“এই মতে নিতি জাহ মোথুরার হাটে।
বহু দিন খুজীয়্যা পাইলুঁ দানঘাটে ॥”
(ঐ, সা-প-প, ১৩৩৯, ১৮৩ পৃঃ)।

এবং—

“বারেঁ বারেঁ যাহা দধি দুধ লঞা
পালাইআঁ আন পথে।
দৈবযোগেঁ আসি এবার রাধা
পড়িলা আহ্মার হাথে ॥
(কৃঃ কীঃ, ৯১ পৃঃ)।

---

[১২২]

জয়শ্রী[১]

কানু কহে—“শুন গোপি, আমার বচন।
দান দিয়া[২] মথুরাতে করহ গমন ॥
রাজকর[৩] বুঝিয়ে লইব কড়ি[৩] কড়া।
রাজার হাসিল কড়ি নাহি যায় ছাড়া ॥
বহুদিন গেছ[৪] সভে[৫] দানী ভাণ্ডাইয়া।
আজি[৬] সে লইব দান পশরা লুটিয়া ॥
যাবে যদি বিকি কিনি করিতে মথুরা।
রাজার হাসিল কড়ি দিয়া[৭] যাহ তোরা[৭] ॥”
চণ্ডীদাস কহে[৮]—“শুন, রাধা বিনোদিনী।
কতদিন গেছ[৯] পথে তাহা আমি জানি[৯] ॥”

১ গুরজরি রাগ, ২৮৯ ২ দিয়ে, ২৮৯
৩-৩ কড়ি নিব আজি বুঝি কড়া, পসং
৪ গেছে, ২৮৯ ৫ তোরা, পসং

[৬] আজু, ২৮৯ [৭-৭] দায় জে তোমরা, ২৮৯

[৮] বলে, ২৮৯

[৯-৯] গেছে তাহা আমি নাহি জানি, ২৮৯

---

[১২৩]

শ্রীসূহা[১]

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
 কহিতে লাগিল[২] তায়।
"কে জানে কিসের দানের বিচার
 মোর মনে নাহি ভায়॥
এই পথে মোরা করি আনাগোনা[৩]
 কে জানে দানের কথা।
আচম্বিতে শুনি দানের বিচার
 কেবা কড়ি দিবে[৪] হেথা[৫]॥
রাজকর[৬] মোরা,— গোকুলে দিয়াছে[৭]
 মো সবার পতি জনা।
কখন[৮] এ পথে তরুণী যাইতে
 কেহ নাহি করে মানা॥"[৮]
দানী[৯] কহে বাণী— "শুন বিনোদিনী,
 কে তোমা রাখিতে পারে।
আজু সে লইব পশরা লুটিয়া[১০]
 দেখি[১১] কংস কিবা করে"॥[১১]
চণ্ডীদাসে[১২] কহে[১৩]— "শুন ধনী রাধে,
 সুখে[১৪] কর কিনি বিকি[১৪]।
সরল বচন[১৫] অমিয়া-রচন[১৬]
 বিকি কর সুধামুখি[১৭]॥

[১] রাগ জয়ন্তি, ২৯৫, ২৩৯৪; বাদ ২৮৯

[২] লাগিলা, পসং [৩] গতায়াত, ২৩৯৪, ২৯৫

[৪] দিব, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

[৫] য়েথা, ২৯৫ [৬] রাজকড়ি, ২৮৯

[৭] দিয়াছি, পসং; দিএছি, ২৮৯

[৮-৮] কখন এ পথে, আসিতে জাইতে°, ২৮৯; এখন এ পথে তরুণি জাইতে, তারে সে করহ মানা, ২৯৫, ২৩৯৪

[৯] তাহে, পসং, ২৮৯

[১০] লুটিব, পসং; লুটিএ, ২৮৯

[১১-১১] কে কিবা করিতে পারে, পসং; সুধিব রাজার করে, ২৯৫, ২৩৯৪

[১২] চণ্ডিদাস, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৩] বলে, ২৮৯

[১৪-১৪] সুখেতে করহ বিকি, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৫] বচনে, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৬-১৬] আনিয়া মাখনে, ঐ [১৭] রসমুখী, ২৮৯

---

[১২৪]

তুড়ি[১]

রাধা[২] বলে—"শুন, বেদনী[৩] বড়াই
 বড়ই[৪] বিষম শুনি।
এ পথে জগাত[৫] ঘাটে ঘাটিয়াল
 কখন নাহিক জানি[৬]॥
যে হয় সে হয় কারে[৭] নাহি ভয়
 কহিব কংসেরে গিয়া।
'তোমার যোগানী[৮] তার হেন গতি'
 রাখিবে[৯] ধরিয়া[১০] লয়া[১১]॥"
বড়াই বলিছে[১২]— "শুন বিনোদিয়া[১৩]
 তরুণী আগল[১৪] পথে।
এ কোন বিচার কোন[১৫] ব্যবহার
 বড় দোষ[১৬] পাবে ইথে[১৬]॥

একে সে অবলা[১৭] তাহে[১৮] সে[১৮] গোয়ালা[১৯]
ছুইলে[২০] কুলের ভয়।
জাতি কুলশীল মজিবে[২১] সকল[২১]
এ তোর[২২] উচিত নয়॥"[২৩]
কানু কহে—"ভাই,[২৪] শুনহ বড়াই,
রাজকর নিব[২৫] বুঝি।
যা[২৬] হয় তা[২৭] দিয়া তুমি যাহ লয়া
যতেক গোপের[২৮] ঝি॥"[২৯]
চণ্ডীদাসে কয়— "শুন রসময়,
এবার ছাড়হ[৩০] সভে[৩০]।
পুন[৩১] বাহুড়িয়া[৩১]— এ[৩২] পথে আসিলে[৩২]
যা[৩৩] হয় উচিত লবে[৩৩]॥"

১ তথা রাগ, ২৩৯৪; বাদ, ২৮৯, ২৯৫
২ রাই, ২৮৯ ৩ বিনোদ, পসং
৪ এ বড়ি, ২৩৯৪, ২৯৫ ৫ জাগাত, পসং
৬ শুনি, ২৩৯৪, পসং, ২৯৫
৭ কাহে, পসং ৮ জগানি, ২৩৯৪
৯ রাখিব, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯
১০ ধরিএ, ২৮৯
১১ নিয়া, ২৩৯৪; লএ, ২৮৯
১২ কহিচে, ২৩৯৪; কহিছে, ২৮৯
১৩ বলি কানু, ২৩৯৪, ২৯৫; বিনদিএ, ২৮৯
১৪ আগুলি, পসং; য়াগুল, ২৩৯৪; আগুল, ২৮৯
১৫ নহে, পসং, ২৮৯
১৬-১৬ হব অনুরথে, পসং, ২৮৯
১৭ গোয়ালা, ২৩৯৪; গুয়লা, ২৯৫
১৮-১৮ তাহাতে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯
১৯ য়বলা, ২৩৯৪, ২৯৫ ২০ হইল, ২৮৯
২১-২১ সকলি মজিব, পসং
২২ তুমার, ২৩৯৪; তোমার, ২৯৫
২৩ এই দুই পঙ্ক্তির স্থানে ২৮৯ পুঁথিতে আছে—
"এ লাজ পাইবে, তবে সে ছাড়িবে, উচিত কহিতে হয়"
২৪ তাই, পসং ২৫ লব, ২৩৯৪
২৬ যে, পসং ২৭ সে, ঐ
২৮ গোয়ালা, পসং
২৯ এই চারি পঙ্ক্তি বাদ, ২৮৯
৩০-৩০ ছাড়িয়া দেহ, পসং; ছাড়িএ দেহ, ২৮৯
৩১-৩১ পুনর্ব্বার মোরা, ২৩৯৪, ২৯৫
৩২-৩২ ফিরিয়া যাইলে, ২৩৯৪; ফিরিয়া আইলে, ২৯৫; ০আইলে, ২৮৯
৩৩-৩৩ যে হয় বুঝিয়া লিহ, পসং, ২৮৯

টীকা

পঙ্—৩-৪। তু০—"কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞিঁ দানী এহা বাটে।" (কৃঃ কীঃ, ৫৯ পৃঃ)।

৬-৮। তু০—"রাজা কংসে করিবোঁ গোআরী। তবেঁ কাহ্ন লঅাঁ যাবোঁ ধরী॥" (ঐ, ৪৭ পৃঃ)।

১০। আগল:—সং—অর্গল হইতে; বাধা দান কর অর্থে। তু০—"ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ, গোঠ রাখোআল, পন্থ বিরোধসি কিকে। (ঐ, ৩৩ পৃঃ)।

২৩। বাহুড়িয়া:—সং—ব্যাবৃৎ বা ব্যাঘুট্ হইতে। ফিরিয়া।

---

[১২৫]

রাগ জয়ন্তি[১]

সই[২] ঠেকিনু দানীর হাতে।
বহুদিন এই পথে আসি যাই
পশরা লইয়া মাথে॥
যে বলে জগাতি[৩] তাহে[৪] যায়[৪] জাতি
কুলেতে[৫] বজর পড়ি।
যত[৬] করে নাট আসে এই বাট[৬]
এই সে বড়াই বুড়ি॥

বুড়ির বচনে এ পথে আসিয়া
ঠেকিলু[৭] দানীর ঠাঁই।
কেমনে ও পারে গেলে সে আমরা
আর যে[৮] আসিব নাই ॥[৯]
কে জানে এমন হবে পরমাদ[১০]
তবে কি[১১] আসিতাম মোরা।
হেন বুঝি কাজ কুলে[১২] শীলে বাজ[১২]
এ দানী দিবেক[১৩] পারা ॥
দূরে[১৪] যাকু বিকি ভালয়ে বড়াই[১৪]
ওপারে[১৫] লইয়া যা।
দানীর বচন শুনি হিয়া কাঁপে
থর থর করে[১৬] গা" ॥[১৭]
চণ্ডীদাসে বলে— "শুন ধনী রাধে,
কেন[১৮] বা করহ ভয়।
আদর পিরিতি কর বিকি কিনি
হেন মোর মনে লয় ॥"

১ রাগ যতি, পসং
২ বাদ, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪
৩ জাগাতি, পসং
৪-৪ যায় তার, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪ ৫ কুলের, পসং
৬-৬ অবলা দেখিয়া, জত নাট করে, ২৯৫, ২৩৯৪
৭ ঠেকিল, পসং ৮ সে, ঐ, ২৮৯
৯ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে পরবর্তী ৪ পঙ্‌ক্তির পরে আছে।
১০ পরিনাম, পসং, ২৮৯ ১১ না, পসং
১২-১২ কুল শীল লাজ, পসং, ২৮৯ (°লাজ)
১৩ নিবেক, পসং
১৪-১৪ ভালে ভালে বড়াই, দুরে আওবিকি, পসং
১৫ উপারে, ২৯৫, ২৩৯৪
১৬ কাপে, ২৯৫, ২৩৯৪
১৭ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৮৯ পুঁথিতে নাই
১৮ কারে, ২৮৯

টীকা

পং—২-৩। তু°—
"এত কাল জাইএ আহ্মে মথুরার হাটে।
কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞিঁ দানী এহা বাটে ॥"
(কৃঃ কীঃ, ৫৯ পৃঃ)।

৪-৫। দানী কৃষ্ণ আমার যৌবন দান চাহিতেছে, তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমার জাতিকুল নষ্ট হয়।

৬-৭। নাট :—সং—নাট্য—প্রা°—নট্ট—বা°—নাট। দানকেলি-কৌমুদীর টীকায়—"কৌটিল্যনাট্যম্"। রঙ্গ, কৌতুক।

তু°—"ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে ॥"
(কৃঃ কীঃ, ২৯৩ পৃঃ)।

বাট :—সং—বর্ত্ম হইতে; পথ। তু°—"নিমেষেক গেলা সাধু যোজনেক বাট" (কবিকঃ)।

কানু অনেক রঙ্গরস করে, তথাপি এই বুড়ী এই পথ দিয়াই যাতায়াত করে।

১০-১১। তু°—
"এবার ভাণ্ডাআঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁক জাইএ।
আরবার তবেঁ বড়ায়ি মথুরা না জাইএ ॥"
(কৃঃ কীঃ, ১২৪ পৃঃ)।

---

[১২৬]

বড়াড়ি[১]

"বেরাইতে[২] রাধা নাহি[৩] প'ড়ে[৩] বাধা
পশরা লইয়া[৪] মাথে।
তবে কি এ পথে বিকি[৫] করিবারে[৫]
আসিথু[৬] বড়াই সাথে ॥"

সব গোপীগণ বিরস বদন
কহিছে কানুর পাশে[৭] ।
"বিকি গেল বয়ে[৮] বেলা সে উচর[৯]
দোষ[১০] পাব গেলে বাসে[১০] ॥

অবলা দেখিয়া পথের মাঝারে[১১]
এত পরমাদ কর ।
তোমার চরিত বুঝিতে না পারি
কুবুদ্ধি ছাড়িতে নার ॥"
রাই বলে—"জানি[১২] গোকুলে[১৩] বসতি
শুনেছি তোমার রীত[১৩] ।
যমুনার জলে কেহ যেতে নারে
তাহার[১৪] হরহ[১৪] চিত ॥

কদম্ব-কাননে বসিয়া থাকহ
পরিয়া কদম্ব-ফুল ।
অবলা দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া
সবার[১৫] হরহ[১৫] কুল ॥"
চণ্ডীদাসে[১৬] বলে— "শুন বিনোদিনী
কানুর চরিত[১৭] বাঁকা ।
যমুনা যাইয়া কে ধনী আসিব
তাহার যৌবনে ডাকা ॥

১ রাগ°, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৮৯
২ বেরাইত, ২৮৯ ৩-৩ না পড়িল, ২৩৯৪, ২৯৫
৪ লইতে, ঐ, ২৮৯
৫-৫ পশরা লইয়া, পসং ; পসরা লইএ, ২৮৯
৬ আসিতাম, ২৯৫ ; য়াসিতাম, ২৩৯৪
৭ কাছে, পসং, ২৮৯ ৮ বয়্যা, ২৩৯৪, ২৯৫
৯ উচ্চর, ২৩৯৪ ; উচুর, ২৯৫, ২৮৯
১০-১০ অনুরথ হয় পাছে, পসং, ২৮৯
১১ মাঝেতে, ২৩৯৪, ২৯৫
১২ তুমি, পসং, ২৮৯
১৩-১৩ গোকুল নগরে, তোর রংগ বুদ্ধিরীত, ২৩৯৪, ২৯৫
১৪-১৪ থর ২ তাহার, ২৩৯৪
১৫-১৫ হরহ তাহার, ২৩৯৪, ২৯৫
১৬ চণ্ডিদাস, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯
১৭ চরিত্র, ঐ

টীকা

পঙ্—১-৪ ।
ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে ।
আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥
(কৃঃ কীঃ, ১১৬ পৃঃ) ।

পশরা মাথায় লইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার কালে রাধার এই জাতীয় কোন প্রকার অমঙ্গলকর বাধা উপস্থিত হয় নাই, তাহা হইলে তিনি বিকি করিবার জন্য বড়ায়ের সহিত কখনও এই পথে আসিতেন না ।

তু°—কমণ আসুভক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা ।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা ॥
(ঐ, ১০০ পৃঃ) ।

৭-৮ । তু°—"বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর" (ঐ, ৭৭ পৃঃ), "পন্থ ছাড় ভৈল এত বেলী" (ঐ, ৮২ পৃঃ) । এবং—"সাশু ডুরুবার ঘরে পাড়িব গালী" (ঐ, ৯২ পৃঃ) ।

৯-১০ । তু°—"পর নারীকে কেহ্নে করহ আরতী" (ঐ, ৮৪ পৃঃ) ।

১২ । তু°—"ছাড়হ বিবুধি কাহ্নাঞিঁ সুণ মোর বোল" (ঐ, ৭০ পৃঃ) ।

১৭-২০ । তু°—
"কদম তলাতে বসিঞাঁ কাহ্নাঞিঁ
নাকে মুখে বাঁশী বাএ ।"
এবং— "পাপে মন দিঞাঁ নটক কাহ্নাঞিঁ
গোকুল-কুল বিনাশে ।" (ঐ, ৮০ পৃঃ) ।

২২ । বাঁকা :—সং—বক্র—বঙ্ক হইতে ; কুটিল অর্থে ।

২৩-২৪। যে যুবতী যমুনা হইতে ফিরিয়াছে, তাহার যৌবনে ডাকা-চুরি হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কানুর ব্যবহারে যমুনা হইতে কেহই কুলমান লইয়া ফিরিতে পারে না।

---

[১২৭]

বড়াড়ি [১]

"শুনহ নাগর কানু।
কেবা[২] সে তোমারে করিয়াছে দানী[২]
ধরিয়া মোহন বেণু॥
হাসি হাসি কহ[৩] কুল নিতে চাহ
আপন বড়াই রাখ।
তিলেকে ভাঙ্গিব ঠাকুরালি-পনা
আপনি[৪] দাঁড়ায়ে দেখ[৪]॥"
কানু বলে—"আগে যাহাই[৫] করিবে[৫]
তাহা আগে তুমি কর।
তবে[৬] সে তোমারে ছাড়ি দিব আমি[৬]
কাহার[৭] ভরসা কর॥
কংসের যোগানী বলিয়া তোমার
বড় অহংকার দেখি।
কোটী কোটী কংস করিয়াছি ধ্বংস
শুনহ[৮] কমলমুখি[৮]॥"
রাই বলে—"ভালে জানিয়ে তোমারে
রাখাল হইয়া[৯] এত।
গরু না রাখিতে হাতে[১০] বাড়ি করি[১০]
তবে[১১] বা[১১] হইত কত॥"
কানু বলে—"মোর এই[১২] ব্যবহার
গোধন[১৩] রক্ষণ সার[১৩]।
গোপের গোধন ভূষণ চন্দন
যেমন[১৪] জীবিকা যার॥"
"পরিয়াছ গলে[১৫] তুলি গুঞ্জাফল[১৫]
গাঁথিয়া পরম[১৬] মালা।
এ[১৭] বেসে[১৭] এদেশে রমনী ভুলিব
যাহার[১৮] বরণ কালা॥
বন-ফুলে[১৯] তুমি চুড়াটি বেঁধেছ[১৯]
এই সে নাগরপনা।
যত বড় তুমি ঠাকুর বটহ
এবে সব[২০] গেল[২০] জানা"॥
চণ্ডীদাসে বলে— "শুন গুণনিধি,
অবলা[২১] না দিহ[২১] দুখ।
মথুরা যাইতে দেহ[২২] আন ভিতে[২২]
করিতে বিকির সুখ॥"

১ তথা রাগ, ২৯৫, ২৩৯৪
২-২ কে তোমা এ মাঠে, দানী করিয়াছে, পসং
৩ চাহ, পসং
৪-৪ ঐখানে দাণ্ডায়্যা থাক, ২৯৫, ২৩৯৪
৫-৫ জে করিতে চাহ, ঐ
৬-৬ তোমারে এ ঘাটে তবে ছাড়ি দিব, ঐ
৭ যাহার, পসং
৮-৮ সুন রাই বিধুমুখি, ২৯৫, ২৩৯৪
৯ হইয়ে, পসং
১০-১০ বাড়ি ধরি হাতে, ২৯৫, ২৩৯৪
১১-১১ নহে°, ২৯৫, ২৩৯৪ ; তবে সে, পসং
১২ ঐ, ২৯৫ ; য়োই, ২৩৯৪
১৩-১৩ রাখি যে ধেনুর পাল, পসং   ১৪ তাহার, পসং
১৫-১৫ মালা, গুঞ্জা আছে গলা, পসং
১৬ পরহ, ২৯৫, ২৩৯৪
১৭-১৭ ইবে সে, ঐ   ১৮ যাহাই, পসং
১৯-১৯ ফুল তুলি, চূড়া বান্ধিয়াছ, ২৯৫, ২৩৯৪
২০-২০ সে গেলহ, পসং
২১-২১ আর যে নাহিক, ২৯৫, ২৩৯৪
২২-২২ দেখা হব পথে, ঐ

টীকা

পঙ্—৫। বড়াই:—বড়+আই, বড়তা, গর্ব্ব।

৬। ঠাকুরালিপণা:—সং—ঠক্কুর হইতে ঠাকুর+আলি +(সং—প্রায় হইতে পারা হইয়া) পানা—পনা। ঠাকুর তুল্য ব্যবহার, ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ন্যায় কথাবার্ত্তা।

তু°—"কতেক করসি দাপ, সহিতেঁ নারিবি চাপ" (কৃঃ কীঃ, ৮৩ পৃঃ)।

১৪। তু°—মারিবোঁ কংস আসুর, তোর দাপ করোঁ চুর" (ঐ, ১০৭ পৃঃ)।

১৬-১৯। তু°—"হঅ গরু রাখোআল, বোল আকাশ পাতাল, তা সুনি কেবা পাতিআএ" (ঐ, ১০৭ পৃঃ)।

২৪। গুঞ্জাফল:—কুঁচ। তু°—"বান্ধিয়া মোহন চূড়া গুঞ্জার আটনি" (তরু, পদ সং ১১৯৩)।

পরম:—সুন্দর।

২৬-২৭। তুমি গলে গুঞ্জাফলের মালা পরিয়াছ সত্য কিন্তু তোমার বর্ণ কাল, তোমার বেশ ভূষায় এদেশের রমণীরা ভুলিবে ইহা মনে করিও না।

---

[১২৮]

সুই [১]

কালিয়া বরণে এত[২] পরমাদ[২]
না ছুইও রাধার অঙ্গ।
কালিয়া[৩] হইবে[৪] সোনার[৫] বরণ
পরসে[৬] তোমার অঙ্গ[৬] ॥
লাখবান সোনা মোর নিজ দেহ[৭]
তুমি[৮] ছুলে কাল হব[৮]।
দূরেতে থাকহ কাছে না আসিহ
মাথে[৯] দধি ঢালি দিব॥"
"কালিয়া বরণ নহে[১০] কোন জন,
কালিয়া না[১১] বল[১১] রাধে।
কালিয়া সায়রে সিনান করিয়া
কালিয়া হয়েছি[১২] সাধে॥
কালিয়া বরণ এ তিন ভুবন
সবাই[১৩] কালিয়া ভাবে।
কালা জপমালা কালা করে আলা
জগত-যৌবন[১৪] লোভে[১৪] ॥
কালা[১৫] দু আখর জপে ফণীবর[১৫]
যোগীর ধিয়ান[১৬] কালা।
যোগ অনুরাগ রাগের[১৭] অন্তরে[১৭]
সকলে কালিয়া সারা॥
ভব বিরিঞ্চির ভজে নিরন্তর
কালিয়া বরণ খানি।
চণ্ডীদাসে বলে— কাল[১৮] রূপখানি
যতনে পরহ ধনি[১৮] ॥

[১] রাগ সুই, ২৩৯৪, ২৯৫
[২-২] বাদ, পসং [৩] কালি সে, ২৯৫, ২৩৯৪
[৪] হইব, পসং [৫] সনার, ২৩৯৪, ২৯৫
[৬-৬] তোমার কালিয়া রঙ্গ, পসং
[৭] অঙ্গ, ২৩৯৪, ২৯৫
[৮-৮] কালিয়া হইয়া যাব, পসং
[৯] শিরে, পসং [১০] নাহি, ঐ
[১১-১১] বল্য না, ২৩৯৪, ২৯৫
[১২] হইনু, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৩] এ সব, পসং; [১৪-১৪] জীবন লবে, পসং
[১৫-১৫] কাল দু আঁখির, ভাঙ ভঙ্গিনীর, পসং
[১৬] ধেয়ানে, পসং, [১৭-১৭] রাগীর অন্তরে, পসং
[১৮-১৮] ডাকি কুতূহলে, পরিহর কালা ধনি, পসং

টীকা

পঙ্—১-৪। তোমার বর্ণ কাল, তথাপি তুমি এত প্রমাদ ঘটাইতেছ, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তুমি রাধাকে স্পর্শ করিও না, কারণ তোমার স্পর্শে তাহার সোণার বর্ণ কাল হইয়া যাইবে।

৫। লাখবান :—সোণা গালাইয়া তাহার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়, অতএব লাখবান শব্দ "লক্ষবহ্নি" শব্দ হইতেও হইতে পারে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) লক্ষবার পরিশোধিত স্বর্ণের স্থায় আমার বর্ণ উজ্জ্বল, তুমি স্পর্শ করিলে তাহা কাল হইবে।

৯-১২। আমার প্রকৃত বর্ণ কাল নহে। তোমার প্রেমে বিভোর হইয়া আমি কলঙ্ক-সাগরে ডুবিয়া আছি, সেই জন্যই আমার বর্ণ কাল হইয়াছে; অতএব রাধে, তুমি আমাকে কাল বলিও না।

১৩-১৪। তু°—"কৃষ্ণতাং সাক্ষান্নারায়ণতাং রূপগুণাদি-ভিস্তত্তুল্যতামেব" ইত্যাদি (ভাগবতের ১০।৮।৯ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা), এবং—"নারায়ণসমো গুণৈঃ" (ভা, ১০।৮।১৩)। কৃষ্ণের বর্ণ নারায়ণের বর্ণের স্থায় কালিমা, রাধার পরিহাসের উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, যেহেতু নারায়ণ সমস্ত জগৎময়, অতএব কাল বর্ণই জগৎ ব্যাপিয়া আছে, এবং নারায়ণকে সকলেই ধ্যান করে। তু°—"সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ" (চরিতামৃত, আদির দ্বিতীয়ে)।

১৫-১৬। জপমালা—নিত্যস্মরণীয় বস্তু। কালা করে আলা—তু°—"শ্যামের বরণছটার কিবা ছবি। কোটি মদন-জনু, নিন্দিয়া শ্যাম-তনু, উদইছে যেন রবি-ছবি" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)। ভুবন-আলো-করা এই রূপের প্রভাবে কৃষ্ণ "সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন" (চরিতামৃত, দ্বিতীয়ের অষ্টমে)। কৃষ্ণ শব্দের নিরুক্তিতে বলা হয়—"কর্ষতি আত্মসাৎ করোতি" এজন্য কৃষ্ণ। "যৌবন" শব্দে রাধার যৌবনের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সকলের যৌবনের লোভেই যেন তিনি ভুবন-মোহন।

---

[১২৯]

কানড়া[১]

"কালিয়া বরণ ধরিলে[২] যতনে[৩]
মোহন[৪] নয়ন'পরে[৪]।
পুতলি[৫] উপরে ধর[৬] কাল তারা[৬]
কাটিয়া[৭] ফেলহ দূরে[৭]॥
লোটন[৮] বন্ধান[৮] কুন্তল[৯] কালিয়া[৯]
তাহা ধরিয়াছ[১০] রাধে।
কালজাদ কাল তাহা কেনে[১১] ধনি[১১]
পরিয়াছ নিজ সাধে॥
নয়নে[১২] পরিলে কাজল[১৩] কালিয়া[১৪]
মুছিয়া করহ দূরে[১৫]।
হিয়ার কাঁচলি কালিয়া বরণ
কেন বা পরহ[১৬] তারে[১৬]॥
ভাঙ[১৭] ভুরু[১৮] দুটি উপরে ধরিলে
অঙ্গের যে[১৯] বলি[১৯] কাল।
নিরবধি ভর যমুনার নীর—
তাহা নিতি[২০] আন ভাল[২০]॥
তোমার অঙ্গের নীল নব বাস
তাহা বা পরিলে কেনে।"
এ সব চাতুরী অপার রচনা[২১]
চণ্ডীদাস[২২] ইহা জানে[২২]॥

[১] রাগ কানড়া, ২৩৯৪, ২৯৫
[২] ধরিলা, ২৯৫ [৩] যতন, পসং
[৪-৪] মেলহ নয়ান দুটি, পসং, [৪]নয়ানোপরে, ২৯৫
[৫] পুথলি, পসং; পুতুলি, ২৯৫
[৬] ধরহ কালিয়া, পসং
[৭-৭] তার তেন মুছি দুটি, পসং
[৮-৮] নোটন°, পসং; [৮]বন্ধন, ২৯৫, ২৩৯৪
[৯-৯] কুণ্ডল করিয়া, পসং [১০] বা পরেছ, পসং
[১১-১১] কি কারণে, ২৩৯৪, ২৯৫
[১২] নয়ানে, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৩] কাজর, ২৯৫ [১৪] কালি, পসং
[১৫] দূর, পসং [১৬-১৬] ধরেছ ওর, পসং
[১৭] বাঁকা, ২৯৫ [১৮] ভুজ, পসং
[১৯-১৯] বসন, পসং
[২০-২০] হত্যে আন কাল, ২৩৯৪, ২৯৫
[২১] বচন, পসং [২২-২২] দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে, পসং

টীকা

পঙ্—১-৪। রাধে, আমার বর্ণ কাল বলিয়া তোমাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছ, কিন্তু তুমি নীল-উৎপল-তুল্য নয়নদ্বয়, ভ্রমরকৃষ্ণ তারা, এবং তন্মধ্যে কাল মণি ধারণ করিয়াছ, তাহা কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ কর।

তু°—"কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী" (কৃঃ কীঃ, ৯৩ পৃঃ)।

এবং—"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ-আকার।
মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার॥"
(তরু, পদ সং ৮০)।

৫। তু°—"কালা সে কেশ কালা সে বেশ
লোটন বান্ধিয়া রাখি।"
(তরু, পদ সং ৯৩১)।

লোটন :—সং—লুট্ ধাতু হইতে; ঘাড়ের দিকে ঝুলান নিম্নমুখ খোঁপা।

৭। তু°—"কেশে বান্ধি রাখি করি কালা পাটের জাদ" (ভবানন্দের হরিবংশ, ২৯ পৃঃ)।

জাদ :—কেশ-বন্ধন ডোরী।

১৩। ভাঙ :—সং—ভঞ্জ্ ধাতু ভঙ্গে; বঙ্কিম অর্থে; তু°—"ভৌহ বিভঙ্গ-বিলাসা" (বিদ্যাপতি, ২৩ পৃঃ)।

ভাঙ ভুরু=বঙ্কিম ভ্রূ। কুমারসম্ভবে—

"তস্যাঃ শলাকাঞ্জননির্মিতেব
কান্তির্ভ্রুবোরানতলেখয়োর্যা।
তাং বীক্ষ্য লীলাচতুরামনঙ্গঃ
স্বচাপসৌন্দর্য্যমদং মুমোচ॥ (১।৪৭)

"তাঁহার বঙ্কিম ভ্রূ-যুগলের শোভা দেখিয়া মনে হইত যে তাহা তুলিকা দ্বারা কজ্জলে নির্ম্মিত হইয়াছে। কামদেব লীলা-নিপুণ সেই ভ্রূ-যুগলের শোভা দর্শন করিয়া স্বকীয় ধনুর অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

১৪। বলি :—সং—বল্ ধাতু জীবনে; পুষ্টতা অর্থে। ঈষৎ স্থূলতা হেতু শরীর-মধ্যস্থ থাক (স্তবক); সাধারণতঃ গ্রীবাতে এবং নাভীর নিম্নে পড়িয়া থাকে। দুই থাকের মধ্যবর্ত্তী রেখা ঈষৎ কাল দেখায়। তু°—"বলি বসে নাভিতলে" (কৃঃ কীঃ, ২৭৫ পৃঃ)।

---

[১৩০]

সুই

"তুমি সে যেমন[১] জানিয়ে[২] আমরা
রাখাল হইয়া[৩] বনে।
গোপের গোধন করহ[৪] রক্ষণ[৪]
বুলহ[৫] রাখাল[৫] সনে॥
একদিন বনে ধেনু[৬] হারাইয়া[৬]
কাঁদিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাশর[৭] নাহি পড়ে মনে
সকল জানিয়ে আমি॥
একদিন মায়[৮] বান্ধিল[৯] তোমায়
দড়ি দিয়া[৯] উদুখলে।
কাঁদিয়া বিকল বালক সকল
তাহা মনে[১০] পাশরিলে[১০]॥
নবনী কারণে বাঁধিয়া যতনে
রাখিল[১১] নন্দের রাণী।
দেখেছি[১২] বিকলি শুন[১৩] বনমালি,[১৩]
তাহা সে সকলি জানি॥
ইবে[১৪] ঘাটে বসি হয়েছ জগাতি
তরুণী আগুলে রাখ।[১৪]
এবে[১৫] সে জানিব যত বড় দানী
কখন[১৬] নাহিক ঠেক॥"
চণ্ডীদাসে বলে— "শুন বিনোদিনি,
সুখেতে করহ বিকি।
যে হয় উচিত দান সমাধিয়া[১৭]
চলি[১৮] যাহ[১৮] যত সখী॥"

১ তেমন, ২৩৯৪ ২ জানিয়া, ঐ
৩ হইয়ে, পসং ৪-৪ রাখহ বাগাল, ঐ
৫-৫ বোলহ বালক, ঐ ৬-৬ সুরভি হারায়ে, ঐ
৭ পাশরি, পসং ৮ মায়ে, ঐ

৯-৯ পায়ে দড়ি দিয়ে, রেখেছিল, ঐ; বান্ধিয়া রাখিল, ২৯৫
১০-১০ বা পড়য়ে মনে, পসং
১১ রাখল, ঐ ১২ দেখিয়া, ঐ
১৩-১৩ হইছ পাগলি, ঐ
১৪-১৪ বাদ, ঐ ১৫ হবে, ২৩৯৪, ২৯৫
১৬ এখন, ঐ ১৭ দিয়া সভে, ঐ
১৮-১৮ চল যাই, ২৯৫; ল জাব, ২৩৯৩

টীকা

পঙ্—৪। বুলহ = সং—বল্ (সঞ্চরণে) ধাতুজ। ভ্রমণ কর, পর্য্যটন কর। তু°—"গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কুলে" (কৃঃ কীঃ ২৬৫ পৃঃ)।

১০। উদুখলে = উদ্ (উপরে) উখ্ (গমন করা) ল (অস্ত্যর্থে)—নিপাতনে। যাহার মুখ উপরের দিকে গিয়াছে। সং—উৎখল, প্রা—উকৃখল, হি—উখলী। তু°—"উদুখলে গোপালে যশোদা লয়ে বাঁধে"—শিবায়ন।

২০। ঠেক = প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হও। তু°—"এই ঠেকে ঠেকিল ঠাকুর অশ্বথামা"—ঘনরাম।

[১৩১]

শ্রীপটমঞ্জরী

"শুন ধনী রাধা, রূপের গরব
না কর[১] আমার পাশে[২]।
গুণ নাহি যার কিবা রূপ তার
সে[৩] রূপ গুনি যে কিসে[৩]॥
দেখিতে সুন্দর সোনার[৪] বরণ
যেমন[৫] সোণের ফুল।
রূপ আছে তার[৬] গুণ নাহি আর[৭],
ফেলায় করিয়া দূর॥
কেহ নাহি পরে নাহিক[৮] সুগন্ধ[৮]
তাহার[৯] ঐছন রীতে[১০]।
নির্গুণে কি[১১] করে, গুণকে[১২] আদরে[১২]
বুঝহ আপন চিতে[১৩]॥
তালফল যেন দেখিতে[১৪] সুন্দর
খাইতে লাগয়ে তিতা।
কটার বরণ নহে সুশোভন
কি কহ রূপের কথা॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন বিনোদিনি,[১৫]
দোঁহার আরতি-রীত।
কে ইহা বুঝিব[১৬] কাহার শকতি
দোঁহে সে[১৭] দোঁহার চিত॥"

১ কহনা, পসং ২ কাছে, ঐ
৩-৩ শুন কহি তোর কাছে, ঐ; °শুনিয়া°, ২৩৯৪
৪ সনার, ২৯৫, ২৩৯৪
৫ উত্তম, পসং ৬ তাথে, ঐ
৭ তার, ঐ ৮-৮ নাহি বাস গন্ধ, ঐ
৯ তার বা, ঐ ১০ রীত, ঐ
১১ কে, ঐ ১২-১২ গুণকে আদর, ঐ
১৩ চিত, ঐ ১৪ দেখি যে, ঐ
১৫ বিনদিএ, ২৩৯৪; বিনোদিয়্যা, ২৯৫
১৬ বুঝব, ২৩৯৪ ১৭ স্যা, ঐ

টীকা

পঙ্—৪। গুণহীনের রূপের কোন মূল্য নাই।

১১। লোকে গুণীকে আদর করে, নির্গুণকে করে কি?

১৫। কটা—লাবণ্যহীন পিঙ্গল বর্ণ।

১৮। আরতি-রীত = প্রেমের রীতি।

[১৩২]

রাগ জয়ন্তি[১]

"শুন[২] গোয়ালিনি, কংসের উপমা
আমারে দেখাহ কেনে।
ছাওয়াল কালেতে পূতনা বধিল
তাহা জানে সর্ব্বজনে[২] ॥

কি করিতে পারে তোর কংস রাজা
পূতনা বধিল যবে।
ভয়[৩] কি দেখাহ[৪] যোগানী[৫] বলিয়া[৬]
তাহারে বধিব কবে ॥

কি[৭] করিতে পারে তোর কংস রাজা
আমি যে লইব দান।
আপন ইচ্ছাতে দেহ যদি ভাল
নহে পাবে অপমান[৭] ॥"

চণ্ডীদাসে[৮] বলে— "দোহার পীরিতি
অমিয়া-রসের সার।
দুহে[৯] রসসিন্ধু দানছলা[১০] রস[১০]
অপার[১১] মহিমা যার[১১] ॥"

১ শ্রীপটমঞ্জরী, পসং
২-২ শুন গোয়ালিনী উপমা দিয়াছ
কংসের আরতিপনা।
ছাওয়াল বেলাতে পূতনা বধিল
তার রীত আছে জানা ॥ পসং
৩ তারে, পসং ৪ দেখাসি, পসং
৫ জোগারি, ২৯৫ ৬ হইয়া, ২৯৫. ২৩৯৪
৭-৭ বাদ, পসং ৮ চণ্ডীদাস, ঐ
৯ দুঁহু, ঐ ১০-১০ বাদ, ২৩৯৪
১১-১১ দুহু না রসের সার, ২৩৯৪ ; °সার, পসং

টীকা

পঙ্‌—১-২। তু°—"কত দাপ দেখাসসি মোরে।
মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কেবা পড়িঘাএ তোরে ॥
(কৃঃ কীঃ, ১০৭ পৃঃ)।

১৫-১৬। দানের ছলে আনন্দের সৃষ্টি হইতেছে, যাহা অপূর্ব্ব।

---

[১৩৩]

যতিশ্রী[১]

রাধা বলে—"তুমি হইয়াছ[২] দানী[২]
বলহ কি নিতে চাহ।
যা চাহ[৩] তা দিব আন[৪] না করিব[৪]
সবারে ছাড়িয়া দেহ[৫] ॥"
কানু বলে—"ভাল বলিলে আমারে
বুঝহ আমার কাছে।
উচিত হইলে তাহা দিয়া[৬] যাবে,
আন কথা হয় পাছে ॥
অমূল্য রতন নিব ত এখন
বেণীর যে[৭] হয়[৭] দান।
এক লাখ নিব ইহার উচিত
ইহাতে নাহিক[৮] আন ॥
সিঁথার সিন্দুরে দুই লাখ নিব
নাসার বেশরে, রাই,
তিন লাখ নিব মুকুতার[৯] দান[৯]
যাহার[১০] উপমা নাই ॥
হাসির সে[১১] রসে[১১] পাঁচ লাখ নিব[১২]
নিব[১৩] সে এখনি গণি[১৩]।
যাহার হাসির মিশালে পড়য়ে
মণি[১৪] মাণিকের কণি ॥"

কহে চণ্ডীদাস— "শুন রসময়,
এত কি দানের লেখা।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
আর কি পাইবে[১৫] দেখা॥"

[১] তথা রাগ, ২৩৯৪, ২৯৫
[২-২] কত চাহ দান, পসং
[৩] নিবে, ঐ
[৪-৪] নাহি ভাঙ্গাইব, ঐ
[৫] দিহ, ঐ
[৬] দিএ, ২৩৯৪
[৭-৭] এই ত, ২৩৯৪, ২৯৫
[৮] না হয়, পসং
[৯-৯] মুকুতা বেসরে ২৯৫; °বেসর, ২৩৯৪
[১০] বেশের, পসং
[১১-১১] সোসর, পসং; সরসে, ২৩৯৪
পর, পসং
[১৩-১৩] এখুনি লব সে গুণি, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৪] কত, পসং
[১৫] পাইব, পসং, ২৩৯৪

টীকা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এইরূপ দান-নিরূপণের বিবৃতি আছে। ঐ গ্রন্থে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ মালার জন্য এক লক্ষ, চিকুরের জন্য দুই লক্ষ, সিন্দুরের জন্য তিন লক্ষ, মুখের জন্য চারি লক্ষ, ইত্যাদি পর্য্যায়ে দান চাহিয়াছিলেন (৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দীন চণ্ডীদাসের রচনা তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

পঙ্—৪। অন্য গোপীগণকে যাইতে দাও।

৬। তু°—"আইস ল রাধা লেখা করি দান" (কৃঃ কীঃ, ৫৪ পৃঃ)।

২১-২৪। তুমি যদি এইভাবে দান দাবী কর, তাহা হইলে এই ঘাটে আর কোন রমণীর দেখা পাইবে না।

---

[১৩৪]

বড়ারি

"কাঁচুলির কড়ি[১] দশ লাখ[২] নিব[৩]
হারের[৪] বিংশতি লক্ষ।
যত[৫] দান চাই— মনে মনে রাই
ভাবিয়া করহ ঐক্য[৫]॥
নিতম্ব-মণ্ডলে[৬] শতলক্ষ[৭] নিব[৮]
নূপুরে[৯] সহস্র[৭]পরে[১০]।
বচনের[১১] নিব[১১] অমূল্য রতন
যাহার[১২] নাহিক ওর[১২]॥
নীল বাস পর, শোভিত[১৩] সুন্দর
ইহা[১৪] বা[১৪] কিসের লেখা।
দশ লাখ নিব, কে তোমা রাখিব,
পেয়েছি তোমার দেখা॥
কিঙ্কিনী নূপুর কোটি লাখ নিব[১৫]
যাহার উপমা নাই।
যত হয়[১৬] লেখা নাহি যায় রাখা
লইব তোমার ঠাঁই॥"
এত শুনি রাধা কহে বাণী[১৭] আধা
রসিক[১৮] নাগর পাশে—
"এত কিবা সহে দানের বিচার"
কহে[১৯] দ্বিজ[১৯] চণ্ডীদাসে॥

[১] লব, ২৯৫, ২৩৯৪
[২] লক্ষ, ২৯৫, ২৩৯৪
[৩] টাকা, ২৯৫, ২৩৯৪
[৪] ফলের, ঐ
[৫-৫] নয়ানের কোণে, আছে কত ধন, বঙ্কিম যার কটাক্ষ, পসং
[৬] °মণ্ডল, পসং
[৭-৭] সাত লাখ, পসং
[৮] পাব, ২৯৫, ২৩৯৪
[৯] নূপুর, পসং
[১০] পরে, ২৯৫, ২৩৯৪
[১১-১১] বাদ, পসং
[১২-১২] বিন্দুলক্ষ সসোধরে, ২৩৯৪, ২৯৫

[13] নোপুর, ২৩৯৪
[14-14] ইহার, ২৩৯৪; ইহায়, ২৯৫
[15] পর, ২৯৫, ২৩৯৪ [16] হব, ২৯৫, ২৩৯৪
[17] আধা, পসং [18] বসিয়া, পসং
[19-19] কহেত, ২৩৯৪; কহে তাহে, ২৯৫

টীকা

পঙ্—৬। সহস্র-পর—সহস্রের উপর (অধিক)।

৮। যাহার সীমা নাই।

৯-১০। তুমি নীল বসন পরিয়াছ, তাহা সুন্দর শোভা পাইয়াছে, ইহার দান আর কি নির্দ্দেশ করিব!

---

[১৩৫]

আসোয়ারি[1]

হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া
ধরিল[2] রাধার করে।
হাসনি[3] রসিয়া[3] রাই পানে চায়্যা[4]
হরষে কহিছে তারে—
"কত সুধা নিধি আমার আঁচলে
করে সে পরশি লহ[5]।
কিবা চাহ দান রসাল মিশাল[6]
আসি ভাঙ্গাইয়া লহ[7]॥
এক শত[8] লাখ[8] হাতে গণি পাবে
বচন আমিয়া-কণি।
আর লক্ষ লক্ষ চাহনি মধুর
লেহত আসিয়া গণি॥
আর কোটী লক্ষ অধর[9] মধুর
দেখই সুন্দর ফলে[9]।
জগতে[10] নাহিক যার সমতুল
দিতে নাহি যার মূলে[10]॥
অমূল্য ভাণ্ডার যে[11] পায় জগতে
সে বুঝে আপন লাভ।"[11]
চণ্ডীদাসে কয়[12] "যে বল সে হয়
কেমতে বুঝিব ভাব!"

[1] বাদ, পসং [2] ধরিয়া, ঐ
[3-3] হাসি নিরখিয়া, ২৯৫, ২৩৯৪
[4] চেয়ে, পসং; চেয়্যা, ২৩৯৪
[5] লেহ, পসং, ২৩৯৪ [6] মিশালে, পসং
[7] লেহ, ঐ [8-8] লক্ষ সত, ২৩৯৪, ২৯৫
[9-9] লেহত অধর, সুন্দর কনক ফুলে, পসং
[10-10] যার নাহি তুল, তার সমতুল, যার নাহি দিতে মূলে, ঐ
[11-11] লেহত জাগাত, বুঝিলে যে হয় লাভ, ঐ
[12] বলে, ঐ [13-13] এ কত বুঝিয়ে, ঐ

টীকা

পঙ্—৩। হাসনি রসিয়া—সুহাসিনী, এবং রসিকা।

১৪। যাহা বিম্বফলের ন্যায় সুন্দর দেখায়। তুং— "বিম্বফল তুল তোর আধরে।" (কৃঃ কীঃ, ৫৫ পৃঃ)।

১৬। যাহা অমূল্য।

---

[১৩৬]

বাড়ারি[1]

"কি[2] চাহ নাতিয়া, বচন শুনহ,[2]
নাগর[3] রসিয়া[3] নাতি।
নাতিনি[4] মিলাব[4] ধন বিলায়ব[5]
নেহত আঁচল পাতি॥"
হাসিয়া হাসিয়া বড়াই[6] তথন[6]
কহিছে রাধার ঠাঁই।
"কি বলে[7] নাতিয়া দেখহ[8] চাহিয়া[8]
শুনহ[9] সুন্দরী[9] রাই॥

কুলশীলপনা শুনহ[১০] নাতিনা,[১০]
নিতে[১১] চাহে ওনা[১১] দানী।
তার কিবা ভয় কিসের সংশয়
এই কর বিকি-কিনি॥

অমূল্য রতন যাহার বচন
কি[১২] তারে[১২] লোকের ভয়।
যে চাহে তা দিয়ে ইথে[১৩] আন নহে[১৩]
এই[১৪] মোর মনে লয়[১৪]॥"

রাই পানে চায়্যা[১৫] বুড়ি কোন ছলে
কাণে কাণে কহে কথা।
বাড়ি[১৬] হাতে করি শ্যাম বরাবরি
যাইয়ে নাড়য়ে মাথা॥

"নাতিনী নাতিয়া দিব[১৭] সে মিলায়ে[১৭]
এই[১৮] সে ভাবিয়ে[১৮] ভালি।
রসের[১৯] পরশে সুখের লালসে
করহ রসের কেলি॥"

চণ্ডীদাস[২০] সুখী এ কথা শুনিয়া
শ্যামের বাজারে বিকি।
হরষ বদনে পশরা মাথায়ে[২১]
হাসি মুখে[২২] সব সখী॥

[১] যথারাগ, ২৯৫, ২৩৯৪
[২-২] বাদ, পসং [৩-৩] শুনহে রসিক, ঐ
[৪-৪] জাতি মিলায়ব, ঐ [৫] বিলাইব, ২৯৫, ২৩৯৪
[৬-৬] রসিয়া বড়াই, পসং [৭] শুন, পসং
[৮-৮] বচন সচন, ঐ [৯-৯] কেমনে শুনহ, ঐ
[১০-১০] নিতি নিতে চাহ, ২৯৫, ২৩৯৪
[১১-১১] শুনহ নাতিয়া, ঐ
[১২-১২] কিবা সে, পসং [১৩-১৩] এই আন লয়ে, ঐ
[১৪-১৪] হেন সে মনেতে ভায়, ঐ
[১৫] বলে, ঐ [১৬] বারি, ঐ
[১৭-১৭] দুই সে মিলন, ঐ
[১৮-১৮] করিয়া দিব সে, ঐ [১৯] সে রস, ২৯৫, ২৩৯৪
[২০] চণ্ডীদাসে, পসং [২১] মাথায়, ঐ
[২২] বসে, ঐ

টীকা

পঙ্—১৯। বাড়ি=যষ্টি।

---

[১৩৭]

সূই[১]

"পশরা নামাও[২] রাধা।
এ[৩] নব[৩] বয়সে বিকে পাঠাইতে
তিলেক নহিল[৪] বাধা॥

তোর নিজ পতি তার[৫] হেন রীতি[৫]
তোরে[৬] পাঠাইয়া[৭] বিকে।
কেমনে ধৈরয ধরিয়া আছয়ে
সেহেন[৮] পাষাণ বুকে॥

তার[৯] যত ধনে বজর পড়ুক[৯]
এহেন সম্পদ ছাড়ি।
তার[১০] দেহে নাহি[১০] মায়া দয়া মোহ
সে অতি কঠিন[১১] বড়ি॥

বৈস বৈস রাধে[১২] রসের মোহিনি,
বসনে করি যে বায়।
সোনার বরণ রবির কিরণে
পাছে মিলাইয়া যায়॥

ভয় অতি মনে উঠিছে সঘনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
চাঁদমুখখানি মলিন হয়েছে"
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

[১] সুই রাগ, ২৩৯৪, ২৯৫

[২] মাথায়, ২৩৯৪ ; নাবায়, ২৯৫

[৩-৩] এমন, ২৩৯৪, ২৯৫ [৪] নাহিক, ঐ

[৫-৫] কেমন চরিতি, ঐ

[৬] তুমা, ২৩৯৪, তোমা, ২৯৫

[৭] পাঠাইল, পসং [৮] এ বড়ি, ২৩৯৪, ২৯৫

[৯-৯] যাউক তাহার, ধনে পড়ু বাজ, পসং

[১০-১০] তাহার নাহিক, ঐ [১১] বিসম, ২৩৯৪

[১২] রাধা, ২৩৯৪, ২৯৫

টীকা

পঙ্—৪-৭। তু°—

"আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে
গোপজাতী ধনের কাতরে।
যার ঘরে হেন নারী সে কেহ্নে ধন-ভিখারী
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥"
(কৃঃ কীঃ, ১০৬ পৃঃ)।

---

[১৩৮]

বড়ারি[১]

"সোনার বরণখানি মলিন হয়াছ[২] তুমি
হেলিয়া পড়িছে[৩] যেন[৪] লতা।
অধর বান্ধুলী তোর নয়ান চাতক মোর[৫]
মলিন হইল[৬] তার পাতা ॥
সরুয়া[৭] বসন তায় ঘামেতে[৮] ভিজিল গায়[৮]
চরণে চলিতে নার পথে।
উত্তাপিত রেণু তায় কত না[৯] পুড়িছে পায়
পশরা সাজিলে[১০] তায় মাথে ॥
রাখহ পশরাখানি নিকটে বৈঠহ[১১] ধনি[১২]
শীতল চামরে[১৩] করি বায়[১৩]
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি
মুখে তোর[১৪] না নিঃস্বরে রায়[১৪] ॥"
কহে দীন[১৫] চণ্ডীদাসে— "শ্যাম ধরি রাই-হাথে
বসায়ল তরুর ছায়ায়।
দধির পশরা আনি[১৬] লয়া[১৭] তার ছানা লুনি[১৭]
আদরে বদনে দিতে[১৮] চায়[১৮] ॥"[১৯]

[১] তথারাগ, ২৩৯৪ ; জথারাগ, ২৯৫

[২] হইয়াছ, পসং ; হয়েছ, ২৩৯৪

[৩] পড়েছ, পসং [৪] তরু, ২৩৯৪, ২৯৫

[৫] ওর, পসং

[৬] হয়েছে, ২৩৯৪, হয়্যাছে, ২৯৫

[৭] বরণ, পসং

[৮-৮] ঘামে ভিজে এক ঠায়, পসং

[৯] বা, ২৩৯৪, ২৯৫ [১০] বাজিলে, পসং

[১১] বৈসহ, ২৩৯৪, ২৯৫ [১২] তুমি, পসং

[১৩-১৩] চামর দিয়ে বা, পসং

[১৪-১৪] না নিঃস্বরে এক রা, পসং

[১৫] দ্বিজ, ২৩৯৪ [১৬] লয়্যা, ২৯৫

[১৭-১৭] ছেনা লুনি আনিঞা, ২৯৫

[১৮-১৮] দিছে তায়, ২৯৫

[১৯] এই চারি পঙ্ক্তির স্থানে পসং-তে নিম্নলিখিত পাঠ আছে—

বসিয়া রসিক রায় বলয়ে বুটিয়া তায়
হাসি রাধা বলিছে বড়াইয়ে।
চণ্ডীদাস শুনি দেখি শুনহ কমলমুখি
বৈস ক্ষেণে কদম্বের ছায়ে ॥

---

[১৩৯]

কানড়া

“আজু দান মোর হইল সফল
পাইল তোমার সঙ্গ।
বিহি মিলাইল ভাল ঘটাইল
বিকি কিনি হল রঙ্গ॥
তোমার কারণে দান সিরজিল
বসিল কদম্বতলে।
দিনে কত বেরি বুলি ফেরি ফেরি
থাকিয়ে কতেক ছলে॥
বাঁশীতে সঙ্কেত সদা নাম নিয়ে
গোঠেতে গোধন রাখি।
তোমার কারণে এ পথে ও পথে
সদাই ছলেতে থাকি॥”
আদর পিরিতে রাই মন তুষি
নাগর রসিক রায়।
দধির পশরা লয়ে দধি দুগ্ধ পিয়ল
চণ্ডীদাসে ভেল তায়॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই।

---

[১৪০]

রাগ আসোয়ারি [১]

“আইস [২] ধনী রাধা, তুমি তনু আধা
অন্তরে [৩] বাহিরে ভাবি। [৩]
ভব বিরিঞ্চির [৪] তারা [৫] নিরন্তর [৫]
যে পদ-পঙ্কজ [৬] লভি [৬]॥
শুক সনাতন পরম কারণ
যে [৭] পদ-পঙ্কজ [৭] আশে।
ব্রজপুরে [৮] হেতা [৮] হয়ে গুল্মলতা [৯]
ইহাতে [১০] করিয়ে [১০] বাসে॥
কেন [১১] তরু লতা হইব দেবতা
কিসের কারণে হেন?
সো [১২] পদ-পঙ্কজ- রেণুর লাগিয়া
এ হেতু তাহার শুন [১৩]॥
ধিয়ানে [১৪] না পায় যাঁহার চরণ
সে জনা [১৫] দানের ছলে।
আজু শুভদিন অতি [১৬] সুলক্ষণ [১৬]
তোমারে পেয়েছি কোলে [১৭]॥
তুমি সে আমার [১৮] পরম [১৮] মরম
তোমারে ভাবিয়ে সদা।
ভাবিয়ে [১৯] তোমারে হৃদয়-ভিতরে [১৯]
সদাই আছত [২০] বাঁধা॥
কত ছলাকলা তোমারি [২১] কারণে
দানের [২২] আরতি তাই [২২]।”
চণ্ডীদাস বলে— “ঐছন পিরিতি
খুঁজিয়া পাইতে [২৩] নাই॥”

[১] কানড়া, পসং; আসোয়ারি, ২৯৫
[২] এস্থ, ২৩৯৪; আস্থ, ২৯৫
[৩-৩] অনন্ত ভাবিয়া ভাবে, পসং; অন্তর°, ২৯৫
[৪] বিরিঞ্চি, পসং [৫-৫] বাদ, ২৩৯৪
[৬-৬] °পল্লব লবে, পসং [৭-৭] ও পদ, পসং
[৮-৮] °পুর যত, ২৩৯৪, ২৯৫
[৯] গুণমত, ২৩৯৪, ২৯৫
[১০-১০] ইহতে করহ, ২৩৯৪, ২৯৫
[১১] কেনে, পসং [১২] ও, পসং
[১৩] স্থান, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৪] ধেয়ানে, পসং, ২৩৯৪
[১৫] জন, ২৩৯৪, ২৯৫ [১৬-১৬] পেয়ে দরশন, পসং

[17] কোড়ে, পসং [18-18] পরম আমার, পসং

[19-19] হৃদয় ভিতরে ভাবিয়ে তোমারে, পসং

[20] আছয়ে, পসং, ২৩৯৪ [21] তোমার, পসং, ২৯৫

[22-22] যত্তে দান সে চাই, ২৩৯৪, ২৯৫

[23] পাইবে, পসং, ২৩৯৪

টীকা

রাধা কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ, এবং রাধার পাদপদ্ম লাভ করিয়াই ভব-বিরিঞ্চি স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, আর শুক, সনাতন প্রভৃতি তাঁহার পদরেণু লাভ করিবার জন্য ব্রজপুরে লতাগুল্ম হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সকল উক্তিতে রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের মূল প্রকৃতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

---

[১৪১]

সূই [1]

"রাধে,[2] আন জন [3] যত বলে।
সে সব বচন [4] এ চূয়া-চন্দন
লেপন [5] করেছি [5] হেলে॥
তুমি মোর ধনি, নয়ন[6]-অঞ্জন
তুমি [7] মোর দু'টি [7] আঁখি।
যবে তিল আধ তোমারে [8] না দেখি [8]
মরমে মরিয়া থাকি॥
শয়নে ভোজনে ভাবি [9] মনে মনে [9]
আঁখি [10] অগোচর [10] যবে।
তবে কি পরাণে স্থিরতর [11] রহে [12]
পরাণ না রহে তবে॥
তেজি আন পথ যো[13] পথ আরোপি[13]
সকল গোচর [14] পাঁয়।
নিরন্তর মন সঁপেছি [15] চরণে [15]
কমলে [16] মধুপ প্রায় [16]॥
গোলোক-বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া সঙ্গ [17] অঙ্গ [17] পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে॥
তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি
শুনহ কিশোরী গৌরী।"
চণ্ডীদাসে কয়— "হেন মনে লয়
নাহি[18] আঁখি[18] আড় করি॥"

[1] তথারাগ, ২৩৯৪, ২৯৫

[2] বাদ, পসং [3] ছলে, ২৩৯৪, ২৯৫

[4] সৌরভ, পসং

[5-5] সোভন কর‍্যাছি, ২৯৫; করিয়া লইয়াছি, পসং

[6] নয়ান, ২৩৯৪, ২৯৫ [7-7] দুটি সে আঁখির, পসং

[8-8] তুমা না দেখিএ, ২৩৯৪; তোমা না দেখিয়, ২৯৫

[9-9] নয়নে নয়নে, পসং

[10-10] আঁখির গোচর, পসং [11] জীবই, পসং

[12] নহে, ২৩৯৪; জীবনে, পসং

[13-13] গোপত আরোপি, পসং; °আরপি, ২৩৯৪; °আরুপি, ২৯৫

[14] তোমার, পসং

[15-15] সঘন সঘন, পসং; স্বপ্যাচি°, ২৩৯৪; স্বপ্যাছি°, ২৯৫

[16-16] তুয়া পথ পানে চায়, পসং; °মধুর°, ২৯৫

[17-17] আশ বাস, পসং [18-18] কাহে, পসং

টীকা

এই পদটি বিবিধ তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদের (৭৭০ সং পদ দ্রষ্টব্য) প্রতিধ্বনি ইহাতে মিলিতেছে। যেমন—

পঙ্—৪-৭। তু°—

"তোমা বিনে মোর সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।

যে দিন না দেখি ও চাঁদবদন
মরমে মরিয়া থাকি ॥"
(চণ্ডীদাস, পদ সং ৭৭০)।

১৪-১৫। তু°—
"যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি ॥" (ঐ)

যেন চণ্ডীদাসের "ধোপানী-চরণ সার," এই তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে।

১৬-১৯। তু°—
"রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিনু
আইল তথায় ছাড়ি ॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি ॥" (ঐ, ৭৫১)।

প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, চৈতন্য-পরবর্ত্তী-যুগে প্রচারিত এই তত্ত্বের আভাস এখানে মিলিতেছে। দীন চণ্ডীদাসের সময় নির্ণয় করিবার পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়।

---

[১৪২]

কানড়া

"তুমি সে আঁখির তারা।
আঁখির নিমেখে কত শতবার
তিলে[১] তিলে হই[১] হারা ॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
পাইনু[২] কদম্ব-তলে।
বৈস বৈস রাধে[৩] কত না বেজেছে
ও রাঙ্গাচরণ-তলে ॥
বিষম[৪] রবির কিরণ-ছটাতে[৪]
মলিন হয়েছে মুখ।
আহা মরি মরি মাথায়[৫] পশরা[৫]!
কত না পেয়েছ দুখ ॥"
আপনার[৬] পীত[৬] বসন আঁচলে
রাই মুখ মুছে শ্যাম।
বসন-বাতাসে শ্রম দূরে গেল
মিটিল অঙ্গের ঘাম ॥
নীপ[৭] সে কদম্ব- তরুয়ার তলে[৭]
সহচরী গোপীগণে।
রস-সরসিজ সরস বচনে
চাহিয়া[৮] শ্যামের পানে ॥
বসিয়া বড়াই কহিছেন—"ভাই,[৯]
শুনহ রমণী যত।
প্রেম-রস-দান কর সমাধান
তাহা বা[১০] বুঝাব[১০] কত ॥"
কহিয়া[১১] ইঙ্গিতে রহে[১২] এক ভিতে
সেই[১৩] সে[১৩] চতুর বুড়ি।
উগি দিয়া রহে[১৪] আনপথে চাহে[১৪]
পড়িল হাতের বাড়ি[১৫] ॥
কানু করে লই ছেনা দুধ দুই
বদনে ঢালিয়া দেয়।[১৬]
কার বা বসন লইল যতন
কার অঙ্গে হার লয় ॥
ঐছন কি রীতি ধরিয়া পীরিতি
ধরিয়া রাধার করে।
নীপ-[১৮] তরুবর কদম্বের[১৮] তলে
বৈঠল নাগরবরে[১৯] ॥
চণ্ডীদাসে বলে[২০]— "তুহুঁ রূপখানি
মনেতে লাগিল ভাল।
একুল উকুল[২১] যমুনা-কিনার
সকলি করিল আলো ॥"

১-১ *নিমিখে হইয়ে, পসং* ২ *পাইল, পসং*
৩ রাধা, পসং
৪-৪ শিরীষ শরীর, ছটায় রবির, পসং
৫-৫ বিষম গমনে, ঐ ৬-৬ আপনা পীতের, ঐ
৭-৭ নিপ সে তরুয়া কদম্বতলায়ে, ২৩৯৪, ২৯৫
৮ চাহিল, ঐ ৯ তহি, পসং
১০-১০ না বুঝয়ে, ঐ ১১ ইঙ্গিতে, ঐ
১২ কহে, ঐ ১৩-১৩ সে হয়, ২৩৯৪, ২৯৫
১৪ চাহে, পসং ১৫ রহে, ঐ
১৬ বারি, ঐ
১৭ ইহার পরে ৪ পঙ্ক্তি ২৩৯৪, ২৯৫ পুঁথিতে নাই
১৮ গুপ, পসং
১৯-১৯ তলায় বৈঠল, নাগরি নাগর রায়, ২৩৯৪, ২৯৫
২০ দেখি, পসং ২১ ভ্রুকুল, ঐ

টীকা

পঙ্—১৬। নীপকদম্ব :—"নানাপ্রকার কদম্বের মধ্যে নীপকদম্ব (সাধারণ), ধারাকদম্ব, এবং মহাকদম্ব, এই তিন প্রকার প্রায় দেখা যায়।"

২৬-২৭। উগি :—বা উকি। উৎ-ঈক্ষণ বা অক্ষি (কেবল অক্ষি-মাত্র বাহির করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গ গোপন করিয়া দর্শন) হইতে (জ্ঞানেন্দ্র); গুপ্তদৃষ্টি।

---

[১৪৩]

বড়াড়ি

বড় অদভুত দেখিল বেকত
নব ঘন আসি নামে।
সে জন জলদ— পুঞ্জ ঘোর অতি
বসিয়া কুসুম-দামে॥
মেঘের উপরে চাঁদ ফলিয়াছে
হের না আসিয়া দেখ।
এই সব গোপী প্রেমের নবরূপী
কেমনে জলদ রেখ॥
মেঘে চাঁদ ফলে নাহি কোন কালে
নাহি তার পাতা ফুল।
চারু শাখা তায় দেখিল তথায়
মেঘের গঞ্জন দূর॥
শাখায় শাখায় তার সরু ডালে
বিংশতি চাঁদের খেলা।
আর চারু মূলে বিশ শশধর
চাল্লিশ চাঁদের মেলা॥
মেঘের উপর নাচিছে ময়ুর
তাহার গর্জ্জন শুনি।
সহস্র গো— ভূষণ মুখেতে
নাচত একহি ফণী॥
ফল যুগল তাহে শশধর
বেড়িয়া রহেছে ওই।
এ রস-মাধুরী চতুর চাতুরী
বুঝিতে না পারে কই॥
কুলিশ যুগল তার পরে ফুল
তাহে সে চাতক আশে।
চাতক বাদর মেঘ রসালিয়া
সে জন আছয়ে শেষে॥
এ দুই আদর পাইয়া বাদর
দেখিয়া গোপের নারী।
চণ্ডীদাস বলে— "আন কি বুঝিবে
বেকত বুঝিতে পারি॥"

দ্রষ্টব্য :—এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদটিতে রাধা-কৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। এই পদটি অনেক

স্থলে দুর্বোধ বটে, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের রচনার বিশেষত্ব এই যে মধ্যে মধ্যে তিনি এইরূপ প্রহেলিকাময় পদ সন্নিবিষ্ট করেন। পরে এই জাতীয় পদ আরও দৃষ্ট হইবে।

টীকা

পঙ্—১। বেকত—ব্যক্ত, প্রকট।

তু°—"বড় অদভুত দেখি যে বেকত
মেঘ নামে আচম্বিতে।" (১১৮ সং পদ)

৩। সে জন=কৃষ্ণ। তু°—"জলদপুঞ্জ জিনি বরণ" (গোবিন্দদাস)।

৪। পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া।

তু°—"মালতী বকুল বলিতে অতি আকুল
মৌলি মিলিত বনমাল।"
(ঐ, বৈ-প-ল, ৩০৭ পৃঃ)।

৫। যেহেতু কৃষ্ণের "শরদ শশধর হাস" (ঐ, ৩০৪ পৃঃ), অথবা—"চাঁদ বিরাজিত ভালে" (ঐ, ১৯৭ পৃঃ)। কিন্তু এখানে যুগলরূপ বর্ণিত হইতেছে বলিয়া "ইন্দুবদনী রাধিকা" (ঐ, ২২৩ পৃঃ) শ্যামের কোলে আরোপিত আছেন (পরবর্তী পদ দ্রষ্টব্য) ইহাই বোধ হয় লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৭-৮। গোপীগণ নিত্য নূতন প্রেমলীলায় নিপুণা। তাঁহারা জলদরূপী কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই অর্থ কি?

৯। জলদসমাবৃত আকাশে চন্দ্র বিরাজ করে না।

১১-১২। কিন্তু এই যে কৃষ্ণরূপ মেঘে রাধার দেহ-চন্দ্রিকা শোভা পাইতেছে, তাহাতে চারিটি শাখা অর্থাৎ বাহু দৃষ্ট হইতেছে, এবং তাহাতে কৃষ্ণ বর্ণের ঘোর মালিন্য অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তু°—"গিরির উপরে এ দুই তমাল চারি শাখা আছে ধরি" (ঐ, ১৯৭ পৃঃ)। সং—চতুর্ হইতে চউর হইয়া চারু; চার।

১৩। সরুডালে—অঙ্গুলিতে।

১৪। নখচন্দ্রকে "বিংশ শশধর" (ঐ,) বলা হইয়াছে। তু°—"অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে" (চণ্ডীদাস, ৩ পৃঃ)।

১৫। চারু মূলে—চারি পদে।

১৭-২০। কৃষ্ণের মাথার উপরে ময়ূরপুচ্ছ; তাহ "হেলিছে দুলিছে বায়" আর সেই সঙ্গে যেন সহস্র গো (রত্ন, হীরকাদি)-ভূষিত সর্পাকৃতি রাধার শিরো-ভূষণ নাচিতেছে। তু°—"তা'পর ময়ূর অহি"—(ঐ)।

২১-২২। ফলযুগল—কুচদ্বয়। শশধর—স্নিগ্ধজ্যোতি-বিশিষ্ট অলঙ্কার বিশেষ। তু°—"কুচযুগে শোভিত হারে" (বৈ-প-ল, ২২৩ পৃঃ)।

২৫। কুলিশ যুগল—বজ্রাকৃতি সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট রাধা-কৃষ্ণের নাসিকাদ্বয়।

তারপরে ফুল—তাহার উপরে নীলপদ্মের ন্যায় চক্ষু।

২৭-২৮। নয়নের কোণে অর্পিত বর্ষাকালের সজল মেঘের ন্যায় কজ্জল দেখিয়া চাতক বারির আশায় প্রলুব্ধ হয়।

---

[১৪৪]

"আগো বড়াই, কি দেখ কদম্বতলে!
দেখি অদভুত, নয়নে না ধরে॥
কিরূপ করিল আলো।
দেখাইয়া দিব চল॥
মেঘে উপজল চাঁদ।
না জানি কেমন ছাঁদ॥"
হাসিয়া বড়াই কহে।
"ও মেঘ ও চাঁদ নহে॥
চাঁদ আরপিব হে।
দুই তনু একই দেহে॥
কো কহু আনন্দ ওর।
ওরা মনমথ ভেল জের॥
আজু যুগল-কিশোর।
কালিন্দী-কূলে উজোর॥
দেখ রাধা বিনোদিনী রায়।
কদম্ব-তরুর ছায়॥
দুহুঁ তনু আনন্দ-বিভোর।"
চণ্ডীদাস দেখি ওর॥

টীকা

পঙ্—২। তু°—

"দেখিতে দেখিতে হইল মোহিত
যতেক ব্রজের রামা।"
(চণ্ডীদাস, ২০৪ পৃঃ)।

৫। তু°—"যেমন জলদ সোনার বিজুরী
তেমতি দেখিয়ে আভা।" (ঐ)।

৯। তু°—"নবীন নাগরী নাগরের কোলে
আছে আরোপিত হৈয়া।"
(ঐ, ২০৫ পৃঃ)।

---

[১৪৫]

জয়শ্রী

রাই বলে—"শুন, বেদনী বড়াই,
মোর ঘরে গিয়া বল।
কানুর চরণে শরণ পশিল
মনের মানস ভেল॥
ব্রহ্মা-আদি দেবে যেই পদ সেবে
ধেয়ানে নাহিক পায়।
হেনক সম্পদ অলসে পাইল
* * * *॥
কি করিব কুল সব যাও দূর
যাহারে দেখিলে জি।
এ সব ছাড়িয়া কি আর *
* * * * কি॥
যায় জাতি কুল সেও মোর ভাল
ছাড়ে ছাড়ু গুরুজনা৭
ও রাঙ্গা চরণে শরণ লইলাম
কি আর কুলের পণা॥

শুন সব সখি তোমরা যাইয়া
কহিও রাধার ঘরে।
শ্যামের বাজারে দিল সে রাধারে"
চণ্ডীদাস জানে ভালে॥

---

[১৪৬]

শ্রী

"যে পদ যোগীরা জপে নিরন্তর
অনন্ত না জানে রীতি।
মুনি-অগোচর যে সুখ-সম্পদ
তাহা না পাইল ইতি॥
আর কি ইহাকে আছে কত ধন
বিকাল পশরা মোর।
ও রাঙ্গা চরণে দধি-দুগ্ধ যত
বিকাইল সব মোর॥
কামনার ফল এই নীপ-মূলে
সকল হইল বিকি।
আমার করমে এই সে সকলি
তোরা যাহ যত সখী॥"
গদ্‌গদ বাণী কহে বিনোদিনী
নয়নে গলয়ে ধারা।
কুম্‌কুম চন্দন যে ছিল লেপন
ভাসিয়া চলিল তারা॥
মোহে লোহে আঁখি পুলক-কদম্ব
যেমন যমুনা বহে।
তেন আঁখি ভরি লোর বহি চলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে॥

টীকা

শ্রীরাধা সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এই পদে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দানলীলার শেষের পদগুলিতে দেখা যায় যে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান নাই। দীন চণ্ডীদাস দানলীলা বর্ণনায় সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অনুসরণ করিলেও রাধার পরবর্ত্তী ব্যবহার বর্ণনায় এই নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। এখানে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব ভাব স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং প্রীতির আতিশয্যে তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। পরবর্ত্তী পদেও এই ভাব পরিলক্ষিত হইবে।

পঙ্—১৭। লোহ—লোর=অশ্রু।

---

[১৪৭]

তুড়ি

"শুনগো বড়াই মোর।
আজু শুভদিন হইল আমার
বঁধুয়া পাইনু কোড়॥
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
সে সব সফল মানি।
মনের বাসনা পূরিল আমার
বাটে পানু যদুমণি॥
আয়ানে যাইয়া এই কহ গিয়া
'রাধারে সুঁপিল শ্যামে।'
রাধা বটে রাধা তার রাঙ্গা পায়ে
পশিল মনের সনে॥
আর কিবা মোর এ ঘর-করণে
ধরম সরম কাজ।
কুলশীল মোর যে হকু সে হকু
পড়িয়া যাউক বাজ॥
বহু পুণ্য-দশা পাই ফল ভাসা
সফল করিয়া মানি।"
চণ্ডীদাস সুখী দোঁহার পিরিতি
এমন নাহিক শুনি॥

টীকা

পঙ্—৭। বাটে:—সং—বর্ত্ম হইতে; পথে।
১৪। হকু:—হউক।

---

[১৪৮]

সিন্ধুড়া

হাসি-মুখ ধনী রাধা বিনোদিনী
চাহিয়া শ্যামের পানে—
"পূর্ণ হল কাম যতেক কামনা
যে সুখ আছিল মনে॥
তাহা বিধি আনি ভালে মিলায়ল
কামনা পূরল আজি।
প্রেম পরশিয়া লালস পাইয়া
পশরা আনিতে সাজি॥
বিকি কিনি হল কদম্ব-তলাতে
মনোরথ হল সিধি।
বেলা সে হইল ঘরে সে যাইতে
কহি শুন গুণনিধি॥
পুনঃ কালি মোরা পশরা সাজায়ে
আসিব মথুরা-পথে।
গৃহ দূর পথ আছে অনুরথ
গুরুজনা বলে তাতে॥

হরষ বদনে কহ না সদনে
যাইতে গোকুলপুর।"
চণ্ডীদাস বলে— "চলহ তুরিতে
পথ আছে বহু দূর॥"

টীকা

পঙ্—১০। সিধি :—সিদ্ধি।

১৫। অনুরথ :—সং—অনর্থ হইতে (তু°—বৈদিক মনোর্থ হইতে মনোরথ)।

---

[১৪৯]

শ্রীকানড়া

কহিছে বড়াই— "শুন ধনী রাই,
বেলা যে উচর হল।
তোলহ পশরা অতি রবি খরা
তুরিত করিয়া চল॥
গৃহপতি তারা অতি সে মুখরা
গঞ্জিব কতেক গালি।
শুনি উঠে তাপ বিষম সন্তাপ
গমন তুরিতে ভালি॥
লোক-চরচাতে হেন মনে করে
সকল বুড়ির দোষ।
আমি না আইলে কেবা লয়ে যায়
কাহারে করিব রোষ॥"
রাধা বলে তায়— "কিবা আছে ভয়
যে করু সে করু পাছে।
এহেন সম্পদ্ পাইয়া আমরা
আর কি জগতে আছে॥
শুন গো, বেদনি, বড়াই চেতনি,
তুমি সে নাটের নাট।
গোপনী যে রস করিলে বেকত
পাতালে রসের হাট॥
এখন কেন বা ভয় পরিসর
তখনি ভরসা বাঁধ।
কানুর চরণে ভেজাতে যতনে
যতনে তাহাই ছাঁদ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "চলহ তুরিতে
বিলম্ব নাহিক, ধনি।
বহুদূর পথ গোকুল-নগরী
সাজাহ পশরা খানি॥"

টীকা

পঙ্—২। উচর :—সং—উচ্ছ্রিত হইতে, (তু°—উচ্চণ্ড—"উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা"—জ্ঞানদাস), অধিক অর্থে। তু°—"উছর হয়েছে বেলা" (ধর্ম্মমঙ্গল—মাণিক)।

৩। খরা :—সং—খর হইতে। খরঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণঘর্ম্ময়োঃ—মেদিনী। তীক্ষ্ণ।

১৭-১৮। বেদনী=দরদী। চেতনী :—যে চেতন করায়, স্ত্রী; অদ্ভুত যাদুবিদ্যাসম্পন্না স্ত্রীলোক।

নাটের নাট :—এই রঙ্গনাট্যের প্রকৃত অভিনেত্রী।

১৯। গোপনী :—গোপনীয়।

[১৪৯ ক]

শ্রীকানড়া

সব গোপীগণ আহীর-রমণী
পশরা তুলিয়া মাথে।
মাঝে সুনাগরী প্রেমের আগরি
আনন্দে চলিল পথে॥

হাসি-রসখনি রাই বিনোদিনী
বড়াই পানেতে চায়।
"আর কত দূর গোকুল-নগর"
ক্ষণেক সুধায় তায়॥
বড়াই কহিছে— "আগে সে যমুনা
ও পারে সবার ঘর।
বড় দেখি রাধা সব দেখি বাধা
যমুনা বাড়ল জল॥
কেমনে সকলে পার হৈয়া যাব
ইহার উপায় বল।
কিসে পার হবে কেমনে যাইবে
ফিরিয়া সবাই চল॥
সেই সে কদম্ব- তলাতে চলহ
যেখানে রসের কানু।
সেখানে যাইয়া মিনতি করিয়া
নিব সে রসের তনু॥"
এ বোল বলিতে কানু আচম্বিতে
আসিয়া মিলল তায়।
আর এক লীলা পুনঃ উপজিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়।

দানলীলা সমাপ্ত।

টীকা

দীন চণ্ডীদাসের দানলীলা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানলীলা অনুসরণ করিয়া ইহা লিখিয়াছিলেন। অনেক স্থলেই ভাবের আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শেষের কয়েকটি পদে রাধাভাবের বর্ণনায় কিছু নূতনত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত হইয়াছে যে, মথুরায় দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইবার পথে কৃষ্ণ রাধিকার নিকট হইতে মহাদান আদায় করিয়াছিলেন, তৎপরে রাধা সেই স্থান হইতেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নৌকা-লীলায় তৎপরবর্ত্তী অন্য এক দিনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। রাধাকে পার করিবার কালে নৌকা নিমজ্জিত করিয়া কৃষ্ণ জলমধ্যে রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং বিহারান্তে রাধা সখীগণের সহিত মথুরার হাটে গমন করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় পার হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের বর্ণনায় দেখা যায় যে, দানলীলার পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে গোপীগণ যমুনার জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ নৌকা লইয়া উপস্থিত হন, এবং সকলকে পার করিয়া দেন। এই সময়েই নৌকালীলা সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনায় দানলীলা যমুনার অপর পারে (মথুরার নিকটবর্ত্তী তীরে) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তথায় যাইবার কালে যমুনা পার হইতে গোপীগণের নৌকার প্রয়োজন হয় নাই। দীন চণ্ডীদাসের নৌকালীলা দানলীলার পরিশিষ্ট মাত্র। ভবানন্দের হরিবংশেও নূতনত্ব আছে। মথুরায় যাইবার পথে শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী হইয়া এক দ্বীপের মধ্যে রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, পরে তাঁহাকে পঞ্চরত্ন উপহার প্রদান করিয়া গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থেও দানলীলা ও নৌকা-লীলা পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উক্ত কবিগণ এই সকল লীলা-বর্ণনায় অনেকটা স্বাধীন-ভাবে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাগবতাদি পুরাণে দানলীলাদির কোন প্রসঙ্গ নাই, পরবর্ত্তী কবিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুসারে ইহা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। ইহা কাব্য, এবং এই নূতনত্বের প্রবর্ত্তন-কারিগণের একজন বোধ হয় বড়ু চণ্ডীদাস, এবং এই জন্যই সম্ভবতঃ বৈষ্ণবতোষিণীকার কাব্য শব্দের ব্যাখ্যায় চণ্ডী-দাসাদির দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

২। নৌকালীলা

[১৫০]

করুণা রাগ

দেখিয়া যমুনা- নদীর তরঙ্গ
উঠিছে দারুণ ফেনা।
দেখিয়া নাগরী সকল গোয়ালী
লাগিল বিস্ময়পনা॥

"কেমনে এ নদী যমুনা পেরাব
মোর মনে হেন লয়।"
তরঙ্গ অপার বহিছে দুধার
হইছে সবার ভয়॥

কোন গোপী বলে, কোন গোয়ালিনী,—
"এ বড়ি বিষম দেখি।
ইহার উপায় কি বুদ্ধি করিব
বলহ সকল সখি॥

কোন বা সাহসে যদি জলে নামি
ডুবিয়া মরিব তবে।
উপায় হইলে তবে সে যাইব
নহে বা কি আর হবে॥

কিসে পার হব না জানি সাঁতার
কেমনে যাইব পার।
* * * * * *
* * * * *॥"

বড়াই কহিছে চাহি রাধা-পাশে—
"শুনগো আমার বাণী।
কানুর চরণে বিনতি করহ
পার করে গুণমণি॥"

চণ্ডীদাস দেখি যমুনা-তরঙ্গ—
"ইহার উপায় কই।
এই দরিয়াতে আনের শকতি
নাহিক কালিয়া বই॥"

---

[১৫১]

বড়ারি

"হেদে হে নাগর, চতুর-শেখর,
সবারে করিবে পার।
যাহা চাহ দিব ওপার হইলে
তোমার শুধিব ধার॥

মনে না ভাবিহ তোমার মজুরী
যে হয় উচিত দিয়ে।
তবে সে গোপিনী যত গোয়ালিনী
যাব তওপার হয়ে॥"

হাসি কহে কানু করে লয়ে বেণু—
"শুনহ সুন্দরি রাধা।
তোমা পার করি দিতে সে আমার
তিলেক নাহিক বাধা॥
তবে করি পার ওপারে রাখিব,
শুন গোয়ালিনী যত।
ওপার হইলে কত দান নিব ?
লইব সবার মত॥"
বুটী কহে তাতে— "কিবা নিতে চাহ
কহ না বেকত করি।
তাহাই করিব যাহা চাহ দিব
শুনহ পরাণ-হরি॥"
চণ্ডীদাস বলে— "নাগর চতুর
শুন রসময় কান।
রাধা পার কর বিলম্ব না কর
ইহাতে নাহিক আন॥"

টীকা

পঙ্—১৭। বুটী=বুড়ী, (বৃদ্ধা)। এই অর্থে প্রয়োগ বিরল। এখানে বড়াইকে বুঝাইতেছে।

---

[১৫২]

কানড়া

হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর
যতনে আনল তরি।
চাপায়ে রাধারে সবারে সুধায়—
"খেয়া দেয়া আছে ভারি॥
একে একে করি সবে পার করি
আমার এ না'টি ভাঙ্গা।
পাছে দরিয়াতে ডুবহ বেকতে
মোটা আছে কার গা॥
ক্ষীণ যার গায় চড়'সিয়া নায়
সবারে করিব পার।
মোর কাছে থোহ বচন শুনহ
যত আভরণ ভার॥"
রাধা বলে—"ভাল দানের বিচার
বিষম দানীর লেঠা।
কুজন-সংহতি কুবচন অতি
বড়াই কণ্টক কাঁটা॥
বড়াই-চরিত অতি বিপরীত
যা কহে তা শুনে দানী।
আভরণ মাগে এ বড়ি বিষম
কি হেতু নাহিক জানি॥"
ভয়ে মনোদুঃখ সবাই বিমুখ
হইল বিষম বড়ি।
"ইহার উপায় কহ কহ দেখি
শুন গো বড়াই বুড়ি॥"
নৌকার উপরে সবা চড়াইয়া
চালাতে লাগিল তাই।
কেরয়াল বাহি যায় আন পথে
কহে বিনোদিনী রাই—
"ও পথে বাহিছ চলে তরিখানি
এ দিকে রহয়ে পথ।
এত দিনে জানি তোমার চরিত
বড় কর অনুরথ॥
দরিয়া যে দিকে বাহ কেরয়াল
মাঝারে মকর ভাসে।"
"ফের কেরয়াল শুন নন্দলাল,"—
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

টীকা

পঙ্‌—১-২। তু°—
"রাধার বচন শুনি ঘাটিআল হাসে।"
এবং—"বোলেন্ত কাহ্নাঞিঁ নাঅ কুলত চাপাআঁ।"
(কৃঃ কীঃ, ১৪৫-৪৬ পৃঃ)।

৫-৬। তু°—"একেঁ একেঁ পার হআঁ যাইব মথুরা।
সব্ধাই চড়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা॥"
(ঐ, ১৪৫ পৃঃ)।

এবং—"ঝাঝর নাঅ মাঝত লএ পানী।"
(ঐ, ১৫৬ পৃঃ)।

৯। তু°—"আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ।"
(ঐ, ১৪৬ পৃঃ)।

১১-১২। তু°—"যবেঁ তোহ্মা করিবোঁ মো পার।
বান্ধ দেহ সাতেসরী হার॥"
(ঐ, ১৪৮ পৃঃ)।

১৩-১৪। তু°—"ঘাটে দানী হআঁ তোএ করসি সংঘট।" (ঐ, ১৫৬ পৃঃ)।

২৭। কেরয়াল—সং — কৈবর্ত্ত — কেবট্ট — কেওট— কেডু+আল (ক্ষেপণী)=কেড়ুআল—কেরয়াল। দাঁড়।

তু°—"কেণিপাতঃ কোটিপাত্রমরিত্রে"—হেমচন্দ্র, অভিধানচিন্তামণি, ৩।৫৪৩।

---

[১৫৩]

জয়শ্রী

রাধার কাকুতি করিছে আরতি
"শুনহ নাগর রায়।
বুঝি হেন মন লইবে পরাণ
হেন বুঝি অভিপ্রায়॥
এবার বাচাহ জীব যতকাল
ঘুচিব তোমার গুণে।
কিসের কারণ এত অপমান
করহ আপন মনে॥"

কানু কহে তাহে— "তখনি বলেছি
ভাঙ্গা নৌকাখানি মোর।
তোমরা গোয়ালী ছেনা দুগ্ধ খেয়ে
আছে অঙ্গ ভারি তোর॥

মোর ভাঙ্গা নায়ে এত কিবা সহে
না'খানি ডুবিতে চায়।
মোর কিবা দোষ মোরে কর রোষ
সকলি চাপিলে নায়॥"

"মকর কুম্ভীর ভাসে শত শত
তাহার নাহিক লেখা।
পরাণ উড়িছে তাহারে দেখিয়া
কার সনে আর দেখা॥"

কানু বলে—"শুন, বিনোদিনী রাধা,
আমার কি আছে দোষ।
ভাঙ্গা নৌকাখানি দরিয়াতে ঘুরে
আমার কি আছে দোষ॥"

চণ্ডীদাস কহে— "শুন সুনাগর,
অবলা কি জানে রীত।
তোমার চাতুরী কিবা সে বুঝিব
কে জানে তোমার চিত॥"

টীকা

পঙ্‌—১। কাকুতি—কাকূক্তি; কাতর বাক্য।

৫-৬। তু°—"একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার জীবন।" (কৃঃ কীঃ, ১৫৯ পৃঃ)।

৯-১০। তু°—"নিষধিতেঁ আল রাধা চড়িলা নাএ।"
(ঐ, ১৫৮ পৃঃ)।

---

[১৫৪]

বেলা

"টল টল করে অঙ্গ মোর ঘুরে
চাইতে যমুনা-নদী।
নানা জন্তু আছে তারা জলে ভাসে
দেখহ পরাণ-নিধি ॥
হেন মনে করে এবার কি জীব
কেন বা আইনু বিকে।
ভাল দূরে যাউ জীবন সংশয়
কি আর বলিব কাকে ॥
এমন জানিলে তবে কি বাহির
আহীর-রমণী হয়ে।
এ কোন বিচার না জানি আচার
পরাণ লইতে চাহে ॥
সব গোপীগণ হয়ে এক মন
পড়হ নেয়ার পায়।
সরস বচন করহ যতন
ওপারে রাখিয়া যায় ॥
এবার ওপারে লইয়া চলহ
হেদে হে রসের কানু।
তোমার চরণে শরণ লইয়াছি
দিয়াছি আপন তনু ॥
প্রাণের দোসর এ নব কৈশোর
তোমারে করিল দান।
এবার ওপারে লহ সবাকারে
শুনহ নাগর কান ॥"
হাসি বিনোদিয়া কহে সবা আগে—
"তবে সে করিব পার।
এ নব যৌবন কর অরপণ
তবে লাগাইব ধার ॥"
চণ্ডীদাস কহে— "আকুল পরাণ
রাধার বিনতি দেখি।
অবলা-পরাণ দেখি ভয় লাগে
শুনহ কমলআঁখি ॥"

টীকা

পং—১-২। তু°—
"যমুনার জলে টলবল করে নাএ।
চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ ॥"
(কৃঃ কীঃ, ১৫৯ পৃঃ)।
এবং—"ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা।"
(ঐ, ১৬০ পৃঃ)।

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্যান্য গোপীগণকে পার করিয়া কৃষ্ণ রাধাকে সর্ব্বশেষে পার করিয়াছিলেন, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পদে দেখা যায় যে, তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে পার হইয়াছিলেন।

---

[১৫৫]

জয়শ্রী

হাসি কহে তবে সব গোপনারী
"আর কিবা দিতে আছে।
এ নব যৌবন কুল সমাপন
দিয়াছি তোমার কাছে ॥
কায়মনচিতে বিধির বিধান
শরণ লইয়াছি।
আর কিবা চাহ আগে তাহা লহ
আমরা জানিয়াছি ॥

তুমি তরু-লতা মোরা ফল-পাতা
তুলিয়া লইতে কি।
নহে অতি দূর বড় পরিশ্রম
তোমারে বলিব কি ॥
এ তিল-তুলসী তোমার চরণে
সঁপিয়াছি জাতি-কুল।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার
তুমি সবাকার মূল ॥
তুয়া বিনে আন নাহি কোন জন
আর বা বলিব কেহ।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
দিয়াছি আপন দেহ ॥
যে কর সে কর আপন বড়াই
আমরা কুলের নারী।
আমরা জানিয়ে তুমি প্রাণপতি
শুনহ প্রাণের হরি ॥
ঘরে পরিবাদ কলঙ্ক দুসারি
তোমার কারণে এত।
গুরুর গঞ্জনা লোকের তুলনা
এ সব সাহ যে কত ॥
চণ্ডীদাস বলে— "শুনহ চতুর
রসিক নাগর কান।
পার কর পুরি আগে লেহ তরি
ইহাতে নাহিক আন ॥"

টীকা

পঙ্—৩-৪। তু°—
"এ নব যৌবন পরশ-রতন
সঁপেছি চরণ-তলে।"
(চণ্ডীদা°, ৭৪৩ সং পদ)।

৫-৬। তু°—
"জাতিকুল দিয়া আপনা নিছিয়া
শরণ লইয়াছি।"
(ঐ, ৭৩৪ সং পদ)।

১৫-১৮। তু°—
"তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়।"
(ঐ, ৭৪৬ সং পদ)।

১৯-২০। তু°—
"মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।"
(ঐ, ৭৩৯ সং পদ)।

২১-২২। তু°—
"যে কর সে কর তোমার বড়াই
এ দেহ সঁপিয়াছি।"
(ঐ, ৭৩৪ সং পদ)।

---

[১৫৬]

হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
না'খানি উজান বাহে।
দরিয়া হইতে ওপার করিলা
নৌকা কূলে গিয়া রহে ॥
জনে জনে সবে আনন্দ হইলা
ওপার হইল রাধা।
জনে জনে ঘরে চলিলা হরষে
আন নাহি কিছু বাধা ॥
এত বলি সবে গেলা নিজ-গৃহে
আহীর-রমণী যত।
পশরা এলায়ে গৃহ সমর্পিয়া
গৃহপতি বলে কত ॥

"এতক্ষণ কেনে বেলি অবসানে
আইলা গৃহের মাঝ।
ছি ছি মুখে যেন লজ্জা নাহি বাস
মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ॥
কুল কুলটিনী তোরা কলঙ্কিনী
আনের রমণী ভাল।
এ ঘরে কিরূপে কেমনে বঞ্চিব
বাহির হইয়া চল॥"
গৃহপতি কহে, সবে কহে তাহে
"যমুনা দু'ধার বহি।
তে কারণে মোরা পার হতে নারি
বিলম্ব গমন রহি॥"
চণ্ডীদাসে বলে-- "এই মিথ্যা নহে
যমুনা-তরঙ্গ বড়ি।
হয় নয় ডাকি সুধাহ তোমরা
বিদ্যমান আছে বুড়া॥"

নৌকালীলা সমাপ্ত।

---

৩ যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণের পত্নীর নিকট হইতে অন্নগ্রহণ

[১৫৭]

কানড়া

হেথা কানু যত পার করি গোপী
গোঠেতে পড়িল মন।
"কেমনে তা সবা কিরূপ কহিব"
চলিতে বচন কন॥
চতুর মুরারি মনেতে ভাবিলা
ইহার উপায় এই।
করিল সৃজন কমল-লোচন
চোরা বলি দুটি গাই॥
সেই গাই সনে চলিলা সঘনে
কানাই চতুর-মণি।
গাভীর পুচ্ছেতে বাম কর দিয়া
করিলা একটি ধ্বনি॥
হৈ হৈ রব শুনি ব্রজশিশু
ত্বরিতে আইলা ধেয়ে।
"কোথা কার ভাবে গিয়েছিলে তুমি
কহিবে কানাই ভেয়ে॥"
ভাণ্ডার-কাননে দিলা দরশন
মিলিলা ব্রজের বালা।
কানুরে বালক কহিছে সকল—
"তুমিহ কোথায় ছিলা॥"
চণ্ডীদাস বলে-- "কিবা সে বুঝিব
অপার যাহার লীলা।
কে পারে বুঝিতে কাহার শকতি
মূরতি রসের কালা॥"

টীকা

এই উপাখ্যানের পূর্ব্বে ভাগবতে গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এখানে দানলীলা ও নৌকালীলা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নৌকালীলার পরেই যে অন্নভিক্ষার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন এই পদের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

পঙ্—২-৩। তা সবা :—অন্যান্য গোপবালকগণকে। শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণকে তাঁহার অনুপস্থিতির কি হেতু প্রদর্শন করিবেন, তাহাই চলিতে চলিতে ভাবিতেছেন। দানলীলার প্রথম পদের শেষ চারি পঙ্‌ক্তিতে দেখা যায় যে, ব্রজ-

বালকগণ যখন গোষ্ঠের দিকে চলিয়াছিলেন, তখন "কানু আন ছলে মথুরার পথে" দান সাধিতে গমন করিয়াছিলেন।

৮। চোরা গাই :—যে গাভী গোপনে পাল হইতে পলাইয়া যায়।

১৭। ভাণ্ডীর-কাননে :—যে বনে ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষ ছিল (পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৬২।১৩)। হরিবংশের ৬৭ম অধ্যায়ে এই বৃক্ষের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

[১৫৮]

সারঙ্গ

সুবল বলিছে হাসিয়া হাসিয়া
কানুর পানেতে চেয়ে।
"চোরা ধেনু বনে রাখিতে নারিয়া
বুলেছ অনেক ধেয়ে॥

আমি সব জানি তোমার চরিত
ইহারা বুঝিবে কে।
অপার মহিমা লহনি গরিমা
কেহ সে জানয়ে কে॥

গোপত পিরিতি কেহ না জানয়ে
ব্রজ-শিশুগণ যত।
এ কথা মরম তোমার গোচর
আনে কি জানিবে এত॥"

এ কথা কহিয়া ব্রজ-শিশু লয়া
গোধন রাখয়ে বনে।
কানাই-আগেতে বলরাম তায়
কহিতে লাগিলা মনে॥

"তোমারে খুঁজিয়া আকুল হইয়া
না পাই তোমার দেখা।
কাঁদিয়া আকুল সবে বেয়াকুল
তোমার যতেক সখা॥"
চণ্ডীদাস কহে বলরাম আগে—
"ধেনু হারাইয়াছিল।
চোরা ধেনু সনে ফিরি বনে বনে
তেঁই সে বিলম্ব হল॥"

টীকা

পদ—৫-৬। দানলীলার দ্বিতীয় পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, কানু যখন দানের ছলে চলিয়া গিয়াছিলেন তখন তাহা সুবল বুঝিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সকল আখ্যায়িকা একই কবির রচিত।

৪। বুলেছ :—ভ্রমণ করিয়াছ।

৭। লহনি :—সং-লোভনীয়—লোহনিঅ—লোহনি।

১৯। বেয়াকুল :—ব্যাকুল, বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত।

---

[১৫৯]

সারঙ্গ

বলরাম আগে কহিছে কানাই—
"বড় দিল মনে দুখ।
চোরা ধেনু হেদে বনেতে হইতে
গেছিল মথুরা-মুখ॥
তাহা ফিরাইতে তেঁইসে বিলম্ব
শুন বলরাম দাদা।
তোমা ছাড়া হয়ে তবে কিবা থাকি
পরাণ এখানে বাঁধা॥"

"ভাল হৈল ভাই আসিয়া মিলিলে
বল কি খেলাবে খেল।
তুরিত করিয়া খেলিয়া তুলিয়া
ঘরে রে যাইব চল॥
আজি যবে আসি গোঠেতে সাজিয়া
দেখেছি বনেতে ভয়।
কংস-চর আসি সবারে ধরিয়া
লয়েছে মনেতে লয়॥
কানাই থাকিতে তার ভয় নাহি
শঙ্কট-তারণ তুমি।
কত কত কংস স্বজিতে পারহ
তাহা সে আমরা জানি॥
তুমি কোন্ দেব দেবের দেবতা
আমরা আহীর-বালা।
কি জানি তোমার মহিমা অগম্য
অপার যাহার লীলা॥"
সব শিশু বলে কানাই গোচরে—
"শুনহে কমল-আঁখি।
আজু সে ক্ষুধায়ে ক্ষুধিত হইয়া
ভোগ কিছু নাহি দেখি॥
এই বনে যদি অন্ন আনি দেহ
সকল বালকে খাই।
এই বড় মনে ক্ষুধার কারণে
শুনহ কানাই ভাই॥"
বালক-বচনে হরষ-বদন
গোপাল হইলা বড়ি।
বলরাম-পানে কমলনয়ান
চাহিলা নয়ন জুড়ি॥
কানু কহে—"শুন বলরাম দাদা,
ক্ষুধায় বালক দুখী।
চল চল যাব যজ্ঞপত্নী-স্থানে"
চণ্ডীদাস তাহে সুখী॥

টীকা

পঙ্—২৭-২৮। ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, গোপ-বালকেরা বলিয়াছিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! আমাদিগকে ক্ষুধায় অতিশয় ক্লেশ দিতেছে, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষুধাশান্তি করিতে যোগ্য হও।" (ভা, ১০।২৩।১)।

শেষ দুই পঙ্‌ক্তি :—ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বালকগণকে যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজে যান নাই। (ভা, ১০।২৩।২)।

---

[১৬০]

কানড়া

কৃষ্ণ-বলরাম চলিলা তুরিতে
যথা যজ্ঞপত্নী রহে।
তথা দুই ভাই চলিলা সঘনে
দুয়ারে যাইয়া রহে॥

দেখিলা ব্রাহ্মণী কৃষ্ণ-বলরাম
পুলকে পূরিত অঙ্গ।
গদ্‌গদ ভাবে কহিতে লাগিলা—
"কিবা শুভদিন রঙ্গ॥

আজু বড় শুভ করম ফলিল
ভাগ্যের নাহিক সীমা।
নয়ন ভরিয়া দেখিলাম তাঁথে
রামকৃষ্ণ দুই জনা॥

কহ কহ কেনে এলে দুই জনে
কি হেতু ইহার শুনি।"
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণবলরাম—
"ক্ষুধায় আকুল প্রাণী॥

অন্ন দেহ মোরে ইহার কারণে
আইল তোমার আশে।
ক্ষুধায় আকুল বালক সকল
অন্ন মাগে মোর পাশে॥"
এ কথা শুনিয়া তখনি ব্রাহ্মণী
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন।
সুবর্ণের থালি ভরি করি পূর
চলিলা কতেক বর্ত্ম॥
চণ্ডীদাস দেখি বিস্ময় মানিল
বনে কোথা হতে ভাত।
রাখাল মণ্ডলী করি বনমালী
বিছাইল বটপাত॥

---

[১৬১]

কানড়া

সবে অন্ন খায় মাঝে যদুরায়
দিছেন সবার মুখে।
খাইয়া খাওয়ায় সুখে সুখে তায়
তিলেক নাহিক দুখে॥
কৃষ্ণ-বলরাম শ্রীদাম-সুদাম
সুবল যতেক সখা।
বসিয়া বালক রাখাল মণ্ডল
তার কিছু নাহি লেখা॥
কেহ বলে—"ভাই, কানাই বলাই
বড়ই দয়াল হয়ে।
কোথা হতে অন্ন আনিল নবান্ন
সকল বালক খায়ে॥
এ বড়ি মহিমা যার নাহি সীমা
এ মহীমণ্ডল-মাঝ।
বনের মাঝারে এ অন্ন-ব্যঞ্জন,
কে বুঝে তোমার কাজ॥
বুঝিল কানুর চরিত অদ্ভুত
এ মেনে মানুষ নয়।"
চণ্ডীদাস বলে— "জানি অনুমানে
গোলোক-ঈশ্বর হয়॥"

---

[১৬২]

বড়ারি

বিস্ময় ভাবিলা বালক সকল
কহিতে লাগিলা তায়।
"এ জন নন্দের ভবনে জন্মিল
ধরিয়া মানুষ-কায়॥
কেবল ঈশ্বর দেব দামোদর
নহিলে এমন হয়।
নানা সে আপদ্ সঙ্কট নিকট
ঘুচায় সবার ভয়॥
বিষপান বেলা সবাই মরিলা
এই সে যমুনাতটে।
অমৃত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বাঁচায়ে
সকল বালক উঠে॥
অঘাসুর-আদি যতেক অসুর
সকলি করিল ধ্বংস।
বুঝিল সাক্ষাতে এমন সম্পদ্
কেবল দেবের অংশ॥

আজি হৈতে ভাই, সকল রাখাল
কানাই-কাঁধেতে না চড়।
উচ্ছিষ্ট ভোজন মুখে মুখে দিতে
এ মেনে সবাই ছাড়॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন সখাগণ,
অপার যাহার লীলা।
রাখাল-মণ্ডলে রাখালি করিয়া
করে নানা মত খেলা॥"

টীকা

পঙ্—৯-১৪। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিষপানহেতু মৃত রাখালগণের পুনর্জ্জীবন দান, এবং অঘাসুরাদির নিধন লীলাও দীন চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই পদগুলি পাওয়া যাইতেছেনা।

১৭-২০। মাধুর্য্যলীলা-বর্ণনায় চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক? তুমি আমি সম॥ ইত্যাদি
(আদির চতুর্থে)।

শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ না ভাবিয়া, রাখালগণ নিজেদের সখারূপেই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেন, ইহাই শুদ্ধ সখ্যভাব। এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। ধেনুবৎস-শিশু-হরণ

[১৬৩]

বড়ারি

সকল রাখাল ভোজন করিতে
হল অবসান বেলি।
নিজগৃহ যেতে ধেনুর সহিতে
দিয়া উঠে জয়তালি॥
হেন কালে কানু মনে পড়ে ধেনু
শাঙলী ধবলী কোথা।
ভোজন বিশেষ করি অভিলাষ
লইয়া চলিল তথা॥
সেখানে না দেখি শাঙলী ধবলী—
"কোথা গেল দু'টি গাই।
এখানে আছিল, কোথা তা'রা গেল,
শুনহে রাখাল ভাই॥"
"আয়, আয়, আয়"— ডাকে যদুরায়
অঞ্জলি ভরিয়া দুটি।
"ধেয়ে এস বনে দেহ দরশনে
ত্বরায়ে আগল ছুটি॥"
ডাকিতে ডাকিতে না দেখি সে ভিতে
শাঙলী ধবলী গাই—
"কোন্ পথে গেল কিছু না জানিল
খুঁজিব কোনবা ঠাঁই॥"
বিকল হইয়া বনে বনে ধেয়া
না দেখি ধবলী গাই।
এ রস-মাধুরী ধেনু-বৎস-চুরি
দীন চণ্ডীদাস গাই।

টীকা

পঙ্—১। ভাগবতের দশমস্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ে ধেনু-বৎস ও শিশুহরণ, এবং ২৩শ অধ্যায়ে অন্নভিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস অন্নভিক্ষার পালা রচনা করিয়া তৎপরে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎস ও শিশুহরণ বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগবতে আছে যে, একদিন বেলা শেষ হইয়াছে দেখিয়া বালকগণ শিক্যা মোচনপূর্ব্বক খাদ্যগ্রহণ করত শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, এই অবসরে বৎসগণ দূরবর্ত্তী এক বনে প্রবেশ করিয়াছিল। বালকগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ভোজনে বিরত হইতে নিষেধ করিয়া খাদ্যসামগ্রীর গ্রাসহস্তে একাই বৎসগণের অনুসন্ধানে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মা বৎসগণকে হরণ করাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সন্ধান করিতে না পারিয়া ভোজন-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, বালকগণও অপহৃত হইয়াছে। তখন তিনি মায়াবলে বৎস ও বালকগণ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মার এক ক্রটি কাল, অর্থাৎ পার্থিব এক বৎসর কাল বিহার করিয়াছিলেন।

৬। এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, একমাত্র শ্যামলী ধবলী গাভীদ্বয়ের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৭-৮। তাহাদের ভোজনার্থে তাহাদের প্রিয় আহার্য্য-বিশেষ তথায় লইয়া চলিলেন।

১৬। আগল—অগ্রবর্ত্তী হইয়া আইস।

---

[১৬৪]

কানড়া

ইহার বিস্তার ভাগবতে আছে
কহিয়ে একটি বাণী।
সে যে অগোচর গোচর না হয়
কি হেতু ইহার শুনি॥
মধুর মধুর এক পথ আছে
গন্ধ আমোদিত তায়।
পদ্ম বিকসিত এ মহীমণ্ডল
একহি একাদশ কায়॥
তার রন্ধ্রে চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া
উঠিল কোন্‌বা খানে।
পুনঃ এক রন্ধ্রে কোটী কোটী মৃগ
গতায়াত নাহি জানে॥
এক রন্ধ্রে * * আর নাহি তার
বেনিত আঁধারে মার্নি।
কোন কোন খানে তার এক ফুটে
ব্রহ্ম গতায়াত জানি॥
এক রন্ধ্রে পুনঃ শত কোটী যুত
বিংশতি কলার ফুটে।
তার তিন কলা * * * *
সহস্র পূরিত উঠে॥
তার শত কলা কলার অংশ
কিছু সে জানিয়াছে।
চণ্ডীদাস বলে— "বেহুবে হকুম
এক রন্ধ্র তার আছে॥"

টীকা

পঙ্‌—১-২। ভাগবতের দশমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই পদের অধিকাংশ, এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয় প্রহেলিকাময়।

---

[১৬৫]

গৌরসারঙ্গ

আর কহি শুন অদভুত কথা
কহিতে নহিলে নয়।
মহা অভুরন্ধ্র আট সে প্রবন্ধ
কেহ কেহ জন কয়॥
একটি কমল তার তিন দল
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া আছে।
আর এক দল এ মহীমণ্ডল
ব্যাপিত হইয়া আছে॥
আর এক দল ফণি লোক ভরি
তিন দল তিন লোকে।
এক এক দলে সহস্র বিংশতি
তাথে রেখ এক থাকে॥

সে রেখ গণিতে কাহার শকতি
রেখেতে পলক হয়।
একেক রেখেতে লাখেক নিমিখ
এই বড় অতিশয়॥

কোটী পলকে সহস্র বিংশতি
ক্ষণেক পলক হয়।
নব কোটী শত পলক বেকত
কলার সহস্র কয়॥

লক্ষ কলাপর অংশ যেই হয়
তাহে ভবিষ্যতি কাল।
তিন তিন কলা অংশের একলি
রেখে করে দোলমাল॥

এক নিমিখ তার এক রেখ
পলটি অলসে থাকে।
ব্রহ্মার পলক কলা অংশ ভরি
সে কেনে এইরূপে রাখে॥

কলার গরিমা রেখের মহিমা
ব্রহ্মার এমন দিন।
চণ্ডীদাস কহে— "এ রেখ গণিতে
শকতি সবার হীন॥"

[১৬৬]

শ্রী

আর এক শুন পরম নির্গুণ
তিনের উপরে তিন।
সাতের উপরে এক জ্যোতির্ম্ময়
পুরুষ-ভূষণ-চিহ্ন॥

এক পদ্ম তার মুদিত বেকত
তা'পরে মণ্ডল চারি।
তা'পরে বসতি এক সে পুরুষ
নয়নে মুদিত টারি॥

সেই যোল কলা তিগুণ করিতে
তাহার কলার কলা।
কলার যে অংশ সেই শত গুণ
তাহাতে নয়ের মেলা॥

নয় নয় গুণ গুণ মিশাইলে
তাহাতে যে গুণ হয়।
তাপর যে রহে সেই গুণ দর
জগতে সে গুণ নয়॥

অষ্ট অষ্ট মোক্ষ রসে রসে রস
ত্রিগুণ গুণের গুণে।
সে গুণ গাইতে বড় অভিলাষ
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

এই পদে সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীদাসের কোন কোন রাগাত্মিক পদে ইহার আভাস পাওয়া যায়, যথা—

পং—৩। সাতের :—তু —"সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পড়িলে, পরশ-পাষাণ হয়" (চণ্ডীদা', ৮০৪ সং পদ ; এবং, ঐ, ৮১২ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

১৪-১৯। আট ও নয়ের সমন্বয়ের বিষয় চণ্ডীদাসের ৭৬৪ সংখ্যক পদেও পাওয়া যায়, যথা—"বসুতে গ্রহেতে, করিয়া একত্রে, ভজহ তাহারে নিতি।"

[১৬৭]

জয়ন্তী

শাঙলী ধবলা বনে না পাইয়া
আকুল হইলা কানু।
বেণু বাঁশী পূরি সঘনে সঘনে
তবু না মিলিল ধেনু॥
আকুল হইল নন্দের নন্দন
ধেনু হারাইয়া বনে।
আন নাহি চিতে চাহি চারি ভিতে
আন সে নাহিক মনে॥
"কি বোল বলিব যশোদা মায়েরে
বনে ধেনু হল হারা!"
এ বোল বলিতে ফুকরি ফুকরি
নয়নে গলয়ে ধারা॥
"হায় হায় আজি বনের ভোজনে
বড়ই পাইল তাপ।
কি বোল বলিব মুখে না নিঃসরে
ভোজন হইল পাপ॥
এমন কে জানে নিব গাই বনে
শাঙলী ধবলী গাই।
আজু আচম্বিতে গেল কোন্ ভিতে
কিছু না জানিল তাই।
কেমনে গৃহেতে যাইব সাক্ষাতে
সেই নন্দঘোষ-পাশে।"
"ধেনু-বৎস বনে হরে কোন জনে"—
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

[১৬৮]

কাফি

"আর বা কেমনে ঘরে যাব মেনে
ধেনু হারাইয়া বনে।
সেই ঘোষ নন্দ বলে কত মন্দ
মোরে পরতীত জানে॥
ধেনু না পাইলে গৃহে না যাইব
শুনহ রাখাল ভাই।
নহে এই বনে রহিল যতনে
শুন হলধর ভাই॥
অতি বড় স্নেহ যশোদা মায়ের
পরাণ পুতলি গাই।
তাহার কারণে এ পঞ্চ ব্যঞ্জন
রাখি যশোমতী মাই॥
আগে দুই গাই গেলে সে সুধাই
তবে সে আনের কথা।
এই পরমাদ উঠিছে বিষাদ
মরমে হইল ব্যথা॥"
রাখাল যতেক কহিল সকল—
"শুনহে কানাই ভাই।
আগে চল গিয়া খুঁজিব যাইয়া
শাঙলী ধবলী গাই॥"
কানুর বেদনা দেখি সব জনা
খুঁজিতে লাগিল বনে।
ধেনু না পাইয়া বিফল হইলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—১৯। এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, বালকগণও কানুর সহিত বৎস-অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন।

[১৬৯]

বড়ারি

"শুনহে বলাই দাদা।
আজি বন-ভোজনে কি হইল কাননে
সকল হইল বাধা॥

এমন কে জানে না শুনি শ্রবণে
শাঙলী ধবলী হারা!"
এ বোল বলিতে হেদে আচম্বিতে
যুগল নয়নে ধারা॥

"কি বলিব কায় যশোমতী মায়
হারাল শাঙলী গাই।
মোরে কি বলিবে এ মন্দ কহিবে
সেই যশোমতী মাই॥"

বলিছে রাখাল— "শুনহে গোপাল,
আমরা কহিব গিয়া।
আচম্বিতে গাই হারাল তথাই
রাখি পরবোধ দিয়া॥

যশোদা রাণীরে কহিব তাহারে
কানুর নাহিক দোষ।
কালি খুঁজি বনে বালক সকলে,
কানুরে না কর রোষ॥"

সকল বালক খুঁজি একে একে—
"আজু না মিলল তাই।
কালি আনি দিব শাঙলী ধবলী"—
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

—

[১৭০]

শ্রী

"দেহ দরশন করহ ভোজন
শাঙলী ধবলী"—বলি।
দুটি কর ভরি এ অন্ন-ব্যঞ্জন
ডাকছেন বনমালী॥

"কোথা আছ তোরা দেখা দেহ মোরে
হৃদয় পরাণ কাঁদে।
তোমাব বিহনে জানি এ পরাণে
মোর বুক নাহি বাঁধে॥"

কাঁদে যদুনাথ বুকে দিয়া হাত
ফুকরি ফুকরি রোই।
"তোমা না দেখিলে এই বনভিতে
শাঙলী ধবলী গাই"—
এ বোল বলিতে ফুকরি রোইতে
নন্দের নন্দন কান।

* * * * * *

"না যাব গৃহেতে রহি বনভিতে
তোমরা চলিয়া যাও।
ঘরে গিয়া কহ মায়ের সাক্ষাতে
আমার শপথি খাও॥

ধেনু হারাইয়া না পাইল খুঁজিয়া
কানাই রহিল তথা।"
শুনি সখাগণ বিরস বদন
হৃদয়ে পশিল ব্যথা॥

কাঁদিয়া আকুল বালক সকল
কানুর বদন চায়।
দেব-অগোচর সে জন মোহিত
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

"কোথা ব্রজবালা রাখালের মেলা
সে হেন সুন্দর গাই।
কোথায় রহল কিছু না জানল"
দ্বিজ চণ্ডীদাস গাই॥

টীকা

পঙ্‌—১০। রোই :—রোদন করে।

২৫। যাঁহার মহিমা দেবতাগণও জানিতে পারেন না, সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণও গাভী হারাইয়া অভিভূত হইয়াছেন।

---

[১৭১]

পূরবী

পুনঃ শিশুগণে করল হরণ
রাখিল গোপন করি।
ব্রহ্মার মনেতে করি কিছু চিতে
'ইহ কি গোলোক-হরি?'
এই দড়াইয়া ধেনু-বৎস লয়া
বুঝিতে আপন মন।
তেঁই সে হরিল বালক সকল
বুঝিবে কোন বা জন॥
হেথা বনমালী খুঁজিয়া বিকল
না পাই ধেনুর লাগি।
কমল-লোচন না স্ফুরে বচন
উঠত বিরহ-আগি॥
আসি সেইখানে ভোজনের স্থানে
না দেখি বালকগণে।
হইয়া বিরস— "এ কি পরমাদ
এমন হইল কেনে!"
বদনে না স্ফুরে একটি বচন
নয়নে গলয়ে বারি।
কে হেন করিল বিপদ্ আপদ্
বিরহ দেওল ঢারি॥

[১৭২]

সূহা

"কেথা আছ ভাই ছিদাম সুদাম
বসুদাম আদি যত।
দেহ দরশন না রহে জীবন"—
ফুকরি ডাকত কত॥
"কোন্ বনমাঝে আছ কোন্ কাজে
উত্তর না দেহ কেনে।"
'ভাই, ভাই'-বলি করিয়া বিকলি
বুলত বনহি বনে॥
কাঁদিয়া আকুল নন্দের নন্দন
বচন না সরে মুখে।
"আজি সে দুর্দ্দিন হইল মিলন,
পাইল ভোজন-দুখে॥
প্রাণের দোসর রাখালসকল
তারা বা চলিল কোথা।
হৃদয় বিদারি কাটিয়া লইল
মরমে হানিয়া ব্যথা॥"
কানুর রোদন বেদন দেখিয়া
চণ্ডীদাস বলে তাথে—
"এ কথা যে জন করিল তখন
জানিয়াছি অনুরথে॥"

ভাই বলি কেনে দয়া নাহি মনে
সকল পাশরিবে ॥
আমার যাতনা দেখিয়ে বেদনা
বড় পরমাদ হবে ॥”
কহে চণ্ডীদাস— “কানুর চরণে
এক নিবেদন করি।
এ ব্রহ্মাগেয়ানে দেখহ ধেয়ানে
কে হেন করিল চুরি ॥”

টীকা

পঙ্—৮। বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১১-১২। আজ দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; ভোজনের জন্য দুঃখ পাইলাম।

১৯-২০। চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে, এই কাজ কে করিয়াছে, তাহা আমি তখনই (করিবার সময়েই) জানিতে পারিয়াছি (১৬৭ সংখ্যক পদের শেষ দুই পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য)। অনুরথে:—বোধ হয় অনুরক্ত হইতে আসক্তি বা ভক্তি-বশতঃ জানিতে পারিয়াছি অর্থে। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।”

---

[১৭৩]

সূহা

“এস ভাই সখা দেহ মোরে দেখা
পরাণ কেমন করে।
কোথা আছ ভাই খুঁজিতে না পাই
একি পরমাদ মোরে ॥
আর কার সনে খেলিব যতনে
বনে ফিরাইব পাল।
আর না শুনিব মধুর বচন
বেশ না করিব ভাল ॥”
কানুর বিষাদ রোদন-বেদন
শুনি পশুপাখিগণে।
পাষাণ গলিত শাখিকুল যত
লম্বিত চরণ পানে ॥
“আয় আয় ভাই”— ডাকয়ে মাধাই—
“উত্তর না দেহ কেনে।
দিয়া দরশন রাখহ জীবন
এত নিদারুণ কেনে ॥

[১৭৪]

শ্রী

কমল-নয়ন ধেয়ান স্মরণ
মুদিয়া নয়ান দুটি।
ব্রহ্মজ্ঞানেতে দেখি হৃদয়েতে
ব্রহ্মার হেনক কুটি ॥
আমায় ছলিতে আসি বনভিতে
ঐছন তাহার কাজ।
মোর তথ্য কিছু জানিতে নারিয়ে
বুঝিব শকতি আজ ॥
আমি কি বটিয়ে জানিতে নারিয়ে
পাইয়ে মরমে ব্যথা।
তেঁই শিশু-বৎস হরিয়া লইল
জানিল এ তথ্য-কথা ॥”
“ভাল ভাল”—বলি জানিয়ে অন্তরে
নন্দের নন্দের কান।
সৃজিল রাখাল যত ধেনুপাল
ইথে সে নাহিক আন ॥

সেই ব্রজবালা তখনি সৃজিলা
শাঙলী ধবলী গাই।
তা দেখি ব্রহ্মার ভাঙ্গিল সংশয়
ভাবিতে লাগিলা তাই॥
"ইঁহ দেব হরি দেবের দেবতা
ইহাতে নাহিক আন।"
ফাঁফর হইয়া ধেনু-বৎস লয়া
আইল কানুর স্থান॥
করপুট করি ধরিয়া চরণ
পড়িল ধরণী-তলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া
কাতরে কিছুই বলে॥
চণ্ডীদাস বলে— "ব্রহ্মার আরতি
ধরিয়া চরণ দুই।
বহু স্তব করে কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
অঝর নয়নে রোই॥"

টীকা

পঙ্—৩-৪। ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মার ছলনার বিষয় হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের বোধগম্য হইয়াছিল (ঐ, ১০।১৩।১৪)। কুটি :—কুটিলতা, ছলনা।

২৫-২৬। ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা কনকদণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া (ঐ, ১০।১৩।৫৭) শ্রীকৃষ্ণের স্তবপাঠ করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।১৩।৫৯)।

---

[১৭৫]

শ্রী

"তুমি দেব হরি দেবের দেবতা
তুমি হিতকারী হও।
তুমি চন্দ্র দিবা তুমি মহাতেজা
তুমি ত তারণ হও॥
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ-শকতি
তুমি সে জগৎ-সিন্ধু।
তুমি দয়াবান্ এ নব বৈভব
অনাথ জনার বন্ধু॥
তুমি জল স্থল তুমি দিবাকর
তুমি সে ঐশ্বর্য্য-লীলা।
তুমি তরুলতা তুমি ফল শাখা
তুমি সে দরিয়া-ধারা॥
যার অগোচর এ মহীব্রহ্মাণ্ড,
তোমারে জানিতে পারে ?
ক্ষেম অপরাধ বিষম বিপাক
প্রভু দয়া কর মোরে॥
আমার হৃদয়ে তম উপজিল
পাইনু তাহার চিহ্ন।
অপরাধ ক্ষেম প্রভু দয়াবান্
আমি কি জানিয়ে বর্ণ॥"
চণ্ডীদাস কহে— "এ রীত আকুতি
কে তুয়া বুঝিতে পারে।
চতুর্ব্বেদ যাঁর মহিমা চাতুরী
কহিয়া কহিতে নারে॥"

টীকা

পঙ্—২। হিতকারী—যেহেতু তুমি বিশ্বের হিতার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ (ভা, ১০।১৪।৭)।

৩। কারণ, তাঁহার দীপ্তিদ্বারা সমুদায় চরাচর জগৎ প্রকাশমান হইতেছে (ভা, ১০।১৩।৫০)। অথবা—তিনি 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' বলিয়া (ভা, ১০।১৪।২২)।

৪। যেহেতু আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের প্রসাদ লাভ না করিতে পারিলে কেহই মোক্ষ লাভ করিতে পারে না' (ভা, ১০।১৪।২৮)।

৫-৬। পুরুষ-ভূষণ-শকতি :—পুরুষই ভূষণ যে শক্তির, অর্থাৎ যিনি পুরুষাদির আশ্রয়।

যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে—

যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেহ পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥

আদির দ্বিতীয়ে।

জগৎ-সিন্ধু :—যেহেতু সমস্ত জগৎ তাঁহার কুক্ষিতে প্রকাশ পায় (ভা, ১০।১৩।১৭)।

১০। যেহেতু এখানে আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন (ভা, ১০।১৪।২০)।

১৩-১৪। ভূতময় যে ব্রহ্মাণ্ড, যখন তাহারই মহিমা জানা যায় না, তখন গুণাতীত যে ভগবান্, তাঁহার মহিমা অবগত হইতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? (ভা, ১০।১৪।২)।

১৭-২০। ভাগবতে আছে—"আমি রজোগুণে উৎপন্ন হইয়াছি, এ কারণে অজ্ঞ, সুতরাং আমার নেত্রদ্বয় অন্ধীভূত হইয়াছে, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন" (ভা, ১০।১৪।১০)।

---

[১৭৬]

বড়ারি

বেদ বেদ বর্ণ চারু সে পূরিত
এক চক্রবর্ত্তী সাই।
সপ্ত সপ্ত শত সহস্র মেদুল
মন্থাহি পল্লব যাই॥
তাহে শশঙ্কর দীপ্ত নবপর
দশমী দয়র অংশে।
কর্ম্মিশ মানগ তিপর যাকর
ওখল ভেল আতংশে॥
পট কি টাটক ফণী মণি দশপর
সে দশ যাকর আগি।
মেখল খগতি তদুপর যো রীতি
বেণী বেনীক লাগি॥
মম্মিস আসপাশ তারপর যো রম্যা
সুরস যাঁহাকে লাগে।

* * * * * *

বারহি অক্ষর চৌদহি যে রহে
সোবহি গেলহি ধন্দ।
চণ্ডীদাস কহে— যাকর আশপর
বেড়ল সাতহি ধন্দ॥

---

[১৭৭]

বড়ারি

মোর অপরাধ ক্ষেম যদুনাথ
করিনু এমন কাজ।
তুমি দয়ানিধি দয়া না করিলে
পাব অতি বড় লাজ॥
না জানিয়া যদি কেহ করে দোষ
রোষ পরিহর তুমি।
অহঙ্কার হেতু না জানি বেকত
কি আর বলিব আমি॥
যে জন এ তিন ভুবন-ঈশ্বর
এবে সে জানিল দড়।
কপট নিকট ছাড়হ সঙ্কট
আমারে হইল গাঢ়॥
ব্রহ্মাণ্ড অগাধ বহু বৈদগধ
যাহার ইহাতে গতি।
গুণ শত শত অতি অনুমত
চারি চারি গতি বীতি॥
প্রণয় দুর্ল্লভ সাত গুণ গুণ
চক্র সাই যার হয়।
নব নব রেখ রেখের উপমা
তাহার যে রস হয়॥

সে রস এ চারু প্রকার আরতি
তুমি সে মূরতি কায়া।
তার এক কলা কলার অংশ
ত্রিকুটি কুটির ছায়া॥

ছায়ার বিম্বুক সামগ্রাহিপ্‌র
তাপর জ্যোতিক হেম।
গূঢ় অতিতর তাহার ঈশ্বর
কে জানে ঐছন প্রেম॥

প্রবাহ পল্লব যোগী ফণিবর
মুনির মানস সেই।
এ রস-চাতুরী মধুর পঙ্কজ—
চণ্ডীদাসে মাগে এই॥

টীকা

পঙ্—৫-৮। তু°—"জননীর ন্যায় আপনাকে আমার অপরাধ সহ্য করিতে হইবে" (ভা, ১০।১৪।১২), কারণ আমি ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে অভিভূত হইয়া আপনার প্রকাশ জানিতে পারি নাই।

১১-১২। আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া যে ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা সম্বরণ করুন, কারণ আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া এখন আমি মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

১৩-১৪। তু°—"অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুসকল গবাক্ষের ন্যায় যাঁহার রোমবিবরে পরিভ্রমণ করে" (ভা, ১০।১৪।১১)। অগাধ=অসংখ্য। বৈদগধ=বৈদগ্ধ, বৈচিত্র্য-পূর্ণ। তু°—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ধাম" (চৈঃ চঃ, মধ্যের বিংশে)।

---

[১৭৮]

বড়ারি

"প্রভুর আরতি কি জানি কাকুতি
তুমি সে পরম পতি।
অপরাধ করি ক্ষেম দেব হরি
তুমি অগতির গতি॥
দেব ভগবান্ ইথে নাহি আন
ইবে সে জানিল ইহা।
বহু স্তুতি করি ধরিয়া চরণে
ধরণী পড়িয়া দেহা॥
যাহার মহিমা নাহি পায় সীমা
বেদে অগোচর যেই।
কি বলিতে জানি যার যেন রীত
বুঝিতে নারিল এই॥"
বহু স্তুতি করে পড়িয়া ভূতলে
চরণ-কমল ধরি।
চণ্ডীদাস বলে— "এ রস-মাধুরী
কেবা জানিবারে পারি॥"

টীকা

পঙ্—১। কাকুতি :—কাকূক্তি, কাতর বাক্য।

১৩-১৪। ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের পাদপদ্মে পড়িয়া রহিয়াছিলেন (ভা, ১০।১৩।৫৭-৫৯)।

---

[১৭৯]

নট নারায়ণ

"মোর অপরাধ ক্ষেম।
এ দেহ ধরিয়া হেন না করিব
হেনক না হয় যেন॥

প্রভু ভগবান্ আকার কারণ
করণ প্রবণ ধাতা।
নিশা তর তম চন্দ্র দিবাকর
ব্রহ্মাণ্ডেতে গতায়াতা ॥

তুমি চরাচর তুমি সে সত্যর
ভৈবর আগম সার।
যার নাহি পায় গমন বিচার
যাহাতে না পায় পার ॥

ক্ষেম ক্ষেমতম অন্ধকার ভূম
অথির নিবিড় গতা।
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ-শকতি
তুমি সে দেবের ধাতা।
যার লোমকূপে লক্ষ শত কোটি
এ চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড জাতা ॥

তার এক কুট শত শত অংশ
এক ধূম রেণু বৈসে।
ধূমস পলক পালটি কটাক্ষ
নিমিখ গণিয়ে কিসে ॥

নিমিখ গণিতে কাহার শকতি
এক পল কুটি শতে।
তাহার অঙ্কুর তাহাতে যে হয়
তাহার পালটি যাতে ॥

জানু জানু ভানু কিরণ-ছটায়ে
তাহার কিরণ এক।
কোটি পলক দেখি যে অনেক
তাহার অনেক রেখ ॥

এ জন যাহার বৈভব নায়েক
সে জন ব্রজেতে স্থিতি।
তাহার মহিমা আগম গরিমা
কেবা সে জানিব গতি ॥"

চণ্ডীদাস কহে— "এ মহীমণ্ডলে
জনম লভিয়াছে।
গোপ গোপিনী নয়ন-অঞ্জন
করিয়া রাখিয়াছে ॥"

---

[১৮০]

শ্রী

কহেন কারণ নন্দের নন্দন—
"তুমি কি জানহ মোরে।
কোটি ব্রহ্মা আছে কিবা তার কাছে
গণনা আছয়ে তোরে ॥

মুদহ নয়ান দেখহ গেয়ান
দেখাব কতেক ব্রহ্মা।
এক সে পলকে দেখহ টাটকে
জানহ কতেক জনা ॥

শতমুখ দেখ সহস্রমুখ দেখ
দশমুখ আছে কতি।"
এ সব দেখল মুদিত নয়ন
কে জানে ঐছন গতি ॥

মন বিচারিয়া দেখল বেকত
হইল ফাঁফর মনে।
চরণে পড়িয়া স্তুতি করে শত—
"কে তোমা-মহিমা জানে ॥

ক্ষেম অপরাধ কর পরসাদ
শুনহ গোলোক-হরি।
আমি না জানিয়ে অপার অগাধ
এ রস-মহিমা-কেলি ॥"

চণ্ডীদাস কহে— "দয়ার সাগর
ধরিয়া এ দুই বাহে।
উঠ উঠ বলি কহে বনমালী
পাইয়া কিছুই মোহে ॥"

টীকা

পঙ্—৩-১০। চরিতামৃতে ইহার উল্লেখ আছে—"একদিন দ্বারকাতে ব্রহ্মা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে দ্বারপাল কৃষ্ণকে তাঁহার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ ব্রহ্মা?" ব্রহ্মা এই প্রশ্নের হেতু জানিতে অভিলাষ করিলে—

শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মারগণ আইল ততক্ষণে ॥
শত-বিশ-সহস্রাযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ-মুখ কারো নাহিক গণন ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইলা। ইত্যাদি।
(ঐ, মধ্যের একবিংশে)

২২। বাহে :—বাহুতে।

৫। যশোদার বাৎসল্য

[১৮১]

সিন্ধুড়া

কানু কহে—"শুন রাখাল যতেক
হইল উছর বেলা।
শ্রীদাম সুদাম ভাই বলরাম
আর কি করহ খেলা ॥
ধেনু কর জড় আর খেলা ছাড়
কালি সে খেলিহ খেলা।
আজু চল ঘরে যাব কুতূহলে
ধেনুগণ কর মেলা ॥
আজুকার গোঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল।
ধেনুগণ লয়া হৈ হৈ রব দিয়া
আজুকার মত চল ॥"
পথে চলি যায় মাঝে যদুরায়
মুরলী-বদনে গায়।
শিঙ্গা-বেনু-রবে আনন্দে চলয়ে
গোকুল-মুখেতে ধায় ॥
যমুনা-পুলিন প্রবেশ হইয়া
নিজ গৃহে চলি যায়।
ধেনুগণ গৃহে রাখিয়ে গোপনে
যশোমতী মুখ চায় ॥
কোলেতে লইয়া নন্দের নন্দন
বদন চুম্বল রসে।
কত শত শত আসিয়া পাইয়া
রসের আনন্দে ভাসে ॥
"এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন বা বনে।
এখানে এ ধড় গৃহ মাঝে ছিল
পরাণ তোমার সনে ॥
আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি।"
চণ্ডীদাস বলে— "ক্ষণেক নেহালে
ও মুখবদন-শশী ॥"

টীকা

পঙ্—৯-১০। এখানে ধেনু-বৎস-হরণের ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,

ঐ পালার পরেই দীন চণ্ডীদাস যশোদার বাৎসল্যের পালা তাঁহার কাব্য-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

২৭। ধড় :—শরীর।

---

[১৮২]

পূরবী

"তুমি মোর প্রাণ— পুথলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন
পাইয়া আনন্দ বড়ি।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ-হিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি॥
শুনহ কানাই, আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।
আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কতবার হই হারা॥
মরু মেন যত ধেনু গাই
তোমার বালাই লয়ে।
কালি হৈতে বাপু ধেনু গোঠ-মাঠ
না পাঠাব বন দিয়ে॥
কি বলিব নন্দ তোমার যুকতি
কানু পাঠাইয়া বনে।
না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে॥
বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দূল ভুজঙ্গ রহে।
জানিবা কখন করয়ে দংশন
এ বড়ি বিষম মোহে॥
আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি॥"
চণ্ডীদাস বলে— "অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায়।
এ না কভু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায়॥"

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। মরু—মৃত হউক, মরুক। মেনে—মণাক্ হইতে; তু°—প্রা°—মণং, মণঅং ইত্যাদি। তোমার আপদ বালাই লইয়া গাভীগণ মরুক, ইহাও সহ্য হইবে, তথাপি তোমাকে ধেনুরক্ষার্থে বনে পাঠাইতে ইচ্ছা হয় না।

১৭-১৮। নন্দ যে কোন্ যুক্তিতে কানুকে বনে পাঠান, তাহা বলিতে পারি না।

---

[১৮৩]

শ্রীসূহা

বদন নেহারি ঢর ঢর বারি
ও অঙ্গ বাহিয়া পড়ে।
নিশ্বাস হুতাশ ঘন ঘন দেখি
অতি সে করুণা-স্বরে॥
এ ক্ষীর-নবনী ছেনা সর আনি
দেওলি কানাই-মুখে।
যতন করিয়া পিয়াইছে রাণী
দূরে গেল যত দুখে॥

"কহ দেখি বাপু, আজু কোন্ বনে
চরাইলে সব ধেনু।
আজু কেন বাপু, শুনিতে না পাই
তোমার মোহন-বেণু॥

আন দিন শুনি বেণু-রবখানি
আজু না শুনিতে পায়ে।
মনে উঠে কত বিষম সন্তাপ
শুনিলে থাকিয়ে জীয়ে॥

তখনি বলেছি যমুনা-নিকটে
রাখিও ধেনুর পাল।
আপনি যাইয়া তোরে দেখি গিয়া
তবে সে জুড়াই ভাল॥

এ ক্ষীর নবনী শাকর সেবনি
রাখিল যতন করি।
কোন শিশুগণে নিবার কারণে
না আইসে যতন করি॥

এই বড় দুখ নাহি হয় সুখ
উঠিল আগুন বড়।"
চণ্ডীদাস বলে— "রাণীর করুণা
বড়ই দেখিল দড়॥"

টীকা

পঙ্—২১-২৪। ক্ষীর, ননী, শর্করা প্রভৃতি সেবনীয় দ্রব্য আমি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু (অন্যান্য দিনের ন্যায়) কোন বালক আসিয়া তাহা লইয়া যায় নাই।

[১৮৪]

কামোদ

বিচিত্র পালঙ্কে শয়ন করায়ে
নন্দরাণী কিছু বলে।
"আজি কেন ধেনু উছর গমন
আনিলে যতেক পালে॥"

মায়ে কিছু বলে গমন-বিলম্ব—
"শুনহ বেদনী মাই।
চোরা ধেনু সনে যাইতে যাইতে
বনে বনে বুলি তাই॥

বিষম বিপাকে চোরা ধেনু সনে
পাইয়ে যাতনা বড়ি।
একলা কত না ফিরাব বাছুরি
কাননে যাইয়া পড়ি॥

যদি কিছু বলি ভাই বলরামে
ফিরাইতে ধেনুপাল।
শীতল ছায়াতে বসিয়া থাকেন
কোপেতে লোচন লাল॥

আর শিশুগণে আপন কাজেতে
তাদের এমনি রীতি।
কেবা করে কার নিজ কাজে দড়
সবার সমান মতি॥

আর বনে আমি না যাব জননি
এত কি বেদনা সয়।"
শুনি নন্দরাণী করুণ হৃদয়
কাষ্ঠের পুথলি রয়॥

"কত না ক্ষুধায় পীড়িত হয়েছ
বাছনি যাদুয়া মোর।"
চণ্ডীদাস বলে— শুনিয়া যশোদা
দুখের নাহিক ওর॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। আজি কেন ধেনুর পাল অনেক দূরে লইয়া গিয়া চরাইয়া আনিলে ?

৫। মায়ে—মাকে।

৮। বুলি—ভ্রমণ করি।

১১। বাছুরি :—সং—বৎসতর, অথবা—বৎসরূপ হইতে, ক্ষুদ্রার্থে বা আদরে ই ; গোবৎস।

২৪। পুথলি :—সং—পুত্তলি (প্রতিমূর্ত্তি) হইতে।

---

[১৮৫]

সূহ-সিন্ধুড়া

"আহা মরি মরি পরাণ-পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা॥
এ দুঃখে না জীব নন্দে কি বলিব
এ শিশু পাঠায়ে বনে।
এ ঘর-করণে আনল ভেজাব
কিবা সে করয়ে ধনে॥
ইহাকে অধিক আর কিবা ধন,
যারে না দেখিলে মরি।
কালি আর গোঠে না পাঠাব মাঠে
কেবা কি করিতে পারি॥"
মধুর বচনে কহে নন্দরাণী
মরমে পাইয়া ব্যথা।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলিছে হিয়ায়
শুনিয়া পুত্রের কথা॥
"তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।
তোমা হেন ধন আর কোথা পাই
বিধাতা দিয়াছে মোরে॥
কত কত বার ছেনা ননী সর
পিয়াই রজনী জাগি।
কাটারা ভরিয়ে রাখিয়ে থাপিয়ে
রাখিয়ে যাহার লাগি॥
এ জন কেমনে এই ধেনু সনে
ফিরিবে বনেতে বনে।
অভাগী মায়ের বিষম অন্তর
ক্ষেণে কত উঠে মনে॥"
মায়ের রোদন বেদন দেখিয়া
কহিছে কানাই তায়।
"পরিবোধ চিতে বেদনী জননি,"
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

---

[১৮৬]

সূহ

চিবাইতে দিল কর্পূর তাম্বূল
স্নেহে সে যশোদা মা।
ধরিয়া চরণ জাতিয়া দিছেন
শীতল পাখার বা॥
বদন নেহালে যশোদা সুন্দরী
ঘুমল কমলআঁখি।
গৃহকাজে মন করিল গমন
আন আন কাজ দেখি॥
"শুন নন্দঘোষ পাছে কর রোষ
কহিয়ে তোমার কাছে।
শুনিল বনের দুখের বিচার
কহিতে কি আর আছে॥

চোরা ধেনু সনে বহু দুখ মেনে
পাইল যাদব মোর।
শুনিতে শুনিতে পরাণ বিদরে
দুখের নাহিক ওর ॥
বল দেখি তুমি এমন ধবলী
কেনবা পাঠাও বনে।
রাজকর লাগি এমন বয়সে
বঙ্কিল ধেনুর সনে ॥"
নন্দ কহে—"শুন, এমন সম্পদ্
আর না পাঠাব তারে।"
চণ্ডীদাস বলে— "ঐছন আরতি
এ লীলা বুঝিতে পারে ॥"

টীকা

পঙ্—১৪। যাদব :—সং—জাত (শিশু) হইতে আদরে। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনকে যাদব নামে ডাকা হইয়াছে (শব্দকোষ)।

২০। বঙ্কিল :=বক্রিম হইতে (?) বাঁকা, দুষ্ট অর্থে।

৬। রাইরাখাল

[১৮৭]

সূহ

এই মত নিতি বনে বিহরয়
অপার যাহার লীলা।
নিতি নিতি নব এ নব কৈশোর
কে হেন জানিব খেলা ॥
প্রভাতে উঠিয়া গোঠে আরোহণ
আইলা যতেক শিশু।
"ভাই ভাই" বলি ডাকে কত জনা
শ্রীদাম আছয়ে পাছু ॥
সুবল যাইয়া কানু জাগাইয়া
কহিছে মধুর বাণী—
"গোঠেতে যাইতে শিশু চারি ভিতে
কিনা যাবে ইহা শুনি ॥
বল দেখি ভাই, মোরা শুনি তাই"—
দু' আঁখি কচালি করে—
"আজিকার মত কহিয়ে বেকত
আজি সে রহিব ঘরে ॥"
সুবল জানল কানুর চরিত
কহিতে লাগল তায়।
"আজুকার বড় শ্রমেতে আগল
* কিছু সুখ চায় ॥
চল সব গণে ধেনুবৎসগণে
ক্ষেতে চরাইব ধেনু।"
শুনি সব জন সুবল-বচন—
"আজু না চলব কানু ॥"
আপনার ঘরে সব জন চলে
ধেনুগণ করে মেলা।
নিকট আটনে চরে ধেনুগণে
চণ্ডীদাস তথা গেলা ॥

টীকা

পঙ্—১৯। আগল :—অলগ্ন হইতে অভিভূত অর্থে। অথবা—অঘোরার্থক আগোর হইতে, যেমন—"পরশে নাগরী, হইলা আগরী, পড়িলা বেণানী কোড়ে" (চণ্ডীদাস, ৪৭ পৃঃ)।

২৭। আটনে :—আবৃত বা অবরুদ্ধ স্থানে।

---

[১৮৮]

ধানশী

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেঁধে যাব চল যেথা কমলআঁখি॥
বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম-জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে॥
চূড়াটি বাঁধহ শিরে যত সখীগণ।
পীত ধরা পর সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডীদাস বলে – "শুন রাধা বিনোদিনি।
নয়নে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি॥"

টীকা

কোন নূতন লীলা করিবার জন্য যে কানু গোষ্ঠে গেলেন না, ইহা সুবল বুঝিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য)। এখানে দেখা যাইতেছে যে নিজে বাড়ীতে থাকিবেন বলিয়া রাখালগণকে গৃহে পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাখালবেশধারিণী গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই পদের প্রথম পঙক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, এই পালাটি যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কারণ কোন্ ছলে যে কৃষ্ণ পুনরায় গোষ্ঠে গিয়াছিলেন, তাহা যে পদে বর্ণিত হইয়াছিল তাহা এই পদের পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, অতএব পরস্পর সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়াছে।

---

[১৮৯]

সুহই

"কেহ হও দাম শ্রীদাম সুদাম
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে নটবর সনে
কাননে করিব দেখা॥
পর পীত ধড়া মাথে বাঁধ চূড়া
বেণু লও কেহ করে।
'হারে রে রে'-বোল কর উচ্চরোল
যাইব যমুনাতীরে॥
পর ফুলমালা সাজাহ অবলা
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম সাজ বলরাম
যাইতে হইবে সবে॥"
যোগমায়া তখন কহিছে বচন—
"রাখাল সাজহ রাই।"
চণ্ডীদাস ভণে— "দেখিগে নয়নে
আমি তব সঙ্গে যাই॥"

---

[১৯০]

ধানশী

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥
সাজল রাখালবেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম, কানাই আপনি॥
বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রাম কানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥
চণ্ডীদাস বলে—"যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥"

টীকা

পঙ্‌—১। যোগমায়া :—গোস্বামিগণের গ্রন্থে এবং চৈতন্যপরবর্ত্তী পদাবলীতেও ইঁহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। তু°—"যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী" (তরু, পদ সং ১১৩৫)। বৃহদ্‌গণোদ্দেশদীপিকায় ইঁহাকে অবন্তীপুরবাসী

সান্দীপনিমুনির মাতা, এবং দেবর্ষি নারদের শিষ্যা, ও বৃন্দাবনস্থা বৃদ্ধা তপস্বিনী বলা হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে বড়াই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সংঘটন করাইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে যোগমায়া পূর্ণিমা দেবীর সাহায্যেই কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই পদটি চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে রচিত হইয়াছিল।

৫। হেলে :—বক্র।

---

[১৯১]

বিভাষ

গায়ে রাঙ্গা মাটি কটিতটে ধটী
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর বাজে সবাকার
গলে গুঞ্জ-মালা বেড়া॥

সবাকার কুচ হইয়াছে উচ
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল গাঁথি শতদল
সবাই গাঁথিল মালা॥

ঠারে ঠারে চূড়া গলে দিল মালা
নাসিয়ে পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপানে কুচ ঢাকা গেল
চলিল পরম সুখে॥

কেহ পীত ধটী কেহ লয়ে লাঠী
গর্জ্জন শবদে ধায়।
চণ্ডীদাস ভণে— গহন কাননে
শ্যাম ভেটিবারে যায়॥

টীকা

পঙ্—১। ধটী :—ধড়া।
১০। নাসিয়ে :—ঝুলিয়ে।
১৬। ভেটিবারে :—মিলিত হইতে

---

[১৯২]

বিভাষ

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥
"কোন গ্রামে বসতি রে, কোন গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর॥
কাহার নন্দন তোরা, সত্য করি বল।"
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল॥
রাধা-অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদমস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥
ললিতা হাসিয়া বলে—"শুন শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥"
চণ্ডীদাস বলে—"শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণী॥"

টীকা

এখানেও দেখা যাইতেছে যে, এই লীলার পরিসমাপ্তি বর্ণিত হয় নাই।

অক্রূরাগমন

[১৯৩]

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠল শ্যামরুচন্দ্র।
মুখ শশীখানি সুবাসিত জলে
ধোয়ল গোকুলচন্দ্র॥
স্নেহে যশোমতী আদর স্বভাবে
এ ক্ষীর নবনী আনি।
কানাই-বদনে দিয়া সে যতনে
কহেন মধুর বাণী—
"আজু বনে তুমি যাবে যাদুমণি,
শুনিতে লাগয়ে ডর।
লোক-মুখে শুনি বিষম কাহিনী
থাকয়ে কংসের চর॥"
কানু বলে—"মাতা না কর সংশয়
তোমার চরণ-আশে।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংসচরে
তারে বা গণয়ে কিসে॥"
মায়ের করুণ বচন শুনিতে
সেহেন যাদব রায়।
মধুর বচন করিয়া ছন্দন
আরতি কহিছে মায়—
"কোটি কংস তারে কটাক্ষ নিমিষে
করিতে পারয়ে ধ্বংস।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংস মোরে
আমি যদুকুলবংশ॥"
মায়েরে তুষিতে চতুর কানাই,
"শুন গো বেদনী মায়।
বেশের রচনা করহ রচনি"—
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

টীকা

গোষ্ঠলীলার অন্তর্গত কোন এক রাত্রির পরবর্ত্তী (রাসলীলার পরবর্ত্তীও হইতে পারে) ঘটনা এখানে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

পঙ্—২। শ্যামরুচন্দ্র :—শ্যাম-রূপ-চন্দ্র।

১১-১২। তু°—

"আর এক আছে কংসের আরতি
জানি বা ধরিয়ে লয়।"
(পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৭ সংখ্যক পদ)

১৪। আশে :—আশীর্ব্বাদ।

১৯-২০। ছন্দন :—ইচ্ছানুরূপ রচনা। আরতি :—(আরত্যবরতি বিরতয় উপরামে—অমর) বিরতি, নিবৃত্তি অর্থে ভয় পরিত্যাগ করিবার জন্য সান্ত্বনা বাক্য।

---

[১৯৪]

বেলয়ার

বেশ বনাইছে মায়।
চাঁচর চিকুর বনাই সুন্দর
চূড়াটি বাঁধিল তায়॥
বেড়িয়া মালতী আনি জাতি যূথি
কুন্দের কলিকা দিয়ে।
তাহার উপরে মুকুতার মালা
প্রবাল মাঝারে দিয়ে॥
সোনার দু থরি মালা দিয়া ফেরি
মানিক খোপনি সাজে।
পরশ পাথর গাঁথি থরে থর
কি শোভা দেখ না মাঝে॥

ময়ূর-শিখণ্ড দিয়া তারপর
বিনি বায়ে দেখ উড়ে।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
উড়িয়া উড়িয়া পড়ে॥
দুদিকে দুকানে কদম্বের ফুল
কি শোভা পেয়েছে দেখি।
নীলমণি যেন হেন লয় মন
নব ঘন কিসে পেখি॥
কপালে মলয়— চন্দন-তিলক
তাহে গোরোচনা-ফোঁটা।
শ্রীমুখ ঝলকে যেমন অলকে
পূর্ণিমা চাঁদের ঘটা॥
অধর বান্ধুলী যেন রাতাগুলি
কি জানি হিঙ্গুলে দলি।
নয়ন চাতক তাহাতে কাজল
আতি সে শোভন ভালি॥
বাহেটার বালা গলে বনমালা
কটিতে ঘুঙ্গুর বায়।
করেতে মুরলী শোভে দেখ ভালী
রতন নূপুর পায়॥
চণ্ডীদাসে কয়— "নটবর-রূপ
সদাই দেখিয়ে থাকি।
হেন মনে হয় নীল নবঘন
হিয়াতে ভরিয়া রাখি॥"

টীকা

পঙ্—২। চাঁচর :—সং—চঞ্চল শব্দ-জাত, কুঞ্চিত। চিকুর :—কেশ। বনাই :—বর্ণাপন (বিন্যাস) হইতে "সজ্জিত করিয়া" অর্থে।

৮-৯। দু'খরি :—দুইস্তর ফেরি :—আবেষ্টন। খোপান :—বোধ হয় সং—ক্ষুপ হইতে (ঝোপের আকার বলিয়া) খোঁপা (শব্দকোষ)। মাণিক :—মাণিক্য হইতে বহু মূল্য অর্থে, অতিশয় সুন্দর।

১০-১১। তু°—
"তার মাঝে মাঝে মুকুতা দু'সারি
সাজে অতি অনুপাম।"
(চণ্ডীদাস, ৫৪ পৃঃ)।

১১-১৩। তু°—
"ময়ূর-শিখণ্ড বিনি বায়ে হেদে
হেলন দোলন করে।" (ঐ)

১৮-১৯। তু°—
"লোকে তারে কাল কয় সহজে সে কাল নয়
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।"
(তরু পদ সং ১২০)

এবং—তু°—"জলদ-বরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু"
(ঐ, ৩৫ পৃঃ)।

২১। গোরোচনা :—গো (গরুর মস্তক) হইতে যাতা রোচনা, পীতবর্ণ দ্রব্য-বিশেষ। তু°—"ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরোচনা কাঁতি, তার মাঝে পুনিমক চাঁদ" (তরু, পদ সং—১২০)।

২৪। রাতাগুলি :—রক্তোৎপল-সমূহ।

২৬। নয়ন চাতক :—তু°—"রাঙ্গা দীঘল দুটি আঁখি।" (ঐ, ১২২)।

২৯। বায় :—বাদিত হয়।

৩২। নটবর :—নর্ত্তক-শ্রেষ্ঠ।

---

[১৯৫]

বেলয়ার

"দেখ দেখ নন্দরায় কি আনন্দ শোভা পায়
বিধু যেন ঢল ঢল দেখ যমুনায়।
নব নীল ঘন চাঁদ মন্মথ জিনি ফাঁদ
অমিয়-সাগর সুখ-সায়রে ভাসায়॥"

দেখিয়া আনন্দ বড়ি নন্দঘোষ রূপ হেরি
ধরণে নাহিক মেন যায়।
কোলে লয়ে নন্দরাণী— "ও মোর যাদুয়ামণি"
চুম্বন করিয়া কাঁদে মায় ॥

"এ বেশে কেমনে বনে যাইবে ধেনুর সনে
পদযুগ অতি সে কোমল।
বিষম ভানুর তাপ লাগিবে সে উততাপ
জানিবা গলিয়া হয় জল ॥

এই বড় উঠে ভয় হেন মোর মনে লয়
তৃণাঙ্কুর বাজে বা চরণে।
ঘরে বসি থাক বাপু তোমা না পাঠাব কভু"—
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥

টীকা

পঙ্—২। যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় সিগ্ধ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট।

৩। মন্মথ জিনি ফাঁদ :—তু°—"কোটি মদন জনু, নিন্দিয়া শ্যাম তনু" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

৪। তু°—"কিবা সে শ্যামের রূপ, সুধাময় রসকূল" (ঐ)।

৬। অপরিমিত আনন্দ যেন হৃদয়ে ধারণ করা যায় না।

৯-১২। তু°=

"ননীর অধিক শরীর কোমল
বিষম ভানুর তাপে।
জানিবা ও অঙ্গ গলি পানি হয়
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥ (ঐ, ৫৩ পৃঃ)।

[১৯৬]

রামকেলি

হেন বেলে যত রাখাল বালক
আইল কানাই নিতে।
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
বাঁশী শিঙ্গা বেনু গীতে ॥

"চল ভাই কানু কি কাজ বিলম্বে
হইল উছর বেলা।
এখন কি কাজে আছ গৃহমাঝে
করহ ধেনুর মেলা ॥

ধবলী শাঙলী অতি চোরা গাভী
যদি বা উচর হয়।
দূর বনে গিয়ে কোথা পড়ে ধেয়ে
এই উঠে মনে ভয় ॥

ত্বরিত গমন কি আর বিলম্ব
রাখাল আঙ্গিনা ভরা।"
কহে হলধর যশোদা গোচর
"তুমি সে করহ ত্বরা ॥"

এ কথা শুনিতে যশোদা-হৃদয়ে
উঠিল বেদনা বড়।
"কেমনে পাঠাব এহেন ছাওয়াল
তুমি সে হইও দড় ॥"

বলরাম করে ধরি কিছু বলে—
"শুন হলধর তুমি।
তোমারি করেতে সঁপিল যাদুরে
কি আর বলিব আমি ॥

কত শত বেরি কটোরাতে ভরি
রাখয়ে এ ক্ষীর সর।
নিশিতে পিয়াই তার নাহি লেখা
ভরিয়া এ দুটি কর ॥"

কহেন বচন বলরাম হেন—
"এ হরি সবার প্রাণ।
আমি সে থাকিতে কিবা ভয় কর"—
দীন চণ্ডীদাস গান॥

টীকা

পঙ্—১০। উচর :—বোধ হয় উচ্চণ্ড হইতে উদ্দাম, দুর্দ্দমনীয় অর্থে।

২৫। বেরি :—বার অর্থে, তু°—"মরণক বেরি" (বিদ্যাপতি)।

---

[১৯৭]

রামকেলি

পুনঃ পুনঃ কহিরে।
শুন বাপু হলধরে॥
কেবল আঁখির আঁখি।
তারার পুতলি সাখী॥
তুমি তো প্রবীণ বট।
আমার যাদুয়া ছোট॥
আপনার ক্ষুধার বেলে।
যাইতে দিও ত ভালে॥
সম্মুখে রাখিও কানু।
তুমি চরাইবে ধেনু॥
কানুর ধরাতে বাঁধি।
ক্ষীর ছেনা ননী চাঁছি॥
যাদুরে করিয়া কোলে।
আপনি খাইবে বলে॥
দুখিনী অভাগী আমি।
কেবল ভরসা তুমি॥
তিলে না দেখিলে মরি।
এই নিবেদন করি॥
এ কথা যশোদা বলে।
চণ্ডীদাস কহে ভালে॥

---

[১৯৮]

বেলোয়ার

চলিলা রাখাল— সকল মণ্ডল
লইয়া ধেনুর পাল।
'হৈ হৈ'—বলি দিয়ে করতালি
নন্দের নন্দন ভাল॥
কেহ নাচে গায় কেহ বেণু বায়
কেহ বেণু দেয় সাড়া।
কেহ তাল মান করে অতি গান
কেহ নাচে অতি গাঢ়া॥
কেহ বলে—"ভাই কোন্ বনে যাবে
কহত বোলত ভেয়ে।
সেই বন পানে চলে ধেনুগণে
তবে যাই ধেনু লয়ে॥"
বলরাম তায় কাহিছে সবহি—
"কানাই যাহাই বলে।
সেই দিক পানে চলহ রাখাল,
আমি সে কাহিয়ে ভালে॥"
যতেক রাখাল কহে বারে বারে—
"শুন হে রাখাল কানু।
আজু কোন্ বনে বলহ বচনে
কোথারে চালাব ধেনু॥"

কানু বলে—"আজু চালাহ সঘনে
ভাণ্ডীর-কানন-বনে।
সেই বন-মাঝে চালাইবে পাল"
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

জড় কর পাল সকল রাখাল
সিঙ্গাতে দেহত সান।"
চলি যায় সব রাখাল-মণ্ডল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

টীকা

পঙ্—৯-১০। অক্রূরাগমনের জন্য। এখনও রাখালেরা ইহা জানে না।

[১৯৯]

বেলোয়ার

ভাণ্ডীর কাননে চলে ধেনুগণে
সকল রাখাল মেলি।
নানামত খেলা সকল রাখালে
দিয়ে উঠে করতালি ॥
আর যত লীলা বিস্তার আছয়ে
ভাগবত-সুখ-কেলী।
সংক্ষেপ-রচনা কিছু কিছু আছে
কেবল ফুটক বলি ॥
আর পরমাদ পড়িল সংশয়
গোকুলে নন্দের ঘরে।
এ কথা না জানে কৃষ্ণ বলরাম
গোঠের লীলাতে ভোলে ॥
নানামত খেলা সকল রাখাল
খেলয়ে মনের সনে।
অবসান কাল আসিয়া হইল
জানিল বালকগণে ॥
"আজিকার মত খেলা সমাধিয়া
চলহ গোকুল-পুরে।
কালি আসি বনে খেলাব যতনে
শুন ভাই হলধরে ॥

[২০০]

পূরবী

চলত নাগর কান।
রাখাল চলিয়া যান ॥
কেহ নাচে গুণ-গানে।
যমুনা সরস মানে ॥
উঠিল বেণুর সান।
ধেনু চলে আগুয়ান ॥
মুরলী সুসর রবে।
পাষাণ হইছে দ্রবে ॥
কানুর বাঁশীর গানে।
যমুনা উজান পানে ॥
চলি যায় নানা রঙ্গে।
নবীন রাখাল সঙ্গে ॥
গোকুল-মুখেতে চলে।
হৈ হৈ রব বলে ॥
কোঁ কঁহু চলিল পথ বাই।
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

[২০১]

গৌরী

শিঙ্গা বেণু শুনি যশোদা রোহিণী
নাহিক সুখের ওর।—
"ঐ শুন শুন মধুর মুরলী-
মাধুরী কানুর জোর॥
সোনার পুতলি বনে পাঠাইয়া
আছিল চেতন হরি।
মরা তরু যেন বরিষ পাইলে
সে যেন মঞ্জরী সরি॥
কতক্ষণ হেরি সে চাঁদ-বদন
তবে সে জুড়াই-প্রাণ।
আঁখির তারাটি খসিয়া গেছিল
পুন সে বৈঠল ঠাম॥"
এই সে আশ্বাস যশোদা রোহিণী
কহয়ে মধুর বাণী।
দূর হইতে দুহুঁ শুনে একরস
শিঙ্গার মুরলী-ধ্বনি॥
আনন্দ-মগনে দুহুঁ সে ভাসল
সুখের নাহিক সীমা।
চণ্ডীদাস বড় সুখী হয় চিতে
দেখিয়ে দোঁহার প্রেমা॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। কানুর মধুর বংশীর সুমিষ্ট উচ্চ রব।
১২। ঠাম :—স্বস্থানে।
১৫। একরস :—এক (অখণ্ড, পরিপূর্ণ) রস (আনন্দ); পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত একাসক্তচিত্তে।
১৭। আনন্দ-মগনে :—আনন্দে আত্মহারা হইয়া; তু°—"যোগমগন হর" (হেম)।

অক্রূরের গোকুল-যাত্রা

[২০২]

সুহই

কংস নরপতি করিল আরতি
যজ্ঞ আরম্ভণ-কাজে।
বহু নরপতি নিমন্ত্রণ তথি
ভেজল সমাজ মাঝে॥

"গোকুল-নগরে ভেজব কাহারে
কৃষ্ণ বলরাম কাছে?"
লাগিল মনেতে নৃপতি ভাবিতে
মথুরাতে জিসে আসে॥

মনেতে পড়িল অক্রূর বলিয়া
ডাকিয়া আনিল তথি।
কহে নরপতি— "যাহ শীঘ্রগতি
কৃষ্ণ বলরাম প্রতি॥

ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করি আরম্ভণ
তুমি সে গোকুলে গিয়া।
কৃষ্ণ বলরামে আনহ স্বজনে
ত্বরায় আসিবে লয়া॥"

এ কথা শুনিয়া গদ্‌গদ হৈয়া
কহেন অক্রূর রায়।
রথ আরোহণে বিদায় হইয়া
কৃষ্ণ আনিবারে যায়॥

পথে যেতে যেতে আনন্দ-সহিতে
ভাবিতে লাগিল কত।
চণ্ডীদাস বলে— "ভাবের পুলকে
উঠিল বিভাব যত॥"

টীকা

পঙ্‌—১৫। স্বজনে :—নন্দাদি গোপগণের সহিত (ভা, ১০।৩৬।২৪)।

১৮। ভাগবতে আছে যে কংসের কথা শুনিয়া অক্রূর তাহাকে ভবিতব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন (ভা, ১০। ৩৬।২৮-২৯)।

২৪। বিভাব :—রসের স্থায়িভাবের কারণভূত বিবিধ প্রকার ভাব।

---

[২০৩]

গড়া

"আজু বড় মোর শুভ দিন দিল
নিশি পোহায়ল মোর।
গদ্‌গদ হৈয়া ভাবে আবেশিয়া
সুখের নাহিক ওর ॥

আজু [সে] দেখব চরণ দু'খানি
লোটায়ে পড়িব তায়।
প্রেমে কত শত প্রণাম করিব
সে দু'টি কমল-পায় ॥

তবে যদুনাথ ধরি দু'টি হাত
পরশ করব মোরে।
আলিঙ্গন-রসে গদ্‌গদ হব
ও নব নাগরবরে ॥

পাইয়া পরশ হইব হরষ
ভাসিব আনন্দ-জলে।"
এ সব কাহিনী কহিতে চলল
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

টীকা

পঙ্‌—১-২। তু°—"অদ্য রজনীপ্রভাতসময়ে ভূরি শুভ দর্শন হইয়াছিল (ভা, ১০।৩৮।১৩)।

৫-১২। তু°—"তাঁহাদের চরণে প্রণত হইব, তাঁহারা করপদ্ম আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন" ইত্যাদি (ভা, ১০।৩৮।১৪)।

---

[২০৪]

গড়া

এ সব বচন ভাবিতে ভাবিতে
অক্রূর চলিয়া যায়।
প্রেমের স্বভাবে রসে আবেশিয়া
পুলক হইছে গায় ॥
যেমন কদম্ব- কেশর ফুটল
তৈছন অক্রূর-দেহা।
প্রেম-অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
বিসরল নিজ-গেহা ॥
স্বেদবিন্দু অতি ক্ষেণেক চেতন
ক্ষেণেক অবশ হয়
ভাবের বিকারে আপনা পাশরে
আপনার বশ নয় ॥
"কংস রাজা হইতে আমার হইল
ও পদ-দর্শন-লেহ।
সে রাঙ্গা চরণে লোটায়ে পড়িব
নিজ আপনার দেহ ॥
কিবা সুখদশা সুখে নাহি সীমা
জনম সফল মানি।
প্রভুর চরণ দেখিব নয়নে
কহিব বচন-বাণী ॥

যে পদ-পরশ- আশে অবিরত
ব্রহ্মাদি যতেক দেবা।
বৃন্দাবনে আসি তরুলতা হয়ে
থাকিয়া করয়ে সেবা॥
দেব শূলপাণি অবিরত গুণি
গাইতে পরম সুখে।
মুনি ঋষিগণ করয়ে স্তবন
অতি সে পরম সুখে॥
গোকুল-ঈশ্বর গোকুলে আসিয়ে
জন্মিলা নন্দের ঘরে।"
চণ্ডীদাস বলে— "হেনক সম্পদ্
হেরিব মনের সরে॥"

টীকা

পঙ্—৩-৮। শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ দর্শনে অক্রূরের যে আহ্লাদ জন্মিল, তাহাতে প্রেমহেতু তাঁহার গাত্রলোম অঙ্কিত হইয়া উঠিল, এবং অশ্রুকণায় লোচনদ্বয় আকুল হইল। (ভা, ১০।৩৮।২৫-৩২।)

১৩-১৪। সং—স্নেহ হইতে নেহ>লেহ, এখানে অনুগ্রহ অর্থে। তু°—"কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি হরির পাদপদ্ম দেখিতে পাইব; অতএব সে অদ্য আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করিল" (ভা, ১০।৩৮।৬)।

২১-২৬। ব্রহ্মামহেশ্বরাদিও কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন (ভা, ১০।৩৮।৭), এবং তাঁহার পদরেণু অখিল লোকপালগণ স্বস্ব কিরীটে ধারণ করেন (ঐ, ১০।৩৮।২৪)। দেবতাগণের তরু-লতা হইয়া জন্মিবার কথা অন্যত্রও পাওয়া যায়, যথা—

"ব্রজপুরে হেতা হয়ে গুল্ম-লতা
ইহাতে করিয়ে বাসে।"
(চণ্ডীদাস, ১৩১ সং পদ)।

[২০৫]

সিন্ধুড়া

মুনিগণ যারে ভাবে নিরন্তরে
অনন্ত সহস্র মুখে।
সে জন না পায় মহিমা অপার
আন কি জানিব লোকে॥
ধন্য সে গোকুল- নগর সকল
সদাই দেখয়ে কানু।
ধন্য সে যশোদা ধন্য সে গোপিনী
সঁপিল আপন তনু॥
ব্রজবাসী বালা ভাল পেয়ে মেলা
কানাই সঙ্গেতে খেলে।
'ভাই, ভাই'—বলি কাঁধে করে লয়ে
চরায় ধেনুর পালে॥
না জানে লোকেতে গোলোক-ঈশ্বর
বিহরে গোলোকপতি।
নয়ন ভরিয়া চাঁদ মুখ দেখে
আনন্দে এ দিনরাতি॥
স্নেহভাবে সেই নন্দযশোমতী
করিয়া বালক-ভাব।
পতিভাবে গোপী পীরিতি করিয়া
তার শেষে হরি লাভ॥
কানাই রাখাল করিয়া মানল
গোকুলপুরের লোক।
কৃষ্ণরূপ হেরি আনন্দে বিহরে
নাহি কোন দুখ শোক॥
চণ্ডীদাস আশ করে পদতল
তাহার কণিকা পেতে।
মন নহে ভাল চিত্ত নহে দঢ়
কেমনে পাইবে তাথে॥

টীকা

পঙ্—২-৩। অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করেন (ভা, ২।৭।৪০)। তু°—"অনন্ত সহস্রমুখে।
বলিতে বলিতে না পারে বদনে
আন কি জানিব মোকে॥"
(পরবর্ত্তী ২১৫ সং পদ)।

৭-১০। মাধুর্য্যভাবের প্রীতির মধ্যে এখানে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে।

তু°—"মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।" ইত্যাদি
(চরিতামৃত, আদির চতুর্থে)।

১৭-১৮। তু°—
"মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন-পালন॥" (ঐ)

---

[২০৬]

শ্রী

গদ্‌গদ প্রেমে পথে যায় চলি
আনন্দ হইয়া বড়ি।
অশ্রুজলে অঙ্গ তিতিল সকল
রথের উপরে পড়ি॥
এই মত কত ভাবের উদয়
অক্রূর মহা সে মতি।
"শুভ দশা মোর আজি সে ফলিল
দেখিব গোলকপতি॥
যে পদপল্লব যোগীর ধেয়ান
করিলে নাহিক পায়।
সে জন দেখিব নয়ন ভরিয়া
দু' আখি জুড়াব তায়॥"
এই সব কথা ভকত-বিচার
করি গেলা মনে মনে।
বিষম পড়িল গোকুল-নগরে
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

শ্রীরাধিকার স্বপ্ন

[২০৭]

ভৈরবী

প্রভাতে উঠিয়া বিনোদিনী রাধা
কহিতে লাগিলা কথা—
"তোমরা জানিলে এ সব কাহিনী
হিয়ায় পাইবে ব্যথা॥
আজুর নিশির স্বপন দেখিল
অতি অদভুত বাণী।
শুনহ সজনি তোমরা চেতনি
কি হয়ে নাহিক জানি॥"
সব সখী বলে— "কহ কহ রাধা,
কি হেতু ইহার শুনি।"
রাই কহে সব নিশির স্বপন
কহিতে লাগিল বাণী॥
"নিশি অবশেষে ঘুমে অচেতন
হেনক সময়কালে।
রথ-আরোহণ করি একজন
আইল গোকুলপুরে॥
আমি যেন বিকে বড়াইএর সাথে
গেছিল গোকুলপুরে।
হেন বেলা দেখা হইল আমার
কহিতে লাগিল তারে॥

'রথ আরোহণে কোথারে গমন
এ পথে যাইছ তুমি।
কি নাম তোমার কহিবে গোচর'
তাহারে কহিল আমি ॥
কহিতে লাগিল সব বিবরণ—
অক্রূর আমার নাম।
কৃষ্ণ বলরাম আনিতে যতনে
এ কংস রাজার ধাম ॥
এ কথা শুনিয়া বেদন পাইয়া
আসিতে গৃহের মাঝে।"
চণ্ডীদাস বলে— "নিশির স্বপন
মিছা হয় সব কাজে ॥"

---

[২০৮]

ভৈরবী

এ কথা কহিতে সব সখীগণ
কহিছে রাধার কাছে।
"স্বপন আপন না হয় কখন
শয়ে এক সাচা আছে ॥"
"হেন বেলে মোর নিঁদ দূরে গেল
হিয়ায়ে হইল দুখ।
সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়ে
অঙ্গেতে নাহিক সুখ ॥"
কোন সখী বলে— "অনুভবে দেখি
ঐছন করিয়া হিয়া।
কি জানি স্বপন কি না হয়ে পুন
গণাহ গণক লয়া ॥"
"ভাল না কহিলে মরম সখি হে,
মনেতে লাগল মোর।
দেয়াশীর ঘর যাহ একজন
বুঝহ ইহার ওর ॥"
এক গোপনারী দেয়াশীর ঘর
গেল সে বিরস মতি।
"গৌরীর মাথায়ে ফুল চড়াইয়া
বুঝহ একাজ-গতি ॥"
ফুল চড়াইল গৌরীর মাথায়ে
দেয়াশী কহিছে ভালে—
"যে কারণে গোপী আরাধল আসি
দিবে সে মাথার ফুলে ॥"
ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাহি পড়ে
দেয়াশী কহিল তায়—
"অতি অমঙ্গল পড়ল গোকুল
না জানি কি জানি হয় ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন গোপনারি,
সকল মিছাই নয়।
কখন কখন কাজের গোচর
কিছু কিছু সত্য হয় ॥"

টীকা

পং—৪। শতকরা একটি সত্য হইতে পারে।

৫। নিঁদ :—সং—নিদ্রা হইতে। তু—"দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে" (কৃঃ কীঃ, ৩৯০ পৃঃ)।

৭। ইহার যথার্থতা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

৯-১২। তোমার মন যখন ঐরূপ করিতেছে, তখন মনে হয় স্বপ্ন সত্যও হইতে পারে, অতএব গণকের নিকটে ইহার ফলাফল জানা উচিত।

১৩। না :—এখানে কথার মাত্রা রূপে ব্যবহৃত।

১৫। দেয়াশীর :—সং=দেববাসিনী শব্দ হইতে। কোন দেবতার দৈবশক্তিসম্পন্না উপাসিকা। ওর—পার, সীমা, ফলাফল।

১৯-২০। কপালকুণ্ডলাতে বর্ণিত হইয়াছে যে কালীর পাদপদ্মে ফুল অর্পণ করিয়া নবকুমার ভবিষ্যৎ জানিয়াছিলেন।

২৯-৩২। সকল স্বপ্নই মিথ্যা হয় না, কার্য্যগতিকে কথনও কিছু কিছু সত্য হইয়া থাকে।

---

[২০৯]

ভৈরবী

সেই গোপ-নারী রাধার গোচর
কহিতে লাগিল গিয়া—
"সেই গৌরী-শিরে পুষ্প চড়াইতে
দেয়াশী বিনয় হৈয়া॥
না পড়ল তার শিরে এক ফুল
শুনহ সুন্দরী রাধা।
অমঙ্গল যেন অনেক অন্তর
সকল দেখিল বাধা॥"
একথা শুনিয়া সবার চিত্তেতে
বিস্ময় ভাবিল বড়ি।
"গণক আনিয়া তারে গণাইব"
সেজন পাড়িয়ে খড়ি॥
আসিয়া গণক বসিলেন তথি
লিখিল ষোলই ঘর।
তাতে আঁক রাখে বেদ পরিমাণ
খড়ি দিল তার পর॥
প্রথম বামের ঘর ছাড়াইয়া
তার পাশে পড়ে খড়ি।
সীতার ঘরেতে খড়ি বসাইল
একথা কহিল 'ডেড়ি'॥
"সীতাব ঘরেতে বহুদুখ বোলে"—
গণক কহিল তায়।
*   *   *   *   *   *
*   *   *   * ॥
"মনে করি কিবা"— কহে খড়ি দিয়া
গণক কহিল পুনঃ।
"এই মনে কর রহে গিরিধর
মথুরা না যায় যেন॥"
"সীতার ঘরেতে এ খড়ি উঠল
'সামাল' কহল তায়।"
এ কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল
দ্বিজ চণ্ডিদাস গায়॥

টীকা

পঙ্‌—৭-৮। সুদূর ভবিষ্যতে অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি, বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

১৫। তাহাতে চারিটি সংখ্যাপাত করিল।

২০। "বিপদ্" এই কথা বলিল। তু°—"খড়িপাতি বলে খুড়া, যে কিছু বাড়ীর ডেড়া, খড়িপাতি বুঝিনু বিস্তর" (ঘনরাম)।

২৮। সামাল :—সাবধান হও।

---

[২১০]

শ্রী

আসিতে অক্রূর দেখি অদভুত
পথের মাঝারে চিহ্ন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সে পতাকা
রহিছেন অন্য অন্য॥

দেখি সে চরণ পড়িয়া সঘন
লোটাইয়া পড়ে অঙ্গ।
প্রেমে গদ্‌গদ সুখের আমোদ
উঠিল আনন্দ-রঙ্গ॥
প্রদক্ষিণ করি অষ্টাঙ্গ প্রণাম
সহস্র সহস্র করে।
নয়নের জলে অঙ্গ বহি যায়
যেমন যমুনা-নীরে॥
অচেতন পেয়ে পড়ে মূরছিয়ে
চেতন নাহিক হয়।
বহুক্ষণে তবে চেতন পাইয়ে
উঠিল সে মহাশয়॥
যমুনা দেখিয়া প্রণাম করিলা—
"তুমি সে সুধন্য মানি।
তোমার তীরেতে বিহরি খেলয়ে
সে হরি গোকুল-মণি॥
এ বোল বলিয়া গেল পার হইয়া
প্রবেশে গোকুল-পুরে।
নন্দের দুয়ারে রথ আরোপিয়া
চলিলা মন্দির-পরে॥
দেখি নন্দঘোষ হইলা সন্তোষ
বসিতে আসন দিয়া।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাহারে তুষিল
অতি সে আনন্দ হয়া॥
নানা আয়োজন বিবিধ ব্যঞ্জন
রন্ধন করায় তথি।
ঘৃত দুগ্ধ তথি মিষ্টান্ন সাকরি
বিবিধ ভোজন রীতি॥
চণ্ডীদাস বলে— "নন্দের সনেতে
দোঁহে করে কোলাকুলি।
আনন্দ-মগন ভেল দুইজন
কথার চাতুরী মেলি॥"

টীকা

পঙ্—৪। পৃথগ্‌ভাবে রহিয়াছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই সকল চিহ্নে চিহ্নিত চরণ দ্বারা ব্রজভুমি শোভিত করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩৮।২৮)।

২৫-৩২। অক্রূরকে পাদ্য-অর্ঘ্য এবং বহুতর ব্যঞ্জনসহ পবিত্র অন্ন দেওয়া হইয়াছিল (ভা, ১০।৩৮।৩৫)।

---

[২১১]

গৌরী

বিচিত্র আসনে বসিলা সঘনে
রন্ধন করিলা তায়।
ভোজন করিল অতি বিলক্ষণ
আচমন করি তায়॥
আচমন করি বিচিত্র পালঙ্কে
শুতল অক্রূর রায়।
কর্পূর তাম্বূল আনল মধুর
নন্দ যোগাইল তায়॥
তবে পুছে বাণী— "কহ কহ শুনি,
কেন বা আইলে ইথে।
কহ সমাচার কি হেতু বেভার"
অক্রূর বলেন তাথে॥
"ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি
শুন নন্দঘোষ রায়।
কৃষ্ণ বলরাম দু'জনে লইতে
আইল, আরতি তায়॥
মোরে পাঠাইল গোকুল-নগরে
লইতে এ দুই ভাই।"
শুনিতে নন্দের হিয়া দরদর
আঁধার মানিল তাই॥

'কি বোল বলিলে!' যেমন বজর
পড়িল নন্দের মুণ্ডে।
যেমন আকাশ কুলিশ পড়ল
শুনিতে তাহার তুণ্ডে॥
চণ্ডীদাস বলে— "আর কি বাঁচিব
গোকুলে গোপীর প্রাণ।
বিফল করল সকল অথির
ছাড়ব নাগর কান॥"

টীকা

পঙ্—১১। বেভার:—সং—ব্যবহার হইতে আগমন-রূপ আত্মীয়তা অর্থে।
২৭। অথির—অস্থির।

---

[২১২]

ধানশী

এ কথা যখন শুনিল যশোদা
কহিতে লাগিল তায়।
"কি বোল, কি বোল আর আর বল"—
ঘন ঘন পুছে তায়॥
কাঁদি কহে নন্দ— "ঘুচিল আনন্দ
অক্রূর আইল নিতে।
কৃষ্ণ বলরাম লইতে দু'জন
এই সে কংসের চিতে॥"
এ কথা শুনিয়া নন্দ-পানে চেয়ে
পড়িল ধরণীতলে।
"কি হল, কি হল, গোকুল-নগরে"
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে॥
যেমন কুলিশ ভাঙ্গিয়া পড়িল
তেমন যশোদা-মাথে।
"কি শুনিল মুই দারুণ বচন
অক্রূর আইল নিতে॥
যাহার ভয়েতে বেথিত অন্তর
নিতি পাঠাইত চর।
যাদু ধরিবারে গহন কাননে
আছে কত হায় ডর॥
তাহে কংস-ঠামে যাবে দুই জনে
নাজানি কি জানি করে।
মায়ের অন্তর যাবে জর জর
এ মন নাহিক সরে॥"
চণ্ডীদাস বলে "শুন নন্দরাণি,
যেজন গোকুল-পতি।
কি করিতে পারে কংস নৃপবরে
সেজন রহিব কতি॥"

টীকা

পঙ্—২০। ডর:—ভয়।
২১। যাব—যাইবে।
২৪। তাহাদিগকে পাঠাইতে আমার মন সরে না।

---

[২১৩]

গৌরী

হেন বেলে সিঙ্গা বেণু বাজাইয়া
রাখাল আসিছে পথে।
কৃষ্ণ বলরাম মাঝারে করিয়া
ধেনুপাল লয়ে যেতে॥

হৈ হৈ রবে প্রবেশ করল
গোকুল-নগর-পুরে।
নিজ গৃহে গৃহে গেলা ব্রজবালা
লইয়া ধেনুর পালে ॥
নিজগৃহে গেলা কৃষ্ণ বলরাম
যশোদা আনন্দ বড়ি।
ধেনুগণ যত সব সমাধিয়া
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি ॥
কোলে লয়ে কানু এ ক্ষীর নবনী
পিয়ায় মনের সুখে।
বিবিধ শাকর চিনি ছেনা সর
দিছেন ও চাঁদমুখে ॥
কানাই পুছল— "শুনগো জননি,
দ্বারে বা কিসের রথ ?"
কহেন যশোদা কানাই-গোচর—
"বড় হল অনুরথ ॥"
"কহ কহ শুনি যশোদা জননি,"
হাসিয়া মায়ের কোলে—
"কিসের কারণে কহগো জননি,
শুনি কি তাহার বোলে ॥"
"কংস পাঠাইয়ে অক্রূর আসিয়ে
কৃষ্ণ বলরাম নিতে।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি
সেই সে তাহার চিতে ॥"
হাসি যদুনাথ বচন ভারতী
কহেন মায়ের পাশে—
"তার কিবা ভয় না কর সংশয়"—
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

টীকা

পঙ্—১১। সমাধিয়া—সুব্যবস্থার সহিত শেষ করিয়া।
১২। শ্রমহেতু।

[২১৪]

কানড়া

হেনক সময় অক্রূর দেখল
আয়ল অক্রূরপতি।
চরণ-কমলে পড়ল তৈখনে
করেন আরতি-রীতি ॥

কৃষ্ণ বলরাম ধরি দুই জন
করিল তাহারে কোড়।
আলিঙ্গন দিয়া বচন মধুর
সুখের নাহিক ওর ॥

"কহ কহ দেখি কিসের কারণে
আইলে গোকুল-পুরে।"
"তোমা লইবারে আমার গমন
শুনহ বচন ধীরে ॥

'বলরাম আর দেব দামোদর'
কহিল নৃপতি মোরে।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি
আয়ল গোকুল-পুরে ॥

'কৃষ্ণ বলরাম আনহ দু'জনে
ত্বরিত গমনে গিয়া।
রথ আরোহণে করহ গমনে
ত্বরিতে আসিবে লয়া' ॥"

একথা শুনিয়া অক্রূরে তুষিয়া
কৃষ্ণ বলরাম দুই।
কৃষ্ণমুখ চেয়ে গদ্‌গদ হয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

[২১৫]

শ্রী

অক্রূর চরণে   পড়িয়ে করয়ে
স্তবন স্মরণ ধ্যান।
পরশ করিতে   তাহার হৃদয়ে
লইল ব্রহ্মাহি জ্ঞান॥
"তুমি চক্রপাণি   তুমি বেদধ্বনি
তুমি সে পরম কায়া।
যেজন স্তবনে   না পায় ধেয়ানে
বুঝিতে না পারি মায়া॥
তুমি চন্দ্র আদি   দিবাকর সিদ্ধি
তুমি ত ভুবনধাতা।
তুমি চরাচর   তুমি সে আকাশ
তুমি সে দেবের কর্ত্তা॥
তুমি হুতাশন   তুমি সে কারণ
তুমি সে করুণাসিন্ধু।
এ ভব-সায়র   করম ধরম
তুমি সবাকার বন্ধু॥
বেদে দিতে নারে   যাহার সীমা (?)
অনন্ত সহস্রমুখে।
বলিয়া বলিতে   না পারে বদনে,
আন কি জানিব মোকে॥
তুমি বাসুদেব   তুমি নারায়ণ
অচ্যুত অনন্ত হরি।
তুমি হৃষীকেশ   তুমি দামোদর
তুমি হও বনমালী॥
*   *   *   *   *   *
*   *   *   *
তুমি সে মাধব   তুমি পদ্মনাভ [১]
তুমি পুণ্ডরীকধারী॥

১ আদর্শে—'পুণ্যলাভ'।

তুমি জনার্দ্দন   তুমি পুরুষোত্তম
কি জানি মহিমা তায়।
দেব অগোচর   না হয় গোচর"—
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

---

[২১৬]

বড়ারি

করপুট হইয়া   গদ্‌গদ ভাবে
এ সব কহিলা যবে।
হরষ বদন   মদনমোহন
কহিতে লাগিল তবে॥
"তুমি সে পরম   পবিত্র মানল"—
কহেন গোলকপতি।
হাতে ধরি তবে   উঠায়ল হরি
করল পীরিতি-রীতি॥
কহেন অক্রূর   বচন মধুর—
"আজু শুভদিন মোর।
তোমার পরশে   এতদিন মুই
পবিত্র করল কোড়॥
জন্ম শুভ দিন   হইল আমার
পাইল পরম পদে।
কি কহব আমি   কহন না যায়
ও পদ পাইল সাধে॥"
করে ধরি হরি   বসাইল বেরি
আনন্দ-রসের কথা।
নানা উপচার   বিবিধ বিধানে
পূজল সে নন্দ তথা॥

কহে নন্দ ঘোষ ঘোষণা সকল
ডাকিয়া আনিল গোপে।
"দধি দুগ্ধ ঘৃতে সাজাই শকটে
আরতি হইল ভূপে॥

শকট লইয়া ঘৃত দধি লয়া
সাজাহ তুরিত করি।
প্রভাত হইলে যাইব মথুরা
রাম হলধর ধরি॥"

চণ্ডীদাস বলে— "বিষম হইল
আকুল গোকুলবাসী।
সুখ গেল দূর দুখ অবশেষ
উঠল দুখের রাশি॥"

টীকা

পঙ্—২১-২৮। নন্দ গোপদিগকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা দিয়াছিলেন—"তোমরা ক্ষীরাদি সর্ব্ববিধ গোরস গ্রহণ কর, কল্য আমরা মধুপুরী গমন করিব।" তিনি ব্রজনগর-রক্ষাধিকারীর দ্বারা সর্ব্বত্র ঐরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। (ভা, ১০।৩৯।৯-১১।)

---

[২১৭]

রামকেলি

পড়িল ঘোষণা নগর চাতরে
যত যত গোপগণে।
শকটে শকটে পূরিল সকলে
দধি দুগ্ধ ঘৃত সনে॥

বাজায় বাজনা নন্দের দুয়ারে
পড়িয়াছে ধায়াধাই।
এ কথা শুনল ব্রজরামাগণ
'কিসের বাজনা ওই॥'
এক নব রামা রাধা পাঠাওল—
"বুঝহ কি হেতু কাজ।
তুরিত গমন করহ এখন
যাইয়া নন্দের মাঝ॥"
সেই গোপ-নারী তুরিত গমন
করল নন্দের ঘরে।
যাইয়া দেখল বুঝল সকল
বজর পড়িল শিরে॥
প্রভাত হইলে কৃষ্ণ বলরাম
যাইব মথুরাপুরে।
এ কথা শুনিয়া সেই নবরামা
তুরিতে গমন করে॥
রাধারে কহিতে বলে সেই সখী—
"শুনহ আমার বাণী।
কহিলে কি হয় হেন মনে লয়,
শুনহ রমণী ধনি॥"
'কহ কহ, শুনি, কি হৈল',—'গেছিল—'
কহিতে লাগল বাণী।
* * * * * *
* * * *
"অক্রূর বলিয়া একজন আইল
কৃষ্ণ বলরাম নিতে।
রথ আরোহণ করিয়া আইল
এবে সে দেখিল ভিতে॥"
চণ্ডীদাস বলে— "নিশ্চয় যাইব
কৃষ্ণ বলরাম দুই।
মূরছিত হয়ে পড়িল গোপিনী
এতদিনে গেল এই॥"

টীকা

পঙ্‌- ১। চাতর—সং চত্বর হইতে, জনসমাগম স্থান, চাতাল।

৬। ধায়াধাই :—ধেই ধেই রবজনিত গোলমাল।

২৩। আমার ভয় হয়, এই সংবাদ জানিলে তোমার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবে।

৬। বিছা—বিছান, পাতা, বিস্তারিত।

৭। তুলিকা—তুলা দ্বারা নির্ম্মিত শয্যা, তোষক। আমার হৃদয়স্থিত রত্নপালঙ্কে অনুরাগের তোষকের উপরে শ্যামচাঁদ নিদ্রামগ্ন রহিয়াছেন।

১৬। হৃদয়মন্দিরে আবদ্ধ শ্যামচাঁদ হৃদয় বিদীর্ণ না করিয়া বাহির হইতে পারিবেন না।

---

[২১৮]

ধামশী

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
“আমারে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর-মন্দিরে গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছান হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন,
কোন পথে বধূ পলাইবে॥
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥”
শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো
ঘুচে গেল মাথুরের ভয়॥

টীকা

পঙ্‌—১। রাধা যে গোপীকে সংবাদ জানিতে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার নাম ললিতা। সখীগণের নামকরণ বৈষ্ণব গোস্বামিগণ করিয়াছেন।

[২১৯]

বেলয়ার

অতি আনাগোনা বিষম বাজনা
শুনিয়া গোপিনী যত।
হিয়া ছট্‌ ফট্‌ অতি সে ব্যথিত
তাহা না সহিব কত॥
“অব কি করব পরাণে কি জীব
কি শুনি দারুণ বাণী।
যে দেখি স্বপনে সেই ফলে আসি!
নিশ্চয় স্বপন মানি॥
দেয়াশী জানল, গণক কহল,
মিছা নহে কোন কথা।
তাহা সে দেখল মনে বিচারল
বিফল নহিল হেথা॥”
কাঁদে গোপীগণ হইয়া বিমন—
“উপায় কহ না সখি।
কিসে বৃন্দাবনে রহে বনমালী
সেহেন কমল-আঁখি॥
প্রভাত হইলে যাবে মধুপুরে
ঘোষণা শুনি যে বড়ি।
গোপগণ করে দধির আটন
শকট সাজিল সারি॥

নন্দের দুয়ারে বিষম বাজনা
* বাজত নাকড়ি।”
চণ্ডীদাস বলে— “প্রভাত হইলে
যাইব গোলোক-হরি॥”

টীকা

পঙ্—১। আনাগোনা :—আগমন-গমন। তু—অবণাগবণ (চর্য্যা)—আনাগোনা, অর্থ—যাতায়াত।

৫। অব :—এখন।

৭-১০। স্বপ্নের বৃত্তান্ত, এবং দেয়াশিনী ও গণকের উক্তি ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই পদে তাহার উল্লেখ থাকাতে এইসকল পদ যে একই কবির রচিত, তাহা বুঝা যাইতেছে।

১৯। আটন :—সাজন।

২২। নাকড়ি :—আরবী-নাকারা হইতে; নাগারা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

---

[২২০]

পটমঞ্জুরী

“গগনে দারুণ নিশি।
প্রভাত হইল হেন বাসি॥
নিশি তোরে করিয়ে মিনতি।
ঐছন থাকয়ে তুমি নিতি॥
প্রভাত না হও তুমি চাঁদ।
বেকত-রহিত গতি ছাঁদ॥”
কেহ বলে—“শুন ধনী রাই।
উপায় করিতে আছে তাই॥
আঁচলে ঢাকিব নিশি-চাঁদে।
যেন মতে অন্ধকার বাঁধে॥”
কেহ বলে—“হব রাহু বাসি।
চাঁদে যেন থাকিয়ে গরাসি॥
যেমনে নহত পরভাতে।
তবে রহে প্রভু জগন্নাথে॥”
কেহ বলে—“হব জিঠি বাধা।
অমঙ্গল উচারু সমাধা॥”
কেহ বলে—“হইব শৃগালী।
দক্ষিণে চলিয়া যাব ভালি॥”
কেহ বলে—“সমুখে যোগিনী।
বাধা মানি রহে গুণমণি॥”
কেহ—“হব বজর কুলিশে।
বধিব অক্রূর করে জিসে॥
তবে সে রহেন গুণমণি।”
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাণী॥

টীকা

পঙ্—২। বাসি—মনে হয়।

৪। ঐছন—ঐরূপ।

৫-৬। চন্দ্র, তুমি আবর্ত্তন-পথে অগ্রসর হইয়া প্রভাতের সূচনা করিও না, যাহাতে প্রভাত না হয় এইরূপ গতি ছাঁদ (ছন্দ হইতে) ইচ্ছা কর, অবলম্বন কর।

১০। যাহাতে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া থাকে।

১৫। আদর্শ গ্রন্থে “দিঠি” আছে, ইহা লিপিকর-প্রমাদজাত। সং-জ্যেষ্ঠী হইতে জিঠী, টিকটিকী। তু—“হাছী জিঠী তাত কেহো নাহি দিল বাধা” (কৃঃ কীঃ, ১০০ পৃঃ)। টিকটিকীর ডাক অমঙ্গলজনক বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

১৭-১৮। তু—“বাঁঅর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ” (কৃঃ কীঃ, ৩১৮ পৃঃ)।

২২। জিসে—সং-যাদৃশ হইতে, যে প্রকারে।

[২২১]

পটমঞ্জরী

এই অনুমান করে গোপীগণ
আকুল হইয়া প্রাণ।
“কেমনে রহিবে কহ কহ দেখি
রসিক নাগর কান॥”
কহে গোপীগণ— “শুনহ বচন
এই সে ভালই মানি।
কৃষ্ণ ছাড়ি গেল কি আর করিব
তবে সে তেজিব প্রাণী॥
যে জনা না দেখি আঁখির পলকে
তবে সে মরিয়া থাকি।
দেখিলে জুড়াই এ পাপ পরাণ
শুনগো মরম সখি॥
তিলেক কখন যা সনে বিরোধ
যদি বা কখন হয়।
লাখ যুগ-মানি কি হয় না জানি
এমত গতিকে কয়॥
সে জন বিহনে বাঁচিব কেমনে
তবে কি পরাণে জীব।
আঁখি আড় হৈলে অবলার প্রাণ
তখনি মরিয়া যাব॥
যাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়াছি ডোর।
গুরুগরবিত এহেন বেথিত
যত জন প্রাণ মোর॥”
চণ্ডীদাস বলে— “শুন ধনী রাধে
ঐছন পীরিতি তার।
এমতি পীরিতি ছাড়িব কেমনে
যমুনা হইব পার॥”

পঙ্‌—৩। রহিবে—বৃন্দাবনে অবস্থান করিবে।

৮। প্রাণী—প্রাণ।

১৬। এইরূপ অবস্থা হয়।

২২। ডোর :—সং—ডোর হইতে, সরু সূত্রগুচ্ছ। গলায় দড়ি—আত্মনাশ; কুলে দড়ি—কুলনাশ।

২৩-২৪। গুরুজন, সম্মানার্হ ব্যক্তি, আমার দরদী এবং প্রীতিভাজন সকলকেই পরিত্যাগ করিয়াছি।

---

[২২২]

পটমঞ্জরী

হেনক সময় প্রভাত হইল
সাজল সকল লোক।
দধি দুগ্ধ সর শকটে পূরল
পাইল দারুণ শোক॥
রথের সাজন করিতে তখন
সেই সে অক্রূর মতি।
‘চল, চল’ বলি পড়ে হুলাহুলি
পরমাদ পড়ে তথি॥
নন্দ বলে—“বাপু, কৃষ্ণ হলধর
করহ বেশের সাজ।
মধুপুর-ঘর যাইতে হইল
ভূপতি কংসের মাঝ॥
নানা পরিপাটি নীল ধড়া আঁটি
বাঁধল বিনোদ চূড়া।
নানা ফুলদাম বেশ অনুপাম
তাহে মালতীর বেড়া॥

হেম মুকুতার বেড়ি তার মালা
কি তার গাঁথনি পাশে।
তা দেখি সকল নাগরী ভুলল
ভুলল গোকুল-দেশে ॥

তাহা সুশোভন অতি বিলক্ষণ
নব ময়ূরের পাখা।
যেমন আকাশে আসিয়া বেড়ল
ইন্দ্রধনু দিল দেখা ॥

চন্দনে লেপিত শ্রীঅঙ্গ-শোভন
এ তাড় বলয়া সাজে।
সোনার ঘুঙ্গুর বাজয়ে মধুর
সোনার নূপুর বাজে ॥

দুই এক বেশ সমান সাজল
কি তার কহিব কথা।
করেতে মোহন বাঁশীটি শোভন
দেখিতে হৃদয়ে ব্যথা ॥

হলধর-হাতে শিঙ্গাটি সাজল
দুহুঁ সে মায়ের কাছে।
চণ্ডীদাস বলে— "দেখিয়া জননী
পরাণ তেজয়ে পাছে ॥"

টীকা

পঙ্‌—৪। কৃষ্ণ বিরহের কল্পনায়।
১২। মাঝ :—মধ্যে, স্থানে অর্থে।

যশোদা-বিলাপ

[২২৩]

তুড়ি

"কোথায় রে সাজিয়েছ।
কাহার জনম সফল করিতে
এ বেশ বনায়েছ ॥"
চাঁদমুখ চেয়ে যশোদা জননী
পড়ে মূরছিত হয়ে।
"কেমনে বাঁচিব তিলেক না জীব
দেখহ বেকত হয়ে ॥
কিসের কারণে এ ঘর-করণে
আগুনি ভেজায়ে দিয়া।
তোমার বিহনে মরিব সঘনে
যাব সে বাহির হয়া ॥
কেবল নয়ন- তারার পুতলি
তোমা না দেখিলে মরি।
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদন
তবে সে চেতন ধরি ॥
যবে যাহ গোঠে ধেনুগণ লয়ে
যেখানে থাকয়ে প্রাণ।
যবে সে শুনিয়ে কুশল-বারতা
শুনিয়ে বেণুর সান ॥
অনেক তপের ফল পরশনে
পাই যে তোমা সে ধনে।
বিহি নিকরুণ এবে সে জানল—"
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

[২২৪]

শ্রী

"আর কি পরাণে জীব।
তোমা ধন ছাড়ি কেমনে বঞ্চিব
এখনি পরাণ দিব ॥"
যশোদা রোহিণী চাঁদ-মুখ চেয়ে
কাঁদয়ে করুণ স্বরে।
হিয়া আনচান কি যেন করিছে
পরাণ কেমন করে ॥
মায়ের পরাণ ধৈরজ না রহে
বিষম বেদনা পেয়া।
অচেতন তনু পড়িয়া ভূতলে
হলধর পানে চেয়া ॥
"আর যে কাহারে আনিয়া নবনী
সে চাঁদ-বয়ানে দিব।
ঘনে ঘনে মুখ— দূরে যাবে দুখ
এ শোকে কেমনে জীব ॥
শুন নন্দ ঘোষ, আমার বচন
গোপালে বিদায় দিয়া।
এ ঘর-দুয়ারে আনল ভেজায়ে
যাব সে বাহির হয়া ॥
আঁখি গেলে তার কি ছার জীবনে
বাঁচিতে কি আর সাধ।
অনেক তপের ফল-পরশনে
বিহি যে করিল বাদ ॥"
* * * * * *
* * * *
চণ্ডীদাস কহে— "শুন গো জননি,
এই সে ভালই মানি ॥"

[২২৫]

কানাড়া

কানাই করিয়া কোলে।
যশোদা কিছুই বলে ॥
"তুমি কি ছাড়িবে মায়।
শুনহে যাদব রায় ॥
কি দোষ পাইয়া মোর।
কিছু না জানিল ওর ॥
মায়ের কি দোষ ধরি।
দোষ-গুণ না বিচারি ॥
তোরে উদূখলে বাঁধি।
কি দোষ তাহার সাধি ॥
সে দোষ পাইয়া যদি।
ছাড়ি যাবে গুণনিধি ॥
অনেক তপের ফলে।
পাইল তোমারে কোলে ॥
মুই অভাগিনী নারী।
ছাড়হ অনাথ করি ॥"
মায়ের করুণ শুনি।
হেঁট মাথে গুণমণি ॥
চণ্ডীদাস গুণ গায়।
কিছু না কহয়ে যায় ॥

টীকা

পঙ্—৯-১০। যশোদা যে কৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ এই পদে রহিয়াছে। বোধ হয় চণ্ডীদাস এই ঘটনাও বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন।

[২২৬]

যতি

"কি শুনি দারুণ কুলিশ যেমন
মাথায় পড়িয়া গেল।
আচম্বিতে হেরি এই সে অক্রূর
কোথা বা হইতে এল॥
পরাণ লইতে এই তার চিতে
স্ত্রী-বধ পাতকী লাগি।
এ সব গোকুল আকুল করল
সবার বধের ভাগী॥
কিবা দেখ নন্দ ঘুচিল আনন্দ
বেড়ল আপদ আসি।
সুখ গেল দূর দুখ রহে পাশে
কেমনে বঞ্চিব নিশি॥"
দর দর দর হিয়া জর জর
নন্দ যশোমতী মায়।
যাদুর সে মুখ- চাঁদ নিরখিয়া
দোঁহে কাঁদে উভরায়॥
চণ্ডীদাস কাঁদে বুক নাহি বাঁধে
যেমন বাজল শেল।
বুকেতে পশিয়া পিঠে পার হয়া
বাহির হইয়া গেল॥

---

[২২৭]

নটরাগ

যশোদা বলেন— "শুনগো রোহিণি,
আর কি দাঁড়ায়ে দেখ।
কৃষ্ণ বলরাম ছাড়িয়ে চলিল
আর কি পরাণ রাখ॥
অনেক যতনে পাইয়া রতনে
বিধি দিয়াছিল মোরে।
পুন হরি নিল কোন্ অপরাধে
আমার করম-ফলে॥
দেব আরাধিয়া যখন পূজিল
যবে দিয়াছিল বর।
গৌরীর দুয়ারে অপরাধ-ফলে
না পূজিলা তাতে হর॥
সেই দোষে রোষ দেবের হইল
তাহাতে এ দশা ভেল।
কোলের বালক রাখিতে নারিল
এবে সে ছাড়িয়ে গেল॥
দেবী-রঙ্গ-বুদ্ধি বুঝিতে না পারি
ঐছন কাজের গতি।
দেব তুষ্ট হলে তাহে ফল ধরে
শুনহ ইহার রীতি॥
যখন ক্ষীরোদ- বালুকা উপরে
করিল অনেক তপ।
দেবা সে সাধিতে বিধি বহু মতে
করিল অনেক তপ॥
যখন নৈবেদ্য সব সাজাইয়া
ঘরের হইতে যাই।
পূরপ (?) এক গোটা গরুড়ের বেটা
উড়িয়া লইল তাই॥
সেই সে নৈবেদ্য উচ্ছিষ্ট হইল
সেই অপরাধ ফলে।
তাহার কারণে আনন্দ ছাড়ল
এই যে জানিয়ে ভালে॥"
চণ্ডীদাস কহে— "শুনহ জননি
একটি কহিয়ে বাণী।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ভাগ্যবতী
তেজিবে গোকুল-মণি॥"

টীকা

পঙ্—৯-১০। নন্দযশোদার পূর্ব্বজন্মের তপস্যাসম্বন্ধে ভাগবতের ১০।৩।২৯ শ্লোকে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭। রঙ্গবুদ্ধি :—লীলারহস্য।

---

[২২৮]

সুহই

"আরে মোর বাছনি কানাই।
এ বেশে সাজিলা কোন ঠাঁই॥
এ নব বরণ তনুখানি।
আতপে মিলায়ে হেন জানি॥
যখন যাইতে দূর বন।
রবিরে করিনু সমর্পণ॥
বন-দেবে পূজিথু হেথাই।
ভাল রাখ কানাই বলাই॥
পবনে মিনতি বহু সাধি।
মন্দ মন্দ বাতাস সুসাধি॥
দিনমণি না জানি কি করে।
পাছে নাহি অঙ্গে ছায়া ধরে॥
অগোচর গোচর না হয়।
সেই সে বাসিয়ে মনে ভয়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ আগে।
বদন চুম্বন কর ভাগে॥
তবে কর যে আছে উচিতে।
গোপালেরে নারিল রাখিতে॥"
চণ্ডীদাস ধূলায় লোটায়।
এত কি সহিতে পারে মায়॥

টীকা

পঙ—১৩। ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিতেছি না।

---

[২২৯]

সুহই

"শুন শুন বাছা, জীবন-কানাই,
তুমি কি ছাড়িবে মায়।
স্ত্রীবধ-পাতক ভয় নাহি মান
এই সে তোমাতে ভায়॥
তাহাতে অকাল আঘাত বচন
আসি ঘুচায়ল সাধ।
* * * * * *
* * * *
কে জানে আনন্দ দুখ দিবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি।
মথুরা-গমন একথা শুনিতে
ফাটয়ে মায়ের প্রাণী॥
এ শোক পড়িল যখন হিয়ায়
তখনি জানিল ইহা।
তোমা না দেখিলে আর কি বাঁচিব
তেজব আপন দেহা॥
এ ঘরে আনল ভেজায়ে এখনি
মরিব যমুনা-জলে।
এত পরমাদ তোমার কারণে"—
দীন চণ্ডীদাস বলে॥

টীকা

পঙ্—৪। তোমার ব্যবহারে ইহাই প্রতিভাত হয়।

৫-৬। অধিকন্তু অসময়ে তোমার মথুরায় গমনের অনুরোধের ফলে আমাদের সকল সাধ ধ্বংস হইয়া গেল।

---

[২৩০]

শ্রীনট

কোলে লয়ে যাদুমণি বদন চুম্বয়ে রাণী
দর দর বহে প্রেম-বারি।
ধরিয়া গোপাল-করে কাতর হইয়া বলে
দুই বাহু ধরিয়া পসারি॥
শ্রীমুখমণ্ডল দেখি তাহাতে নয়ন রাখি
পড়ে রাণী মূরছিত হয়ে।
যশোদা রোহিণী কাঁদে স্থির নাহিক বান্ধে
গোপী রহে চাঁদমুখ চেয়ে॥
গোপের রমণীগণ সবে হৈয়া একমন
ধূলায় ধূসর কলেবর।
"কে আর করিবে খেলা হইয়া বালক মেলা
কারে দিব ছেনা ননী সর॥
কে আর যাইয়া ঘরে মহটা লইয়া করে
এ সর নবনী দিব মুখে।
এ সব ছাড়িয়ে মায় কোথারে যাইতে চায়
মায়ের অন্তরে দিতে দুখে॥
কহে কত নন্দঘোষ কারে কত দিব দোষ,
আমার করম হীন বড়ি।
'নয়ন ছাড়িয়া গেলে কি কাল জীবনে'—বলে
উচিত মরিতে হয় ভারি॥"
নন্দ বলে—"শুন রাণি এই মনে অনুমানি
চল যাব বাহির হইয়া।
কিবা আছে ঘরে সাধ ঘুচিল সেদিন বাদ"-
চণ্ডীদাস পড়ে মূরছিয়া॥

টীকা

পঙ্—১৩। মহটা :—মন্থন+টাট, মন্থনজাত দ্রব্যরক্ষার জন্য পাত্রবিশেষ।

১৮। আমি অতিশয় ভাগ্যহীন।

[২৩১]

শ্রী

"একবার চাহ মায়ের পানে।
কে তোরে যুকতি দিল নিশ্চয় আমারে বল
এই সে আছিল তোর মনে॥
গোকুলের যত লোক পাইয়া দারুণ শোক
তখনি মরিব তুয়া গুণে।
ব্রজশিশু যত জনে ভাবিতে তোমার গুণে
তারা এবে তেজিব পরাণে॥
গোঠে মাঠে ধেনু সনে কে আর ফিরিবে বনে
কে আর করিবে নানা খেলা।
আর না শুনিব বাণী মধুর বচনখানি
কে আর করিবে পাল মেলা॥
শ্রীবদন মুখ মেলি দিব ছেনা দুধ ননা
কে আর ডাকিবে মা বলিয়ে।"
কাঁদে নন্দঘোষ রায় অবনীতে গড়ি যায়
কাঁদে রাণী গলায় ধরিয়ে॥
চণ্ডীদাস মূরছিতে পড়ে কাঁদি এক ভিতে
যশোদার ধরিয়া চরণে।
এ সকল কথা শুনি আহীর-রমণী ধনী
ধাইয়া আইল সেইখানে॥

টীকা

শেষ দুই পঙ্ক্তি। ইহাই গোপী-বিলাপের সূচনা। পরবর্ত্তী পদগুলির সহিত ইহার সম্বন্ধ এইরূপে সূচিত হইতেছে।

গোপী-বিলাপ

[২৩২]

কি শুনি কি শুনি দারুণ বচন
যেনক বাজল শেল।
বুকে পশি গসি (?) মরম ভেদিয়া
পিঠে পার হৈয়া গেল ॥
যেমন হরিণী বিন্ধল বেয়াধি
লইয়া ধেনুক শর।
আচম্বিতে বাজে পড়ে বনমাঝে
খাইয়া বিষম শর ॥
তেমন ধাওল হরিণীর প্রায়
সে জন চৌদিকে চায়।
কাষ্ঠের পুতলি রহে দাঁড়াইয়া
চিত্তের কায়ার প্রায় ॥
কেহ বলে—"কোথা হইতে আইল
অক্রূর কহিয়া নাম।
অরি হৈয়া আসি হিয়া দিয়া ফাঁসি
সাধিতে আপন কাম ॥
এতদিন মোরা সুখের সাগরে
নাহিনু মনের সুখে।
এখন দুখের সায়রে সিনহি
বেড়ল আপদ্ দুখে ॥"
চণ্ডীদাস আশ করিতে আছিল
দোখতে নয়ন ভরি।
অক্রূর আসিয়া লয়ল কাড়িয়া
হিয়ার হইতে চুরি ॥

টীকা

পঙ্—৫। বেয়াধি :—ব্যাধ।

১২। চিত্তের কায়ার :—চিত্রের (চিত্রিত) মূর্ত্তির (ন্যায়)।

১৮। নাহিনু :—স্নান করিলাম।

১৯। সিনহি :—স্নান করি।

[২৩৩

সুহই সিন্ধুড়া

"শুনহ নাগর, গুণের সাগর
এই সে মহিমা তোর।
অবলা অখলে ফেলাইলা জলে
কে আর আছয়ে মোর ॥
তোমার শীতল চরণ দেখিয়ে
দেখি এ কুলের বালা।
ছায়ার কারণে শীতল বলিয়া
তাহে ভেল এত জ্বালা ॥
সিন্ধু দেখি মোরা তৃষণা পাই ভোরা
পিয়াস যাইব দূর।
অধিক বাড়ল পিয়াস অন্তর
মনমথ নাহি পূর ॥
ছায়ার কারণে তরুরে সেবিনু
তাপ হইল বড়ি।
চন্দন-সৌরভ দূরে কতি গেল
কেশাই লহল পড়ি ॥
ফলের কারণ করিনু যতন
সেবিনু অমিয়া-লতা।
ফল ধরি মেনে শাখা গেল দূরে
উড়ি গেল লতাপাতা ॥

নব জলধর সেবিনু তাহারে
পাইতে রসের বারি।
বিন্দু না পরশি গরলের রাশি
বরিখে গোকুলপুরী ॥”
চণ্ডীদাস বলে— “এ কথা নিশ্চয়
শুনহ সুন্দরী রাধা।
আছিল সম্পদ্ বেড়িল আপদ্
এ সুখে করল বাধা ॥”

টীকা

পঙ্—৩। অবলা :—চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—“বদন থাকিতে না পারি বলিতে, তেঁই সে অবলা নাম” (পদ সং ৭৪০)। অখল :—যাহারা খল নহে, সরল।

৭-৮। তু°—“শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি” (জ্ঞানদাস)।

৯। ভোরা :—বিভোরা।

১২। মনমথ :—অভিপ্রায়, বাসনা অর্থে।

১৬। কেশাই :—বোধ হয় কেশরাজিয়া হইতে। এক-প্রকার কর্কশ গাছ, যাহার রস মসী কালীতে ব্যবহৃত হয় (শব্দকোষ)।

২১। তু°—“পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু” (জ্ঞানদাস)।

---

[২৩৪]

সুহই-সিন্ধুড়া

“শুন হে নাগর গুণমণি।
সায়রে ফেলিব বিনোদিনী ॥
একূল ওকূল নাহি তাথে।
ভাসাইলা মাঝ দরিয়াতে ॥
এত যদি ছিল তোর মনে।
তবে প্রেম বাচাইলা কেনে ॥
পরিহর কি দোষ দেখিয়া।
তবে তুমি যাইবে ছাড়িয়া ॥
কে তোমা লইয়া যেতে পারে।
স্ত্রীবধ-পাতকী দিব তারে ॥
সেই জন দেখিব কেমন।
পরবধ করিতে যতন ॥
দোষ-গুণ আগেতে বিচারি।
তবহি যাইবে মধুপুরী ॥
তুমি যাবে মধুপুর দেশ।
গোপীগণে দিয়া অতি ক্লেশ ॥
যত কৈলে লহরী রসিয়া।
সে সকল রহ পাসরিয়া ॥
যে দিন মাধবীতরু-ছায়।
কি বোল বলিলে যতুরায় ॥
করে দিল শুকতি (?) সুন্দর।
অনেক করিল ছন্দ বন্দ ॥
সঙ্গেতে আছিল এবে।
কোন সাহসে ছাড়ি যাবে ॥
দেখ দেখি মনে বিচারিয়া।
সত্য মিথ্যা দেখহ ভাবিয়া ॥
তখন করিলে তুমি পণ।
এবে কর এখন এমন ॥
কহিলে যথারে যাবে তুমি।
কহিলে—‘তোমারে নিব আমি’ ॥”
চণ্ডীদাস কহে তাহে পুরি।
নিদান কাঁহিছে নবগোরী ॥

টীকা

পঙ্—৬। বাচাইলা :—উৎপত্তি ও বর্দ্ধিত করিলা

১৭। লহরী রসিয়া :—সরস লীলা-লহরী।

১৯-২০। মাধবীতরুর তলে (বা কুঞ্জে) রাধাকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বরাগের পদে বর্ণিত হইয়াছে (চণ্ডীদাস, ২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আবার রাসলীলার কালেও রাধা মান করিয়া মাধবীতলায় বসিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ সেখানে গিয়া তাঁহার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন (ঐ ১৮৪, ১৯৫, ১৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই সকল পদ একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত, অতএব একই কবির রচিত।

---

[২৩৫]

শ্রী

"পাষাণ-নিশান তোমার পীরিতি
ইথে কি করহ আন।
তোমার বচন ছাড়িব কেমনে
এ নব নাগরী-প্রাণ॥
তুমি জলহরি আমরা শফরী
তুমি চাঁদ মোরা সুধা।
তুমি তরুবর মোরা তাহে ফল
তাহাতে আছিয়ে বাঁধা॥
তুমি নব ঘন আমরা চাতক
শুষিব তাহার রসে।
তুমি বিধুবর আমরা চকোর
সুধার লালস-রসে॥
তুমি কায়া যদি আমরা ত্রিবলী
বেড়িয়া রহিব তাথে।
তুমি সে নয়ন মোরা কামঘন
বেড়িয়া রহিব নাথে॥
তুমি দিবাকর আমরা কিরণ
কভু না ছাড়িব তোরে।
তুমি চন্দ্র যদি আমরা সুধায়ে
রহিব আনন্দ হেরে॥
তুমি জলনিধি দরিয়া অথাই
আমরা ইহার মীন।
তুমি যদি বট ষট্‌পদ হও
আমরা পাখাহ চিহ্ন॥
তুমি যদি হও মনমথ-দেবা
আমরা হইব কাম।"
এ রস-বিরহ ব্রজশিশু লাগি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

টীকা

পদ—১। পাষাণ-নিশান :—পাষাণবৎ দৃঢ়। তু°—"তাহার পীরিতি, পাষাণে লেখতি, মুছিলেও নাহি ঘুচে।" (চণ্ডীদাস, ১৩৫ পৃঃ)।

৫। জলহরি :—পুষ্করিণী; তু°—"খিড়কি উত্তরভাগে জলহরি তার আগে, প্রতিবাড়ী কূপের সঞ্চয়" (কবিকঃ)।

১৫। কামঘন :—কামোদ্দীপক ঘন অর্থাৎ কজ্জল (এক প্রকার কজ্জলকে 'লালমেঘ' বলে)। তু°—"নয়নে সজল, স্নিগ্ধ মেঘের, নীল অঞ্জন লেগেছে" (রবীন্দ্রনাথ)।

১৬। নাথে :—সং—নস্ত (নাসিকা) হইতে। নাকের সান্নিধ্যে বিলেপিত হয় বলিয়া।

২১। অথাই :—অতল, সুগভীর।

২৩-২৪। বট :—সং—বৃৎ ধাতু বিদ্যমানতায়; তাহা হইতে কথার মাত্রারূপে বা নিশ্চয়ার্থে।

পাখাহ :—প্রাকৃত ষষ্ঠীর আহ যোগে পাখাহ—পাখার।

২৫-২৬। এখানে কাম প্রকৃতি, এবং মন্মথ বা মদন পুরুষ। তু°—"কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ" (চণ্ডীদাস, পদ সং ৭৭৫)।

[২৩৬]

শ্রী

"তোমারে ছাড়িতে নারিব কালিয়া
যে বল সে বল মোরে।
তোমার কারণে পরাণ তেজিব
গিয়ে যমুনার তীরে ॥
মরিলে তরিব মুরতি হইব
নন্দের নন্দন কান।
দেখিবে বেকত নহে আনমত
এ কথা না হবে আন ॥
নন্দের নন্দন হইব যখন
তোমারে করিব রাই।
বিরহ বেদন দিব সে ঐছন
যেমন বেদনা পাই ॥
পরের বেদন না বুঝ এখন
পরিণামে পাবে সাখী।
আনজন-দুখ পানু কত সুখ
শুন হে কমল-আঁখি ॥
তোমার কারণে সব তেয়াগিল
কুলের গৌরবপনা।
শাশুড়ী ননদী বাসিত অবধি
যেমন কাণের সোণা ॥
এখন বাসয়ে যেন কালকুটী
নয়নে আছয়ে মিশি।
কথায়ে ছেদনা বড়ই যাতনা
দিছয়ে এ দিন রাতি ॥
সকল ছাড়িল জিসের কারণে
তাহার এমনি রীর্তে।
হাসিয়া হাসিয়া প্রেম বাড়াইলে
ভাঙ্গিলে গৃহের ভিতে ॥
এখন এমন কেমন ধরণ
মথুরা যাইতে চাহ।
সব গোপীগণ করিয়াছি পণ
সবারে সংহতি লহ ॥
যদি বা পরাণ- পুতলি ছাড়িল
কি আর নয়ান দুটি।"
চণ্ডীদাস বলে— "কি হৈল গোকুলে
ঘেরল আপদ্ কোটী ॥"

টীকা

পঙ্—৭-৮। বেকত—ব্যক্ত, স্পষ্ট। আনমত—অন্যরূপ। আন—অন্যথা। তু°—"মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন" ইত্যাদি (জ্ঞানদাস)।

১০। তু°—"তোমারে করিব রাধা" (ঐ)

১১-১২। তু°—"তখনি জানিবে, পীরিতি কেমন জ্বালা" (ঐ)।

১৫-১৬। পূর্ব্বে আমি কত সুখেই ছিলাম, আমার সুখ দেখিয়া অন্যে দুঃখ অনুভব করিত, অর্থাৎ ঈর্ষান্বিত হইত।

১৯-২০। শাশুড়ী ননদী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। লোকে স্বর্ণালঙ্কার যেরূপ যত্ন করিয়া পরে, তাঁহারা আমাকে সেইরূপ যত্ন করিতেন।

২১-২২। বিষম যন্ত্রণাদায়ক তৃণখণ্ড চক্ষে পড়িলে লোকে তাহা যেমন বিরক্তিকর মনে করে, এখন তাঁহারা আমাকেও সেইরূপ ভাবেন। কাল (যন্ত্রণাদায়ক) কুটি (তৃণখণ্ড); অথবা কালকূট-বিষজাত কোন দ্রব্য।

২৮। বড়ই ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলে।

[২৩৭]

কানাড়া

"স্বপনে কালিয়া নয়নে কালিয়া
চেতনে কালিয়া মোর।
শুইতে কালিয়া বসিতে কালিয়া
কালিয়া-কলঙ্ক কোর॥
ভোজনে কালিয়া গমনে কালিয়া
কালিয়া কালিয়া বলি।
কালা হাইবাসে কালিয়া মূরতি
ভূষণ করিয়া পরি॥
গগনে চাহিতে কালিয়া বরণ
দেখিয়ে মেঘের রূপ।
তবে সে জুড়ায়ে এ পাপ পরাণ
উঠয়ে রসের কূপ॥
নীলঘন শ্যাম যে দেখি সম্মুখে
তাহাই দেখিয়া রই।
* * * * * *
* * * *॥
বেণী করি পরি নীল জাদখানি
কুন্তলে বাঁধিয়া রাখি।
কস্তুরী কালিয়া বরণ ভালিয়া
তাহে সে যতনে মাখি॥
সুগন্ধি কুসুম হার বনাইয়া
রাখিয়ে আপন পাশে।
* * * * * *
* * * *॥
তোমার বরণ ধরয়ে সঘন
ময়ূর পাখীর গায়ে।
তোমার বরণ না দেখি যখন
এ চিত রাখি যে তায়ে॥
নব নীলপদ্ম লইয়া করেতে
হেরি যে নয়নভরি।
অতসীর ফুল তুলি মনোহর
যতন করিয়া পরি॥
এ সব যাকর বেদন উঠয়ে
সে জনে ছাড়িতে চায়।"
চণ্ডীদাস কহে— 'এতেক বিরহে
কো ধনী বাঁচিবে তায়॥"

টীকা

পঙ্—৪। কালার কলঙ্ক আমি (শশাঙ্কের ন্যায়) অঙ্কে ধারণ করিয়াছি।

৭। হাইবাসে:—সহবাসে। তু°—"তার হাইবাসে রব তোমারে পাসরি" (গোবিন্দচন্দ্রের গীত)।

২৭-২৮। যখন তোমাকে দেখিতে পাই না, তখন ময়ূরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৃপ্ত হই।

৩৩। যাকর:—যাহার জন্য।

---

[২৩৮]

যতি

"তুমি নিদারুণ নও।
তুমি ছাড়ি যাবে উচিত কহিবে
নিশ্চয় করিয়া কও॥
তখন করিলে অনেক যতন
সে সব বিসর এবে।
নাহি পড়ে মনে কদম্ব-কাননে
কি বোল বলিলে তবে॥

তোমার বচন পাষাণ-নিশান
এবে সে রাঙ্গের পারা।
পুরুষ-বচন নহে নিবারণ
এ দেখি যেমন ধারা॥
কুন্দ্র দরশন বেড়ায় যখন
এ নাহি লুকয়ে আর।
যেমন বচন সুচল সুচন
দেখহ এ গতি তার॥
তোমার পীরিতি ঐছন নহিব
কিসের রসের রীত।
এমতি পীরিতি জানহ আরতি
সরল যাহার চিত॥
তোমার কালিয়া বরণখানি যে
দেখিতে রূপস বড়।
উপরে মধুর দেখি মনোহর
অন্তরে আছয়ে গাঢ়॥
পরের পরাণ হরিতে সঘন
ঐছন তোমার রীত।
এত যদি ছিল তোমার মনেতে
তবে কেন কৈলে প্রীত॥
প্রেম বাড়াইয়া নিদারুণ হ'য়া
যাইবে মথুরাপুর।"
চণ্ডীদাস বলে— "আকুল করিল
গোকুল অনেক দূর॥"

টীকা

৮-৯। রাঙ্গের পারা:—সং—প্রায় হইতে পারা, রাঙ্গের ন্যায় নিকৃষ্ট।

১০। নহে নিবারণ:—প্রত্যাহৃত হয় না।

২১। রূপস:—সুন্দর।

---

[২৩৯]

শ্রীকানাড়া

"বঁধু, উলটি কহত এক বোল।
নিশ্চয় মথুরা যাবে কিনা পারা
দয়া কি নাহিক তোর॥

হৃদয় কঠিন যেমন পাষাণ
তার কি আছয়ে মোহ।
তোমার কারণে এত পরমাদ
তেজিল আনন্দগৃহ॥

কুবচন বোল তোমার কারণে
চন্দন করিয়া নিল।
পাড়ার পড়সি আপন রহসি
তারে পরিহার দিল॥

যে বোলে সে শ্যাম- পরসঙ্গ কথা
তাহারে বাসি যে ভাল।
শ্যাম-নাম নিতে যে করে নিষেধ
তারে তেয়াগল দিল॥

আপন যে জন তারে কৈল পর
পরেরে করিল ঘর।
তোমার কারণে এত পরমাদ
শুনহে মুরলিধর॥

অনেক যাতনা গুরুর গঞ্জনা
তাহা না কহিব কত।
পরিবাদ বলে তোমার ঘোষণা
তাহা না কহিল যত॥"

চণ্ডীদাস বলে— "শুন বিনোদিনি,
বড় পরমাদ দেখি।
তুমি না হইও নিঠুরহি পনা
বিমুখ ও-রাঙ্গা আঁখি॥"

টীকা

পঙ্—৫। মোহ—মায়া, মমতা। তু°—"কান্দে বীর ফুল্লরার মোহে" (কবি কঃ)।

৮-৯। তু°—"সে সব কলঙ্ক, পরিবাদ যত, সৌরভ করিয়া নিনু" (চণ্ডীদাস, ৫৫ পৃঃ)।

১০-১১। প্রতিবাসীরাও আপনার জনের ন্যায় স্নেহ করিত, তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছি। তু°—"এত দিন যত পাড়ার পরশী, তাতে তিলাঞ্জলি দিনু" (ঐ, ৫৫ পৃঃ)।

২২। তোমার নাম জড়িত হইয়া আমার অপবাদ রটিয়াছে। তু°—"লোকমুখে শুনি, ইহা বলে লোক, কানু সনে রাধা আছে" (ঐ, ১৪৭ পৃঃ)।

---

[২৪০]

বড়ারি

"জাতি কুল শীল সকল মজিল
ও রাঙ্গা চরণতলে।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
নিদানে ডারিলে জলে॥
তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা
অনেক কহিলা মোরে।
'তোমা না ছাড়িব সঙ্গে করি নিব'—
বলিলে মাধবীতলে॥
এবে কোথা যাহ ছাড়িয়া রাধারে
সংহতি করিয়া লহ।
বিষম দারুণ শেল বুকে বাঁধি
এবে কেন তুমি দেহ॥
আঁখি আড় হলে এখনি মরিব
এখানে দাঁড়ায়ে দেখ।
হয় নয় এই দেখ তবে যাই
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাক॥
একটি বচন কহ কহ শুনি
জুড়াক রাধার প্রাণ।"
রাই করে ধরি এক গোয়ালিনী
কহিতে লাগিল আন॥
"এমন কুমারী নবীন কিশোরী
রাখিয়া যাইবে কোথা।
অলপ বয়সে প্রেম বাড়াইয়া
এবে দিয়া হিয়া-ব্যথা॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন সুনাগরি,
ও চাঁদবদনী রাধা।
কেমনে বঞ্চিব এ গোপ-নাগরী
ইহা না করিহ বাধা॥"

টীকা

পঙ্—৪। ডারিলে:—পরিত্যাগ করিলে।

৭-৮। দানলীলার পূর্ব্ববর্ত্তী রাধাকৃষ্ণের প্রথম পরিচয়-সম্বন্ধীয় পদগুলি পাওয়া যাইতেছে না। সেই সকল পদে এই ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছিল, ইহা এই উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

---

[২৪১]

সূহই

"আমার কিশোরী কিছু না জানয়ে
বঞ্চিব কেমন করি।
সব পাসরিয়া চলিলে ছাড়িয়া
আঁধার গোকুল-পুরী॥
এ নব যৌবন কুলের কামিনী
রমণী এ রস-বালা।
কোথা রাখি লেহ বাঁচাইয়া যাহ
দিয়া যাহ এত জ্বালা॥

কি করিব আর রস পরিপূর
নিবিড় রসের প্রেম।
তা ত্যজ এমন নবীন কিশোরী
যেন লাখবান হেম ॥
তেজিয়া গোকুল- নাগরী সকল
মথুরা গমন এবে।
তা সভা তোমার মনেতে পড়িল
সে নব কৈশোর-লোভে ॥
নিঠুর না হও, এ গোপ গোপিনী
মরিব তোমা না দেখি।
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয় না গণহ
শুনহ কমল-আঁখি ॥
যে জনা না জীয়ে যাঁহা না দেখিলে
কেমনে জীবই সে।"
চণ্ডীদাস বলে— "কাতর হইয়া
এ কথা জানয়ে কে ॥"

টীকা

পঙ্‌—১-২। রাধা অতিশয় সরলা, তুমি চলিয়া গেলে সে কিরূপে কাল কাটাইবে।

৭-৮। তোমার স্নেহ (লেহ) হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া (বাঁচাইয়া) এত দুঃখ দিয়া কোথায় যাইতেছ ?

---

[২৪২]

কানাড়া

শ্রীমুখ-পঙ্কজ চাহি গোপীগণ
নয়নে বহয়ে লোর।
যেন সুরধুনী- তরঙ্গ তেমনি
ভিজিল বসন জোর ॥
গাগরি গাগরি যেন বারি ঢারি
লোচন-কমল তায়।
চিত্রের পুথলি সে নব কিশোরী
কাষ্ঠের পুথলি প্রায় ॥
স্বপনে না জানি লোকমুখে শুনি
ছাড়িব গোকুল-পুরে।
মনমথ কাম ভেল সেই ঠাম
এ সব করিয়া দূরে ॥
"তুমি কি যাইবে মধুপুর দূর
কেমনে জীবই মোরা।
কেবল রাধার পরাণ-পুথলি
কেবল নয়ান-তারা ॥
এখনি মরিব গরল ভখিয়া
সায়রে তেজিব প্রাণ।"
রাধার মিনতি আরতি শুনিতে
দীন চণ্ডীদাস গান ॥

টীকা

পঙ্‌—২। লোর :—অশ্রু।

৭। চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায়।

১১-১২। তুমি মধুপুর যাইবে এই সংবাদ অবগত হইয়া কামদেব বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ছত্রিশ অক্ষরের করুণা

[২৪৩]

কানড়া

"কেন তুমি যাবে কামিনী তেজিয়া
কাতর করিয়া কান।
কেমনে বাঁচিব কহ কহ শুনি
কাতর হইল প্রাণ ॥

করমের ফল কি করল বিধি
কোন কোন ফল মানি।
কার কত ফল করি অপরাধ
কখন নাহিক জানি ॥
কেন বা করিলে কামিনী সহিত
কঠিন পীরিতি-লেহা।
কামনা-রতিক কখন হারাব
কাতর কঠিন দেহা ॥
কুলে দিলে কালী করিলে কুলটী
কলঙ্ক হইল সারা।
কেমন করিয়া কামিনী বঞ্চব
কুলশীল হব হারা ॥
কানন নিকুঞ্জে করিলে কালিয়া
কামিনী সহিতে রাস।
কামে মত্ত হয়ে কালিন্দীর তীরে
করিলে কঠিন রাস ॥
কত কত ভেল কানন-বিরহ
করিলে কপটপনা।
কুলবতী শত করিলে বেকত
ছাড়িয়া কুলের বামা ॥
কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে
কোথারে চলিলা কালা।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জ্বালা ॥"
কহে চণ্ডীদাসে— "কাতর হইয়া
কানুর চরণে বাণী।
করে কর ভরি না জানি কখন
বিষ পান করে ধনী ॥"

টীকা

পঙ্—৭-৮। অপরাধ করিয়া কে কিরূপ ফল পায় তাহাও জানি না।

১০। পীরিতি সহজ কথা নয়, কারণ—"পীরিতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া, পরেতে মিশিতে পারে। পরকে আপন করিতে পারিলে, পীরিতি মিলয়ে তারে ॥" (চণ্ডীদাস, ১৬৫ পৃঃ)

১১-১২। কামনারতিক্লিষ্ট দুর্ব্বলতার আধার ক্ষিত্যাদি ভূতময় দেহের মোহ কখন্ লোপ পাইবে, এবং প্রেম জন্মিবে? তু°—"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার নাম কাম" (চৈতন্য-চরিতামৃত, আদির চতুর্থে)। প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে "শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার দেহ করিতে হয়" এবং "জীয়ন্তে না মরিলে" প্রেম জন্মে না (চণ্ডীদাস, ৩৪৩, ৩৩৭ পৃঃ)।

১৩। কুলটী :—কুলটা।

২১-২৮। ভাগবতের ১০।৩৫।৩২-৩৫ শ্লোকে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

——.—

[২৪৪]

শ্রীকরুণা

খলপনা ছাড় খল খল কহ
ক্ষেণেক খসাহ বোল।
খলসান খলে খরতর দুখ
খনিক ক্ষেমহ ওর ॥
ক্ষেমা তব নাহি, ক্ষীণ তনু ভেল
খসল নয়নতারা।
ক্ষেণেক ক্ষেণেক বিষম ক্ষেণেক
ক্ষেণেক পরাণ সারা ॥
খাইতে না রুচে খঞ্জন-নয়নী
খোঁজত সে নব লেহ।
খল খল খল সে মৃদু হাসিয়া
ক্ষেণেক দণ্ডাহ সেহ ॥

খুঁজিতে এমন নাগর সুন্দর
খোয়ল খঞ্জনী রাই।
ক্ষিতিতলে ক্ষীণ ক্ষীণ হি অন্তর
পড়িয়া রহল তাই॥
খসল কবরী ক্ষীণ চাঁদমুখ
ক্ষেমা সে নাহিক চিত।
ক্ষেপল যতেক ক্ষীণ তনুখানি
চণ্ডীদাস সে দুঃখিত॥

টীকা

পঙ্—১। খলপনা:—খল-ত্বন হইতে। খল খল কহ—সরল ভাবে উত্তর দেও।

৩। খলসান:—খরশাণ হইতে, অতিশয় চতুর অর্থে। তোমার এই চতুরতা হেতু গোপীগণের অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।

৪। ওর:—অববেষ্টন বা আবরণ হইতে। ক্ষণ-কালের জন্য তোমার কপটতার আবরণ ছাড়।

৫-৮। তুমি এখনও কুটিলতা পরিত্যাগ কর না। তোমার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে তনু ক্ষীণ হইয়াছে, চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, এবং প্রতিক্ষণে প্রাণান্ত হইতেছে।

৯-১২। রাধার আহারে রুচি নাই, তিনি নিত্য নূতন প্রেমলীলা আকাঙ্ক্ষা করেন; তোমার মধুর হাসিটি লইয়া একবার দাঁড়াও।

১৩-১৪। তোমার ন্যায় ভুবনমোহন নাগরের অনুসন্ধান করিতে আসিয়া রাধা জ্ঞানহারা হইয়াছেন। পরবর্তী ২৯৫-৬ সং পদদ্বয়ে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। মনে হয় যে, তাহারই উল্লেখ করিয়া কোন সখী কর্তৃক কৃষ্ণকে অনুনয় করা হইতেছে—এইভাবে এই পদটি রচিত হইয়াছে।

১৮। তথাপি তাঁহার চিত্ত তোমাকে কামনা করিতে বিরত হয় না!

১৯-২০। কৃষ্ণের জন্য রাধা তাঁহার ক্ষীণ তনু যেভাবে নিক্ষেপ বা উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া কবি দুঃখিত হইতেছেন।

---

[২৪৫]

কানাড়া

গুণিত গোপত পীরিতি * *
গাইতে তোমার গুণে।
গুমরি গুমরি শুনিতে শুনিতে
পঞ্জর জারিল ঘৃণে॥
গরবিত গুরু গঞ্জনা যে দিল
গৌরব-গরিমাপনা।
গাখানি গরজি গরজি জারল
গুরু-পরিবার-পনা॥
গোকুলে গোপের গরিমা যতেক
গেল সে গাই সে গুণে।
গোপবালাগণ যত সখাগণ
তা সব পাসর কেনে॥
গোধন লইয়া গভীর কাননে
গোচার করিবে কে।
গোকুল হইয়া গোধন লইয়া
গাইয়া জুড়াব সে॥
গৌরী আরাধিয়া গোবিন্দ পাইয়া
গোপিনী রসের লেহ।
গোপত পীরিতি গাইতে গাইতে
কালিয়া হইল সেহ॥
গৃহে যত কাজ গহন সমান
গরল সদৃশ ভেল।
গোধন দোহন গহন কানন
গোরস বাধক দিল॥
গোপীগণ যত মথুরা গমন
মাথায় পসরা গোরী।
গাইতে গাইতে সে গুণ-মাধুরী
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

টীকা

পঙ্‌—১-৪। মনে মনে তোমার প্রীতির কথা চিন্তা করি এবং তোমার গুণগান করি, তথাপি আমাকে যে সকল কুবচন শুনিতে হয়, তাহাতে আমার জীবনান্ত হইতেছে। তু°—"যাইয়া নিভৃতে, বসি এক ভিতে, সদা ভাবি কাল কানু" (চণ্ডীদাস, ১৪৫ পৃঃ); এবং—"ননদী-বচনে, দগধে পরাণে, পাঁজর বিঁধিল ঘৃণে," এইজন্য আমি—"গোপতে গুমরি মরি" (ঐ, ১৪২, ১৪৭ পৃঃ)।

৫-৮। গুরুজনেরা যে গঞ্জনা দেন, তাহাতেও আমি গৌরব অনুভব করি; আর "কুলের ধরম, ভরম সরম গেল" বলিয়া তিরস্কারে আমার শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে। তু°—"গুরু দুরজন, বলে কুবচন, সে মোর চন্দন-চুয়া (ঐ, ১৩৪ পৃঃ)। অন্যত্র—"কুবচনে ভাজা দেহ" (ঐ, ১৪৬ পৃঃ)।

৯-১২। গোকুলবাসী গোপগণের কুলগর্ব্ব যাহা ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে, কারণ গোপ-রামারা কৃষ্ণের গুণই গান করে। যাহারা তোমাকে এত ভালবাসে, সেই গোপী ও গোপবালকগণকে ভুলিয়া যাইতেছ কেন?

তু°—"মদনে দগধ চিত্ত যুবতী সমাজ।
স্বামীরে ছাড়িয়া ভয় খণ্ডিলেক লাজ॥"
(শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ৪২ পৃঃ)

২৩-২৪। গোপীগণের বনের দিকেই মন পড়িয়া থাকে বলিয়া তাহারা আর গো-দোহনে, এবং দধি দুগ্ধাদি প্রস্তুত কার্য্যে মনোযোগ করে না।

---

[২৪৬]

নটনারায়ণ

ঘেরল আপদ্ ঘুচিল বিবাদ
ঘরের ঘোষণা-জাতি।
ঘুষিতে ঘুষিতে ঘোষণা সেচনা
ঘনয়া ঘোষণা মতি॥
ঘুনে যেন ঘর সদা করে জর
ঘেরিয়া ঘেরিয়া কাটে।
ঘুষিতে ঘুষিতে গুণ ঘর মর
* ঘন কাটি উঠে॥
ঘোষ নন্দ ঘোষ ঘরের বাহির
ঘন ঘন শ্যাম করে।
ঘোষ ঘটা করি ঘৃত দুগ্ধ ঘটে
পূরিয়া * * ধরে॥
ঘোষণা নগরে এ ঘৃত-পসারে
ঘরের হইতে আনে।
ঘন ঘটে পূরি ঘেসাঘেসি করি
রাখয়ে এ ঘট পানে॥
ঘোরতর ঘন নন্দঘোষ মন
ঘন বেশ করি দেই।
ঘরে নন্দরাণী ঘুষে গুণমণি
ঘরেতে লইয়া যাই॥
ঘৃত ঘোল সব রাখি কর পূর
ঘুচল ঘেরল বিধি।
ঘন নব ঘন ঘন ঘন ঘন
ঘুনায়ে হেরব নিধি॥
ঘর ছাড়ি যাব অক্রূর ঘেরল
জানিল এ ঘরখানা।
ঘোষণা ঘুনায়ে ঘরে রথ লয়া
ঘরেতে আইল তারা॥
ঘর যে আঁধার ঘর যে দীঘল
অক্রূর আইল যবে।
শুন নবঘন ধাউল হইল
ঘরের বাহির এবে॥
ঘট গলে বাঁধি তোমার অবধি
মরিলে তবে সে যেও।
ঘোষণা রহিল এই ঘোরতর
চণ্ডীদাস বলে রও॥

টীকা

পঙ্—১-২। অক্রূরাগমনে বিপদ্ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এখন কৃষ্ণ মথুরায় গেলে আমার গৃহের যাবতীয় যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে।

৯। এই স্থান হইতে বোধ হয় অক্রূরাগমনের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। নন্দ ঘোষণা দিয়াছিলেন, গোপেরা দধিদুগ্ধ লইয়া সমবেত হইয়াছিল, তৎপরে কৃষ্ণ বলরাম বেশ বিন্যাস করিয়াছিলেন, এবং যশোদা নানা প্রকার খেদ করিয়াছিলেন প্রভৃতি ঘটনার বর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী ২১১ সংখ্যক পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ঐ সকল ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

---

[২৪৭]

সূহই-বড়ারি

উ কি এ তোমার উনমত চিত
উচিত তোমার নয়।
উ সব আচার বিচার না লয়ে
উচিত কহিতে হয়॥
উ রাঙ্গা চরণে উ সব নাগরী
উনমত হয়ে মন।
উরল উপরে উ দুটি চরণ
রাখল করিয়া পণ॥
উজাগর নিশি উদিত এ বাসি
উপরে শুনি এ তান।
উনমত হৈয়া আইল ধাইয়া
উঠানি গোপীর প্রাণ॥
উপরে দুগ্ধের খুরি আবর্ত্তন
উনানে রহল তাহা।
উনমত বালা ভ্রমে কেনি গেলা
উমা উমা রবে রহা॥
উ মুখ চলল বরজ-নাগরী
উ পরে নাহিক মন।
উনমত্ত হৈয়া ভুজঙ্গ দংশল
কিছুই নাহিক কন॥
উরজ উপরে নিজ পতি করে
বসায়ে আছিল সুখে।
উ ধনী মধুর মুরলী শুনিয়া
উছটি ফেলিল তাকে॥
উ গুণ গাহিতে উ সব নাগরী
বেশের উ নহি চিত।
উচিত কহেন চণ্ডীদাস তাহে
উঠল বিরহ চিত॥

টীকা

পঙ্—১-৪। তুমি মথুরায় যাইতেছ ইহা তোমার কিরূপ পাগলামী বা খেয়াল? ইহা তোমার সাজে না। এইরূপ ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত নহে (বিচারে টিকে না), ইহা আমাদিগকে বলিতেই হইতেছে।

৫-৮। গোপরমণীরা পাগল প্রায় হইয়া তোমার রাঙ্গা চরণ বক্ষের উপরে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া রহিয়াছে। 'উরল' স্থানে বোধ হয় 'উরস' হইবে।

৯-১২। ইহাতে রাসলীলার রাত্রির ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। উজাগর—কোজাগর, বা আশ্বিনী পূর্ণিমা। সেই রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া গোপীগণ পাগলিনী হইয়া বনে ছুটিয়াছিলেন (চণ্ডীদাস, ১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তুং—"শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি" (ঐ)। বাসি—বোধ হয় বংশী অর্থে। উঠানি (সং—উচ্চাটন হইতে) চঞ্চল।

১৩-১৬। তুং—"কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে" ইত্যাদি (ঐ)। 'ভ্রমে কেনি' না "ভূমে ফেলি"?

১৭-১৮। তুং—কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া, সব বিসরিত ভেল" (ঐ)। উমুখ—কৃষ্ণের অভিমুখে। উ-পরে—অন্য কোন বিষয়ের প্রতি।

২১-২৪। তুং—"কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে, ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ" (ঐ)।

[২৪৮]

কানটি

চেতন হরিয়া চলিল ছাড়িয়া
কহিতে পরাণ ফাটে।
চিত বেয়াকুল চমকে অন্তর
চাঁদ ছাড়ে কোন নাটে॥
চাঁদ সে বয়ানে চন্দ্রমুখী রাই,
না শুন আমার বাণী।
চাঁচর চিকুর চূড়া না বাঁধব
চাঁপার সে ফুল আনি॥
চন্দন-চর্চ্চিত সে অঙ্গে লেপিত
চূড়ার সঙ্গেতে মিশা।
চপল রমণী সে চাঁদবদনী
চলিব করিয়া দিশা॥
চাঁদমাল চাঁদ- মুখ নিরখিয়া
চড়াইব উরু 'পরে।
চিনি চাঁপাকলা ছেনা চাছি সর
দিব সে আনন্দে কারে॥
চাঁদ-মুখ পর চর্চ্চিত কর্পূর
চাহিয়া মাগিব কারে।
চপল রমণী চেতন করিয়া
চলিলা আপন বশে॥
চাহিব কা পানে চামর ঢুলাব
দিব সে শ্রীঅঙ্গে বা।
চিত্রের বসন করিব শয়ন
চর্চ্চিত সোণার গা॥
চারিদিক্ দিব চাঁপা নাগেশ্বর
চামেলী চম্পকলতা।
এ চন্দ্রমল্লিকা চুয়া মিশাইয়া
আসন করিব হেথা॥
চণ্ডীদাস কহে— "চেতন হরিয়া
চাহিল গোপিনী পানে।
চিরকাল রহ চাঁদমুখ দেখি
জুড়াক সবার প্রাণে॥"

টীকা

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীগণের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—৪। কোন্ রসজ্ঞ লোক সুধাময়ী রমণীগণকে পরিত্যাগ করে? তু°—"রসিক হইলে, রস কি ছাড়য়ে, মুখর চতুর জনা" (চণ্ডীদাস, ১৯২ পৃঃ)।

৫-৮। রাধার সৌন্দর্য্য চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল, তাহার বদন শশধরতুল্য, তুমি রসিক হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইও না। যদি আমার এই কথা না শুন তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আর রাধা চাঁপাফুল দিয়া তোমার চূড়া বাঁধিবে না।

৯-১২। চূড়া-সমন্বিত এবং চন্দনলিপ্তদেহ তোমাকে উদ্দেশ করিতে ব্যাকুল হইয়া আর চন্দ্রবদনী রাধা পূর্ব্বের ন্যায় যাইবে না। দিশা—উদ্দেশ।

১৩। চাঁদমাল—চন্দ্রাবলী বা চন্দ্রশ্রেণীর শোভাযুক্ত (দানকেলিকৌমুদী, ১৯ পৃঃ, বঃ সঃ)।

২১-২৪। তু°—"বিরলে তু নিয়া ঘর, দেখা শুনা নিরন্তর, শীতল চামরে দিব বা। কুসুম-শয়ন শেযে, বিচিত্র পালঙ্ক সাজে, জাতি জাতি দিব ছুটি পা॥"

(চণ্ডীদাস, ২৭৫ পৃঃ)।

২৫-২৮। রাসের সময়ে গোপীগণ বিবিধ কুসুম চয়ন করিয়া রত্নবেদিকা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তু°—"কোন গোপী তুলে চাঁপা নাগেশ্বর" ইত্যাদি (ঐ, ২১২ পৃঃ)। এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

[২৪৯]

নটশ্রী

ছট্ ফট্ করে ছায়া গেল দূরে
ছাপিতে নাহিক ঠাঁই।
ছলা করি ছট বেশ না করিব
ছলা সে করিব নাই ॥
ছেনা ননী ঘৃত দধির পসরা
ছান্দিব পসরা 'পরে।
ছন্দবন্ধ ছাঁদে ছলা যে করিব
শাশুড়ী-ননদী-বোলে ॥
ছাঁদিয়া চরণ ছাঁদে দান সাধি
ছেনা দধি নিব ছলে।
ছল ছল ছল গোপিনী সকল
ছি ছি ছি লো বলি বলে ॥
ছলা করি তবে বড়াই যাইয়া
ছন্দ করি কথা কয়ে।
ছাপিয়ে রাধারে বসনের ছায়
সে নব কিশোরী লয়ে ॥
ছটা-বেশ দেখি ছটার উপমা
ছাতিতে করিয়ে ঠাঁই।
ছলা দানঘাটে সিরজিব কেবা
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে আর দানলীলা হইবে না, তাহারই উল্লেখ করিয়া শ্রীরাধা এই পদে আক্ষেপ করিতেছেন।

পঙ্—১-২। তু°—"প্রভাত হইল, সবাই জাগিল, গুরুগরবিত জনা", তখন রাধার—"উঠিল বিরহ আগি" (পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। দানলীলার ঐ প্রথম পদটিতেই বর্ণিত হইয়াছে যে প্রভাতে কালচাঁদ দেখিয়া রাধার বিরহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি হৃদয়ের ব্যাকুলতা গোপন করিতে পারেন নাই। ছায়া—অন্ধকার।

৩-৪। তখন মথুরায় বিকি করিতে যাইবার ছলে তিনি যে বেশভূষা করিয়াছিলেন, এখন কৃষ্ণ মথুরায় গেলে আর সেইরূপ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৫-৬। তু°—"ঘৃত ছেনা দুধ, ঘোল নানাবিধ, ভাণ্ডে সাজাইল দই" (ঐ, ১১৩ সং পদ)।

৭-৮। বড়াই রাধার শাশুড়ীর নিকটে যাইয়া নানা ছলে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া রাধার মথুরায় গমনের অনুমতি লইয়াছিলেন (কৃঃ কীঃ, ৩১ পৃঃ)।

৯-১০। তু°—"রহ রহ বলি, শুন গোয়ালিনী, দানী সে ডাকিয়া বলে" (পূর্ব্ববর্ত্তী, ১২১ সং পদ)। এবং—"কানু করে লই, ছেনা দুধ দই, বদনে ঢালিয়া দেয়" (ঐ, ১৪২ সং পদ)।

১৩-১৬। এই ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৬ সং পদে বর্ণিত হইয়াছে।

---

[২৫০]

বড়ারি

"জর জর জর জারিল অন্তর
জবে সে শুনিল ইহা।
যাইতে মথুরা নাগর চতুরা
জারল রাধার দেহা ॥
যার লাগি যাই নিকুঞ্জ-ভবনে
বোলাতে জাইব ভালে।
যমুনা-কিনারে যশোদা-নন্দন
রহিব কদম্ব-তলে ॥
যাচিয়া যাচিয়া যতন করিয়া
কে দিব কদম্ব-ফুল।
* * * * * *
* * * * ॥

যবে সে জানল যবে আইল রথ
যবে সে পড়ল সারা।
যাই একজন বুঝল কারণ
জারল বিরহ গাঢ়া॥
যে জন যাইব তোমারে লইয়া
যমুনা হইলে পার।
জীবনে তেজিব যতন করিয়া
জানিবে বিচার ভার॥"
জানে চণ্ডীদাস— যাইব মথুরা
যবে সে শুনিল কাণে।
জর জর তনু জারল অন্তর
ধৈরজ নাহিক মানে॥

টীকা

পঙ্—১-২। জারিল—জর্জ্জরিত করিল। কৃষ্ণের মথুরায় গমনের সংবাদ শুনিয়া।

৫-১০। অতীত প্রেমলীলার উল্লেখ।

১৫-১৬। এই ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৭ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে।

---

[২৫১]

নটনারায়ণ

ঝর ঝর ঝর বহে প্রেমবারি
ঝামরু নয়ন দুটি।
ঝলকে ঝলকে ঝর ঝর ঝর
বিরহের বারি উঠি॥
ঝাঁঝর পাঁজর ঝরঝর ভেল
ঝটকে পরাণ যায়।
ঝট করি জিউ ঝমরু ঝমরু
ঝটকে ব্যথাটি পায়॥
ঝম্ ঝম্ করে কঙ্কণ ঝটকি
মরমে হানয়ে ধ্বনি।
ঝিয়ের করুণা ঝট করি আসি
বৃষভানু রাজারাণী॥
ঝক্ ঝক্ পাটে ঝলক আয়াটে
ঝরে ঝর ঝর আঁখি।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝলক ঝলক
ঝলকি রথের ঠাটি॥
ঝাঝরি মহরি ঝট্ ঝট্ বাজে
ঝটকে নাচয়ে নাট।
* * * * * *
* * * *॥
ঝল মল করে ঝলকে কুণ্ডল
ঝাপটে মুরলি করে।
ঝাঝর হিআয়ে ঝট্ ঝট্ হেহে
কাঁদয়ে করুণ স্বরে॥
ঝামরু তলায়ে ঝটকি পড়িল
সে হেন সুন্দরী রাধা।
ঝাঁঝরি করিল গোপীগণ যত
ঝটসে করল বাধা॥
ঝট্ চণ্ডীদাস ঝামরু হইয়া
পড়িয়ে রহয়ে পায়ে।
ঝট্ করি দেহে ঝট্ ঝট্ করি
লইয়ে যাইতে চাহে॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, এই সংবাদ পাইয়া রাধার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাই এই পদে বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—২। ঝামরু :—সং—ঝামারূপ হইতে পোড়া ইটের স্তায়। অজস্র অশ্রুবর্ষণে চক্ষের যে অবস্থা হয়।

৫। ঝাঁঝর :—সং—জর্জ্জর হইতে; বহুছিদ্রবিশিষ্ট।

পাঁজর :—সং—পঞ্জর হইতে; অস্থি।

ঝরঝর :—অতিশয় জীর্ণ।

৬। ঝটকে :—(তু°—সং-ঝটিতি, ঝটিকা) হেঁচকা টানে।

৭। জিউ :—জীবন। জীবন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

৯-১২। রাধা ছট্‌ফট্ করিতেছেন, কঙ্কণের শব্দ হইতেছে, ইহা শুনিয়া বৃষভানু রাজা এবং রাণী মেয়েকে দেখিতে আসিয়াছেন।

১৩। ঝক্‌ঝক—উজ্জ্বল। পাটে :—পট্টবস্ত্রে।

ঝলক—অশ্রুস্রোত।

আয়াটে :—নিরোধ করে। এদিকে রাধার এই অবস্থা, ওদিকে যে কৃষ্ণ মথুরায় যাইবার জন্য সাজসজ্জা করিতেছেন, তাহারই বর্ণনা পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে করা হইয়াছে।

১৬। ঠাটি :—সাজসজ্জা।

১৭। ঝাঝরি :—ঝর্‌ঝর্ শব্দকারী কাংস্যময় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

---

[২৫২]

নটনারায়ণ

এ কি মথুরা এ কি চতুরা
এ কি পরের বশে।
এ কি নিদান এ কি পাষাণ
এ কি ছাড়িব বাসে॥
এ কি গোধন তেজিয়া সদন
এ কি তেজিব মায়ে।
এ কি বালক তেজিব সকল
এ কি মথুরা যায়ে॥
এ কি গোপিনী তেজিব এখনি
এ কি নিদয়া হয়া।
এ কি গোকুল তেজিব সকল
এ কি এ শোক দিয়া॥
এ কি পাষাণ হৃদয় নিদান
এ কি মথুরা যাব।
ঞিহার কারণে ইঙ্গিতে আকারে
এখনি পরাণ দিব॥
এ কি মথুরা- নাগরী-বিলাসে
এ কি বঞ্চিব তথা।
এ কি সেখানে বঞ্চিব সঘনে
এ কি ছাড়িব হেথা॥
এ কি রাধার মরণ দেখিয়া
যাইব মথুরাদেশ।
এ কি অক্রূর সঙ্গেতে যাইব
দিয়ে অতি বড় ক্লেশ॥
এ কি সুখের লালস তেজিয়া
গোপিনী ছাড়িব পারা।
এ কি বঞ্চিত করব সকল
চণ্ডীদাস বুকে ধারা॥

টীকা

পঙ্—১-৪। এ অর্থে এই, ইহা, এবং বিশেষার্থে কৃষ্ণ ইত্যাদি। তু°—"ঞিহ, ঞিহার" (প্রাচীন বাঙ্গালায়)।

কৃষ্ণ কি চাতুরী করিয়া মথুরায় যাইতেছে, না সে সত্যই পরবশ হইয়া যাইতেছে? এই কি প্রেমের পরিণতি হইল? কৃষ্ণের হৃদয় কি পাষাণবৎ কঠিন? সে কি বৃন্দাবনের বাস পরিত্যাগ করিবে? এইভাবে অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

[২৫৩]

যতিশ্রী

টল বল করে টল টল দেহে
টেরা সে বিষম বাঁশী।
টানিলে না টলে বুকে টেরা হয়া
হৃদয়ে রহিল পশি॥

টাটক হইয়া সুধামুখী ধনী
টেরা সে নয়ানে চেয়া।
টারিয়া যাইবে তটস্থ রমণী
টুটিল বিরহ দিয়া॥

টানাটানি করে টেরেতে লইয়া
মরিতে টাকর দিয়া।
টান টোন করি টাকাই তা সনে
টের দূর দিকে রয়া॥

টিপটাপ করে টেটালির পারা
টিকাদিনি-পারা রাধা।
টলটল করে অবলা পরাণ
সকল করিল বাধা॥

টাটক হইয়া টানিয়া রাখিব
আপনার নিজ পতি।
টেরেতে থাকিয়া টেট্‌কারি দিয়া
অক্রূর মহা সে মতি॥

চণ্ডীদাস কহে— "টাটক হইয়া
টারল গোকুলনাথ।
টিপানে জানিল টেরা হয়ে নাথ
ছাড়ব গোপীর সাথ॥"

টীকা

পঙ্—১-৪। তু°—"সই, পশিল বিষম বাঁশী। বাহির করিতে যতন করিনু, মরমে রহিল পশি॥"

(চণ্ডীদাস, ১২৪ পৃঃ)।

"বাঁশী" স্থলে আদর্শে "গাঁসি" আছে। টেরা—সং—তির্য্যক হইতে বক্র অর্থে। কৃষ্ণ চলিয়া গেলে এইরূপ বাঁশীর স্বর আর শ্রুত হইবে না, ইহাই লক্ষ্য।

তু°—"আর না শুনিব শ্রবণ পূরিয়া
মধুর বাঁশীর তান।"

(পরবর্ত্তী ২৯৬ সং পদ)।

৫-৬। টাটক:—তপ্ত হইতে ব্যথিত অর্থে কি? ব্যথিত হইয়া রাধা তোমার দিকে আড়চক্ষে চাহিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। টেরা সে নয়ানে—তু°—"তেরছ নয়ানে" (চণ্ডী° ১২৪ পৃঃ)।

তু°—"ধরণী উপরে চিত্রের পুথলি, বরজ রমণী ধনী" (পরবর্ত্তী ২৯৬ সং পদ)। এবং এইরূপে পড়িয়া—"শ্যাম পানে নয়ন থাপায়।" (ঐ, ২৯৮ সং পদ)।

৭-৮। টারিয়া—টালিয়া, বিচলিত করিয়া। তটস্থ—বিরহভয়-ভীত। টুটিল—হৃদয়বিদীর্ণকারী।

৯-১০। মরিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গোপীগণ যমুনার তীরে রথ লইয়া টানাটানি করে। টেরেতে—তীরেতে; টের=তীর (শব্দকোষ)। তু°—"কেহ বা যমুনা কিনারে পড়ল, যেখানে উঠিল রথ" (ঐ, ২৯৬ সং পদ)। এবং—"কেহ রথ হাতে ধরিয়া রহয়ে" (ঐ)। টাকর—সং-তর্ক ধাতু দীপ্তিতে, জ্ঞানে। তু°—"মরণ তেকে (টেকে) বসিয়া আছে" (শব্দকোষ)। অর্থ—স্থির করি, লক্ষ্য করি। যেমন—"মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া" (শব্দকোষ)। গোপীগণও বলিয়াছিলেন—"বধ করি যাহ, এ সব গোপিনী" (ঐ, ২৯৫ সং পদ)।

১১-১২। তু°—"রথের উপর, যথন বৈঠল, রসিক নাগর ধারী। অঙ্গুনি তুলিয়া, দেখায় রসিয়া, বসিএ কহেন ঠারি॥" (ঐ, ২৯৫ সং পদ)।

টাকাই—তাকাই। টের—ঠার।

---

[২৫৪]

বেলয়ার

ঠালল রমণ ঠমকে বৈঠল
ঠারা ঠারি করে তা'রা।
ঠাট করি রথ ঠেলা ঠেলি যত
ঠালিল রমণ সারা ॥
ঠান বেশ ধরি ঠমকে যাইবে রথে।
ঠকের ঠাকুর ঠকমকি সারা
ঠাকুর বলিয়ে তারে।
ঠাকুর হইলে ঠাকুরালি পনা
ঠমক সেজন করে ॥
ঠকাইয়া এবে ঠমকে যাইবে
ঠানিল গোপের রামা।
ঠার নাহি চিতে অবলা বধিতে
ঠারে ঠেলিব তোমা ॥
ঠানিল মরণ ঠাকুর তখন
ঠারে যোগাইব রথ।
ঠারে চণ্ডীদাস হয়ে এক মন
ঠারে যোগাইব রথ ॥

টীকা

পঙ্—১-২। ঠালল:—ঠার হইতে ইসারা করিল অর্থে। রমণ—বল্লভ, কৃষ্ণ। ঠমকে—ভঙ্গীর সহিত। তু°—

"রথের উপর, যখন বৈঠল, রসিক নাগর ধারী।
অঙ্গুলি তুলিয়া, দেখায় রসিয়া, বসিএ কহেন ঠারি॥"
(পরবর্ত্তী ২৯৫ সং পদ)।

তা'রা—কৃষ্ণ এবং অক্রূর।

৩-৪। গোপীগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যতই উদ্যম করুন না কেন, কৃষ্ণ রথ চালাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ঠাট করি—ভঙ্গি করি। তু°—"ঠাকুরের ঠাট দেখে জ্বলে যায় গা" (মাণিক)। পরবর্ত্তী ২৯৬ সং পদে ইহার বর্ণনা আছে।

৫-৯। তুমি (সু-ঠাম—ঠান, অথবা ঠাকুরান্ হইতে কি ?) সুন্দর বেশ পরিধান করিয়া আড়ম্বরের সহিত রথে চড়িয়া মথুরায় যাইবে! তুমি ধূর্ত্তের শিরোমণি, তোমার বাহ্যাড়ম্বরই সার, তোমার ন্যায় লোককে আমরা দেবোপম ভাবিয়াছি! তুমি যদি মহৎ হইতে, তাহা হইলে তোমার মধ্যে মহত্ত্ব থাকিত; মহৎ লোকেরা কখনও এইরূপ চাল্‌বাজি (ঠমক) করে কি ?

১০-১২। এখন গোপীগণকে প্রতারিত করিয়া তুমি গর্ব্বের সহিত চলিয়া যাইবে, ইহা গোপীরা স্থিররূপে জানিতে পারিল। অবলা বধ করিতে তোমার চিত্তে কোন প্রকার সঙ্কোচ নাই।

---

[২৫৫]

বেলয়ার

ডাহিনে শৃগালী ডাকে একজনা
ডাহিনে কাটিয়া যাব।
ডর পেয়ে মনে অশুভ দেখিয়া
ডরে ডরাইয়া রব ॥
ডোর দিলে ঘরে ডোর দিলে পরে
ডাগর হইল বাণী।
ডরে ডরাইয়া ডরেতে ডরিয়া
ডাহিন নাহিক গণি ॥
ডারিলে দরিয়া ডহর দেখিয়া
পড়িল সকল জলে।
ডোর দিলে বুড়ি অতি তড়াবড়ি
এমন কে জন জানে ॥
ডাগর দেখিয়া বামেতে ডারিয়া
ডাগর কদম্ব ফুল।
ডগ মগ ডগ উড়ে শিখিচূড়া
বাঁধিয়া চাঁচল চুল ॥

ডাহে চণ্ডীদাসে পড়িল চরণে
ডারিলা সাগরজলে।
ডহ ডহ ডহ ডহয়ে অন্তর
হৃদয়ে আনলে জ্বালে॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মথুরায় যাইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কোন গোপী ইহা বলিতেছেন।

পঙ্—১-৪। দক্ষিণে শৃগাল ডাকিলেও আমি অমঙ্গলের ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

৫-৮। তোমার জন্য আমরা কুলত্যাগ করিয়াছি, পরনিন্দায় কর্ণপাত করি নাই, এবং আমাদের অপযশ শতকণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে। আমরা যখন এই সকল অপবাদে ভয় পাই নাই, তখন এই ডাইনের শিয়াল দেখিয়াও ভয় পাইব না। তু°—

"কেহ বলে ভাল, মোরা যাব চল, মথুরানগর পুনু।
কিবা কুলভয়ে, হেন মনে লয়ে, ধরিয়া রাখিব কানু॥
যাহার লাগিয়া কত পরমাদ, হল সে লোকের হাসি॥"
(পরবর্ত্তী ২৯৭ সং পদ)।

৯-১০। সং—দ্রাহ হইতে ডার, নিক্ষেপার্থে। সং—দর হইতে গর্ত্ত অর্থে ডহর।

তু°—"নিদানে ডারিলে জলে" (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪০ সং পদ)।

১১-১২। তু°—

"প্রেম বাড়াইয়া, নিদান করিয়া, মথুরা সাজল এবে।
এত কিবা সহে, অবলা পরাণে, কেমন তাহার ভাবে॥"
(ঐ, ২৯৭ সং পদ)।

ডোর—প্রেমডোর।

১৩-১৬। শ্রীকৃষ্ণের সাজসজ্জার বর্ণনা। তু°—"দুদিকে দু'কাণে কদম্বের ফুল" (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৪ সং পদ)।

১৯। ডহ—দহন হইতে, দাউ দাউ করিয়া।

ডাহয়ে—দহয়ে, জ্বলে।

---

[২৫৬]

বড়ারি

ঢর ঢর ঢর বহে অনিবার
ঢরকি ঢরকি লোর।
ঢলিয়া পড়য়ে ঢাকিলে না রহে
নাহি ডোর দিলে ওর॥
ঢারিয়ে অমিয়া বহু ঢারি দিলে
ঢল ঢল করে অঙ্গ।
ঢারি পুন দিলে ঢারি আগর
ঢারে ঢারিলে সঙ্গ॥
ঢোর পরিবশে ঢাকির ঢোরসে
ঢাপন বিরহ কোর।
ঢোকল ঢাবলে ঢারির ঢাপনে
ঢিবব ঢঙ্গ সুঢোর॥
ঢর ঢর ঢর গোপ সুনাগরী
ঢরল বিরহ সবে।
ঢারিলে বিরহ আনল দ্বিগুণ
ঢালি চণ্ডীদাস ঝুরে॥

টীকা

পঙ্—১-২। ঢর ঢর :—ঢল, ঢল। ঢরকি ঢরকি :- ঝলকে ঝলকে।

৪। বাধা দিলেও শেষ হয় না।

---

[২৫৭]

শ্রী

আনন্দ ছাড়িয়া আনল জ্বারল
আন কি পরাণে সয়ে।
আনহু গরল হইয়া সরল
আন কি পরাণে সয়ে॥

আন আন ছলে আন কুতূহলে
করিথু আনহি খেলা।
আন জনা কত কহিথু বেকত
আন দিথ অতি জ্বালা॥
আনপানা সব থান কি দিয়াছে তোর।
আন সত করি তোমার কারণে
আন করি যাই ভোর॥
আনল জ্বালিলে আনন্দের ঘরে
আন কি জানিয়ে ইহা।
* * * * * *
* * * *॥
আন আন যত আন আন মত
আনহু বায়ন ভালে।
আন আন লাগি এত পরমাদ
চণ্ডীদাস আন বলে॥

টীকা

পঙ্‌—১-৪। সুখ চলিয়া গিয়াছে, এখন আমরা দুঃখের অনলে জর্জ্জরিত হইতেছি। আমাদের সরল প্রাণে ইহা আর সহ্য হয় না, অতএব বিষ আন।

৫-৮। আমরা নানা প্রকার ছল করিয়া কৃষ্ণের সহিত আনন্দে কত খেলাই খেলিয়াছি। অন্য লোকে তাহা ব্যক্ত করিয়া দিত, এবং অন্যে (অর্থাৎ আত্মীয়গণ) অত্যন্ত যন্ত্রণা দিত।

---

[২৫৮]

ভাটানিমঙ্গল

তুমি কি নিদান তাহা সে না জানি
তবে কি এমন করি।
তার তর তম তখন করিথু
অখলা কুলের নারী॥

তরল সরল তো বিনু গরল
তখনই খাইব আমি।
তবে তাপ যাবে তখনি মরিব
তবে সে জানিবে তুমি॥
তোমার কারণে তেজি গুরুজনে
তাহা সে সকলি জান।
তুমি নিদারুণ তাহে কর হেন
তাহা তুমি যদি জান॥
তোমার পীরিতি হৃদয়ে পূরিতে
তাহা না কহিব কত।
তাপেতে তাপিত তাহা কব কত
তোমার কারণে যত॥
তাপেতে তাপিত গঞ্জয়ে সতত
তাপিনী বড়ই আমি।
তোমার চরণে সকলি গোচর
তাহে নিদারুণ তুমি॥
তাহে চণ্ডীদাস তাপিত হৃদয়
তনু জর জর ভেল।
তাপে যত সখী তাহা মুখ দেখি
হৃদয়ে বাজয়ে শেল॥

টীকা

পঙ্‌—৩-৪। পূর্ব্বে জানিতে পারিলে সরলপ্রাণা আমরা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতাম।

---

[২৫৯]

সুহই

থাকি থাকি থাকি বেথিত অন্তর
কান্দিয়া কান্দিয়া উঠে।
থির নাহি চিতে থাকিয়া বেথিত
যেমন আনল ছুটে॥

থোর দরশন থাকিত থোকিত
থির থির নাহি মান।
থাপিল তোমার যুগল চরণ
থল সে নাহিক জান ॥
থির করি চিত থর থর করে
থাকি থাকি যেন কাঁদে।
থাকুক থাকুক তোমার পীরিতি
থির আর নাহি বাঁধে ॥
থল না রাখিলে থুইবে খেয়াতি
থাকুক তোমার লেহা।
থির থির তাহে কহে বিনোদিনী
থাহি না রহল দেহা ॥
থির করি চিত থাকহ গোকুলে
থায়ী সে হইয়া থাক।
চণ্ডীদাস কহে— "থল রাখ নাথ
গোপীর গুমান রাখ ॥"

টীকা

পঙ্—৫-৮। তোমার সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা হইত বটে, কিন্তু স্থির বা স্থায়ী ভাবেই যে সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতাম তাহা হয়ত তুমি মানিবে না বা বিশ্বাস করিবে না, কারণ তোমার পদদ্বয় যে কোথায় (অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে) স্থাপন করিয়াছি, তাহা তুমি জান না।

তু°—
"যারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে, না দেখি নয়ন-কোণে।
তবু সে সজনী, দিবস রজনী, সদাই পড়িছে মনে ॥"
(চণ্ডীদাস, ১৫৪ পৃঃ)।

১২। আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না।
১৩। অখ্যাতি রাখিবার আর স্থান (থল) রাখিলে না।
১৬। দেহ ধ্বংস হইতে চলিল।
১৮। থায়ী—স্থায়ী।
২০। গুমান—গরিমা, অভিমান, গর্ব্ব।

[২৬০]

সুই—সিন্ধুড়া

দক্ষিণ নয়নে নাচিল যখন
দেখিল বিপদ্-দশা।
দিয়া সে দেবতা দেবীরে পূজিতে
দেখল আপদ্-ভাষা ॥
দেবতা উপরে দিয়া ফুলদল
দেয়াশী জুড়ল কর।
"দেহ মাতা দেবা দরিয়া হইয়া
ঘরে রহে দামোদর ॥"
দেবী সে না দিল মাথার সে ফুল
তাহাতে জানল মনে।
দিব বহু দুখ দুখের সাগরে
ফেলাব নাগর কানে ॥
দেখিয়া দয়াল গুণের সাগর
দর দর দুটি আঁখি।
দয়াতে মোহিত দেবের দেবতা
শ্রীমুখ বঙ্কিমে রাখি ॥
দোষ গুণ যদি দেখিয়া রাধার
ছাড়িয়া যাইতে চাহ।
দেখিব—লও দোসর নাহিক
চণ্ডীদাস গুণ গাহ ॥

টীকা

পঙ্—৫-১২। এইরূপ ঘটনা পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৮-৯ সংখ্যক পদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

[২৬১]

কানাড়া

ধরম করম সকলি মজিল
ধাধসে পরাণ রাখি।
ধেয়ান তোমার ধনী সে আকার
শুধু দেহ আছে সাখী ॥
ধন জন যত সে সব বেকত
ধরম ভরম তুমি।
ধরিয়া চরণ লইনু শরণ
তোমা না ছাড়িব আমি ॥
ধরিব যেমন ধরে মীনগণ
ধাধসে শফরী যত।
ধনী বিনোদিনী ধাধসে তেমনি
ধৈরজ ধরিব কত ॥
ধক্ ধক্ ধকি পরমাদ দেখি
ধরিতে না পারি হিয়া।
চণ্ডীদাস কহে ধরিয়া ছলয়ে
বচন চরণ সেয়া ॥

টীকা

পঙ্—২। সং—সাধ্বস হইতে ধাধস, ভয়, সম্ভ্রম, চিত্ত-চাঞ্চল্য অর্থে।

৩-৪। ধনী (রাধিকা) তোমার মূর্ত্তি (আকার) ধ্যান করেন, তাঁহার (রাধিকার) দেহের অবস্থাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

৯-১২। বড় বড় মৎস্য আবেগের সহিত যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য আয়ত্ত করে, রাধার মনও কৃষ্ণের জন্য প্রেমাবেশে সেইরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না।

[২৬২]

শ্রীনট

নবীন নাগরী নবীন লোরেতে
দেখিতে নাহিক পায়।
নীরস বচন নাহিক কথন
মতিকে কেমন ভায় ॥
নব নব রামা না ফেল পাথারে
নাহিক আপন কেহ।
না জানি পীরিতি না জানি কি রীতি
কেবল সুঁপিল দেহ ॥
নয়নে নয়ন মিলিল যে দিন
সে দিনে আছিলে ভালে।
নাগরী আগরি যমুনা নাগর
সেই সে কদম্বতলে ॥
নানা রঙ্গ তথা নানা রস-কথা
আন আন ছলে কয়া।
নীর আনি ছলে নানা বেশ ধরি
কহিমু বদন চেয়া ॥
নাগরীর প্রেম পাসর কেমন
কেমন তোমার প্রীতি।
নাহি গণ এবে সে সব আরতি
চণ্ডীদাস কহে রীতি ॥

টীকা

এই পদটিতে প্রধানতঃ নূতন প্রেমের গভীরতা বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—৯-১৬। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বর্ণনায় এবং দান-লীলাদিতে এইরূপ ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে।

২০। আরতি—সং-আর্ত্তি হইতে প্রীতি, প্রেম অর্থে।

[২৬৩]

বড়ারি

পরবশে তুমি পরের কথায়ে
পহিলে এমন কর।
প্রেম বাড়াইয়া পরশ-রতন
গলায়ে গাঁথিয়া পর ॥
পরে দিয়া জ্বালা পর ঘর-ঘালা
পলাহ পরের বোলে।
পতি দুরমতি তাহার পীরিতি
তেজিনু অবহি হেলে ॥
পাথারে ফেলহ পরিহরি যাহ
পাসর পরম লেহা।
পাতি জাতি কুল পহিলে সকল
পরিহার দিল গেহা ॥
পথে কত শত পাওল বেদনা
পহিলে বিকের ছলে।
পরিয়া কদম্ব- মালা মনোহর
পাইথে কদম্বতলে ॥
পরিহাস-রসে প্রেমে রহাইসে
পাইয়া পসরা জতি।
পথে লুটে নিতে দধি দুগ্ধ যত
সে সব তেজিলে কতি ॥
পরশ-রতন পাইয়া সঘন
পরাণে মিশিয়াছিল।
প্রেম দিয়া ইবে ছাড়ি কার বোলে
চণ্ডীদাস দুখী ভেল ॥

টীকা

পঙ্—১-২। পরবর্ত্তী ২৯৫ সংখ্যক পদে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে সান্ত্বনা দিবার জন্ত বলিয়াছেন—"পরবশ হয়া যাইতে হইল, পুন সে আসিব ধনি।" তাহারই উত্তর-স্বরূপ এই পদ রচিত হইয়াছে।

৫। ঘরঘালা:—সং—ঘাত হইতে ঘাল, বধ। পরের ঘর ভাঙ্গন।

১১। পাতি:—সং—পত্র হইতে পাতলা অর্থ গ্রহণান্তর ছোট, তুচ্ছ অর্থে।

১৩-১৪। দানলীলার ঘটনার উল্লেখ। পরেও।

১৮। জতি:—সাকল্যে, সমূহ অর্থে।

---

[২৬৪]

কাফি

ফিরিয়া না চাহ ফিরি কথা কহ
ফের দিয়া কোথা যাবে।
ফসল পাইয়া ফাঁফর করিয়া
ফিরিয়া চলহ ঘরে ॥
ফিরাইতে যবে ফিরিয়া ফিরিয়া
শাঙলী ধবলী গাই।
ফেনাতে চাহিলে ফাঁফর হইলে
ফিরিয়া কাঁদয়ে মাই ॥
ফটল যখন ফণী বিষধর
ফুয়ল শ্রীঅঙ্গখানি।
ফের ফিরি ফিরি গোপিনী দুসারি
ফুয়ল অনেক বাণী ॥
ফাটয়ে পরাণ ফাটয়ে হৃদয়
ফেলাহ দরিয়া মাঝে।
ফুরল সকল ফাঁফর গোকুল
চণ্ডীদাস সঙ্গে সাজে ॥

বটে কিবা নয় বুঝ রসময়
বলিল গোচর পায়।
বেণী কালজাদ বসিয়া বিরলে
রূপ নিরখিয়ে তায় ॥
বেশ পরিপাটি বেশের বন্ধান
বেলি অবসান কালে।
বলি 'রাধা রাধা' বাজাও মুরলী
তখনি যাইথু জলে ॥
বৃন্দাবন-বন্ধান সঙ্কেত মুরলী
শ্রবণে শুনিয়ে যবে।
বেকত কামিনী কুলের রমণী
পরাণ না ধরে তবে ॥
বিকল হইয়া সঙ্কেত পাইয়া
কনক-গাগরী কাঁখে।
বলে চণ্ডীদাস— "বেদনা পাইয়া
যেন ধন পেয়া রাখে ॥"

টীকা

পঙ্—২। ফের :—সং—বেষ্ট হইতে, গা-ঢাকা দিয়া অর্থে।

৩। ফসল পাইয়া—প্রেমের ফসল।

৭-৮। ফেনাতে :—বোধ হয় "ফেরাতে" অর্থে, প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে। গাভী ফিরাইয়া আনিতে যদি বিপদ্গ্রস্ত হইতে। এই ঘটনার উল্লেখ "যশোদার বাৎসল্য" প্রকরণে ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে।

৯-১২। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

ফটল :—সং—স্ফট হইতে বিস্তারিত করা অর্থে। কালীয়নাগ যখন ফণা বিস্তার করিল।

ফুয়ল :—সং—স্ফুট হইতে বিদীর্ণ করা অর্থে, দংশন করিল।

১১-১২। তু°—ভাগবত, ১০।১৬।১৯।

---

[২৬৫]

সুহই

বল বল দেখি বিকল পরাণ
বুক বিদরিয়া মরি।
বেদনা জানব বরজ-রমণী
বিকল হইয়া বড়ি ॥
বলরাম হৈতে বড় যে জানিয়ে
বড় সে করিয়ে প্রেম।
বিদূর যেমন বহু রত্ন ধন
লাখে লাখে পায় হেম ॥
বড় যেন দুখ বহু গেল দুখ
বড়ই আনন্দ তার।
বহুমূল্য ধন তুমি সে তেমন
ভুবন করিল সার ॥

টীকা

পঙ্—৩। বরজ-রমণী—(সং—ব্রজ হইতে বরজ) ব্রজাঙ্গনা।

৫-৬। বলরামের সহিত গোপীগণের রাসাদি বিলাসও পুরাণে বর্ণিত হইয়া থাকে। তু°—ভা, ১০।৩৪।১৩।

৭-১২। বিদূর :—দু অর্থে দুঃখ; অতএব অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক। এইরূপ লোকের নিকট বহু ধনরত্ন যেরূপ দুঃখনাশক এবং আনন্দদায়ক, তুমিও আমাদের নিকট সেইরূপ আনন্দদায়ক জগতের শ্রেষ্ঠ ধন।

২১-২৪। বৃন্দাবন-বন্ধান—বৃন্দাবনের বিভ্রমস্বরূপ।

তু°—"বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥"
(চণ্ডীদাস, ১২১ পৃঃ)।

---

[২৬৬]

কাফি

ভালের বড় তু ভামিনীর প্রিয়
ভালে সে জানল তোরে।
ভরম সরম ভাসল সকল
ভাসালে দরিয়া-পরে॥
ভাল মন্দ মোরা কিছুই না জানি
ভরসা কেবল পায়।
ভরসা অন্তরে ভাবি ভাবি তাহে
ভস্ম হইল গায়॥
ভরসা করিল ভরম সরম
ভালে সে জানিল মোরা।
ভাল মন্দ কেবা জানে ভাল মতে
এমন তোমার ধারা॥
ভৈগেল ভাবের ভরসা সকল
ভেল সে গরল-পারা।
ভাঙ্গল সকল সুখের বৈভব
ভাবিতে গণিতে সারা॥
ভিগল মরমে তোমার ভাবনা
ভালে সে পশিয়া গেল।
ভাবিতে গণিতে ভাসল সায়রে
ভণে চণ্ডীদাস ভাল॥

টীকা

পঙ্‌—১। সং—ভদ্র—ভল্ল—ভাল। তুমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, পর হইতে পর। ভামিনীর প্রিয়—রমণীমোহন। তব হইতে তু, তুমি অর্থে।

১৩। ভৈগেল—সং—ভন্‌জ্‌ ধাতু ভঙ্গে। ভাঙ্গিল, ধ্বংস হইল।

১৭। ভিগল—বিদ্ধ হইল।

---

[২৬৭]

শ্রীসুহা

মনের মরম মনেতে জানহ
মানস মরমে যতি।
মন-সুখ যত মানসে জানিয়ে
মদন-তরঙ্গে মাতি॥
মদন-মোহন রমণীর মন
মোহিলে মনের সুখে।
মধুপুর দূর মথুরা-নাগরী
মনে সে পড়ল তাকে॥
মনেতে লাগিল মনোহর রূপ
মগন হইয়া চিতে।
মনে নাহি ভায় গোকুল-নগরী
কিরূপ আছয়ে ইথে॥
মন-মত্তহাতী মারিয়ে কেশরী
শৃগাল মারিতে চায়।
মাণিকের কাছে তুলনা থাকয়ে
কাঁচের ফলের প্রায়॥
পর যে যজিয়া মন যে মজিয়া
রঙ্গে তেন অতি ভোরা।
মোতিম তেজিয়া কোলি সে পাওব
চণ্ডীদাস ভেল ভোরা॥

টীকা

শ্রীকৃষ্ণ নূতন প্রেমের লোভে মথুরায় যাইতেছেন, এইরূপ কল্পনাজনিত আক্ষেপ এই পদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তু°—ভা, ১০।৩৯।২০-২২।

পঙ্‌—১-৪। তোমার মনে যাহা আছে, তাহা তুমি ভালই জান। কামনার বশে মনে যে সুখের কল্পনা করিতেছ, তাহাও তোমার অবিদিত নাই।

৫-৮। তুমি বৃন্দাবনের রমণীগণের মন হরণ করিয়াছ, এখন সুদূর মথুরাতে যে নাগরী আছে, তাহার কথা তোমার মনে হইয়াছে।

৯-১২। এখন তাহার রূপেই তোমার মন মোহিত হইয়াছে, গোকুলনগরের রমণীরা যে কি অবস্থায় আছে, তাহা আর তুমি চিন্তা কর না।

১৩-১৮। তোমার এই ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, যেন সিংহ মত্তহস্তী বিনাশ করিয়া শৃগাল বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। গোপীগণের সহিত তুলনায় মথুরার নাগরীগণ মাণিকের কাছে কাচ-নির্ম্মিত ফল মাত্র, আর বাহ্য চাকচক্যে মোহিত হইয়া তাহাই তুমি মনের সুখে পরিধান করিতে যাইতেছ।

১৯-২০। তুমি মুক্তার পরিবর্ত্তে কুলফল প্রাপ্ত হইবে। কোলি—কুলফল। মোতিম—মৌক্তিকম্।

---

[২৬৮]

শ্রী

যাহার কারণে জগজন ভরি
যত বড় ভেল লাজ।
জানহ সকল যদুনাথ তুমি
ভুবন-মণ্ডল-মাঝ॥
যদি নাকি চাবে সে হেন শ্রীমুখ
(জর) জর করে দেহা।
যাইয়া যমুনা জল ভরি ছলে
দেখিয়ে বাড়য়ে লেহা॥
যদি যাহ নাথ যমুনা উপারে
যগন ধেনুর পাল।
যবে নাহি দেখি দেখিলে জুড়াই
বিকের ছলায়ে ভাল॥
যাহার বেদনা জানে কোন জনা
যাহার হৃদয়ে পশি।
জানে সেই জনা বিরহ-বেদনা
যেমন রসের রসি॥
যাবে মধুপুর যবহুঁ শুনল
তবে কি পরাণ জীব।
যমুনার জলে যেয়ে কুতূহলে
তখনি পরাণ দিব॥
যদি না হইবে স্ত্রীবধ-পাতকী
তবহুঁ তেজব গেহা।
যতনে যাইয়া যমুনা মরিতে
তেজব আপন দেহা॥
জর জর ভেল জারিল অন্তর
চণ্ডীদাস গুণ ঝুরে।
এতদিন ছিল যতেক আনন্দ
ঘুচল গোকুল-পুরে॥

টীকা

পং—৫-৮। তোমার শ্রীমুখ দেখিবার বাসনা হইলেই শরীর জরজর করে, তখন জল ভরিবার ছলে যমুনায় যাইয়া তোমাকে দেখি, এবং প্রেমে অভিভূত হই।

৯-১২। তুমি যখন যমুনার ওপারে যাও, তখন হাটে যাইবার ছলে যাইয়া তোমাকে দেখিয়া তৃপ্ত হই।

১৩-১৬। অন্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়-বেদনা যে জানিতে পারে সেই প্রকৃত রসিক।

তু —"পর দরদের দরদ জানিলে
সেই সে সুজন হয়॥"
(চণ্ডীদাস, ১২৫ পৃঃ)।

---

[২৬৯]

কাফি

রসে রসাইয়া রমণী তেজিয়া
রভস রসের কেলি।
রসিক হইয়া রস তেয়াগিয়া
এবে সে জানিল ভালি॥
রাতুল চরণ রঙ্গিয়া নাগরী
রসয়া রসান ছিল।
রসের ঘরেতে রস ভাঙ্গাইয়া
বিহি নিকরুণ ভেল॥
রাত্রি দিন ঝুরি বিরহে সুন্দরী
রহই তুহারি ধ্যান।
রব শুনি যব মুরতি কৈশর
রাঙ্গিয়া মুরলী-গান॥
রাধা রাধা রবে অঙ্গ পুলকিত
মুঞ্জরে তরুর ডাল।
রহে সে-যমুনা রহে নিরমল
উজান হইয়া ভাল॥
রাস-অনুরাগ রহত অন্তর
রমণী এতেক সয়।
রাস-অনুরাগে যে জনা রহল
তার কি পরাণ রয়॥
রাগরসে মাতি রাগ উঠে যব
রাগ সে বিষম বড়ি।
রাগে উনমত রাগ যে বেকত
রাগে সে পরাণ ছাড়ি॥
রাগে সে মগন রহই ধেয়ান
রাগে সে মরণ গাঢ়া।
রাগিণী অন্তরে রাগ বহু পেলে
পরাণ তেজব সারা॥
রাতুল চরণ লয়েছি শরণ
রহিব ও পদ-সেবা।
রহিল বিরহে বেকত পড়িয়া
চণ্ডীদাস পুছে কেবা॥

টীকা

পঙ্—২। রভস—"রভসো বেগহর্ষয়োঃ"—মে°। অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

১২। রাঙ্গিয়া—হর্ষোৎপাদনকারী।

---

[২৭০]

শ্রী

নহ নিদারুণ নবল নাগর
ললিত ত্রিভঙ্গধারী।
নব নব বেশ নট মনোহর
লহু লহু মৃদু বোলি॥
লালসে লালসে নবীন নাগরী
লোটন-ঘোটন বেশে।
নব অনুরাগ নব নব রসে
নব রামা জিয়ে কিসে॥
নলিনী নওয়া সেজ বিছাইয়ে
লওল সুগন্ধি তাথে।
লওল বিচিত্র চামর ঢালব
নাইব সুখের যূথে॥
লাগাইব অঙ্গে এ ছয় রসাল
মিশান কুমকুম তায়।
নবীন কিশোরী রসাল সে গোপী
লেপব শ্যামের গায়॥

লাবণ্য-লহরী লেহ না করব
লে চলু অক্রূর রায়।
নব নব গোপী লাজ পরিহরি
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

টীকা

পঙ্—১। নবল:—নবীন অর্থে হি° — নবল।
৬। লোটন-ঘোটন—লটপট, বিলাস-শিথিল।
৯। নওয়া—নব-নবীন হইতে। তু° — "শীতল পঙ্কজ-দল বিছাইয়া, শয়ন করিতে চায়" (চণ্ডীদাস, ১৮৮ পৃঃ)।
১৩-১৪। তু° — মলয় চন্দন, মৃগমদ ঘন, অগোর কস্তুরী চুয়া" (ঐ)।

---

[২৭১]

বড়ারি

বল বল সখি বিরস হইলে
বাঁচিব কেমন করি।
বিনোদ বিনোদ বিনোদ আমোদ
একি এ তেজিতে পারি॥

বিনোদ বেশের বিনোদ মাধুরী
বিনোদ কেশের চূড়া।
বিনোদ কুসুম হার বনাইয়া
বিনোদ দিয়াছে বেড়া॥

বিনোদ ময়ূর- পাখা তাহে দিয়া
বিনোদ বিনোদ উঁড়ে।
বিনোদ নাগরী বিনোদ মরম
পরাণ রহে সে ছাড়ে॥

বিনোদ বিপিনে রাস জাগরণে
বিনোদ গোপের রামা।
আর না করিব বিনোদ চাতুরী
বিনোদ বিনোদ প্রেমা॥

বিনোদ মুরলি বিনোদ বোলব
শুনিব শ্রবণ ভরি।
বিনোদ বেশের বেশ না করিব
বিনোদ যাইব চলি॥

বিনোদ সৌরভ হার মনোহর
সুগন্ধি চন্দন করে।
বিনোদ আকৃতে বিনোদ নাগরী
লেপিত শ্রীঅঙ্গ পরে॥

বিকায়ল পায় বিনি মূল পেয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গায়।
বিনোদ নাগরী কি কহিব গতি
হেন মন মোর ভায়॥

টীকা

পঙ্—২৩। আকৃতে—আকৃতিতে (ছন্দের অনুরোধে)
তু°—"আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ" (চরিতামৃত)

---

[২৭২]

কানাড়া

শুনহে নাগর শরণ যে লয়
তারে সে এমন কর।
সরল হৃদয় সরল স্বভাবে
সবারে করিয়া জর॥

"শ্যাম শ্যাম"—বলি শ্যামরী সকল
শ্যামল হইয়া গেল।
সঘনে সঘনে সে গুণ ভাবিতে
কুলে তিলাঞ্জলি দিল॥
সুজন পীরিতি সুখের আরতি
সে ভেল গরলময়।
সুখ দূরে গেল দুখ অবশেষ
মরণ হইল ভয়॥
সময় হইল দশমী দশার
এই সে সকল মোয়।
শরণ যে লয় সে জন তেজহ
জনম অবধি রোয়॥
সহজে অবলা শাশুড়ী তাপিনী
সকল জানহ তুমি।
সহিতে সহিতে সে যে করে চিতে
বিষ খেয়ে মরি আমি॥
সাহস ধাধসে সব গোপীগণ
কাষ্ঠের পুথলি প্রায়।
শ্যাম-পদে পড়ি করে নিবেদন
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

টীকা

পঙ্—৫। শ্যামরী:—শ্যাম+পিয়ারী (প্রেয়সী) হইতে।

১৩। দশমী দশা:—পূর্ব্বরাগ, চিন্তা, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ প্রভৃতি দশপ্রকার কামদশার দশমী দশাই মৃত্যুদশা।

১৬। রোয়—রোদন করে।

---

[২৭৩]

সুহই

শ্যাম সুনাগর রায়।
সকল তেজিয়া শরণ লয়েছি
সহজে না ঠেল পায়॥
শুনিল যখন শ্রবণ ভরিয়া
সকল কুলের নারী।
সরল হৃদয়ে সম্মুখ হইয়া
শুনহে মুরলীধারী॥
শূন্য করি যাবে সব গোপীগণে
সবাই মরিব শোকে।
সব গোপীগণ সঘনে স্বরূপে
শেল দিয়া গেল বুকে॥
শাশুড়ী ননদী সবাই সবাই
শাসিল সবার আগে।
সে দিন পাসর দেখি মনে কর
স্বরূপে লইব লগে॥
সব পাসরিয়া সমুদ্রে ডারিয়া
শেষেতে করিলে হেন।
সহজে অবলা হইয়া অখলা
তাহে নিদারুণ কেন॥
সুখের ঘরেতে দুখ সার হৈল
শোচনা রহিল বড়ি।
চণ্ডীদাস বলে— "আশপাশ গেল
এবে হল বড় ডেড়ি॥"

টীকা

পঙ্—১২-১৩। নৌকালীলার শেষপদে এইরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। গৃহে প্রত্যাগতা গোপীগণকে গুরুজনেরা এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন—

"ছি ছি মুখে যেন লজ্জা নাহি বাস
মুণ্ডেভে পড়ুক বাজ।" ইত্যাদি।

১৪-১৫। সেদিনের কথা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু মনে করিয়া দেখ, তুমি বলিয়াছিলে যে, অন্যত্র গেলে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইবে। তু°—"তোমা বা ছাড়িব, সঙ্গে করি নিব, বলিলে মাধবীতলে" (পূর্ব্ববর্ত্তী, ২৪০ সং পদ)।

২২-২৩। আশপাশ—আশাভরসা অথবা আশার বন্ধন। ডেড়ি:—অদৃষ্টের ফের, দুর্দ্দশা। আদর্শ পুস্তকে "ভেড়ি" আছে।

---

[২৭৪]

শ্রীপটমঞ্জরী

'শ্যাম শ্যাম'-বলি সদা শ্যাম হেরি
সকল সঁপিল শ্যামে।
শ্যাম পরিবাদ সকল গোকুল
এ তনু সঁপিনু শ্যামে॥
সব তেয়াগিনু শ্যামের কারণে
সবাই করিল সারা।
শ্যাম-কলঙ্কিনী শবদ উঠিল
তাহার এমন ধারা॥
সহিতে সহিতে সে সব কারণ
শুনিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন
এদিক ওদিক কাটে॥
শরণ যে লয়ে শীতল চরণে
সে জন এমন দশা।
সাধ ছিল মনে সদা নিরখিব
ঘুচিল সে সব আশা॥
সে সব আরতি সুখের আরতি
কে জন ভাঙ্গিয়া দিল।
চণ্ডীদাস বলে— "সে জন অক্রূর
শমন-সমান ভেল॥"

টীকা

পঙ্‌—১১-১২। এই উপমাটি চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদেও পাওয়া যায়, যথা—

"বণিকৃজনার করাত যেমন
দুদিকে কাটিয়া যায়।"
(চণ্ডীদাস, ১২৪ পৃঃ)

"শঙ্খবণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে।"
(ঐ, ১৩০ পৃঃ)

---

[২৭৫]

সুহই

হা হরি হা হরি হরি হরি হরি
হব সে হুতাশে সারা।
হরি কি হিয়ায়ে হানি বাণ সব
হরি বা কেমনপারা॥
হের দেখি হরি হরষ পরশ
তেজহ কিসের লাগি।
হিয়াতে হুতাশ হয় নহে হরি
বিদারি দেখহ আগি॥
হাস পরিহাস রভস হারাস
হরি নিদারুণ হও।
হরষে গোপিনী যমুনাতে গিয়ে
মরিলে তবে সে যেও॥

হরিণী যেমন হানে ব্যাধগণ
হিয়াতে বিন্ধয়ে শর।
হোরে গিয়ে যেন পড়য়ে হুতাশে
বাণেতে হইয়া জর॥
হরিণী হুতাশে হরির বিরহ
তেমতি সমান বাণ।
হিয়াতে বাজল হরিণী সমান
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

টীকা

পঙ্—৭-৮। হুতাশ:—হতোঽস্মি হইতে, ব্যাকুলতা, আতঙ্ক। আগি—অগ্নি। তু°—"হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি, মনের আগুনে মনু।" (চণ্ডীদাস,১৫৯ পৃঃ)।

১৩-১৬। হরিণের এই উপমাটি অন্যত্রও পাওয়া যায় (ঐ, ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ক্ষণেক ক্ষণেক বিরহ-আগুনি
ক্ষণে ক্ষীণ করি দিল।
ক্ষুধায় আকুল পীরিতি বিহনে
ক্ষণেক ভাঙ্গিয়া লৈল॥
ক্ষিতিতলে লুটি রাধা সুধামুখী
ক্ষণেক বদন চাহি।
ক্ষণেক বোধত ক্ষীণ তনু হয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গাহি॥

টীকা

পঙ্—৩। ক্ষেয়াতি—অখ্যাতি।

১৩। তু°—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯৫-৬ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য।

১৫। বোধত—প্রবোধ দান কর।

[২৭৬]

নটনারায়ণ

ক্ষণে কত শত ক্ষমা নাহি চিত
ক্ষত উঠে কত বেরি।
ক্ষেয়াতি রহল ক্ষিতি মহীতল
ক্ষমা কর যদু হরি॥
ক্ষণেক ক্ষমহ দোষ অপরাধ
ক্ষমা সে করিতে চায়।
ক্ষেপল সকল গোপিনী যতেক
ক্ষমা চিতে নাহি লয়॥

রাখাল-বিলাপ

[২৭৭]

হেথা সে অক্রূর রথ সাজাইয়া
করজোড় করি কয়।
"মধুপুর-দেশ চল হৃষীকেশ
বিলম্ব নাহিক সয়॥"
এ বোল শুনিয়া শ্রবণ পূরিয়া
কৃষ্ণ বলরাম দুই।
'ভাল, ভাল'-বলি তুরিত গমন
মধুর মধুর কই॥

"মোর সখাগণ তুষি তার মন
তবে সে চড়িব রথে।"
সবারে লইয়া আনল যতনে
কহিতে লাগিল তাথে॥

"অনেক খেলিল শ্রীদাম সুদাম
সুবল সবার সনে।
কিছু না ভাবিহ মরমে রাখিহ
না কর ভাবনা মনে॥

তোমাদের চিতে আছি অবিরতে
হিয়ায়ে হিয়ায়ে মেলা।
এই সখাগণে লয়ে ধেনুগণে
জনম করিয়ে খেলা॥"

এ যদুনন্দন করয়ে রোদন
ছলে সে কমল-আঁখি।
যেন সুরধুনী- তরঙ্গ তেমনি,
বনে তেয়াগল লক্ষ্মী॥

ফুলি ফুলি মুখ সে বিধুমণ্ডল
কহিতে না ফুরে বাণী।
চণ্ডীদাস কহে— "আঁখি ভরি লোহে
কহিলে কি হয়ে জানি॥"

টীকা

পঙ্—১৯-২০। মনে হয় এই সখাগণ সহ ধেনু লইয়া সারা জীবন খেলা করি।

২৪। সীতাকে বনে ত্যাগ করিলে তিনি যেরূপ রোদন করিয়াছিলেন।

[২৭৮]

শ্রীসুহা

গদ্‌গদ বোলে— "শুন বাঁশীধর,
কোথাকারে যাবে তুমি।
এ ব্রজ-বালক করিয়া বিকল
কিছু না জানিয়ে আমি॥
কেমন তোমার চরিত ব্যাপার
এই সে করিলে পাছে।
তবে কেন এত প্রীত বাড়াইলে
থাকিব কাহার কাছে॥
স্বপন-নয়নে ভোজন গমনে
সদাই তোমারে দেখি।
কেমনে তোমার লেহ পাসরিব
শুন হে কমল-আঁখি॥"
কাঁদে শিশুগণ হয়ে অচেতন
শ্রীমুখপানেতে চেয়ে।
কেহ কোথা পড়ে নাহিক সংবাদ
অতি সে বেদন পেয়ে॥
কেহ বলে বাম (?)— "আর না শুনিব
মধুর মধুর বাণী।
আর না খেলিব ধেনু নিয়োজিয়া
না নিব বাঁশীর ধ্বনি॥
'ভাই, ভাই'-বলি আর না শুনিব
বিহ্বল বৈকাল বেলে।"
চণ্ডীদাস কহে— "অতি বড় মোহে
পড়িয়া চরণতলে॥"

টীকা

পঙ্—২১-২২। দিবাবসানকালে কৃষ্ণ রাখালগণকে ডাকিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিতেন। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

[২৭৯]

বড়ারি

কহেন বচন এ যতুনন্দন—
"শুন হে সুবল ভাই।
তোমাদের ঠাঁই আছিয়ে সদাই
ইথে আন কথা নাই॥
আমি গিয়া আসি কংসরাজ তুষি
পুনঃ সে খেলিব খেলা।
সরল হৃদয়ে বিদায় করহ
পুন সে হইব মেলা॥"
এ কথা শুনিয়া গদ্‌গদ হৈয়া
কাঁদয়ে বালক যতে।
ধূলায়ে ধূসর হয়ে কলেবর
করাঘাত হানে মাথে॥
"কি বোল, কি শুনি"— কহে সবে বাণী
"নিঠুর হইল কানু।
আমরা তোমার বিরহ-বেদনে
এখনি তেজিব তনু॥
আর কি বাঁচিব ও তনু রাখিব
না দেখি ও চাঁদ-মুখ।
এবে সে জানিল বিহি নিকরুণ
দিয়ে অতি বড় দুখ॥
তোমার বিহনে জীব বা কেমনে
ইহার উপায় বল।
তবে সে যাইবে মথুরা-নগরী"—
শুনিতে কানাই ঢল॥
হেটমাথে রহে বচন না স্ফুরে
নাগর চতুর রায়।
কাঁদে ব্রজবালা বিরহ-বেদনে
চণ্ডীদাস কাঁদে তায়॥

টীকা

পঙ্—২৪। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ ঢলিয়া পড়িলেন।

---

[২৮০]

কানড়া

"উঠ উঠ, ভাই, শ্রীদাম সুদাম
চাহত আমার পানে।
সরল হৃদয়ে কহত বচন
তবে সুখ হয় মনে॥
এক বোল বল মথুরা-গমন
যাইতে বলহ মোরে।"
কহিতে কহিতে দু আঁখি ভরল
কহিতে না পায় লোরে॥
"শুন হে সুবল, ভাই সখাগণ,
তুমি সে আমার প্রাণ।
হৃদয়ে হৃদয়ে মরমে মরমে
ইহাতে না হয়ে আন॥
বহু সুখ-কথা তোমার সহিতে
সকল জানহ তুমি।
তোমার মায়াটি ছাড়িব কেমনে
পরবশ হই আমি॥
শুনহ সুবল মরম-বেদন
তোমারে না দেখি যবে।
হিয়া জর জর করয়ে অন্তর
দেখিলে জুড়াই তবে॥"
সুবল কহেন কানুর গোচর
"তুমি সে নিঠুর এবে।
তবে কেন লেহ বাড়াইলে মোহ
মোর কোন্ গতি হবে॥

পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া সবারে
এ নহে উচিত-পনা।
কে আছ এ মহী- মণ্ডল মাঝারে
এমন বেথিত জনা॥"
চণ্ডীদাস কহে— "কমল-নয়ন
ছল ছল দুটি আঁখি।
বচন না ফুরে বেথিত অন্তর
বয়ান বঙ্কিম রাখি॥"

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। দীন চণ্ডীদাস সুবলকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের গোপনীয় কথা এক মাত্র সুবলই জানিতেন, ইহাই কবি পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে" শ্রীরাধাকে বৃষভানুপুরে দেখিয়া আসিয়া তিনি "সুবল সখার পানে" চাহিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত বিবরণ বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন (চণ্ডীদাস, ১ পৃঃ)। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সুবলই "টোনার খেলা খেলিতে বৃষভানুপুরে গিয়াছিলেন, এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইয়াছিলেন (এই বিষয় পূর্ব্বরাগের পদগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে)।

আবার দানলীলার প্রারম্ভে যখন শ্রীকৃষ্ণ সখাদিগকে ছলনা করিয়া মথুরার পথে চলিলেন, তখনও "ইঙ্গিত জানিয়া, সুবল বুঝিল, পাতিতে দানের ছলা" (ঐ, ৫৬পৃঃ)। দানের পরে যখন কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন তখন "সুবল বলিছে হাসিয়া হাসিয়া কানুর পানেতে চেয়ে" (ঐ, ৭৯ পৃঃ)। রাইরাখাল-লীলাতেও "সুবল জানল কানুর চরিত, কহিতে লাগল তায়" (ঐ, ৯৪ পৃঃ)। এখানেও কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, সুবলই তাঁহার মর্ম্মকথা জানেন। অতএব এইসকল পালাগান একই কবির কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই বোধ হয়।

---

[২৮১]

বেলয়ার

"তবে কেন প্রীত বাড়াইলে হিত
গোপের বালক সনে।
পরিণামে এত করিবে বেকত
ইহা বা কে জন জানে॥
যদি বা জানথু স্বপন-ইঙ্গিতে
নিদান হইবে তুমি।
বাদিয়ার ঘরে গিয়া কুতূহলে
গরল ভখিথু আমি॥
এ সব কেমনে পাসরিব মনে
তোমার পীরিতি-লীলা।
যবে পড়ে মনে সে রস-মাধুরী
গলিত মানয়ে শিলা॥
দেখ মনে ভাবি বালক-সংহতি
ক্রীড়াতে বঞ্চিল নিশি।
ধেনু বনে বনে রাখিয়া সঘনে
ভাণ্ডীর-গভরে বসি॥
নানামত খেলা তুমি সে সৃজিলা
বঞ্চিনু তোমার সনে।
যবে সেই লীলা মনে পড়ি গেলা
কেমনে জীব সে দিনে॥
তো বিনু মরিব সকল বালক
তিলেক নাহিক জীব।
তোমার সম্মুখে মরিব সবাই
এখনি পরাণ দিব॥
কি ছার বাঁচিতে সাধ নাহি চিতে
ছাড়িয়া আনন্দ-নিধি।"
চণ্ডীদাস মোহে ছল ছল লোহে
কি কৈলে নিদয়া বিধি॥

টীকা

পঙ্—৬। নিদান—নির্দ্দয়।

১২। প্রস্তর গলিয়া যায়।

১৫-১৬। ভাণ্ডীরকাননের লীলার বিষয় "বন-ভোজনের" প্রথম পদে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৮, ১৯৯ সংখ্যক পদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। পদমধ্যে এইরূপ একই বিষয়ের উল্লেখে বুঝা যায় যে, এই সকল পদ একই কবির রচিত।

---

[২৮২]

বেলয়ার

"যখন করিলে বনে অতি সুখ
লীলা সে খেলিলে খেলা।
কতেক অসুর বধিলে নিঠুর
লয়া বালকের মেলা॥
যে দিন কালিন্দী- দহের সম্মুখে
সে জলে গরল ছিল।
সে জল খাইয়া সেখানে বালক
সবে তনু তেয়াগিল॥
কুলে পড়ি সবে মরিল বালকে
তুমি সে গেছিলা কতি।
আসিয়া দেখিলে কিবা মাত্র দিলে
করিলে সবার গতি॥
কেন বা জীয়ালে এ দুঃখ দেখিতে
তখনি মরিতেছিল।
মথুরা-গমন করিবে এখন
ইহাই দেখিতে হল॥
কেমনে বঞ্চিব তোমা না দেখিয়া
শুনহে কানাই ভেয়া।
নিঠুর নহিও বচন কহিও
কহত বদন চেয়া॥"

এ যদু-নন্দন না স্ফুরে বচন
হেট মাথে রহে কানু।
কিবা না বলিব মুখে নাহি বাণী
পূরল বিরহে তনু॥

চণ্ডীদাস কহে— "শুন হে বচন
চলহ যমুনা-জলে।
ঝাঁপ দিয়া মরি করিয়া ধেয়ান
সুবল ইহাই বলে॥

টীকা

পঙ্—৩। অঘাসুরাদির নিধনের উল্লেখ।

৫-১২। ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস যে শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাও বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা এই উল্লেখ হইতে ধারণা করা যাইতে পারে।

---

[২৮৩]

নটনারায়ণ

ফুলি ফুলি কান্দে স্থির নাহি বান্ধে
সে হেন রসিক রায়।
সদয় হৃদয় কাঁদিতে কাঁদিতে
সুবল পানেতে চায়॥
"না বল না কহ ও সব বচন
কহিতে পরাণ ফাটে।
হিয়া জর জর পুরয়ে অন্তর
অধিক জ্বলিয়া উঠে॥"

শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
অপর যতেক সখা।
"আর না হেরব ও মুখ-মণ্ডল
আর না হইব দেখা॥
মো সবা বিসরি যাবে মধুপুরী
শ্রবণে শুনিতে ইহা।
কিসের কারণে জীব সখাগণে
কি ছার রাখিতে দেহা॥"
কহে বনমালী লোরে আঁখি ভরি—
"সবারে তুষিয়া কহি।
সরল হৃদয় করহ বিদায়"—
লাজে মুখ বাঁকে রহি॥
কহে সখাগণ— "কেমন বচন
এ বোল কেমনে বলি।
হয় নহে দেখ মনে বিচারিয়া
শুন কানু বনমালী॥"
চণ্ডীদাস বলে— "এ বোল কেমনে
কহিয়ে না লয়ে মন।
প্রাণের দোসর তুমি সে সবার
যেমন তপের ধন॥"

---

[২৮৪]

শ্রী

"কি বা করে ধনে কিবা করে জনে
তোমারে অধিক কি।
এ ধন-সঞ্চয় মনের সহিতে
জানয়ে গোপের ঝি॥

প্রেমের স্বরূপ রসের চাতুরী
জানয়ে কিশোরী রাই।
রস পরিপাটি জানে গুণি গুণি
সো পঁহু তু গুণ গাই॥
রসের আগরি সে নব কিশোরী
কেহ সে জানয়ে নাই।
* * * * * *
* * * *॥
কি জানিয়ে তব গুণের মহিমা
সহস্র মুখেতে গান।
এই মতে চারি যুগ ফিরি ফিরি
তসু সে নাহিক পান॥
এ ধন পাইয়া রাখিতে নারল
করম অভাগী বড়ি।
হিয়া সে দারুণ শেল পশি দিয়া
মধুপুর যাবে ছাড়ি॥
কে আর ডাকিব 'ভাই ভাই'-বলি
মধুর বচন-রসে।"
পড়িয়া চরণে কাঁদয়ে সঘনে
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

টীকা

পঙ্—১-২। অগণিত ধনজন থাকিলেও তোমা অপেক্ষা মূল্যবান্ আর কিছুই নাই।

৩-৪। তুমি যে কিরূপ অমূল্য সম্পদ্ তাহা গোপীগণ মনে মনে ভালই জানেন।

৫-৬। প্রেম কাহাকে বলে, এবং রসের লীলা কি, তাহা রাধা ভালই জানেন।

১৩-১৬। পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৫, ২১৫ সংখ্যক পদেও এই উল্লেখটি রহিয়াছে।

---

[২৮৫]

শ্রী

"প্রেম বাড়াইয়া ফেল উজটিয়া
তবু না ছাড়িব তোমা।
তোমার বিরহে মরিলে এখনি
পরিণামে পাব প্রেমা॥
যারে যেবা ভাবি যখন মরয়ে
সে জন অবশ্য পায়।
ত্রিভঙ্গ পোক দেখ আন জীব মাঝে
সে হয় ভৃঙ্গের কায়॥
পূরবে আছিল এক মুনিজন
তপেতে মহাই তেজা।
ফল ফুল মুল পদ্মের মৃণাল
ভক্ষণ করিত সদা॥
সেই বনে এক হরিণ হরিণী
সঙ্গেতে তাহার শিশু।
হেনক সময়ে এক ব্যাধ-শরে
বিহ্বল থাকিয়ে পাছু॥
দুই জনা মারি ব্যাধ চলি গেল
হরিণী-ছাওয়াল রহে।
যেখানে আছয়ে সেই মুনিবরে
দেখিতেন অতি মোহে॥"
চণ্ডীদাস বলে— "এ বড় আকুতি
শুনহ নাগর কান।
ভাগবতে আছে কিছুই আখ্যান
এবে কহি তত্ত্বজ্ঞান॥"

টীকা

পঙ্‌—৫-৮। পুতনাবধের পরে পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব কর্তৃক এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৪ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। ত্রিভঙ্গ পোক :—"ভৃঙ্গ কীট"।

২৩। তু°—ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়। অনুরূপ উপাখ্যান বিষ্ণুপুরাণে জড়ভরতের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত-বর্ণনায়ও বিবৃত হইয়াছে (ঐ, দ্বিতীয়াংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

---

[২৮৬]

কানড়া

"সেই মুনি সেই হরিণী-ছাওয়াল
রাখল সে মুনিবরে।
প্রতিদিন দিন ভক্ষণ সেবন
করয়ে অবহি হেলে॥
কত দিন রই সেই মৃগশিশু
পাইয়া হরিণী-সঙ্গ।
আন বনে গেলা রতি-রসসুখে
করিতে রসের সঙ্গ॥
না দেখি সেই মৃগী বড়ই বিয়োগী
মুনির হইল শোক।
'হরিণ, হরিণ',— ক্ষণে অনুক্ষণ
পাইয়া বিয়োগ-রোগ॥
যবে সেই মুনি— কাল উপস্থিত
হরিণ-ধেয়ানে মরে।
হরিণ হইল আনহি জনমে
দুখ হল মৃগবরে॥
যারে যেবা ভাবে তারে তাহা লবে
মরিলে পাইব তোমা।
আনহি জনমে পাইব সঘনে
কানাই ভেয়ের প্রেমা॥"

চণ্ডীদাস কহে— "রসতত্ত্বকথা
শুনিতে নাগর কান।
হেটমাথে রহে বচন না কহে
উঠল বিরহ-মান ॥"

টীকা

পঙ্—১৫-১৬। বিষ্ণুপুরাণে আছে—"মুনি মৃত্যুকালে নিরবচ্ছিন্ন মৃগবিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া পুনর্ব্বার মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ঐ, ২।১৩।৩৩)।

---

[২৮৭]

শ্রী

"তুমি সে নিদয়া নিঠুরাই-পনা
এবে সে জানিল দঢ়।
পীরিতি করিয়া হিয়া-ব্যথা দিয়া
এবে সে জানিল দঢ় ॥
কেন প্রীত কৈলে বালক-সংহতি
নাচিলে খেলিলে রঙ্গে।
'ভেয়া ভেয়া'-বলি প্রেমে ঢল ঢল
করিলে এ সব সঙ্গে ॥
আরতি পীরিতি সুখের কি রতি
ইহারি শরীর কিসে।
তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব
নিদান করিলে শেষে ॥
মরিলে তরিব মরিয়া হইব
তোমার চরণে সখা।
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
আর না হইব দেখা ॥"

কহে গুণমণি কাঁদিতে কাঁদিতে
সুবল পানেতে চেয়ে।
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
পড়ে মূরছিত হয়ে ॥

---

[২৮৮]

গড়া

সুবলে কহেন— "কমল-লোচন,
কহ কহ এক বোল।
মধুপুর দূর যাইতে বলহ
তেজি মায়ামোহ-কোর ॥"
সুবলের কাঁধে কর আরোপিয়া
আলিঙ্গন-রস-আশে।
"বল বল, ভাই, মুখপানে চাই
ঘুচাহ শোচনা-ক্লেশে ॥
তোমার হিয়াতে সদয় হৃদয়ে
তিলেক নহিয়ে ছাড়া।
হাসিরস-মুখে বিদায় করহ
তোহে মোহ-প্রেম বাড়া ॥
আর এক কথা শুন, হয় বেথা,
শুনহ সুবল ভাই।
নবীন কিশোরী ও বর-কামিনী
বরজ-রমণী রাই ॥
ভাল মন্দ কিছু তেহো না জানিয়ে
কেবল আমাতে চিত।
গোপত বেকত কহিবারে নহে
তোমারে কহিয়ে রীত ॥

মরম-বেদন সব তুমি জান
কহিল গোপত কথা।
কি হব রাধার গতি দূর এই
সে মোর মরমে ব্যথা॥

কখন না জানে বিরহ-বেদন
আন বিরহিত দূর।
এবে অগোচর গোচর না লয়ে
যাইব মথুরাপুর॥

জানি বা কখন বিরহ-বেদন
মরমে পশিল যবে।
দশমী দশায়ে পাছে দরশায়ে
এ উঠে অন্তরে সবে॥

কোন ছলা-রসে সিঞ্চিবে সে শেষে
হাসিবে আনহি ছলে।
মরম-বেদন কহিল কারণ"—
দীন চণ্ডীদাস বলে॥

"কহ কহ, ভাই, সুবল সাঙ্গাতি,
বিদায় করহ মোরে।"
পড়ল অবনী মুরছা খাইয়া
সবজন-হিয়া ঝুরে॥

কাঁদত করুণে সব সখাগণে
শ্রীমুখ-বদন চেয়ে।
ধরণী পড়িল বালকসকল
বড়ই বেদনা পেয়ে॥

ধরিয়া শ্যাম— নীলবসনে
ধড়ার আঁচল ধরি।—
"কোথা যাবে, ভাই, কানাই বলাই,
হিয়া বিদরিয়া মরি॥"

"উঠ উঠ, ভাই, সব সখাগণ,"—
কাঁদিয়া নাগর রায়।
প্রবোধ বচন করিল তখন
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

[২৮৯]

ধানশী

একথা শুনিয়া গদগদ হৈয়া
পড়ল ধরণী ধরি।
"নিদান করিয়া হিয়া ব্যথা দিয়া
যাবে সবে পরিহরি॥

বোলহ বচন সচল সঘন
নিশ্চয় মথুরা যাবে।
গোকুল আকুল করিয়া সকল
সবার পরাণ লবে॥"

[২৯০]

জয়শ্রী

সবার করেতে ধরিয়া ধরিয়া
রসিক নাগর কান।
"উঠ, উঠ"—বলি সঘনে কহেন—
"তোমরা আমার প্রাণ॥"

এ বোল বলিতে নন্দের নন্দন
সকল বালক মেলি।
ভেয়ের করেতে কর পসারিয়া
সবে আলিঙ্গন করি॥

কেহ লোটে ভূমে কেহ লোটে ক্রমে
কেহত ধাওই দূরে।
কেহ প্রেমরসে ভাই রহাইবা (?)
ঐছন যাইয়া ধরে॥
কেহ বলে—"ভাই, কানাই বলাই,
এবে সে নিঠুর ভেলা।
গোকুল-নগরে এত দিনে মেনে
শোকের সায়র দিলা॥"
কান্দিয়া বিকল বালকসকল
শ্রীমুখ নিরখে সদা।
চণ্ডীদাস বলে, "পড়িয়া ভূতলে
সকল হইল বাধা॥"

গোপী-বিলাপ

[২৯১]

বড়ারি

এত বলি যত বালক-মণ্ডল
শ্রীমুখ-পানেতে চেয়ে।
কেহ কান্দে—'ভাই ভাই ভাই'—বলি
পড়ে মুরছিত হয়ে॥
ছল ছল বারি চতুর মুরারি
উঠব রথের 'পরে।
হেন বেলে সব গোপিনী ধাওল
পাইয়া নিশ্চয় সরে॥
"কতি যাবে ছাড়ি, অখল রমণী
মো সব সঙ্গেতে লঁহ।
কিবা আর সাধ সব হল বাদ
এই সে কারণে গেহ॥
লেহ বাড়াইয়া নিদান করিলে
স্ত্রীবধ-পাতকী সারা।
মধুপুর দেশে যাইবে ছাড়িয়া
এই সে তোমার ধারা॥
এত ছিল মনে লেহ কৈলে কেনে
অবলা রমণী-সনে।"
আর কি দেখহ মথুরা-গমন
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—১২। গেহ—গৃহ।
১৩। লেহ—স্নেহ।

---

[২৯২]

কামোদ

রাধা বলে—"শুন, রসিক নাগর,
মোর সে কোন্ বা গতি।
তুমি দয়ানিধি সব পরিহরি
রাখিয়া চলহ কতি॥
প্রেম বাড়াইলে অমিয়া সিঞ্চনে
করিলে অনেক সুখ।
কে জানে এমন তোমার ধরম
পরিণামে দিলে দুখ॥
মোরে লেহ সাথ, শুন যদুনাথ,
সাধ গড়ায়া যাব।
এ দুঃখে এবে সে তোমার বিহনে
কেমন করিয়া রব॥

শাশুড়ী তাপিনী ননদী পাপিনী
তাহা সে সকল জান।
তোমার চরণে এ দেহ সঁপেছি
তাহে নিদারুণ কেন ॥
তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব
মরিব তোমার গুণে।”
এমন পীরিতি নাহি দেখি কতি
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

পঙ্‌—১-২। আমি তোমাকে অত্যধিক ভালবাসি বলিয়াই আদর করিয়া “প্রাণনাথ, বঁধুয়া” ইত্যাদি সম্বোধন করি, অন্যে ইহা করিতে পারে না।

৭-৮। এখন গৃহের গঞ্জনায় আমি মরিতেছি, আর শাশুড়ী ননদীর জ্বালায় জ্বলিয়া অর্দ্ধেক হইয়াছি।

৯-১০। তাহাতেও আবার তোমার সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হইতেছে, ইহা আর শরীরে সহ্য হয় না।

---

[২৯৩]

করুণা

‘প্রাণনাথ, বঁধুয়া’ আদরে।
কেবা ইহা কহিবারে পারে ॥
মরিব গরল-বিষ খেয়ে।
কাজ নাই এ তনু রাখিয়ে ॥
এত যদি ছিল তোর মনে।
তবে প্রেম বাঢ়াইলা কেনে ॥
এবে মরি গৃহ-পরিবাদে।
শাশুড়ী ননদী কৈল আধে ॥
তাহে ভেল তোমার বিরহে।
কতেক সহয়ে আর দেহে ॥
রাধা বলি কে আর ডাকিব।
শুনি ধ্বনি সে সুখ পাইব ॥
বিধি বড়ি নিকরুণ ভেলি।
মহাদুখ-সায়রে পসারি ॥
নিকরুণ নহ ত মাধাই।
শরণ পশিয়াছিল রাই ॥
দীন হীন চণ্ডীদাস গায়।
কান্দে পঁহু ধরণে না যায় ॥

---

[২৯৪]

করুণা

“প্রাণনাথ, একবার চাহিয়া কহ কথা।
সে সুখ পাসর এবে তুঁহু মধুপুর যাবে
রমণী মরমে দিয়া ব্যথা ॥
এমন করিবে তুমি স্বপনে নাহিক জানি
তবে কি করিথু নব লেহা।
তাপেতে তাপিনী যত তাহা না কহিব কত
কুবচনে ভাজা এই দেহা ॥
অনেক কহিলে বাণী শুন ওহে যদুমণি,
সকল গোচর রাঙ্গা পায়।
এবে নিদারুণ কেনে বধিয়া রমণীগণে
কি সুখে মথুরাপুরী যাও ॥
বিরলে তু নিয়া ঘর দেখা শুনা নিরন্তর
শীতল চামরে দিব বা।
কুসুম-শয়ন শেযে বিচিত্র পালঙ্ক সাজে
জাতি জাতি দিব দুটি পা ॥
কর্পূর তাম্বূল দিব বাটা ভরি পান নিব
দিব তুলি শ্রীমুখ-মণ্ডলে।
শ্রম নিবারণ হব এ চুয়া-চন্দন দিব
চরণ পাখালি কুতূহলে ॥

এ সুখ-সম্পদ্ ছাড়ি কোথারে যাইবে এড়ি
রহ রহ প্রাণের কানাই।"
চণ্ডীদাস বলে তায় - "শুন নাথ যদুরায়
আমরা দাঁড়াব কোন্ ঠাঁই॥"

টীকা

পঙ্—১২। নির্জ্জন ঘরে গোপনে তোমার সহিত মিলিত হইব।

১৭। পাখালি—প্রক্ষালিত, বা ধৌত করি।

২০। এড়ি—পরিত্যাগ করিয়া।

---

[২৯৫]

বড়ারি

"শুন ধনি রাই, কহি তুয়া ঠাঁই
না কর বিষাদপনা।
তোমার হৃদয় আছিয়ে সদয়
তাহা সে আছিয়ে জানা॥
তুমি রসমই তোরে কিছু কই
শুনহ আমার বাণী।
পরবশ হয়া যাইতে হইল
পুন সে আসিব ধনি॥"
রথের উপর যখন বৈঠল
রসিক নাগর ধারী।
অঙ্গুলি তুলিয়া দেখায় রসিয়া
বসিএ কহেন ঠারি॥
হেনক সময় সারথি তুরিত
চালায়ে সুন্দর রথ।
সব গোপীগণ হইয়া বিমন
সবে আগুলিল পথ॥
দু বাহু পসারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে।
"যাহ, যাহ দেখি, রাধারে মারিয়া"—
সকল গোপিনী বলে॥
পড়ল রথের চাকার সম্মুখে
অবলা অখলা রামা
"বধ করি যাহ এ সব গোপিনী
জানিল তোমার প্রেমা॥"
চণ্ডীদাস দেখি রাধার হুতাশ
বিরহ-বেদন-চিত।
গিয়া শ্যাম-পাশে কর জোড় করি
বুঝাইছে কোন রীত॥

টীকা

পঙ্—৭-৮। ইহার উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬৩ সং পদে করা হইয়াছে। ভাগবতেও আছে যে, "শীঘ্র আসিব" এই সপ্রেম বচন দূত দ্বারা প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন (১০।৩৯।৩৩)।

১১-১২। ইহার উল্লেখ ২৫৪ সং পদে করা হইয়াছে।

---

[২৯৬]

বড়ারি

কেহ কোথা রহে কানুর বিরহে
ধূলায়ে ধূসর তনু।
"গোকুল ছাড়িয়া অনাথ করিয়া
কোথারে যাইবে কানু॥
কে আর করিব দয়া-মোহ অতি
কারে সে করিব মান।
আর না শুনিব শ্রবণ পূরিয়া
মধুর বাঁশীর তান॥"

ইহাই বলিয়া বরজ রমণী
পড়ল কতহি ঠামে।
উচ্চস্বর করি কাঁদে ব্রজনারী
করিয়া যাহার নামে॥
কেহ রথ হাতে ধরিয়া রহয়ে
কেহ কারে নাহি দেখি।
কেহ কার পানে চাহিয়ে বদনে
লোরে না দেখয়ে আঁখি॥
ধরণী উপরে চিত্রের পুথলি
বরজ রমণী ধনী।
নাহিক নিশ্বাস নাহি কোন ভাষ
কপালে দু' কর হানি॥
কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া
পড়ল ঐছন গতি।
কোথায়ে পড়ল আভরণ-ভার
তাহা সে না জানে রীতি॥
কেহ বা যমুনা- কিনারে পড়ল
যেখানে উঠিল রথ।
সেখানে রহল যত গোপনারী
আগুলি রহল পথ॥
কেহ কার মুখে বারি ঢারি দেই
চেতনা নাহিক হয়ে।
উর্দ্ধবাহু করি ধূলায়ে পড়িয়া
চণ্ডীদাস তঁহি রহে॥

---

[২৯৭]

শ্রী

কেহ বলে—"ভাল মোরা যাব চল,
মথুরা-নগর পুনু।
কিবা কুলভয়ে হেন মনে লয়ে
ধরিয়া রাখিব কানু॥
যাহার লাগিয়া কত পরমাদ
হল সে লোকের হাসি।
কেহ গোপনারী বসনেতে ধরি
কাড়িয়া লইব বাঁশী॥
প্রেম বাড়াইয়া নিদান করিয়া
মথুরা সাজল এবে।
এত কিবা সহে অবলা-পরাণে
কেমন তাহার ভাবে॥
কুলশীলপনা ঘুচাইল এবে
শুনগো মরমসখি।
বাঁচিতে সংশয় এবে সে হইল
বড় পরমাদ দেখি॥"
কেহ বলে—"আর রাখিতে নারল
এহেন পরাণ-পতি।
এখন কি কর, এ দেহ রাখহ,
শুনহ আমার রীতি॥
যমুনার জলে এখুনি মরিব
কি কাজে পরাণ রাখ।
হয় নয় আসি দেখগে রহসি
তিলেক দাঁড়ায়ে দেখ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "ভাবিতে গুণিতে
এখনি মরণ হবে।
সবার মরণ দেখ নবঘন
তবে সে মথুরা যাবে॥"

টীকা

পঙ্—১০। মথুরায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।
১২। তাঁহার ভাব কিরূপ তাহা বুঝি না।
২০। আমি কি করিব তাহা শুন।
২৭। নবঘন—জলদবরণ কানু। সম্বোধনে।

---

[২৯৮]

কানড়া

এত বলি বিনোদিনী রাই।
ক্ষেণে ক্ষেণে ধরণী লোটাই ॥
অচেতন চেতন না হয়।
শ্যামপানে নয়ন থাপায় ॥
ক্ষেণে আঁখি মুদি রহে রাই।
পুন রাই পথপানে চাই ॥
যেন চাঁদমুখের বয়ান।
ভেল যেন অধিক মেলান ॥
হুতাশ পাইয়া চন্দ্রমুখী।
সদা শ্যামরূপখানি দেখি ॥
সোণার পুথলি যেন লুটে।
অবনী-উপরে যেন উঠে ॥
বয়ানে নাহিক কিছু ভাষ।
চরণে লোটায়ে চণ্ডীদাস ॥

টীকা

পঙ্—৭-৮। তাঁহার চন্দ্রোপম মুখকান্তি অতিশয় মলিন হইয়াছে।

---

[২৯৯]

পটমঞ্জরী

"হেদে হে রমণ, রমণীমোহন,
বধিয়ে যাইবে তুমি।
তবে সে ছাড়িব অঙ্গের বসন
পড়িয়া রহিব আমি ॥"
কোন গোপী বলে— "শুনহ নাগর,
দেখহ বদন চাই।
অবনী গড়ায়ে রহেছে পড়িয়া
তোমার কিশোরী রাই ॥
চাহ রাই পানে কমল-নয়ানে
বয়ানে তোষই বোল।
একবার চাহ কর মেলে লেহ
তিলেক হইল ভোর ॥"
রমণীমোহন ছলে সে নয়ন
গলয়ে প্রেমের ধারা।
কটাক্ষ ইঙ্গিতে চাহিয়া সে ভিতে
পড়িয়া রহল সারা ॥
এক গোপীগণ দেখল তখন
চেতন করয়ে রাধা।
না হয়ে চেতন হয়ে অগেয়ান
তম্মু সে হয়াছে আধা ॥
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই বেথিত
রাধার দশমী দশা।
বড় দেখি মেনে হেন নবঘনে
বিষম দেখিয়ে দিশা ॥

টীকা

পঙ্—১। রমণ—বল্লভ।
৩-৪। আমি বিষাদে গাত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া পড়িয়া রহিব। তু°—
"আভরণ দূরেতে ফেলিয়া" (৩০৩ সং পদ)।
১০। মুখে সান্ত্বনা দেও।
১২। হঠাৎ অচৈতন্য হইয়াছে। ভোর—বিভোর, বিহ্বল।
১৭। এক গোপীগণ—গোপীগণের একযূথ।
২২। দশমী দশা—মৃত্যুদশা।

---

[৩০০]

কানড়া

রাই মুখ হেরি নাগর মুরারি
রোদন বেদন পেয়া।
রাধার বেদন হেরিয়ে সঘন
রথের উপরে রয়া॥
"তুরিত করিয়া পুন সে আসিব
ইহাতে নাহিক আন।
তুমি দেহ বাণী মথুরা যাইতে
অখল রমণী-প্রাণ॥"
এ বোল বলিতে বরজ-রমণী
মরমে বিন্ধল শর।
হিয়া ছট্‌ফট্‌ পরাণ-পুথলি
তনু হল জর জর॥
এ বোল শুনিয়া নাগর রসিয়া
বঙ্কিম-নয়ানে চায়।
রথ চালাইয়া তুরিত গমন
অক্রূর লইয়া যায়॥
দেখল সকল গোপিনী-মণ্ডল
মথুরা চলিয়া গেল।
নয়ানে চাহিতে দেখল বেকত
যেনক বাজিল শেল॥
সম্বিত পাইয়া চলে সে ধাইয়া
ও বর-রমণী রাই।
কান্দি কহে কিছু থাকি গোপী-পাছু
দীন চণ্ডীদাস গাই॥

টীকা

পঙ্‌—৯। এ বোল বলিতে—যাইবার অনুমতি দিতে।
১৩। রাধার সম্মতি-বাণী।

---

[৩০১]

শুনিয়ে আভীরিণী-চিতগত-বোল।
মাধব কহে—"কেন এত উতরোল॥
হাম মাথুর নাহি করব পয়ান।
দৃঢ়তর বচন বিচল নাহি জান॥
অবহুঁ বিরহ-দুখ দূরে দেহ ডারি।
কবহু না যাওব তুয়া-গুণ ছোড়ি॥"
কত পরবোধই রসময় কান।
যৈছে অবলাকুল প্রবোধই মান॥
সকল সমাধিয়ে চলল মুরারি।
চণ্ডীদাস তহি হৃদয়ে বিচারি॥

টীকা

পঙ্‌—১। চিতগত বোল—প্রাণের কথা।
২। উতরোল—উচ্চরোল; তু°—অসমীয়া—"উত্রাবল," ব্যগ্রতা, অস্থিরতা।
৩। হাম—আমি। পয়ান—প্রয়াণ, প্রস্থান।
৪। আমার এই সুদৃঢ় বাক্য বিচলিত হইবে না।
৫। অবহুঁ—এখন।
৬। কবহুঁ—কখনও।
৭। পরবোধই—প্রবোধ দান করে।
৮। যৈছে—যাদৃশ হইতে, যে প্রকারে রমণীরা প্রবোধ মানে।
৯। সমাধিয়ে—সমাধান করিয়া।

---

[৩০২]

কানড়া

"ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে রও।
চাঁদ-মুখখানি আগে নিরখিয়ে
তবে সে মথুরা যেও॥

আমার নয়ন— চকোর সঘন
পিতে চাহে ঐ বিধু।
লুবধ ভ্রমর যেমন জীয়য়ে
পাইলে ফুলের মধু॥
এক বার দেখি নটবেশখানি
জুড়াক রাধার হিয়া।
তখন এ বেশে সিঞ্চল অন্তরে
এবে কেন কর ইয়া॥
এ দেহ সঁপিল [স]কল মজিল
জাতি কুল দিনু তোরে।
এত পরমাদ তোমার কারণে
গঞ্জনা এ ঘরে পরে॥
সকল ছাড়িল তোমার কারণে
তাহে নিদারুণ তুমি।
কি বলিব পায়ে সকল গোচর
কি আর বলিব আমি॥"
কহে চণ্ডীদাস— "কানুর চরণে
মিনতি করিয়া কত।
কুলবতী জনে কি হবে উপায়
পরাণে না সহে এত॥"

---

[৩০৩]

সুহই

হেদে হে পরাণ-বন্ধু, ফিরিয়া না চাহ একবার।
পাসরি সে সব সুখ উলটি না চাহ মুখ
বড় নহে মহিমা তোমার॥
আগু পাছু না গণিয়া সে ধনী করম খেয়া
প্রেম করে পরের পুরুষে।
পরিণামে পায় দুখ কখন নাহিক সুখ
আগম পাথারে পড়ে শেষে॥
কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয়
হাতে চাঁদ দিল হাসি হাসি।
পড়ে বা না পড়ে মনে বসন লইল দিনে
কদম্ব-তরুর তলে বসি॥
সে সব করিয়া সত্য তাহার নাহিক নত্য (?)
বড় জনার এ বড় পীরিতি।
হাসি রসে চেয়ে কথা মরমে মরমে ব্যথা
কত বার পাঠাইতে দূতী॥
এখন করম-ফলে বিহি নহে অনুকূলে
পতিকুলে যে করিল ধাতা।
সে জন পরের বশ সে কি জানে আন রস
কহিতে হিয়ায় হয় ব্যথা॥
কারে সে করিব রোষ সকল আমার দোষ
সেই দোষ ফলে এত দিনে।
না চাহ ফিরিয়া নাথ সকল তোমার হাত
ছাড় নাথ মথুরা-গমনে॥"
এত বলি বিনোদিনী ধূলায় ধূসর ধনী
আভরণ দূরেতে ফেলায়।
বিকল বরজ-ধনী মুখে না নিঃসরে বাণী
চণ্ডীদাস মূরছি লোটায়॥

টীকা

পঙ্—৭। আগম—অগম্য।

৯। তু°—"যখন পীরিতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা" (চণ্ডীদাস, ১১৭ পৃঃ)। দিল—দিলে।

১০-১১। এখানে বস্ত্রহরণের উল্লেখ রহিয়াছে। দীন চণ্ডীদাস এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াও পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। লইল—লইলে।

১২। তু°—"অনেক কহিলা মোরে। তোমা না ছাড়িব, সঙ্গে করি নিব, বলিলে মাধবী-তলে॥" (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪০ সং পদ)।

[৩০৪]

যতি

যতক্ষণ নয়নে চাও ও রথ দেখিতে পাও
দেখ ধ্বজ উড়নি সুন্দর।
তবে সে চৈতন্য আছে সারি সারি গোপীমাঝে
যবে শুনি গমন উত্তর ॥
গগনে উঠয়ে ধূলি যবে রথ চলে ভালি
ঘোড়ার শবদ উতরোল।
যবে না দেখল ধ্বজ পড়ল ধরণীমাঝ
আর দশা আসি ভেল ভোর ॥
পড়িয়া সকল জনে ঠারে করে অনুমানে
"প্রিয়া মাথুর দূরদেশে।
বধিয়া রমণীগণ এমন জানয়ে কোন
পীরিতি ছাড়ল নব লেশে ॥
স্বপনে জানিথু যদি সে হেন গুণের নিধি
লুকাইথু হৃদয়-মাঝারে।
আসিয়া অক্রূর রায় আয়ল শমন-প্রায়
প্রবেশিলা গোকুল-নগরে ॥
হরি লয়ে গেল দূর তার মনোরথ পূর
মথুরা-নাগরী পুণ্যবান্।
হেরিব নয়ান ভরি পাইয়া গোলোক-হরি
গোকুল হইল বন সম ॥"
* * * * * *
* * * *
চণ্ডীদাস পড়ি কাঁদে হিয়া স্থির নাহি বান্ধে
রাধা সে পড়িয়া আছে ভূমে ॥

টীকা

পঙ্—১-৪। যতক্ষণ রথ এবং তাহার ধ্বজ দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানা গোপীগণের চৈতন্য ছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণের বিদায়-বাণী তাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল।

১২। নব লেশে—মথুরার নাগরীগণের নূতন প্রেমের নেশাতে।

---

[৩০৫]

নটনারায়ণ

কেহ আউদড় কেশ নাহি বান্ধে
মথুরাপানেতে মন।
কেহ অচেতন পড়িয়া আছেন
তেজি আভরণগণ ॥
কেহ সে ধূলাতে অঙ্গ লোটাইয়া
আছয়ে মূৰ্চ্ছিত হয়া।
কেহ নব-রামা যেমন শুনল
বাঁশীর গানেতে ধেয়া ॥
কোন নব-রামা শ্যামরূপ হেরি
চলয়ে কদম্বতলে।
কোন নব-রামা নব অভিসার
করয়ে মনের ছলে ॥
এ সব প্রলাপ দেখি ঘন ঘন
গেয়ান নাহিক হয়।
ক্ষেণে অচেতন ক্ষেণে সচেতন
ক্ষেণেক ভ্রমিয়া কয় ॥
কেহ বলে—"সখি পুন সে গোকুলে
গোবিন্দ আইল ফিরি।
এ কথা শ্রবণে পশিতে কাহার
উঠয়ে চেতন ধরি ॥
স্বপন সমান নাহিক গেয়ান
ঐছন প্রলাপ হয়।
কান্দিতে কান্দিতে রাধাপাশে গিয়া
চণ্ডীদাস কিছু কয় ॥

টীকা

পঙ্—১। আউদড়—উদগ্র, যেন পাগল-পারা।

৮। কোন গোপী যেন ধ্যানে বাঁশীর গান শুনিতে পাইল।

---

[৩০৬]

নটনারায়ণ

সোণার পুথলি অবনী-উপরে
যেন ঘন গড়ি যায়।
নিশ্বাস-হুতাশে নাসার মুকুতা
হেলিছে দুলিছে বায়॥
তা দেখি গোপিনী মনে অনুমানি
রাধা মেনে আছে জিয়া।
হেন মনে ছিল রাধা কি বাঁচিব
এহেন বিরহ পেয়া॥
"উঠ উঠ, ধনী, রাধা বিনোদিনি,
এত অগেয়ান কেনে।
যে দেখি তোমার চরিত বেভার
পরাণ হারাবে মেনে॥"
এত বলি এক মর্ম্মসখী ছিল
ধরিয়া তুলিল রাধা।
মুখে জল দিয়া ধরিয়া তুলিয়া
দেখল সকল বাধা॥
চৌদিকে নেহালি নয়নেতে ভালি
সকল আন্ধার হেন।
ঘরের প্রদীপ যেনক নিভায়ে
অন্ধকার হয়ে যেন॥
গোকুল উজর আছিল তখন
এখন কানন ভেল।
চণ্ডীদাস কহে— "অক্রূর আছিল
কানু হরে নিয়ে গেল॥"

টীকা

পঙ্—১০। আগেয়ান—অজ্ঞান, অবোধ

২১। উজর—উজ্জ্বল।

---

[৩০৭]

জয়শ্রী

"গোকুল তেজল নাকি কান।
মাথুর করল পয়ান॥
এ সখি, জানল নিদান।
সব জনে হরল পরাণ॥
যব আসি পশিল অক্রূর।
তবহি পড়ল মতি দূর॥
জাকর আশ-প্রয়াসে।
সে জন হৈল নৈরাশে॥
কো এত করল বিঘিনি।
সে হউ ইহ পাতকিনী॥
জর জর অন্তর জারি।
কোকহে মরম হামারি॥
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভেল শূন্য।
গৃহ যেন হইল অরণ্য॥
পুরবাসী নয়নে না দেখি।
বারি সঘন দো আঁখি॥
ইহ বড় দঘধন ভেল।
প্রাণ অহা-সঙ্গে চলি গেল॥"

চণ্ডীদাস পড়িয়া বেথিত।
ক্ষেণেক ধৈরজ ধরি চিত ॥

টীকা

পঙ্—৩। নিদান—প্রেমের শেষ পরিণতি।

৬। তখনই দূর মথুরা দেশে যাইবার জন্য মন ব্যগ্র হইল।

৭। জাকর—যাহার।

৮। সেই জন নিরাশের কারণ হইল।

৯। বিঘিনি—বিঘ্ন হইতে। যে এত বিঘ্ন উৎপাদন করিল।

১০। ইহার পাতক তাহাকে স্পর্শ করিবে।

১২। কোকহে—কুঞ্চিত হয়। হামারি—আমার।

১৬। আমার দুই চক্ষু হইতে অবিরত ধারা বর্ষিত হইতেছে।

১৭। দঘধন—যন্ত্রণাদায়ক।

---

[৩০৮]

জয়শ্রী

ধেনুগণ সব করি হাম্বারব
মথুরা-মুখেতে ধায়।
ধেনুর বাছুরি বিয়োগ পাইয়া
সেহ দুধ নাহি খায় ॥
পুচ্ছ উচ্চকরি মায়ে পরিহরি
মথুরা-গমন-দিগে।
যথা সে রসিক নাগরশেখর
সে দিক্ গমন ভাগে ॥
খগ মৃগগণ রোদন বেদন
আহার নাহিক খায়।
ডালে বসি খগ 'শ্যাম শ্যাম'—করি
রাতি দিন নাম লয় ॥
মৃগগণ অতি চেয়ে আছে কতি
নয়নে বহয়ে লোর।
কৃষ্ণের বিরহে পেয়ে অতি মোহে
এ সব হইলা ভোর ॥
সেই পিকু-রবে এ পঞ্চ শবদে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
সে সব শবদ নাহিক আপদ্
সে ভাল চলল ছাড়ি ॥
ভ্রমর ভ্রমরী সদাই গুঞ্জরি
সে নাহি শবদ করে।
চকোর ডাহুকী চাতক চাতকী
তাহা না শবদ বলে ॥
হংস হংসিনী শুক শারীগণি
তাহা না শবদ একে।
নিশবদ হই নিরন্তর রোই
না জানি কোথায় থাকে ॥
পুরবাসী যত অঝর নয়ন
যুবা বৃদ্ধ বাল যত।
শোকেতে আকুল বিয়োগ সকল
তাহা বা কহিব কত ॥
চণ্ডীদাস-বাণী— "শুন বিনোদিনি,
ধৈরজ করহ মন।
হেন বাসি চিতে দেখহ বেকতে
মিলব সে রস-ধন ॥"

টীকা

পঙ্—৩। বাছুরি—বৎসতর, মতান্তরে বৎসরূপ হইতে বাছুর। বিয়োগ :—কৃষ্ণের অদর্শনজনিত দুঃখ।

৬। যে দিকে মথুরায় কৃষ্ণ গিয়াছেন।

---

[৩০৯]

শ্রী

সব সখী আসি মিলি রাধা-পাশে
কতেক বিরহ পেয়ে।
রামা নবরামা সম্বোধ পাইয়া
বৈঠল কিশোরী লয়ে॥
রাধাকে তুষিয়া সম্বোধ করিয়া
বৈঠল সখীর মেলা।
কেহ বলে—"শুন, আমার বচন
ওহে বৃষভানু-বালা॥
হেন মনে বাসি হকু কুলে হাসি
চল মধুপুর গিয়া।
সে চাঁদ-বদন দেখিয়ে নয়নে
তবে সে জুড়াব হিয়া॥
এক তিল যারে যদি নাহি দেখি
শত যুগ হেন মানি।
আঁখির পলকে হারাই তিলেকে
হেনক যে জন জানি॥
তিলেক না জীয়ে বন্ধু না দেখিয়ে
আর কি পরাণ রয়।"
রাধার বিরহ- বচন শুনিয়া
দীন চণ্ডীদাস কয়॥

---

[৩১০]

গড়া

"কেন বা লইয়া আইলা মোরে।
দেখি নবঘন যুবতী-মোহন
নয়ন-চকোর সোস (?) মরে॥
নয়নে নয়নে ভরি রূপ পিতে মনে করি
হেন বেলে চালাইল রথ।
দেখিতে না পায় রূপ উঠিল বিরহ-কূপ
সেই সে হইল অনুরথ॥
সে জন কঠিন বড় এবে সে জানল দড়
বড়ই কঠিন তার হিয়া।
মথুরানগর-মুখে লইয়া চলল সুখে
রমণী-হিয়ায় দিয়া ব্যথা॥
ধন্য তার মাতা পিতা কি আর কহিব কথা
অক্রূর বলিয়া থুইল নাম।
প্রথম আঁখর সার দেখাইলে অন্তকাল
শেষের আঁখর সেক-ধাম॥"
"কে বলে, অক্রূর সেহ বড়ই কঠিন দেহ
গৃহ ভাঙ্গাইয়া সেই জনা।
মথুরানাগরীগণে সে সব হরষ মনে
দিল মোরে বিরহ-বেদনা॥"
এ সব কারণ স্বরে বিষম নিশ্বাস ছাড়ে
কাঁদে যত আহীর-রমণী।
চণ্ডীদাস কহে ভাল— "আমরা তুরিতে চল
দেখি গিয়া গোলোকের মণি॥"

টীকা

পঙ্—১। মথুরায় যাইবার কালে কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য গোপীগণ রাধাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

২-৩। যুবতীগণের চিত্তহরণকারী জলদবরণ কানুকে দেখিয়া আমার নয়নরূপ চকোর অতৃপ্ত বাসনায় শুষ্ক হইতেছে, (?) কারণ নয়ন ভরিয়া রূপ পান করিবার পূর্ব্বেই অক্রূর রথ লইয়া চলিয়া গেল। তু°—"নয়ন-চকোর মোর, পিতে করে উতরোল, নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।"
(চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

৭। অনুরথ—পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৪, ১২৬ সং পদদ্বয়ের পাঠান্তরে "দোষ" শব্দের পরিবর্ত্তে "অনুরথ" শব্দ ধৃত

হইয়াছে। এখানেও দেখা যাইতেছে যে ইহা "অনর্থ" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৪-১৫। প্রথম অক্ষর "অ"। ইহা প্রণবের আদ্যক্ষর, আর এই প্রণবই সর্ব্ববেদের আদি (তু°—"প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু", গীতা, ৭।৮ ; "প্রণবশ্ছন্দসামিব", রঘু, ১।১১)।

অন্যত্র—"অক্ষরাণামকারোঽস্মি" (গীতা, ১০।৩৩)।

দেখাইলে অন্তকাল—অন্তকাল অভাব বা বিয়োগ-সূচক। "অক্রূর" শব্দের "অ" ক্রূরতার অভাব সূচনা করে, তাই কবি বলিতেছেন যে, বর্ণের সার বর্ণটি তোমার নামের আদিতে অভাব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শেষের অক্ষর "র" অর্থে অগ্নি, ইহা উত্তাপের আধার। অ অর্থে অমৃতও হয়, ইহা স্নিগ্ধ, শীতল ; আর র অর্থে অগ্নি, অতএব কবি বলিতেছেন যে, অক্রূর নামটি বড়ই অদ্ভুত, ইহার আদিতে স্নিগ্ধতা, আর অন্তে উত্তাপ, যেন পয়োমুখ বিষকুম্ভ।

---

[৩১১]

নটনারায়ণ

শ্যাম-মুখ হেরি আকাশের বিধু
মলিন হইয়াছিল।
এখন পূর্ণকলা হয়ে উদয় হউক
এখন সে চাঁদ গেল॥
কানুর সে দুটি নয়ান হেরিয়া
খঞ্জন আছিল কতি।
এখন আসিয়া ফিরুক নাচিয়া
মাথুর পরাণপতি॥
পিয়ার নাসার গঠন দেখিয়া
খগেন্দ্র গেছিল দূর।
এখন আনন্দে পরম সানন্দে
দেখা দেও অনুকূল॥
কানুর অধর সুরঙ্গ দেখিয়া
বান্ধুলি মলিন ছিল।
আপনার রঙ্গ করুক সুন্দর
এবে শুভদশা ভেল॥
দশন হেরিয়া কুন্দ সে কুসুম
কলিকা নাহিক হয়ে।
লজ্জিত হইয়া বিকশিত দশা
দীন চণ্ডীদাস কয়ে॥

টীকা

৭৬—৩-৪। এখন ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উদিত হউক, কারণ শ্যামচাঁদ মথুরাতে গিয়াছেন।

৬। খঞ্জন লজ্জিত হইয়া কোথায় লুকাইয়াছিল।

১২। কারণ কৃষ্ণের অনুপস্থিতির জন্য এখন তোমার দেখা দিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

১৩। সুরঙ্গ—সুলোহিত ; তু°—"সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে" (কবিকঃ)।

১৫-১৬। এখন সে আপনার বর্ণ আবার উজ্জ্বল করুক, কারণ এখন সুসময় উপস্থিত হইয়াছে।

১৭-১৯। কুন্দের কলিকা শুভ্রতায় এবং গঠন-সৌষ্ঠবে কৃষ্ণের দন্তের সমতুল নহে বলিয়া কুন্দ যেন লজ্জার আবেগে মুকুল হইতে কলিকার অবস্থা অতিক্রম করিয়া একেবারে প্রস্ফুটিত অবস্থায় উপনীত হইতেছিল ; এখন ঐরূপে ফুটিবার কারণ দূরীভূত হইয়াছে।

---

[৩১২]

শ্রী

শ্যামের জলদ রূপ হেরি হেরি
জলদ গগনে যত।
লাজে লুকাইয়া রহল সকল
রহল শত হি শত॥

এখন আনন্দে বিকশিত হউ
আর কি তাহার ভয়ে।
বাহুর গঠন দেখিয়া তখন
করী গেল অতিশয়ে॥

এবে যত জনে করুক সঘনে
আপন আপন কেলি।
হরি নিদারুণ হয়ে নিকরুণ
মোহে নিদারুণ ভেলি॥

আর না হেরিব আর না শুনিব
সে নব মধুর ধ্বনি।
না জানি স্বপনে তেজিব সে জনে
মোরা কি এমন জানি॥

আকুল করল গোকুল সকল
তেজল গোপিনীগণে।
আর না হেরিব সে চাঁদ-বদন
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

তবে বিধি যদি অনুকূল হয়ে
মিলব রসের পিয়া।
এখন চেতন ধরহ যতন
এ বুকে পাষাণ দিয়া॥"

এই অনুমান করে গোপীগণ
নিজ নিজ গৃহে চলে।
বিরস-বরণী সে চাঁদ-বদনী
সখীরে কিছুই বলে॥

"পাসরিতে নারি শ্যাম-রূপখানি
সদাই হিয়াতে জাগে।
করয়ে যেমন হিয়া আনচান
কহিব কাহার আগে॥"

চণ্ডীদাস কয়— "শুন রসময়ি,
আমি সে মথুরা যাব।
সব বিবরণ শ্যাম অন্বেষণ
তোমারে আসিয়া কব॥"

---

[৩১৩]

কানড়া

রোদন গুমান সব পরিহরি
নিজ নিজ গৃহে চলে।
বিরহ-বেদনী যতেক গোপিনী
রাধারে কিছুই বলে॥

"বিরহ-সমুদ্রে নাহিতে আমরা
বিহি সে করল কাজ।
গুরু-পরিজন করিবে তাড়ন
পাইব অনেক লাজ॥

কৃষ্ণবলরামের মথুরাগমন

[৩১৪]

শ্রীসুহা

রথ আরোহণ কৃষ্ণ বলরাম
চলয়ে অক্রূর সাথে।
শিঙ্গাবাঁশী-রবে পাষাণ দ্রবয়ে
এই-রঙ্গে [চলে] পথে॥

নানা সুবাসিত বিচিত্র মোদক
মিষ্টান্ন শাকরি চিনি।
ছেনা চাঁপাকলা ছাঁচি সিতামিশ্রী
দুগ্ধ আবর্ত্তন ঘনি॥
স্নান আচরিল ভাই দুই জনে
সেই সে যমুনা-নীরে।
এ সব ভোজন করি দুইজন
উঠিল রথের পরে॥
কর্পূর তাম্বূল বদনে দেওল
বেশ বনাওল তায়।
বেশ করে অতি এ দুই মূরতি
করল অক্রূর রায়॥
তাহাতে অধিক বেশ বনাওলি
ধরণী পুলক মানি।
গগন হইতে দেবগণ মোহে
পাতালের যত ফণী॥
তিন লোক দেখি পুলক মানিল
মোহিত অক্রূর রায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি পুলকিতে
ধরিয়া পড়ল পায়॥
কহে দুই ভাই -- "শুনহ এথাই
করহ সিনান সেবা।
স্নান আচরিয়া যাইব চলিয়া
পূজহ আপন দেবা॥"
শুনিয়া অক্রূর বচন মধুর
প্রভুর আরতি পেয়া।
যমুনার জলে নামি কুতূহলে
নামি হরষিত হয়া॥
অক্রূর ডুবিলা জলের ভিতরে
রামকৃষ্ণ দুই দেখি।
বড় অদভুত জলের ভিতর
লখিল কেমন লখি॥

৩৩

বিস্মিত মানল আপন অন্তরে
উঠল মস্তক তুল।
যমুনার কূলে রথের উপরে
দেখে রামবনমালী॥
পুনরপি ডুবি জলের ভিতরে
তথা দেখি দুটি ভাই।
বিস্মিত হইয়া তুরিতে উঠিয়া
চরণে পড়ল যাই॥
"তুমি দেব হরি ইবে সে জানল
মুই কি জানব তোমা।"
চণ্ডীদাস বলে--- "যব অবহেলে
বরিখে কতই প্রেমা॥"

টীকা

পঙ্—৬। শাকরি— শর্করাসম্ভূত।

৭। ছাঁচি—সং—সত্য হইতে; আসল, উৎকৃষ্ট।

সিতামিশ্রী—ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত এক প্রকার নির্ম্মল ও সুস্বাদ মিষ্টান্ন। চরিতামৃতে আছে—

বীজ ইক্ষুরস গুড় তবে খণ্ড-সার।
শর্করা সিতামিশ্রী শুদ্ধমিশ্রী আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
(মধ্যের ত্রয়োবিংশে)।

৩০। আরতি—আদেশ।

৩৫-৪৫। এই ঘটনা ভাগবতে (১০।৩৯।৩৭-৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) বর্ণিত হইয়াছে। জলে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করত তিনি জলমধ্যে রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, পরে বিস্মিত হইয়া উন্মজ্জনপূর্ব্বক দুই ভ্রাতাকে রথে আসীন দেখিয়া পুনরায় জলমগ্ন হইয়া জল মধ্যেও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে রামকৃষ্ণকে ভগবান্ জানিতে পারিয়া তিনি স্তব করিয়াছিলেন।

---

[৩১৫]

শ্রীসুহা

পড়িয়ে চরণে অক্রূর সঘনে
করয়ে অনেক স্তুতি।
"তুমি হিতকারী তুমি সে প্রলয়
তুমি সে সবার গতি ॥
তুমি চরাচর তুমি দিবাকর
আকাশমণ্ডল ছায়া।
তুমি সনাতন পরম কারণ
তুমি পূর্ণ পূর্ণকায়া ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর যে জন না পায়ে
তোমার গুণের রীতি।"
চণ্ডীদাস বলে— "আমি কি জানিব
অতি হই মূঢ়মতি ॥"

টীকা

পঙ্—৩-৪। হিতকারী :—কারণ ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলেই তুমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হও। (গীতা, ৪।৭-৮)।

তুমি সে প্রলয় ইত্যাদি :—কারণ প্রলয় কালে উপাধিলয়ে সকলেই তোমাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে (ভা, ১০।৪০।১১)।

৫-৬। কারণ পঞ্চভূত, মহত্তত্ত্বাদি, প্রকৃতি-পুরুষ, সর্ব্বদেবতা তোমার শ্রীমূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ভা, ১০।৪০।২)।

৭-৮। কারণ তুমি "অখিলহেতুহেতু-পুরুষমাত্মমব্যয়ম্" (ভা, ১০।৪০।১)।

---

[৩১৬]

শ্রী

দুই করে ধরি অক্রূর-গোহারি
করল নিজহি কোড়।
আলিঙ্গন দিয়া শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া
সুখের নাহিক ওর ॥
শ্রীঅঙ্গ-পরশে প্রেমের আবেশে
উঠল অক্রূর রায়।
ভোজন-অবশেষ যে কিছু আছিল
পাওল আনন্দে তায় ॥
রথ চালাইয়া মথুরার মুখে
যমুনা হইল পার।
মথুরা-নগর প্রবেশিল গিয়ে
রসের আনন্দ সার ॥
শিঙ্গা মুরলির গানে উতরোল
মথুরা-নগর-ধ্বনি।
নগরের লোক বাহির হইয়া
দেখয়ে গোকুলমণি ॥
মথুরা-নাগরী নয়ন পসারি
দেখে রামহলধরে।
একক্ষণে কেহ নাহিক পালটে
নিমিখ নাহিক ধরে ॥
"বিধি দিয়াছেন যুগল নয়ন
ইহাতে দেখিব কত।
তবে সে দেখিথু নয়ান ভরিয়া
এ লাখ নয়ান হত ॥"
আপনা আপনি মথুরা-নাগরী
অভিমান করে অতি।
চণ্ডীদাস কহে - "কলার অংশ
তাহার রূপের কতি ॥"

টীকা

পঙ্—১। অক্রূর-গোহারি :—স্তবপরায়ণ, বা প্রার্থনাকারী অক্রূরকে। সং—গোচর হইতে গোহার (জ্ঞানেন্দ্র) অথবা—সং—জয়কার হইতে জোহার হইয়া গোহার কি? (শব্দকোষ)। হিন্দিতে গোহার অর্থে প্রার্থনা। তু—মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে—"নহেবা গোহাকে যবে কংস বরাবরে" (৩৩ পৃঃ)।

১৭। পসারি :—প্রসারিত করিয়া।

১৯-২০। একবার দেখিয়া আপনাদের দৃষ্টি পুনরায় প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইল না (ভা, ১০।৪১।৫)।

২৫-২৬। কারণ তাঁহারা গোপীগণের সৌভাগ্যেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৪১।২৭)।

---

[৩১৭]

সুহা

প্রেম-যুবতী যত রয়া যূথে
শ্যামল বরণ রূপ হেরিছে রয়া এক ভিতে।
যতেক সখীতারা ভাবের রসে ভোরা
রূপ নিরখিয়ে প্রেম ঝলকে
রসের ভারা চিতে॥
শ্যামল বরণ তনু সে রতন
জনু যেন দুঁহু রূপে আলো করে
যেমন মদন ভানু।
দুঁহু রূপে আলা কিবা বরণ কালা
বরজ পথটি আলা করে
কিবা রসের তনু॥
যত নাগরী জনে চেয়ে কানুর পানে
মনের সনে সুধা পিয়ে
পেয়ে রসের কানু।
প্রেম-নাগরী মনে করে
প্রেমের সিন্ধু॥

টীকা

পঙ্—১-২। পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পুরস্ত্রীগণ সত্বর দেখিতে আসিল এবং হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ করিল (ভা, ১০।৪১।২১)।

৩-৫। কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া রমণীগণ নেত্ররূপ দ্বার দিয়া মনোমধ্যে প্রাপ্ত আনন্দরূপ সেই বিভুকে যেন আলিঙ্গন করিলেন, এবং রোমাঞ্চিত হইলেন (ঐ, ১০।৪১।২৫)। পরবর্ত্তী ১২-১৪ পঙ্ক্তিত্রয় অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক।

৮। রূপে মদন, আর তেজে সূর্য্য সম।

১০। বরজ পথটি :—ব্রজের পথ।

---

[৩১৮]

রাজবিজয়

এমন রূপের ছটা।
ভুবনমোহন বেশ করেছে
যেমন মেঘের ঘটা॥
বন-ফুলে চূড়া বাঁধে
কিবা ছলে নাট।
সোণার থোপে কসে বাঁধে
যেন মুকুতার হাট॥
মণিমাণিকে গাঁথা মালা
তায় দিয়াছে বেড়া।
ময়ূর-পাখা উড়ে বায়ে
কিরণ-মাখা চূড়া॥

কোন যুবতী বাঁধে চূড়া
সেই সে আপন মনে।
হাসির ঠাটে জগৎ টুটে
মধু ঝরে ঘনে ॥
গলায় মালা ভুবন-আলা
হাতে মোহনবাঁশী।
মদন দেখি রূপ রাখি
মাঝারে জলদ পশি ॥
প্রেম-নাগরীর কথা শুনে
কহে চণ্ডীদাস।
ও রূপ দেখি কোন্ যুবতী
চলে যাবে বাস ॥

টীকা

পঙ্—১-৩। জগৎ-ভুলান বেশে জলদবরণ কানুর অঙ্গকান্তি আড়ম্বরপূর্ণ পুঞ্জীভূত মেঘের শোভার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তুº—"মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ" (গোবিন্দদাস, বৈ-প-ল, ৩০৬ পৃঃ)। কানু "কালিয়া বরণ, হিরণ পিন্ধন" বলিয়া এখানে বিদ্যুদ্-বৎ চাকচক্যের প্রতিও লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে। যেমন—"নব নীরদ তনু, তড়িত লতা জনু, পীত পতনি বনি ভাল (ঐ, ৩০৭ পৃঃ)।

৪-৫। "বনফুলে তুমি চূড়াটি বেঁধেছ, এই সে নাগর-পনা" (পূর্ব্ববর্ত্তী, ১২৭ সং পদ)।

১২-১৫। কোন যুবতী শ্যামের চূড়ার অনুকরণে চূড়া বাঁধার কল্পনা করিয়া অত্যন্ত রসাবেশে হাস্য করিতেছে।

১৮-১৯। মদন নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়া যেন জলদ-বরণ কানুর দেহে প্রবেশ করিয়াছে; তুº—"কোটি মদন জনু, নিন্দিয়া শ্যামতনু" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

[৩১৯]

রাজবিজয়

"এমন বেশে গোকুল-দেশে
নিয়ে তাসি তলে (?)।
রূপের ঠাটে তেঁই সে নাটে
সদাই কদমতলে ॥
সব ছাড়িয়া ব্রজের নারী
দিয়াছে জাতিকুল।
বিনোদ নাগর রসের সাগর
মজাল্ছে গোকুল ॥
হেন আমরা মনে করি
পরিহরি লাজ।
হেমের মালা ক'রে পরি
রাখি হিয়ার মাঝ ॥"
আর যুবতী বলে—"শুন
কহিলে ভাল মেনে।
চক্ষে ভরা এই যে নাগর
রাখিব মনের সনে ॥"
আর রমণী কহে—"ভাল
কহিলি ওলো দিদি।
বিরল পেলে কহিব ভালে
কাল আসেগো কুল দি ॥
এমন করে থাকি সঘন
ছাড়ি গৃহের কাজ।
হিয়ার ভিতর রাখি সদাই
এই সে নাগররাজ ॥"
চণ্ডীদাস কহিছে—"শুন,
এই সে ভালই মানি।
প্রেমে তোমরা বান্ধ তারে
সুধা রসের খনি ॥"

[৩২০]

নটনারায়ণ

মথুরা-নাগরী রূপ হেরি হেরি
লাগল রসের লেহা।
কি জানি কি করে কোথা না আছয়ে
ছাড়িয়া আপন গেহা ॥
"নটবর বেশ সুখের লালস
ঐছন দেখিয়া থাকি।
নহি স্বতন্তর পরবশ হয়া
থাকিয়ে এ বাঁধা পাখী ॥
গৃহপতি মোর বড় খরতর
কথায়ে যাতনা দেই।
মনের মরম আপন বেদন
শুন গো মরম-সই ॥"
যত সখীগণ অতি সে মগন
দেখিয়ে দোঁহার রূপ।
অতি সে রসের লহরী উঠল
উঠল রসের কূপ ॥
কৃষ্ণ-বলরাম দেখিয়া দু'জন
ধরিতে না পারে হিয়া।
চণ্ডীদাস কহে— "ও রূপ দেখিতে
কুলশীল যাবে দিয়া ॥"

---

[৩২১]

সুহই

"হেদে লো মরম-সই।
ও রূপ দেখিতে হেন লয় চিতে
নয়ান তাকিয়া রই ॥
এ বেশে সে দেশে তেঁই সে ভুলল
যতেক বরজ নারী।
সব তেয়াগিয়া গুরু-গরবিত
দেখয়ে নয়ন ভরি ॥
কিবা সে বিনোদ চূড়ার টালনি
উড়িছে ময়ূর-পাখা।
নানা ফুলদাম অতি অনুপাম
ইন্দ্রধনু দিছে দেখা ॥
নয়ন বঙ্কিমে চাহিলে যা পানে
সে কিয়ে ধৈরজ ধরে।
কোন কুলবতী সে কোন যুবতী
কুল লয়ে যায় ঘরে ॥
হাসির মিশানে কত সুধা ঝরে
তাহাতে বাঁশীর গীত।
হাসিতে কি জীয়ে সঘর রমণী
চেতন ধরিব চিত ॥"
এই অনুমান মথুরা-নাগরী
মোহিত হইল তায়।
চণ্ডীদাস বলে— "শুনহ তরুণি,
ভজহ কমল-পায় ॥"

টীকা

পং—৩। এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকি। তু°—নিমিখে নিমিখ নাহি সয়" (চণ্ডীদাস, ৩৫ পৃঃ)।

১১। তাহা রামধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণে সুশোভিত।

১৮। সঘর—কুলবতী।

---

[৩২২]

কানাড়া

রূপ দেখি যত মথুরা-নাগরী
মোহিত হইল তারা।
তাথে প্রেমরসে কুলের কামিনী
চৈতন্য নাহিক কারা॥
কে হেন ও রূপ নিরমাণ কৈল
কত সুধা দিয়া রাশি।
গড়ল হরষে এমনি পরশে
এমনি গতিকে বাসি॥
ধন্য সে রসিয়া এমন কালিয়া
নিরমাণ কৈল দেহা।
গঠন সুঠন করি একমন
নয়ন খঞ্জন-রেহা॥
চৌরস কপাল উঘ রাতাপল
দশন কুন্দের কলি।
দেখিয়া শুনিয়া ফুলের ভরমে
উড়িয়া বুলিছে অলি॥
বাহু সে মৃণাল অতি সে বিশাল
হৃদয়ে কুঞ্জর-কুম্ভ।
করীর বদন করে যেই জন
নিতম্ব ক্ষীণ হি দম্ভ॥
যেন বা হিঙ্গুল দলিয়া অঞ্জন
যাবক মিশায়ে তায়।
এমন না শুনি চরণ দু'খানি
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

টীকা

পঙ্‌—৫-৬। তু°—"সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো, তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা" (চণ্ডীদাস, ৩৬ পৃঃ)।

৭-৮। এমন মনে হয় যেন সুধা দিয়া অমৃতময় স্পর্শে ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

৯-১০। যে রসিক পুরুষ কৃষ্ণের দেহ এমন সুগঠিত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

১৩। চৌরস—চতুরস্র, প্রশস্ত। উঘ :—ওষ্ঠ অর্থে কি ?

১৮। হস্তীর কুম্ভের ন্যায় স্থূল বক্ষস্থল।

২০। কেশরী জিনিয়া কটি।

---

[৩২৩]

শ্রীসুহা

"রূপ দেখি হিয়া কেমন করে।
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখি পরমাদ ভেল
কেন বা লইয়া আইল মোরে॥

হৃদয়ে পশিল আসি এ হেন রূপের রাশি
অবলার পরাণ তরল।
পাছে আছে এক দোষ জানি করে অতিরোষ
গুরুজন জানি করে বল॥

শুনহ মরম-প্রিয়া এ হেন রসিক লয়া
করিথু রসের নব লেহা।
অমূল্য রতন ধন আর কিবা প্রয়োজন
গুরুজন পরিজন গেহা॥"

কোন সখী বলে—"শুন এত অভিমান কেন
যে করু সে করু গুরুজনে।
* * * * * * * *
* * * * ॥

শ্যাম সে পরশমণি যতনে ভজিব ধনী,
মোর মনে এই সে ভালই।”
এই মত সে নাগরী হাসিয়া আনন্দ বড়ি
চণ্ডীদাস তছু গুণ গাই ॥

—

[৩২৪]

বড়ারি

রথ চড়ি যান করয়ে গমন
কৃষ্ণ-হলধর দুই।
প্রবেশে নগর বাজার চাতর
শিঙ্গা বেণু উতরোই ॥
হেনক সময় কুবুজা মালিনী
রাজপথে চলি যায়।
“শুন লো সুন্দরি চন্দন কটোরি
হরে মন হরে তায় ॥
সুগন্ধি কুসুম গাঁথিয়া সুষম
লইছ কাহার তরে।”
কুবুজা কহেন দোঁহার সদন
কাতর হইয়া বলে ॥
“কংসের যোগানি আমি সে মালিনী
লই যাই কংস-তরে।”
“এই গন্ধমালা দেহ মোর গলে”
সরসে কানাই বলে ॥
শুনিয়া সুন্দরী করল চাতুরী—
“নৃপতি যে কবে মোরে—
‘নিজক গন্ধক দিছেন সুন্দরী
দিছেন দোঁহার উরে’ ॥”

জানিল এ নহে মানুষ আকার
এ দুই দেবের শক্তি।
পরশ পাইয়া কুবুজা সুন্দরী
পাওল আনন্দমূর্ত্তি ॥
বিলক্ষণ রামা যেন কাঁচা সোনা
উবশী কিসে বা লিখি।
গোবিন্দ-পরশে তাহে মন তোষে
চণ্ডীদাস তাহে সুখী ॥

টীকা

এই ঘটনা ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪২শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

—

[৩২৫]

শ্রী

কুবুজা সুন্দরী অতি মনোহারী
দেখিল আপন অঙ্গ।
ত্রিভঙ্গ আছিল মোহিনী হইল
এ বড়ি রসের রঙ্গ ॥
মোহিত হইল নগর সকল
এ কি অদভুত শুনি।
ত্রিভঙ্গ যে ছিল সুন্দরী হইল
এমন নাহিক জানি ॥
কুবুজা দেখিতে নগর হইতে
দেখিতে আইল তারা।
নিশ্চয় শুনিল নয়নে দেখিল
এই সে কেমন ধারা ॥

কেহ বলে—"ভাই রথে দুই ভাই
মাখল চন্দন চান্দ।
মালা বিলক্ষণ দেখিল সঘন
দু'ভাই হাসল মন্দ ॥
হেনক সময় ইহার পরশে
কুঞ্জ গেল কতি দূরে।
অতি বিলক্ষণ দেখিল নয়ন
এ কথা কহিব কারে ॥
এ নহে মানুষ জানিল স্বরূপ
কেবল জগৎপতি।
ত্রিভঙ্গ শরীর হইল সুন্দর
বুঝল কাজের গতি ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "যাহার নামেতে
এ তিন ভুবন ঘোষে।
এই ভাগ্যবতী পেয়ে প্রাণপতি
পাইল যাহার স্পর্শে ॥"

টীকা

পঙ্—১৩-১৬। কুব্জাকে অনুগ্রহ করিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সুদামা মালাকার দ্বারা সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে বভূষিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৪১।৩৬-৩৯)।

---

[৩২৬]

শ্রী

কুবুজা কহেন চরণে পড়িয়া—
"তুমি সে পরাণ-পঁতি।
মুই কি জানিব তোমার শকতি
অবলা যুবতী-মতি ॥"
কহেন গোবিন্দ কুবুজা পরশি—
"তুমি সে উত্তম রামা।
তোমার ভকতি স্বভাব শকতি
দেখিল কটাক্ষ প্রেমা ॥"
পড়িয়া ভূতলে কান্দি কিছু বলে—
"মোর অপরাধ ক্ষেম।
মুই মূঢ় জাতি করিল যুবতী
তিলে কত হয় ভ্রম ॥
তুমি সনাতন পরম কারণ
দেবের দেবতা তুমি।
কেনে হই মুই অধম দুর্গতি
কিসে বা আমারে গণি ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "তোমার ভকতি
নিবিড় অন্তরে লেহা।
তথির কারণে পরশ পাইয়া
বিলক্ষণ হল দেহা ॥"

রজকের বস্ত্র-হরণ

[৩২৭]

ধানশী

হেনক সময় এক যে রজক
লইয়া বসন করে।
সে যায়ে চলিয়া রাজপথ দিয়া
কংসের আরতি ধরে ॥
কৃষ্ণ বলরাম পুছিল কারণ—
"কাহার বসন এ।"
কহিছে রজক তাহার উত্তর—
"তুমি সে বটহ কে ? ॥

তোমাকে কহিলে কিবা জানি হয়ে
কংসের যোগানী আমি।
তাহার বসন কাচিয়া সঘন
কি আর পুছহ তুমি॥"
কানাই কহেন— "উত্তম বসন
দেহ পরি দুই ভাই।"
কোপে কহে ধোবা— "তুমি বট কেবা
রাজার বসন এই॥
পরমাদ হব এ কথা শুনিয়া
তাড়ন করিব রাজা।"
চণ্ডীদাস বলে— "ও নব নাগর
তাহার রূপের ধ্বজা॥"

টীকা

পঙ্—৪। আরতি—আদেশ। কংস তাহাকে এই কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছে।

৯। তোমাকে বলিলে কি হইবে?

১৭-১৮। রজক বলিয়াছিল—"তোরা এইরূপ প্রার্থনা করিস্ না; রাজপুরুষগণ অহঙ্কৃত লোকদিগকে বন্ধন, হনন ও নিঃস্ব করেন (ভা, ১০।৪১।৩১)। ভাগবতে রজকের বস্ত্রহরণ কুব্জানুগ্রহের পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৩২৮]

যতি

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলরাম
লইল বসন কাড়ি।
পরিলা বসন ভাই দুই জন
তাহে মল্লবেশ ধরি॥
কাড়িয়া বসন মৃত্তিকা ভূষণ
রাঙ্গা ধূলা মাখি গায়।
নিবিড় বসন বান্ধিল সঘন
পীত ধড়া দিল তায়॥
নবীন মুঞ্জরী পরি দুটি ভাই
সমান দোঁহার বেশ।
দেখিয়া মূরতি অনুপম বেশ
ভুলল মথুরা-দেশ॥
শুনে কংস রাজা কৃষ্ণ বলরাম
আসি ধরে মল্লবেশ।
রজক বধিয়া বসন কাড়িয়া
লইল সে হৃষীকেশ॥
ক্রোধে কংস রায় ধরণ না যায়
ডাকিল কুবল-হাতী।
"শুণ্ডে জড়াইয়া মার দুই জনে
এই সে বাড়িয়ে রীতি॥
চণ্ডীদাস দেখি হাসিতে লাগিল
শুনিয়া কংসের কথা।
যে জন গোলোক- সম্পদ্ তা সনে
কিবা হঠ কর হেথা॥

টীকা

পঙ্—১-২। ভাগবতে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ হাত দিয়া রজকের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন (ভা, ১০।৪১।৩১)।

৩-৪। ভাগবতে আছে যে তাঁহারা দুই দুই বসন পরিধান করিয়াছিলেন (১০।৪১।৩২)।

৫-৬। ভাগবতে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ কতকগুলি বসন ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন (ভা, ঐ)।

২৩-২৪। যিনি গোলোকমণি তাঁহার সহিত চালাকী চলিবে না।

---

[৩২৯]

সুহই

কুবলয় হাতী ধায় বেগে অতি
মারিতে এ দুই ভাই।
গরজি গরজি দশন ফিরজি
দু'ভাই চিরিতে চায়॥
লটাপটি শুণ্ডে যেন বাহুদণ্ডে
প্রচণ্ড প্রতাপভরে।
গিয়া সে কানুর ধরল দু' বাহু
অতি সে নিবিড় সরে॥
ধরি করিশুণ্ড দু' ভাই প্রচণ্ড
উথারি দশন দুই।
কুবলয়-পায় অতি অনুশয়
দশন এ দুই লই॥
দেখিয়া পড়ল কুবলয়-বল
কংসের হইল ভয়।
স্থির নাহি মানে ভাই দুই জনে
করেতে দশন লয়॥
হেনক সময়ে চাণূর মুষ্টিক
ডাকিয়া আনিল কংস।
"তোমরা দু'জনে বল পরিক্রমে
কৃষ্ণবলরামে ধ্বংস॥"
চাণূর মুষ্টিক আসি দেখা দিল
কৃষ্ণবলরাম পাশে।
বাজিল বচন বোলা চারি ঘন(?)
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

টীকা

পঙ্—১-২। কুবলয়াপীড় নামক হস্তী কংসের রঙ্গ-ভূমির দ্বারে অবস্থিত ছিল (ভা, ১০।৪।৩২)।

১১-১২। ভাগবতে আছে যে, কৌশলে শুণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তীর পদে আঘাত করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৪৩।৫)।

১৬। শ্রীকৃষ্ণ হস্তীর দন্ত হস্তে লইয়া মল্লভূমে প্রবেশ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৪৩।১১), ইহাতে কংস অতিশয় ভীত হইয়াছিল (ভা, ১০।৪৩।১৫)।

---

[৩৩০]

সুহই

চাণূর মুষ্টিক দুই জন আসি
মিলল দোঁহার পাশে।
হাতাহাতি তথি মুটকা মুঠকি
মহা ঘোর খেলা আসে॥
মহা মল্লযুদ্ধ বাজিল দু'জনে
দেখিল যতেক পুর।
ধরিয়া চাণূর মুষ্টিক অসুর
তার মাথা কৈল চূর॥
বধিয়া অসুর প্রচণ্ড প্রচুর
গেলা যথা কংস রায়।
ঘোর অতিতর কৃষ্ণ হলধর
বাজিল দু'জনে তায়॥
কৃষ্ণ হাতে ভালি ধরি তার চুলি
কংসেরে বধিল হরি।
ছত্র দণ্ড দিয়া উগ্রসেন আনি
মথুরাতে রাজা করি॥
বসুদেব পিতা দৈবকী সে মাতা
উদ্ধার করিল হরি।

* * * * * *
* * *

গৃহমাঝে গিয়া মাতা পিতা লয়া
অনেক করিলা স্তুতি।
চণ্ডীদাস বলে— "বসুদেব কোলে
লইলা গোলোকপতি ॥"

টীকা

ভাগবতের অনেকগুলি ঘটনা কবি এই একটি পদে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

দৈবকী-বসুদেবের করুণা

[৩৩১]

সুহই

"এত দিন ছিলে কোথা।
ছাড়িয়া জননী বাছা যাদুমণি,
হিয়ায়ে মারিয়ে ব্যথা ॥
ও মোর বাছনি, চাঁদ-মুখখানি
দেখিয়ে নয়ান ভরি।
দুষ্ট কংস লাগি তোমা হেন পুত্রে
ভেজল গোকুল-পুরী ॥
শোকেতে আকুল পরাণ বিকল
এই দেখ তনু সারা।
যেন আঁখে আসি তারা দুটি বসি
দেখিল উজোর পারা ॥
পরাণ-প্রদীপ কেবল লোচন
এত দিন ছিলে কোথা।
কোলে যদুমণি এ ক্ষীর নবনী
বদনে দেওল তোমা ॥"

বসুদেব-সুত- লীলা অদভুত
অপার মহিমা যাঁর।
দ্বিজকুল যত কুলের আখ্যান
করিতে আছয়ে তাঁর ॥
এ চূড়া-করণ বিবিধ বিধান
আয়োজন করে অতি।
চণ্ডীদাস কহে— "নন্দের বিদায়
আগে সে করহ ইতি ॥"

টীকা

পঙ্—১০-১১। তোমরা আসাতে এখন মনে হয় যেন চক্ষের দুইটি তারা আমরা ফিরিয়া পাইলাম, এখন চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল দেখিতেছি।

২০-২১। পুরোহিত গর্গাচার্য্য এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বসুদেব যথাবিধি রামকৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছিলেন (ভা, ১০।৪৫।১৯)।

নন্দ-বিদায়

[৩৩২]

করুণা

এ কথা পরোক্ষে যখন শুনল
শ্রবণে পশিল আসি।
নন্দের নন্দন পাইল বেদন
শ্রীবুকে ঠেকিল বাঁশী ॥
চাঁদ-মুখ মহী- তলে নিরখিয়া
ভাবিতে লাগিল মনে।
'কেমনে কহিব নন্দের বিদায়'—
চাহি হলধর পানে ॥

"অনেক করিল বিলাস বৈভব
ধন্য সে যশোদা মাই।
যার এক কলা গৃহের কথন
খুঁজিয়া পাইতে নাই ॥
কত কত আছে এ মহীমণ্ডলে
আছে অনেকের মাতা।
এমন না শুনি না দেখি না গুণি
তাহে নন্দঘোষ পিতা ॥
এ হেন ঘোষেরে বিদায় করিতে
মোর মনে নাহি লয়।
বিদায় করিতে যবে মনে করি
পরাণ নাহিক রয় ॥"
চণ্ডীদাস কহে— "অতি বড় মোহে
লোরে ছল ছল আঁখি।
নন্দের নন্দন পাইয়া বেদন
বড় পরমাদ দেখি ॥"

টীকা

পঙ্—৪। বাঁশী যেন বুকে বিদ্ধ হইল, অর্থাৎ হৃদয়ে অত্যন্ত যাতনা অনুভূত হইল।

১১-১২। যাঁহার গৃহের বিলাস-বৈভবের ষোড়শাংশের এক অংশও অন্যত্র পাওয়া যাইবে না।

১৯-২০। নন্দের বিদায় ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে (ভা, ১০।৪৫।১৫-১৮)।

---

[৩৩৩]

শ্রীসুহা

"শুন হলধর ভাই।
কেমন করিয়া নন্দের বিদায়
কহিব কহত ভাই ॥"
এ কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া
রোদল যশোদা-সুত।
হলধর-পাশে নিশ্বাস এড়ই
তরল করল চিত ॥

"নন্দ হেন পিতা কি কহিব কথা
যার স্নেহে নাহি সীমা।
বহু সুখ অতি কি তার পীরিতি
যশোমতী অতি সমা ॥

যশোদার স্নেহ কি কহিব এহ
এ দেহ পূরিত সুখে।
এ জন বিদায় কেমনে করব
না লয় আমার মুখে ॥"

কহে হলধর — "শুন দামোদর,
এই সে উপায় মানি।
'পশ্চাতে গোকুল গমন করিব
আগেতে চলহ তুমি' ॥"

এ কথা রচিল কৃষ্ণ-হলধর
আগেতে দু'ভাই গিয়া।
দণ্ডাই দু'জনে নন্দ-মুখ-পানে
গদ্‌গদ হৈয়া হিয়া ॥

বিমুখ হইয়া রহে আন পানে
গোকুল-ঈশ্বর হরি।
চণ্ডীদাস বলে— "মোহিত হইয়া
আন সে কহিতে নারি ॥"

টীকা

পঙ্— ৬-৭। বলরামের নিকটে আক্ষেপ করিয়া হৃদয়ের বেদনা অনেকটা লাঘব করিলেন।

১১। যশোদাও স্নেহে নন্দের তুল্যা।

১৬-১৯। "তুমি আগে যাও, আমরা পরে এই কথা বলিয়া নন্দকে বিদায় করিবার উপায় হলধর স্থির করিলেন। ভাগবতেও ইহার উল্লেখ আছে (ভা, ১০।৪৫।১৭)।

---

[৩৩৪]

সুই

কহে বলরাম— "এক নিবেদন
শুন নন্দঘোষ রায়।
'কত দিন মোরা রহিলা'-কহিলা
এ বসু-দৈবকী মায়॥"
এ কথা শুনিতে বলরাম-মুখে
নন্দের বেদনা অতি।
যেন আচম্বিতে গাসি হিয়াচ্ছেদে
মরমে বাজিল তথি॥
নহে নিবারণ নিঠুর বচন
শ্রবণে শুনল যবে।
ব্যথাটি পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া
ধরণী পড়ল তবে॥
"এই সে তোমার মনেতে আছিল
রহিতে মথুরাপুরে।
রাখিয়া এখানে হিয়ার পুথলি
কেমনে যাইব ঘরে॥
কিবা লয়া আমু কিবা লয়া যাব
কিবা সে বলিব লোকে।
যশোদা-রোহিণী গোপের রমণী
কি তারা বলিব মোকে॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন, নন্দ রায়,
কি আর দেখহ তুমি।
শকট আটন করহ সাজন
ভালমতে জানি আমি॥"

পঙ্‌—৩-৪। আমরা কিছু দিন এখানে থাকি, এই অনুরোধ বসুদেব-দৈবকী করিয়াছেন।

---

[৩৩৫]

কেদার

নন্দের করুণ শুনি।
পাষাণ গলিত দেখই বেকত
কুরয়ে (?) কুলের ধনী॥
ভূমে গড়ি যায় কান্দে নন্দরায়
সম্বিত নাহিক চিতে।
যেমন পাটল চৌদিগে আগল
দিক্ দিশা নাহি তাথে॥
"শুন হলধর, দেব দামোদর
তুমি গোলোকের পতি।
মানুষ গেয়ান করেছিল মন
এবে সে জানল রীতি॥
পরোক্ষে শুনেছি যখন জন্মিলে
দেবকী-জঠর হতে।
চতুর্ভুজ হয়া ক্ষোভ দেখাইয়া
বুঝিতে জননী চিতে॥
পুন মায়া ধরি দ্বিভুজ পসারি
রাখিল গোকুলপুরে।
যশোদার কোলে রাখি কুতূহলে
বসুদেব চলে পুরে॥
পুত্রস্নেহ-বশে সুখের হাতাশে
লালন পালন করে।
চণ্ডীদাস বলে— "অপার মহিমা
কে ইহা বুঝিতে পারে॥"

টীকা

পঙ্‌—১-৩। নন্দের আক্ষেপ শুনিয়া মনে হয় যেন কোন কুলনারী পাষাণদ্রবকারী ক্রন্দন করিতেছে (?)।

৬-৭। পাটল—পট্টতল, বুকের পাটা। আগল—অর্গল হইতে অবরুদ্ধ অর্থে। বেদনায় যেন চতুর্দ্দিক হইতে বুক অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

---

[৩৩৬]

বড়ারি

যখন এ তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞান করে
জানল জগৎপতি।
অন গুণ আনি গুণে পরাইতে
এ গুণ বিখ্যাত রীতি॥
এক দশ গুণ দশ গুণ পর
যেখানে মহল স্থান।
সেখানে উঠিল আখ্যান-শকতি
দম্ভের মদের স্থান॥
পুন মান রাগ এ তিন প্রকার
চারি চারি করে গুণি।
যখন এ তত্ত্ব প্রকাশি কায়াতে
দূরে গেল তত্ত্বখানি॥
সে যে ছিল জ্ঞান গেল কোন স্থান
আর দশা আসি ঘেরে।
'বাছা বাছা' বলি যে তত্ত্ব-পাগলী
উনমত হৈয়া ফেরে॥
তত্ত্ব দূরে গেল মায়া প্রবেশিল
জানল তনয় মোর।
চণ্ডীদাস বলে— "বুঝল শকতি
মানুষ ভিতরে তোর॥"

---

[৩৩৭]

রামকেলি

"আরে মোর যাদুয়া দুলাল।
অনেক তপের ফলে এ ধন পেয়েছি কোলে
মধুপুরে হারাইল ভাল॥

ভাল হল যা করিলে দরিয়াতে ভাসাইলে
এ নহে তোমার ঠাকুরালি।
বাঢ়াইলে অতি প্রীত এবে কর অনুচিত
হিয়ায়ে আনল দিলে ভালি॥

বিরহ কঠিন বড় এ কথা জানিহ দঢ়
পরবশ না গুণিহ মনে।
উগারিয়া মধুরাশি প্রেম কৈলে অহর্নিশি
ইহা তুমি ঘুচাহ কেমনে॥

গোকুলের গোপিনীগণ আন সখা আন জন
সে সকল পাসর কেমনে।

* * * * * *
* * * *

যশোদা রোহিণী কান্দে তারা বুক নাহি বান্ধে
যবে আসি প্রবেশিলা পুরে।
আছে তারা পথ চাই কবে আসিবে কানাই
কবে দেখি নয়ন গোচরে॥

এ কথা শুনিব যবে তারা কি তিলেক জীবে
মরিব যে জলে প্রবেশিয়া।
না কর নিঠুরপনা শুন বাপু দুই জনা
রহ না নহে জননী তেজিয়া॥"

দর দর প্রেমবারি চতুর মুরলীধারী
পূরব পড়িয়া গেল মনে।
পীতবাস করে ধরি আঁখির পুছয়ে বারি
দেখে বলরাম অভিমানে॥

কৃষ্ণের বদন পানে চাহি কান্দে বলরামে
দুঁহে মুছে নয়নের বারি।
চণ্ডীদাস কহে তায় কহিলে দৈবকী মায়
রহি হেথা চতুর মুরারি ॥

টীকা

পঙ্—৫। ইহা তোমার মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে।

৯। তুমি পরবশ হইয়া যাইতে পারিতেছ না ইহা মনে ভাবিও না।

২২। জননী যশোদাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে থাকা উচিত নয়।

২৪। পূর্ব্বকথা মনে উদিত হইল।

---

[৩৩৮]

শ্রী

এ কথা শুনিয়া নন্দের বিরহ
বাঢ়ল বিষম জ্বালা।
বহে প্রেমজল বসন ভিগঁল
যেমন কালিন্দী-ধারা ॥

ক্ষেণেক নিশ্বাস ক্ষেণেক হুতাশ
ক্ষেণেক সম্বিত হয়।
এক দৃষ্টে চাহে অতি বড় মোহে
নয়ান মিলিয়া রয় ॥

ঘোষের নয়ানে দোঁহার বয়ানে
তৈছন দেখিয়ে হয়।
* * * * * *
* * * * ॥

এত কি সহয়ে নন্দের পরাণে
বিষম দারুণ আগি।
এ শোকে আর কি তিলেক বাঁচিব
হৃদয়ে রহল জাগি ॥

"কেমনে যাইব গোকুল নগরে
কৃষ্ণ বলরাম রাখি।
যশোদা রোহিণী কিসে প্রবোধিব
বড় পরমাদ দেখি ॥

কেমনে বাঁচিব গোপী কিসে জীব
যত সখাগণ তারা।"
চণ্ডীদাস বলে— "গোকুল তেজিলে
বুঝহ এমতি ধারা ॥"

---

[৩৩৯]

সুহই

কৃষ্ণ হলধর বিমুখ অন্তর
লাজেতে না সরে বাণী।
আন ছলা করি কহেন বচন—
"কেহ সে নাহিক জানি ॥"

"উঠ উঠ,"—বলি কহে বাসুদেব—
"শুনহ বচন মোর।
তোমার নিবিড় পীরিতি আরতি
আন কি জানয়ে ওর ॥

নন্দ যশোমতী স্নেহের পীরিতি
কহিতে কহিব কত।
এ মহীমণ্ডলে নাহিক গণনা
আদর পীরিতি যত ॥

স্নেহভাবে ভাল পাওল সম্পদ্
তুমি সে পবিত্র লেখি।
এ মহীমণ্ডল গণিতে বিস্তর
এমন নাহিক দেখি॥
কৃষ্ণ বলরাম কেবল তোমার
নহেন আনের বশে।”
না হলে এত কি আনের শকতি
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

কোলে দুই ভাই আনল তথাই
বদন চুম্বন ভালে।
লাজে মুখ ঝাঁকি কমলিয়া আঁখি
কিছুই নাহিক বোলে॥
বসুদেব সনে করি আলিঙ্গনে
দেবকীরে কহে বাণী—
“গোকুল-নগরে বিদায় মাগিয়ে”
চণ্ডীদাস ইহা জানি॥

টীকা

পঙ্—৪। এখানে আসিয়া যে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই।

১৫-১৬। জগতে তোমাদের স্থায় স্নেহ আর কোথাও দেখি না।

---

[৩৪০]

সুহই

বহুক্ষণে তবে চেতন পাইয়া
উঠে নন্দঘোষ রায়।
করুণ নয়নে বিরস বদনে
দুঁহু মুখপানে চায়॥
“বুঝল সকল কমললোচন
রহিবা মথুরাপুরে।
হের এস দুহু বরণ হেরিব
দুখ যাউ অতি দূরে॥”
ঢল ঢল ঢল বহে প্রেমজল
দোঁহার বদন হেরি।
বিন্ধল মরমে বাণ অতি খর
মরমে রহল ভোরি॥

নন্দঘোষের গোকুলগমন ও যশোদার খেদ

[৩৪১]

সুহই

সাজল শকট চলল নিকট
কান্দিতে কান্দিতে পথে।
শুধু দেহ যেন করল গমন
পরাণ রহিল ইথে॥
লোরে পথে কিছু দেখিতে না পায়ে
শোকেতে আকুল মানি।
সঘন নিশ্বাস বিষম হুতাশ
কহে গদ্‌গদ বাণী॥
এইরূপ পাই বিরহ-বেদনা
যমুনা হইল পার।
শকটের ধ্বনি শুনল শ্রবণে
কহয়ে আনন্দে সার॥

কোন সখাগণ তুরিতে গমন
শকট-শবদ শুনি।
গৃহকাজ ফেলি তুরিতে বাহির
হইলা নন্দের রাণী॥

কেহ পুরজন হাতে নড়ি ধরি
বাহির হইলা কেহু।
বালা বৃদ্ধ যত চলিলা তুরিতে
আর সে কুলের বহু॥

যত গোপীগণ শুনল শ্রবণে
রামকৃষ্ণ আইলা ঘরে।
এ কথা শুনিতে মরা তরু যেন
মুঞ্জরে শাখার সরে॥

চণ্ডীদাস ভেল অতি আনন্দিত
পূরল মনের কাম।
নয়ান ভরিয়া আজু সে হেরব
সেই নবঘন শ্যাম॥

গোপগোপী পুরবাসী চলে সবে প্রেমে ভাসি
কৃষ্ণ-হলধর আইল পুরে।
গিয়ে যমুনার ধারে দেখিল শকট 'পরে
তাথে নাই কৃষ্ণ-হলধরে॥

বিস্মিত হইয়া চিতে কহে যশোমতী চিতে—
"কোথা কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।"
এ কথা শুনিয়া নন্দ কান্দে বহু মন্দ মন্দ
"মোরে তেজি রহে দুই ভাই॥

কি আর পুছহ তোরা কৃষ্ণ বলরাম হারা
রহি দুহুঁ মথুরা-নগরী।
মোর মাথে পড়ে বাজ সাধিতে আপন কাজ
মোরে দিল ডারিয়া পাশরি॥"

শকট হইতে নন্দ পড়িয়ে বিনিয়ে কান্দে
লোরে আঁখি দেখিতে না পায়।
ধরে নন্দঘোষে তুলি চণ্ডীদাস বেয়াকুলি
সব জন ধরিয়া রহায়॥

---

[৩৪২]

নটনারায়ণ

হেন বেলে প্রবেশিল পুরে।
শুনি শকটের রোল করে সবে উতরোল
চলে সবে শ্যাম দেখিবারে॥

যশোদা রোহিণী ধায় মৃত তরু যেন প্রায়-
"কোথা কৃষ্ণ হলধর মোর।
দেখিয়ে নয়ন ভরি বদন চুম্বন করি
সুখের নাহিক কিছু ওর॥"

[৩৪৩]

শ্রীসুহা

"তুমি নন্দ বড়ই নিদয়া।
কোথা না রাখিলা মোহ মায়া।
যারে না দেখিলে আমি মরি।
কেমনে বাঁচিব গোপনারী॥
কি লয়ে আইলা তুমি ঘরে।
ছাড়ি মোর কৃষ্ণ-হলধরে॥"
কান্দে রাণী ভূমে অচেতন।
ধায়ে যত গোপগোপীগণ॥

রোদন বেদন উপজল।
শোকেতে হইয়া গেল ঢল ॥
চণ্ডীদাস শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
ইহা কিবা শুনি আচম্বিত ॥

---

[৩৪৪]

সুহই

"কি লয়ে আইলে তুমি।
এ ঘর-করণ দূরে তেয়াগিয়া
জলে প্রবেশিব আমি ॥
অন্ধনার নড়ি বাছারে কানায়া
কোথা না রাখিয়ে এলে।
কেমনে বাঁচিব তাহা না দেখিয়া
বড় দুখ মেনে দিলে ॥
কোথা হতে এল রাজা কংস-দূত
অক্রূর তাহার নাম।
শমন সমান প্রবেশি গোকুলে
লইল সবার প্রাণ ॥"
যেমন সোনার পুথলি ধূসর
অবনী উপরে দেখি।
নয়নের জলে তিতিয়া বসন
যমুনা-তরঙ্গ দেখি ॥
কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
মুদিয়া নয়ন দুটি।
যেমন চামরু তাহার চামর
অবনী মাঝারে লুটি ॥
যেমন ধাউল হইয়া বাউল
খাইয়া ব্যাধের শর্ম্ম।
তেমন বিরহ— বাণে তনু জর
না চিনে আপন পর ॥
আন বাণ যদি অন্তরে পৈশয়ে
তখনি তেজয়ে তনু।
এ বড়ি বিষম নহে নিবারণ
হিয়ায় পৈশয়ে জনু ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "কি আর বাঁচিব
এ হেন বিরহ-শরে।
আনল জ্বালিয়া তাহে প্রবেশিয়া
কি ছার জীবন ধরে ॥"

টীকা

পঙ্—৪। অন্ধনার নড়ি—অন্ধজনের লড়ী বা যষ্টি।

১২-১৫। সোনার পুত্তলিকা মলিন অবস্থায় যেন মাটির উপরে পড়িয়া রহিয়াছে, গোপীগণকে দেখিলে এইরূপ বোধ হয়। যমুনার ধারার ন্যায় নয়নের জল-প্রবাহে তাহাদের বসন সিক্ত হইয়া গিয়াছে।

১৮-২৩। চামরী গো যেমন ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া তাহার চামর অবনীতে লুণ্ঠিত করিতে করিতে পাগলের ন্যায় ধাবিত হয়, সেইরূপ বিরহ-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া গোপীগণও এখন আপন-পর ভুলিয়া একে অপরের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাউল—বাতুল হইতে।

২৪-২৭। সাধারণতঃ বাণ অন্তরে বিদ্ধ হইলে প্রাণ বহির্গত হয়, কিন্তু বিরহ-বাণ অতি যন্ত্রণাদায়ক, হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ইহা অবিরত ব্যথা উৎপাদন করে।

---

[৩৪৫]

বড়ারি

"শুন, নন্দঘোষ, আমার বচন
জ্বালহ আনল ভালি।
তাহে প্রবেশিব যশোদা রোহিণী
দেহ-ত আনল জ্বালি ॥"

কেহ বলে—"যদি কৃষ্ণ নাহি এলা
বিসরি রহল গেহা।
কি ছার জীবন কিসের কারণ
এখনি তেজিব দেহা॥
যাহার লাগিয়া এ ঘর-করণ
সেই সে রহল দূরে।
নয়নের তারা পরাণ দোসর
বাঁচিব কাহার তরে॥"
কান্দে নন্দঘোষ যশোদা রোহিণী
সঙ্গের বালক যত।
পুরবাসিগণ যত গোয়ালিনী
কান্দে লাখে কত শত॥
হাতে নড়ি করি কত শত অন্ধ
কান্দয়ে করুণ স্বরে।
আছিল সম্পদ্ বেড়ল আপদ্
কি হৈল গোকুলপুরে॥
চান্দ তেজি গেল হইল আন্ধার
যেমন কানন সম।
বিষম দারুণ কাল সে সঘন
যেন তিমিঙ্গিল ভ্রম॥
জগত-জীবন পরম-কারণ
গোকুলে সবার প্রাণ।
উনমত হই মূরছি কান্দই
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

টীকা

পঙ্—৬। বৃন্দাবনের গৃহ বিস্মৃত হইয়া মথুরায় রহিল।

১১। কানু নয়নের তারা, এবং দ্বিতীয় প্রাণ সম।

২১-২৪। যেন চন্দ্র অস্তগত হইয়া কানন অন্ধকারময় করিল, অথবা ভীষণ কালমেঘ যেন বিরাট্ ভ্রম উৎপাদন করিল। তিমিঙ্গিল :—তিমিং (তিমি মাছ) গিল (যে গিলে), অর্থাৎ বিরাট্ তিমিবিশেষ; এখানে ঐরূপ বিরাট্ ভ্রম অর্থে।

———

[৩৪৬

বড়ারি

"কোথা গেলে পাব রামকৃষ্ণ দুই
জগত-জীবন ধন।
আর কি হেরব সবার গোচর
তথাই আছয়ে মন॥
শুন নন্দঘোষ, আমার বচন
চল যাব সেই ঠাম।
দু বাহু পসারি কোলেতে লইয়া
দেখি নবঘন শ্যাম॥
এ ক্ষীর নবনী ছেনা দুগ্ধ চিনি
দিব সে দোঁহার মুখে।
তবে সে যাইব আদর আগুন
হইব অতি সে সুখে॥
দোঁহার বদন মোহন মদন
চল আগে গিয়া দেখি।
বদন চুম্বন করিব যতন
এই সে তাহার সাখি॥"
এই বলি কান্দে যশোদা রোহিণী
তিল স্থির নাহি বান্ধে।
'কানাই, কানাই'— বলিয়া বলিয়া
নিরবধি রাণী কান্দে॥
চণ্ডীদাস বলে— "বজর পড়িল
কি আর দেখহ তোরা।
সবারে তেজিয়া রহল তথায়
সেই সে নয়নতারা॥"

টীকা

পঙ্‌—৩-৪। কানু আর বৃন্দাবনে সকলের নিকটে আসিবে না, কারণ তাহার মন মথুরাতেই পড়িয়া রহিয়াছে।

৬। ঠাম :—স্থামন্ হইতে স্থান অর্থে।

---

[৩৪৭]

ধানশী

"অনেক তপের ফলে বিহি আনি দিল মোরে
সে হেন আদর-নটরায়।
কোন অপরাধ হল জননী ছাড়িয়ে গেল
হেনক আমার ভায়॥
সে হেন নবীন তনু যেন পদ কর ভানু
হিঙ্গুলে গঞ্জিত বিষধরে।
নবঘন তনুখানি অঞ্জনে দলিত শ্রেণী
নয়নকমল-শশধরে॥
কিবা সে মধুর হাসি মধু ঝরে রাশি রাশি
নবীন কোকিল জিনি বোলে।
করি শুণ্ড হল জিনি বাহুর সে সুবলনী
তা দেখি সদাই মন ঝুরে॥
সে হেন যাদব ধনে রাখি আইলে কোনখানে
সদাই সে ঝুরয়ে অন্তরে।
যে মোর হয়েছে মন এ কথা জানিবে কোন
এ কথা সে কহিব কাহারে॥
কর ভরি দিতে সর মুখ দেখি শশধর
বদন চাহিয়া যবে আসি।
ভাবিতে গুণিতে সেহ মলিন হইল দেহ
মনে মোর পড়ে নিশি দিশি॥"

যশোদার করুণা শুনি গলিত পাষাণ মানি
মৃগতরু কান্দয়ে ঝর্ঝরে।
সঘন নিশ্বাস নাসা শুনিয়া করুণ ভাষা
চণ্ডীদাস পড়িয়া ভূতলে॥

টীকা

পঙ্—১-২। বিহি—বিধি।

আদর-নটরায়—আদরের নটরাজ।

৩-৪। আমার মনে হয় যে, আমার কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে।

৫। পদ এবং কর ভানুতুল্য রক্তবর্ণ।

৭। তু°—"দলিত অঞ্জন তনু"

---

[৩৪৮]

শ্রী

"আর কি শুনব তার বাণী।
শুনিয়া জুড়াব মোর প্রাণী॥
এ ক্ষীর নবনী দিব কায়।
আর কে ডাকিবে বলি মায়॥
মুই বড় অভাগিনী রামা।
ত্রিভুবনে নাহি কোন জনা॥
যে পুত্র-নবীন-তনুখানি।
আতপে মিলায় হেন জানি॥
যে জন চিরায়ে পিয়ে দুধ।
হেন বা করয়ে অনুরোধ॥
সে শিশু রহল মধুপুর।
মথুরা রহল বহু দূর॥

মরিব গরল বিষ খেয়ে।
কিবা ছার এ তনু রাখিয়ে ॥
জানিল বিধাতা ভেল বাম।
যবহুঁ তেজল ঘনশ্যাম ॥
এমন বা জানিথু স্বপনে।
তবে কি ছাড়িথু নবঘনে ॥”
চণ্ডীদাস ব্যথিত হিয়ায়।
নন্দেরে সে ধরিয়া রহায় ॥

টীকা

পঙ্‌—৩। কায়—কাহাকে।
৮। তুং—“বিষম ভানুর তাপে।
জানি বা ও অঙ্গ গলি পানী হয়”
(১০৫ সং পদ)।
৯। তুং—“দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়”
(তরু, পদ সং ১১৭৭)।
১০। আবদার করে।

---

[৩৪৯]

কানাড়া

“কাহারে কহিব মনের বেদনা
ছাড়িল গোলোকপতি।
সুখের আমোদ বৈভব বসতি
ভাঙ্গল এ দিন রাতি ॥
আর কিবা দেখ কানাই ছাড়িল
ভাঙ্গিল রসের হাট।
আসিয়ে অক্রূর কৈল এত দূর
সেই সে পড়িল বাট ॥
তার সনে ছিল কিসের বিবাদ
সাধিল আপন কাজ।
তার মনোরথ পূরল সুন্দর
মোর শিরে দিয়ে বাজ ॥
কিসে প্রবোধিব প্রবোধ না মানে
জলে প্রবেশিব গিয়া।”
* * * * * *
* * * * ॥
করে কর ধরি যশোদা সুন্দরী
তুলল চেতন ধনী।
মুখে জল দিয়া গৃহে গেলা লয়া
কহেন ঐছন বাণী ॥
চণ্ডীদাস কান্দে স্থির নাহি বান্ধে
অবনী গড়িয়া যায়।
লোরে পথ অতি না দেখি মূরতি
যেমন পাষাণ কায় ॥

শ্রীরাধিকার শোক

[৩৫০]

বিভাব

এ কথা শুনল শ্রবণ ভরিয়া
কৃষ্ণ না আইল আর।
মধুপুরে রহে সব জন কহে
রহিলা যমুনা পার ॥
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
সবে গেলা রাধা পাশে।
“নন্দঘোষ আসি পুরেতে প্রবেশি,
গোবিন্দ মাথুর দেশে ॥”

এ কথা শুনিয়া সবে এল ধেয়া—
"এ কি পরমাদ শুনি।
ছাড়িল গোকুল রহে বহুদূর
স্বপনে নাহিক জানি॥
আছিল মনেতে আসিব গোকুলে
তা মেনে নৈরাশ ভেল।
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
সবার পরাণ গেল॥
যাই একজন নন্দের ভুবন
বুঝহ কি রীতি তার।
তবে পরিণাম করি যতজন
শুধিব তাহার ধার॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন বিনোদিনি,
বজর পড়িল মাথে।
মধুপুরে রহে কানু গুণমণি
বড় ভেল অনুরথে॥"

কে জানে নিঠুর হইব সবারে
মথুরা রহল গিয়ে।
কখন না জানি স্বপনে না শুনি
ছাড়িয়া যাইব প্রিয়ে॥
আলাপ ইঙ্গিতে যদি বা জানিথু
পরবাস হবে কাম।
নিজ কেশ-পাশে নিবিড় বন্ধনে
বাঁধিয়া রাখিথু শ্যাম॥
পরিহরি দূর রহে মধুপুর
কি জানি করিব বল।
এই মনে গুণি হেন অনুমানি
সে দেশ যাইব চল॥
যাহারে না দেখি তিলেক না জানি
কেমনে বঞ্চিব ঘরে।"
চণ্ডীদাস বলে— "নিকটে মিলব
সেই সে মুরলীধরে॥"

[৩৫১]

সুহই

"কানুর আদর পীরিতি ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ।
করম বিফল সেই সে ফলব
সুখের নাহিক লেশ॥
জনম গোয়ানু বিরহ-বেদনে
তিলেক নাহিক সুখ।
পরিণামে সারা এই হল পারা
দিলা বিরহের দুখ॥

[৩৫২]

সুহই

"মরিব গরল ভখি।
তাহার বিহনে ভাবিতে গণিতে
পরাণ হারাব দেখি॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
সে জন কঠিন বড়।
পরের পীরিতি সুখের আরতি
এবেঁ সে জানল গাঢ়

পরের পরাণ হরিতে কি দুখ
সুখের নাহিক লেহা।
ভাবিতে গণিতে মলিন হইল
অলপ হইল দেহা॥
অনেক যতনে সে পহু-রতনে
আছিল নিজহি কোড়।
বিহি নিকরুণ তাহে ভেল বাদ
সকল হইল ভোর॥
পহিলা পীরিতি যখন করিলে
হাতে আনি দিলা চাঁদ।
কুল তেয়াগিয়া কলঙ্ক রাখিল
লাগাইয়া প্রেম ফাঁদ॥"
চণ্ডীদাস শুনি রাধার বিরহ
উঠিল দারুণ দুখ।
নিরমল বর রসের নাগর
হেরব তাকর মুখ॥

টীকা

পঙ্‌—৪-৫। তু°—"কালিয়া যে জন, কঠিন সে জন, এবে সে জানিল দঢ়" (চণ্ডীদাস, ২২৬ পৃঃ)।

৬-৭। পরের পীরিতি যে সুখকর, এই ধারণা ছিল, কিন্তু এখন ভালরূপেই জানিলাম যে ইহা সত্য নহে।

৯। লেহা—লেশ।

১১। শরীর ক্ষীণ হইল।

১৬-১৭। তু°—"যখন পীরিতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা" (চণ্ডীদাস, ১১৭ পৃঃ)।

২৩। তাকর—তাহার।

[৩৫৩]

ধানশী

"সখি রে, মথুরামণ্ডলে পিয়া।
'আসি আসি'-বলি পুন না আসিল
কুলিশ-পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজমণ্ডলে কেহ কি না বলে
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার তেজিয়ে বিহার
রহিব কতেক কাল॥"
চণ্ডীদাস কহে— "মিছা আসা-আশে
থাকিব কতেক দিন।
যে থাকে কপালে করি একেকালে
মিটাইব আঁখর তিন॥"

টীকা

পঙ্‌—৩। বজ্র-কঠিন হৃদয়।

৫। নখ ক্ষয় করিলাম।

১২। তাহার আসিবার বৃথা আশায়।

১৫। হঠাৎ প্রাণত্যাগরূপ কোন কাজ করিয়া পীরিতির সাধ মিটাইব। তু°—"পীরিতি আখর তিন" (চণ্ডীদাস, ১৩৮ পৃঃ)।

[৩৫৪]

সিন্ধুড়া

"পিয়া গেল দূর দেশ হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ-পরাণী॥
পরশি সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে॥
গরল আনিয়া দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥"
চণ্ডীদাস কহে—"কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণ-নিধি আপনি মিলিবে॥"

---

[৩৫৫]

সুহই

"অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু মোর হিয়া ফাটিয়া যে যায়॥
তাম্বূল কর্পূর আমি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া পোহাব কত নাহি ছুটে লেহা॥
কোন্ দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সখি, বিষ খেয়ে মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
জ্বালহ আনল সই, মরিব পুড়িয়া॥
সে গুণ সোঙরিতে মোর পাঁজর খসে যায়।
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥"
চণ্ডীদাসে বলে—"কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥"

---

[৩৫৬]

ধানশী

"কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।
যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥

জোয়ারের পানি নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥

যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়ে গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঁয়ানু
বঁধু ফিরে নাহি এল॥

যাও সহচরি, জানিহ আসহ
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশে আমি যাই চলি"
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

---

[৩৫৭]

রাই বলে—"সখি, হল বড় দুখী
না বাঁচে আমার প্রাণে।
সে হব আমার আমি হব তার
যে আনি[য়া] দিব শ্যামে ॥
যদি না পাইব পরাণ তেজিব
যমুনার জলে পশি।"
শুনি সখী সব হইল নীরব
মাথে হাত দিয়া বসি ॥
মনে বিচারিয়া কহে বিচারিয়া
"শুনগো পরাণ রাধে।
স্থির কর মন না হয় উচাটন
আনি দিব শ্যামচাঁদে ॥"
এ কথা বলিয়া রাধারে বুঝাইয়া
মুছয়ে নয়ান-বারি।
চণ্ডীদাস কয়— "শীঘ্রগতি যায়
আনহ রসিক মুরারি ॥"

টীকা

এই পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩৯ সংখ্যক পুঁথির ১১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইল। পদ-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পদটি এখানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীরাধিকার দশা

[৩৫৮]

তুড়ি

অকথ্য ১ বেদনা ১ সই কহনে না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুথলি যেন ধূলায় লোটায় ॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
"তুমি কি দেখেছ কালা কহনা রে সখি ॥"
চণ্ডীদাস কহে—"কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া ॥"

পাঠান্তর :—

১-১ অথল বেয়াধি, পসং।

---

[৩৫৯]

বেলাবলি

দেখিয়া রাধার দশা উপজিল
উঠিল বিরহ-জ্বালা।
দশমী দশার এ সব লক্ষণ
দেখি যে বিষম বালা ॥
কোন নব রামা কহে রাধা-পাশে
"রথ আরোহণে শ্যাম।
গোকুল প্রবেশি আওল তুরিতে"—
শুনি কিছু হয়ে জ্ঞান ॥
চমকি চমকি মিলিত নয়ন
চাহেন সদায় গৌরী।
করে কর ধরি কোন নবরামা
মুখেতে ঢারয়ে বারি ॥
ক্ষেণেক চেতন পাইল কিশোরী
চকিত নয়নে চায়।
সোনার পুথলি যেন গড়ি যায়
ঐছন দেখিয়ে প্রায় ॥

ঐছন অবনী উপরে ফুটল
কনক-কমল প্রায়।
কানুর বিরহে সে গুণ সুন্দরী
ধূলাতে ধূসর কায় ॥
শীতল চামর ঢারি কোন রামা
মলয় চন্দন দিয়া।
শীতল পাখার বাতাস করয়ে
কোন নবরামা গিয়া ॥
তাহে বাড়ে জ্বালা বিরহ-বেদন
হুতাশ উঠয়ে দুনু।
অঙ্গের চন্দন যে ছিল লেপন
তাহা শুখাইল তনু ॥
বিরহ-আগুন হিয়ার ভিতরে
কি করে মলয়রাজে।
চণ্ডীদাস বলে— "কে এত জানব
যে জন এ রসে মজে ॥"

টীকা

পংক্তি—২৬। দুনু—দ্বিগুণ।
২৭-২৮। বিরহজনিত শরীরের উত্তাপে চন্দন শুষ্ক হইল।

---

[৩৬০]

কানড়া

হায় রে দারুণ বিধি।
ছাড়াইলে গুণনিধি ॥
যে এত দিল তাপ।
তারে ধরু বহু পাপ ॥
এত কি সহিতে পারি।
বিরহে এ তনু মরি ॥
তিলেক দিবার সাধ।
এ সুখে দিলে কি বাদ ॥
কবে পাব তার মেলি।
পুন সে করব রস কেলি ॥
আর কি হেরব মুখচন্দ্র।
ভাঙ্গব সকল দ্বন্দ্ব ॥
পুন হরি মিলব মোর।
পিয়ারে করব নিজ কোড় ॥
পুন কি করব রস-কেলি।
নব নব গোপী হব মেলি ॥
বাঁশী কি শুনব কাণে।
যাব বৃন্দাবন পানে ॥
ঘসিয়া চন্দন মালা।
কারে দিব আর গলা ॥
চণ্ডীদাস কয়।
তিলেক না কর ভয় ॥

---

[৩৬১]

সুহই-সিন্ধুড়া

"হেদে গো সজনি সই, তোমারে কিছুই কই
এ দুখে জীবার নহে রাধা।
* * * * * * * *
* * * * ॥
যেজন পরম বন্ধু সে দিল শোকের সিন্ধু
ভাবিতে গুণিতে সেই লেহা।
বুঝিল আপন চিতে মরণ আইল নিতে
আর কি রহিব পাপ দেহা ॥

শুন গো মরম সখি, বড় পরমাদ দেখি
এ তনু তেজিব আমি যবে।
কৃষ্ণের মালতী তথা সেঁচি তাহে সর্ব্বথা
নিতি তাহা মার্জ্জন করিবে॥
তেজিব পরাণ যবে তোমা বেই বিনুরত (?)
ভাজহ রবির তাপে।
রাখিহ যতন করি জীতে না ভেটল হরি
যেন পিয়া রাখি কোনরূপে॥
যা সনে পীরিতে করি তারে না দেখিলে মরি
সে সকল দুখ বিসরিয়া।
কেমন ধরণ তার সে হিয়া পাষাণ সার
কেমনে বান্ধব সেই হিয়া॥"
এই সব ধনী কহে কাতর বচন মোহে
লোহে আগরল দুই আঁখি।
দারুণ কঠিন প্রাণ এমন করয়ে কেন
চণ্ডীদাস তাহে আছে সাখী।

টীকা

পং—২২। অশ্রু দুই চক্ষু অবরুদ্ধ করিল।

---

[৩৬২]

কানুট

"ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে দেখ।
হয় নয় ইহা বুঝ পরতীত
কি আর রহায়ে রাখ॥
আনহ চন্দন কাষ্ঠ পরিমল
ভালে সে মেলাহ চিতা।
মনের আনন্দে এ দেহ পোড়াই
কি কহ তাহার কথা॥"

এ কাজ যখন শ্রবণে শুনিল
বেণিত কোনহি জনা।
রাই গলে ধরি অপার রোদন
বেদন হানল রামা॥
"তোমার এ অঙ্গ লাখবাণ সোনা
শ্রীমুখমণ্ডল বিধু।
যার হাসি রসে মণি কত হয়ে
ঝরয়ে কতেক মধু॥
এ অঙ্গ-দাহন কিসের কারণ
শুনহ কিশোরা গোরি।
কোন শুভ দিনে প্রসন্ন হইলে
সো বর নাগর হরি॥
এ তনু রহিলে তনু তনু মিলে
কোন দশা ফলে কত।
চেতন সমাধে শুন প্রিয় রাধে
নিকটে মিলব প্রিয়॥
সে হেন রসিয়া রহিলা বসিয়া
বিসরিয়ে সব লেহা।
রাধা বলি যদি কভু কোন সাধে
মনে পড়ে এই গেহা॥
অনেক আরতি করিলা পীরিতি
এ নব নায়রা সনে।
নিকটে মিলব হেন মনে লয়ে"
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পং—২। পরতীত—প্রতীত, প্রত্যক্ষ।

৩। আর কেন বারণ কর।

৫। ভদ্র—ভল্ল—ভাল। মঙ্গল চাও, চিতা সজ্জিত কর।

১৩। তু°—"বদন সুন্দর, যেন শশধর" (চণ্ডীদাস, ৭ পৃঃ)।

১৪। তু°—"যাহার হাসির, মিশালে পড়য়ে, কত মাণিকের কণি" (চণ্ডীদাস, ৬৬ পৃঃ)।

১৮-২০। দেহ নষ্ট করিও না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলে কোন সময়ে পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিবে।

---

[৩৬৩]

ধানশী

সখীর বচন শুনল সুন্দরী
রাজার নন্দিনী ধনী।
মিলল নয়ান মুছল বয়ান
কহে আধ আধ বাণী ॥
"সবার বচন যেন লাগে আসি
গরল সমান মানি।
সেই সুনাগর বিনে নাহি আর
কিছুই নাহিক জানি ॥"
মুখে দিয়া জল রাই উঠায়ল
গৃহমাঝে নিল থুয়া।
সুচারু পালঙ্কে রাই শুতায়ল
দুই চারি সখী লয়া ॥
বসনের বায়ে রাই অঙ্গ তুষে
কহেন মধুর বাণী।
"তুরিতে মিলব সে নব নাগর
আমি সে ভালই জানি ॥
কোন পরবাদ বিষম বিবাদ
সে শ্যাম কতেক দূর।
একজন গিয়া আন্বি ডাকিয়া"—
চণ্ডীদাস মন পূর ॥

---

[৩৬৪]

তুড়ি

"একে হাম হব বনবাসী।
রামেরে ছাড়িয়া সীতা বনবাসী ভেল গো
তেন হাম মনে করিয়াছি ॥
কাননে রহব একা না হয়ে কাহারে দেখা
থাকি যেন যোগীর ধেয়ানে।
তুলিয়া মূল আর ফল নবীন কুসুমদল
এই গুরি রাখিব যতনে ॥
তুলিয়া সিন্দূর ভার এ জটা ধরিব সার
অনুরাগে ভ্রমিব কাননে।
তবে সে ঘুচিব তাপ এ দেহের অনুরাগ
ইহা মেনে করিব যতনে ॥
এ দুখে জীবার নই, শুনগো মরম সই,
কি ছার গৃহের সাধ।
জানিল নিঠুর বড়ি সবারে রহিল ছাড়ি
দিল পঁহু বহু বিসম্বাদ ॥"
শুনিয়া রাধার বাণী হেটমাথে গোয়ালিনী
কহেন বচন কিছু ভাষ।
"কহ কহ ধনী রাই, পূরব শুনিয়ে তাই"
কহিতে লাগিলা চণ্ডীদাস ॥

টীকা

পঙ্—৫। যোগীর ন্যায় ধ্যানে মগ্ন রহিব।

---

[৩৬৫]

সুহ-বেলাবনি

"পূরব সে অবতারে পূর্ণ পূর্ণ অবতারে
সূর্য্যবংশ রাম অবতার।
নব দুর্ব্বাদল তনু করে ধরি শর ধনু
দশরথ-সুত অনিবার ॥

পালিতে বাপের সত্য এ চৌদ্দ বৎসর গত
শিরে জটা পরিয়া বাকল।
করিয়া সীতার সঙ্গ বন ভ্রমি নানা রঙ্গ
সীতাপতি শ্রীরাম সুন্দর ॥

সেই সীতা দশাননে হরিয়া লইয়া বনে
লঙ্কাতে লইয়া গেল তারে।
কেবল ঈশ্বর-অংশ রাবণ করিয়া ধ্বংস
করি পঁহু সীতার উদ্ধারে ॥

সীতার উদ্ধার করি অযোধ্যাতে অবতরি
ছত্র দণ্ড দিয়া কৈল রাজা।
কোন লোক অপরাধে পাইয়া সে রঘুনাথে
সীতা বনবাসে দিল ভেজা ॥

তেজি রঘুনাথ-সঙ্গ সুপথে হইল ভঙ্গ”—
পূরব কাহিনী কহে রাধা।
রাধার যুকতি এই নিশ্চয় করিব সেই
চণ্ডীদাস কহে কিছু বোধা ॥

---

[৩৬৬]

সুহই

অনুরাগে রাধা বেথিত অন্তরে
পাইয়া বিষম জ্বালা।
ক্ষেণে কত শত উঠে অনুরথ
দেখিয়া কদম্ব-তলা ॥

সেই সে যমুনা জলকেলি-পথ
ঘাটের মাঝারে গিয়া।
পূরব পীরিতি যেখানে করিল
দেখি পড়ে মুরছিয়া ॥

যেখানে বসন হরণ করিল
রসিক নাগর কান।
তা দেখি কিশোরী সকল বিসরি
উঠিল দারুণ মান ॥

যেখানে সঙ্কেত দেখিল বেকত
ধরিয়া মাধবীডাল।
বিষম বিরহ তাহে উপজিল
নয়নে বহয়ে ধার ॥

যেখানে সঙ্গত করল নাগর
গিয়া সে কিশোরী রাই।
তা দেখি লুটত মহীর উপরে
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

টীকা

দীন চণ্ডীদাস-রচিত গোপীগণের বস্ত্রহরণের পালা পাওয়া যায় নাই; এখানে তাহার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, কবি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াও পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০৩ সংখ্যক পদেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। যেখানে কৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়াছিলেন, এবং রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই সকল স্থান দেখিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হওয়াতে রাধা বিরহে ব্যথিত হইলেন। দান-লীলার প্রথম পদে এইরূপ “সঙ্কেত ইঙ্গিতের” উল্লেখ রহিয়াছে। দানলীলা এবং নৌকাখণ্ডের পালাতেও রাধা-কৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বরাগের পালায়, এবং রাসলীলা-কালে নানাভাবে তাঁহাদের মিলন সংঘটিত হইয়াছে। এই পদে ঐ সকল ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

---

[৩৬৭]

সুহই—নট

"সই, কে যাবে মথুরাপুর।
এ হেন যাতনা তারে নিবেদিয়ে
তবে পরিহরি দূর॥
কেনে বা অবলা করিয়া বিকলা
সেই সে আছয়ে ভাল।
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
তাহার পরাণ গেল॥
কে যাবে যাহ ত কানুর সম্মুখে
তারে দিব এই হার।
গজমতি ছড়া গাথুনি সুসারি
গণনা নাহিক যার॥
এহ হার তার গলায়ে পরাব
কে এত আছয়ে হিতু।"
এক নবরামা কহে ধীরে ধীরে—
"তোরে নিবেদিয়ে কিছু॥
অল্প কটাক্ষে গুপথে যাইব
কেহ সে লখিতে নারে।
দেখাই হইলে যাহাই কহিব
যেবা সে আছে অন্তরে॥"
সেই নবরামা করিল পয়ান
যেখানে রসিক রায়।
চণ্ডীদাস বলে— "কানু অন্বেষণে
তুরিত গমনে যায়॥"

টীকা

পঙ্—৪-৭। আমাদিগকে ব্যাকুলিত করিয়া সে মথুরাতে ভালই আছে, কিন্তু ব্রজরমণীদের প্রাণ শেষ হইতেছে।

১৩। হিতু—হিতকারী।

১৬। অল্প কটাক্ষে—ক্ষণমাত্রে।

গুপথে—গুপ্তভাবে।

---

[৩৬৮]

আশাবড়ি

"সখি, কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিলে হাসে॥
কার শিরে হাত দিয়ে।
কদম্ব-তলাতে কি কথা কহিলে
যমুনার জল ছুঁয়ে॥
মোর বৃন্দাবন আছে সাখী।
আর এক হয় যদি মনে হয়
কপোত নামেতে পাখী॥
এ কথা কহিও তারে।
সে গুণ ঝুরিয়া যে জন মরিবে
সে বধ লাগিবে তারে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
যাহার লাগিয়ে যে জন মরয়ে
সে তারে পাসরে কেনে॥

টীকা

রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের পদ পাওয়া যায় নাই। এই পদ হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জল স্পর্শ করিয়া কদম্বতলায় রাধার মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া শপথ করিয়াছিলেন। কবি ঐ ঘটনার বর্ণনায় কোন কপোত পক্ষীর উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

---

[৩৬৯]

কানড়া

সখি, কহবি [১] কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি [২] কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিলুঁ [৩] ভাবনে
বিহি [৪] সে করল বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুন হৃদয়ে [৫] দ্বিগুণ [৫]
সহন নাহিক যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন"—
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

[১] কহিবি, পসং [২] ধরিবি, ঐ
[৩] করিনু, ঐ [৪] বিধি, ঐ
[৫-৫] দহয়ে, তরু; সহয়ে যে গুণ, পদামৃত-সমুদ্র।

টীকা

পঙ্‌—৩। তিয়াসে—তৃষ্ণায়, মিলন-আকাঙ্ক্ষায়।

৫। "(শ্রীরাধা) নিজ-জন বলিয়া যে কথা আছে, তাহা ত্যাগ করিবে না," এই বর তাঁহার নিকট মাগিয়া লইবে। (৺সতীশ রায় মহাশয়ের ব্যাখ্যা)। অথবা—কানু যে আমাদের নিজ-জন, এই কথা বলিতে কখনও বিরত হইও না, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহাকে ভালবাসা জানাইয়া তাহার নিকট হইতে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার সম্মতি আদায় করিয়া লইবে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

[৩৭০]

"ওহে [১] বড়ই [২] বিষম বিরহ-নারা [২]।
কিছু [৩] নাহি খায় [৩] শিযেতে [৪] লুকায় [৪]
পাঁজর হৈয়াছে [৫] সারা॥
শুনি কি না শুনি কহে [৬] সরু বাণী
যেন অরুন্ধতী [৭] তারা [৭]।
কনক রতন [৮] যেন [৯] মলিয়ান [৯]
চকিত লোচন-তারা॥
শ্রবণ নয়ন [১০] ঝরে [১১] অনুক্ষণ
যেনক [১২] শায়ন-ধারা [১২]।
নেতের বসনে মুছিব [১৩] কেমনে
এত বল আছে কারা॥
এখন তখন তাহার জীবন
না চলে কণ্ঠের নালা [১৪]।"
চণ্ডীদাসে [১৫] কহে— "তুরিতে [১৬] চলহে, [১৬]
বিলম্ব [১৭] না সহে কালা [১৭]॥"

[১] অহে, ২৯১
[২-২] বড়াই, তাহার বিষম নারা, পসং
[৩-৩] কিছুই না খাএ, ২৯১
[৪-৪] সে তেজয়ে কায়, পসং
[৫] হইছে, ২৯১ [৬] যেন, পসং
[৭-৭] ধুতি তারা, ২৯১; রুধিরের ধারা, পসং
[৮] বদন, ঐ [৯-৯] হৈয়াছে মলিন, ঐ
[১০] নআন, ২৯১ [১১] করে, পসং
[১২-১২] জেন সাওন মাসের ধারা, ২৯১
[১৩] মুছিবে, পসং [১৪] লালা, ঐ
[১৫] চণ্ডীদাস, ঐ [১৬-১৬] বাদ, ঐ
[১৭-১৭] তুরিতে চলহ বালা, ঐ

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দূতী মথুরায় যাইতেছেন, আর এই পদে তিনি মথুরায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

পঙ্—১। নাড়ি—বিচলনে। বিরহে রাধিকা বড়ই বিচলিত হইয়াছে।

২। শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

৫। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের অন্তর্গত বশিষ্ঠ তারার নিকটে ক্ষুদ্র একটি তারা আছে। তাহাকে বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী বলে। ইহার দীপ্তি অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া সহজে দেখা যায় না।

---

[৩৭১]

সুহিনী

"ওহে ও কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাইমুখ-ইন্দু॥
ওহে ও পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাইল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে॥
যাতে মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥"
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে॥

টীকা

পঙ্—৮। তু°—
"রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লেখে নাম আপনার।"
(চণ্ডীদাস, ৪২ পৃঃ)।

---

[৩৭২]

ধানশী

"শ্যাম-শুক পাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ান-ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনোহি শিকলে বান্ধে॥
তারে প্রেম-সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়ে আকুসি
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধরে॥
আপনার ধন করিতে প্রার্থন
রাই পাঠাইল মোরে।"
চণ্ডীদাস দ্বিজে তব তজবিজে
পেতে পারে কিনা পারে॥

টীকা

পঙ্—৮। আকুসি—সং—আকর্ষণী হইতে। তু°—আকড়ষী, আঁকুড়ষী, আঁকুশী (অঙ্কুশিকা) ইত্যাদি।

৯। পুরে—মধুপুরে।

১৪। তজ্‌বিজে—আরবী তজ্‌বিজ হইতে; বিচারে।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পদরত্নমালায় গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে (ঐ, ৪০২-৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

---

[৩৭৩]

শ্রী

"বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়
কহিনু তোমারি কাছে ॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে রাধার শপথ
আর না করিহ দেরি ॥
কালিন্দী-পুলিনে কমলের শেযে
রাখিয়ে রাইএর দেহ।
কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যামনাম
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥
কেহ কহে-'তোর বন্ধুয়া আসিল'—
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন চৌদিশ নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥
যখন হইনু যমুনা পার
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে রাখে অন্তর্জলে
রাই-দেহ হরি বলি ॥
দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব
ঝাট চল ব্রজে যাই।"
বলে চণ্ডীদাসে— "বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই ॥"

টীকা

পঙ্—৩। নিদান—শেষ দশা।

৫। প্যারী—প্রিয়-কারিকা হইতে প্রিয়া রাধিকা অর্থে।

৭। দেরি—ফা°—দের হইতে বিলম্ব অর্থে।

৮। শেযে—শয্যায়।

---

[৩৭৪]

শ্রী

"ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক্ ধিক্ বন্ধু লাজ নাহি বাস
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
অগাধ জলের মকর যেমন
না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স চিনি পরিহরি
চিটাতে আদর এত ॥"
চণ্ডীদাস ভণে— "মনের বেদনে
কহিতে পরাণ ফাটে।
সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি
কুবুজা বসিল খাটে ॥"

টীকা

পঙ্—১২। চিটা—সং—উৎ-শিষ্ট, অব-শিষ্ট হইতে শিঠা হইয়া চিটা। শোঠগুড়।

---

[৩৭৫]

শ্রী

"ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
জনম অবধি কালিয়া বদন
না ধুলি লাজের ঘাটে হে।
ব্রজ-গোপী হতে মথুরা-নাগরী
কত রূপে গুণে বটে হে ॥
কিংবা কুবুজা নামে কুবুজিনী
তেঞি সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি
বিহি মিলাইছে জেনে ॥
কিংবা কুবুজা গুণে গুণবতী
গুণেতে করেছে বশ।
পীরিতি সুখের কি জানে যজ্জিতে
কিবা সে রেখেছে যশ ॥
যতেক তোমারে পীরিতি করুক
তেমন পীরিতি হবে না।
রাধানাথ বিনে কুবুজার নাথ
কেহ তো তোমারে কবে না ॥
কি আর কহিব মনের বেদনা
কহিতে যে দুখ পাই।"
চণ্ডীদাস কহে— "কহিতে বেদনা
পরাণ ফাটিয়া যায় ॥"

টীকা

পঙ্—১৩-১৬। তুমি নিজে ত্রিভঙ্গ বলিয়া কুব্জাকেই তোমার মনে ধরিয়াছে; বিধাতা বিবেচনা করিয়াই মিলাইয়াছেন।

২০। প্রেমিকা বলিয়া তাহার খ্যাতি নাই।

দ্রষ্টব্য:—পূর্ব্ববর্ত্তী পদটির সহিত এই পদের প্রথমাংশের বেশ মিল আছে। একই পদ পরবর্ত্তী কালে এইরূপ পরিবর্ত্তিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

---

[৩৭৬]

নটনারায়ণ

"বন্ধু কানাই, তোমার চরিত এত দূর।
সে হেন কিশোরী রাধা তো বিনু হইয়া আধা
তুমি কেনে এতেক নিঠুর ॥
চম্পকবরণী ধনী লাখবাণ হেম গণি
সে রাধা মলিন মুখচাঁদে।
গিয়া নীপতরুমূলে লোটাইয়া ভূমিতলে
নিশি দিশি পিয়া বলি কান্দে ॥
খলিত নয়নজলে সে অঙ্গ ভাসিয়া চলে
তিতে অঙ্গে নীলের বসন।
খঞ্জন-নয়নী রাই কান্দিয়া আকুল তাই
দেখি যেন অরুণ বরণ ॥
জীয়ে কিনা জীয়ে রাই কহিল তোমার ঠাঁই
পরদশা আসি উপজিল।
বড়ই কঠিন দেখি শুনহ কমলআঁখি
তুরিত গমনে তুমি চল ॥
আছে যদি রাইএ কাজ তুরিতে সেখানে সাজ
দেখ গিয়া ধনী বিরহিনী।
তুয়া দরশন আশে তেঁই সে পরাণ আছে"—
চণ্ডীদাস ভালমতে জানি ॥

টীকা

পঙ্—৬-৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬৬ সং পদ দ্রষ্টব্য।

১১। কান্দিতে কান্দিতে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে।

১৩। পরদশা—শেষদশা।

---

[৩৭৭]

সুহা বেলয়ার

সখীর বচন শুনিতে নাগর
বিস্মিত হইলা বড়ি।
যেমন দারুণ শেল পশি হৃদে
তেমনি নিশ্বাস ছাড়ি॥
ব্যাকুল বিরহ বচন স্বরূপ
চকিত নয়নে চায়।
ব্যথাটি পাইয়া সে নব নাগর
করুণ-নয়নে চায়॥
সখীমুখপানে চাহি কহে বাণী
রসিয়া নাগর কান।
"পুন পুন কহ রাধার সংবাদ
শুনিতে শুনিয়ে আন॥"
সখী পুন কহে আঁখি ভরি লোহে
মোহেতে আকুল হয়ে।
"সে নব কিশোরী তোমার বিরহে
আছেন মূর্চ্ছিত হয়ে॥
তোমার সঙ্কেত মাধবী দেখিয়া
সেখানে নিদান রাই।
সম্বিত না হয়ে মুদিত নয়ানে
দেখিয়া আইনু ভাই॥
মুখে বারি ঢারি গাগরি গাগরি
নাহিক চেতন রাধা।
দেখিয়ে বিষম বুঝিয়ে মরম
যে কর মনেতে সাধা॥
তুরিত গমন করহ এখন
যদি বা দেখিবা এস।"
চণ্ডীদাস পুন আইলা তুরিতে
শ্যাম সুনাগর পাশ॥

টীকা

পঙ্—১২। হয়ত আমি এক শুনিতে আর শুনিয়া থাকিব।

১৭। এই ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬৬, ৩৭৬ পদদ্বয়ে করা হইয়াছে।

২৪। তোমার যাহা বাসনা তাহাই কর।

---

[৩৭৮]

শ্রী

এ কথা শুনিয়া নাগর-শেখর
গদ্‌গদ ভেল তনু।
কমল-নয়নে ধারা বরিখয়ে
মুগধ হইল কানু॥
পীত বসন ধরিয়া সঘন
মুছত নয়ন লোর।
দশমী দশার শেষ রব শুনি
তাহাই হইল ভোর॥
"শুনহ সজনি কহিতে কি হয়ে
কেমন দেখিলে রাধা।
নিশ্চয় কহিবে আছে কি বাঁচিয়া
আমার সে তনু আধা॥

সে নব কিশোরী তারে কি পাসরি
হৃদয়ে আছয়ে জাগি।
সে হেন পীরিতি করিতে না পেয়ে
সদাই উঠিছে আগি॥
যারে না দেখিলে তিলেক না জীয়ে
হিয়া বিদরিয়া মরি।
দেখিলে জুড়াই সে মুখমণ্ডল
কহিল মরম ভোরি॥
রাধার কারণ গোঠে মাঠে ঘাটে
চরাই ধেনুর পাল।
পথের মাঝারে কদম্ব-তলায়
দান সিরজিল ভাল॥
মধুর মুরলী ধরিয়া অঙ্গুলী
বদনে মিশায়ে ভালি।
আনের মিশালে ফুঁকিয়ে রসালে
সদা রাধা রাধা বলি॥
সে নব নাগরী কেমনে পাশরি
শুনহ বচন মোর।"
চণ্ডীদাস কহে— "তুরিত গমন
নহেবা হইবে ভোর॥"

টীকা

পঙ্—৭-৮। শ্রীরাধা দশটি বিরহ দশার শেষ দশায় উপনীত হইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণ আকুল হইলেন। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, এবং মৃত্যু এই দশটি বিরহ দশা কথিত হয়।

১২। কৃষ্ণ এখানে রাধাকে নিজের অর্দ্ধাঙ্গ বলিতেছেন। তু°—"আইস ধনী রাধা, তুমি তনু আধা" (পূর্ব্ববর্ত্তী, ১৪০ সং পদ)।

১৬। আগি—বিরহাগ্নি।

১৭-১৮। তু°—
"পলকে তিল আধ, তোমারে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি"
(পূর্ব্ববর্ত্তী, ১৪১ সং পদ)।

২১-২২। তু°—
"বাঁশীর সঙ্কেতে সদা নাম নিয়ে
গোঠেতে গোধন রাখি।"
(ঐ, ১৩৯ সং পদ)।

২৩-২৪। তু°—
"তোমার কারণে দান সিরজিল
বসিয়া কদম্বতলে।" (ঐ)

---

[৩৭৯]

সুহই

পুছে পুন পুন— "কহত সঘন
সে বর-নাগরী-গুণ।"
পুলক-হৃদয় দুখ দূরে গেল
কহে রসময় পুন॥
"কেমন গোপের রমণী যতেক
কেমন বালক সখা।
কেমন আছেন সে নন্দ যশোদা
পুন সে নাহিক দেখা॥
কেমন নগর চাতর বাজার
কেমন আছয়ে রীতি।
সে হেন যমুনা- পুলিন কানন
পুরবাসিগণ যতি॥"
কহ সেই বলি বচন উত্তর
শুনিতে পিয়ার বাণী।
কি আর কহিব সুধাইয়া দেখ
চণ্ডীদাস ভালে জানি॥

চণ্ডীদাস বলে— "শুন সুনাগর
ঐছন দেখিল রাধা।
তোমার বিরহে সে নব কিশোরী
সোনার বরণ আধা॥"

সখীর উক্তি

[৩৮০]

কানড়া

"তুমি হে নিদয়া বড়ি।
সে নব-নাগরী প্রেমের লহরী
কেমনে রয়েছ ছাড়ি॥

নিশি দিশি রাধা কান্দিয়া বিকল
নয়ানে নাহিক ঘুম।
কারে কিছু ধনী না কহে উত্তর
তিলেক হয়েছে ভ্রম॥

বদন উপর কর আচ্ছাদিয়া
লোরেতে ভরিয়া আঁখি।
অঙ্গের বসন তিতল সকল
আবেশে যে চন্দ্রমুখী॥

গিয়া তরুবরে কদম্ব কুহরে
বসিয়া নবীন রাই।
তা দেখি বিপদ্ বাড়িল অন্তর
বিফলে কান্দিয়ে তাই॥

অন্নজল কিছু না চলয়ে তার
সদাই তুহারি ধ্যান।
'প্রিয়া, প্রিয়া'-বলি কথা রস-কেলি
ক্ষেণে ক্ষেণে হয় জ্ঞান॥

যদি বা তুরিত করহ গমন
তবে সে মানিয়ে ভাল।"
এ কথা শুনিতে রসময় কান
বিরহে হইল ঢল॥

[৩৮১]

নটনারায়ণ

"শুনগো সজনি পরমাদ শুনি
রাধার ঐছন দশা।"
বিরহে আকুল রসময় কান
সঘনে নিশ্বাস নাসা॥

করেতে আছিল মোহন মুরলী
তাহা না পড়িল কতি।
কমলনয়নে লোর বহি ঘনে
ভাসিয়া চলিল তথি॥

অঙ্গের সৌরভ এ চুয়া চন্দন
ভূষণ কৌস্তুভমণি।
এ সব তিতিয়া চলল ভাসিয়া
বিরহে চতুরমণি॥

"সে মোর প্রেয়সী প্রেমময়ী রাধা
শুধুই সুধার রাশি।
দাঁড়ায়ে দেখই ও মুখমণ্ডল
হেনক মনেতে বাসি॥

যাহার লাগিয়া বনে ধেনু রাখি
তাহার দরশ আশে।
মধুর মুরলী গাই নিশি দিশি
ধরি নটবর বেশে॥"

ঐছন বিরহ নাগর-শেখর
ক্ষণেক সম্বিত পায়।
তুরিত গমন চল বৃন্দাবন
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

---

[৩৮২]

সোয়ারি

"চল চল যাব রাই-দরশনে
শুন গো মরম সখি।
সে গোরী নাগরী কেমনে বিসরি
শয়নে স্বপনে দেখি॥

মধুপুর যদি থাকয়ে একলা
সদাই ভাবিয়ে রাই।
নিশির স্বপনে দেখিয়ে সঘনে
সদাই সে গুণ গাই॥

বসিতে রাধিকা গমনে রাধিকা
গুণেতে রাধিকা দেখি।
ভোজনে রাধিকা গমনে রাধিকা
সদাই রাধিকা সাথা॥

হাস পরিহাসে রাধার মহিমা
সদাই পড়য়ে মনে।
কাহারে কহিব মনের বেদনা
আপন মরমে জানে॥

আন কি জানব হৃদয় পোড়নি
সদা উচাটন চিত।
মনে পড়ে যবে রাধার মূরতি
বাঁশীতে গাইয়ে গীত॥

কহিবে রাধারে তাহার অন্তরে
সদাই আছিয়ে বাঁধা।
করে করি কর জাপিয়ে অন্তর
এ দুই অক্ষর রাধা॥

আগে যাহ সখি রাধার গোচর
কহিবে যতন করি।
আমি গিয়া পুন দেখিব সে জন"
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

---

[৩৮৩]

শ্রী

আই সেই সখা ভেটে চন্দ্রমুখী
"শুন সুখমই রাধা।
মুখ তুলি চাহ শুনহ সংবাদ
না কর তিলেক বাধা॥"

মুখ তুলি রাই সখী পানে চাই—
"কহত শ্যামের কথা।
শুনি কিবা রীতি তাহার পীরিতি
ঘুচুক হিয়ার ব্যথা॥

কহ কহ শুনি জুড়াক পরাণী
কেমনে আছয়ে পিয়া।
সুখেরি বারতা কহ দেখি হেথা
শুনিয়া জুড়াক হিয়া॥"

কহে সেই সখী— "শুন চন্দ্রমুখি,
শ্যামেরে দেখিয়া আনু।
কহিতে কহিতে শ্যামের কাহিনী
মনের হুতাশে মনু॥

তোমার কাহিনী শুনি গুণমণি
কান্দিয়া আকুল বড়ি।
নয়নের লোরে বহি চলে কোড়ে
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি॥
মথুরা-নগরে বসি এক ভিতে
নিভৃত হইয়া কান।
মোরে বেরি বেরি পুছয়ে সে হরি
তোহারি গুণের 'খ্যান॥
'কহ কহ আগে রাধার কাহিনী
সে অঙ্গ আছয়ে ভাল?'
শুনিতে শুনিতে দশার কথন
কানু সে হইল ঢল॥
কত বা কহব আদর পীরিতি,
তুয়া পরসঙ্গ বিনে।
আন নাহি জানে সে বর নাগর"—
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

---

[৩৮৪]

কানড়া

"রাই, বড় সে দেখিল বিপরীত।
সে নব নাগর কান তোমারে কেবল মন
দেখিল সদয় অতি চিত॥
বিরহ-বেদন-শরে ভেল তনু জরে জরে
আন কহিতে নাহি আন।
শুনিতে তোমার রীত পুলক মানয়ে চিত
লোরে আঁখি হরল গেয়ান॥
শ্রবণ পরশি শুনে তোমার মাধুরী-গুণে
মোহিত হইল কলেবর।
কেবল তোমার নাম নিরবধি জপে শ্যাম
কাঁপে দুটি অধর সুন্দর॥"

শুনিয়া সখীর বাণী অতি ভেল বিরহিণী—
"কহ কহ শুনি পিয়া-গুণে।"
সোনার পুথলি ঐছে অবনীতে লোটাইছে
ধারা বহে এ দুই নয়নে॥
"কেমন মথুরাপুরী কেমন নাগরী নারী
কহ দেখি মরম-সজনি।
শুনিব শ্রবণ ভরি কেমন কুবুজা নারী
কত রূপ সে জন মালিনী॥
তা সনে পীরিতি করে মুগধ রসিক বরে
শুনিয়াছি পরলোক-মুখে।
এত কি সহিতে পারি মনে সে গুমরি মরি
জনম গোঙানু এই দুখে॥
এই অতি ভেল মান উঠিল দারুণ মান
পিয়া কি * * এতদূর।"
চণ্ডীদাস কহে—"ধনি, মিলব নাগরমণি
হব তুয়া মনোরথ পূর॥"

টীকা

পঙ্—১। আমরা ভাবিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মথুরায় গিয়া বিপরীত ভাব দেখিয়া আসিয়াছি (পরবর্ত্তী পঙ্ক্তিগুলি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮২ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

১০-১১ তু°—
"করে করি কর, জপিয়ে অন্তর,
এ দুই অক্ষর 'রাধা'।"
(৩৮২ সং পদ)।

২৪-২৫। এই মানের বর্ণনা পরবর্ত্তী পদে দৃষ্ট হইবে।

[৩৮৫]

ধানশী

শুনি ধনী মূরছিত ভেলি।
সোঙরি সে সুখ-রস-কেলি ॥
পিয়া-গুণ ঝুরিতে ঝুরিতে।
পুলকিত ভেল হিয়া চিতে ॥
পড়ল ধরণীতলে গোরী।
মুছল লোর অতি ভোরি ॥
"সো পঁহু বিদগধ রায়।
মধুপুর রহল ছাপায় ॥
এত কি সহিব কুলবালা।
এ অতি বিরহকি জ্বালা ॥
সো নব নাগর সুজান।
ছোড়ল মোহ অভিধান ॥
যব ভেল কুবুজাক সঙ্গ।
তব ভেল সব সুখ ভঙ্গ ॥
এ সখি তোরে বলি ব্যথা।
সাজাহ দারুণ অতি চিতা ॥
এ দেহ করিব ছারখার।
কে এত সহিব জঞ্জাল ॥"
চণ্ডীদাস কহে পুন বোল।
নাগর মিলব আসি কোড় ॥

টীকা

পঙ্—১১। সুজান—সজ্জন।
১২। আমাকে অন্যায়রূপে পরিত্যাগ করিল।

[৩৮৬]

সুহই—বেলয়ার

শুনিয়ে রাধার বাণী সখী কহে—"ভালে জানি
সকল কহিয়ে ভালমতে।
শ্রবণ ভরিয়ে শুন বিপদ্ ভাবিছ কেন
বুঝিয়ে করিবে যাহা চিতে ॥

মোরে সে ভেজল কান আইল তোমার স্থান—
'রাধারে তুষিবে ভালমতে।
পেয়ে দশমীর দশা পাছে হবে ফলভাষা
তুরিতে চলিয়ে যাহ পথে ॥'

পাছে ধনী তেজে প্রাণ পাইয়া বিরহ-বাণ
তেঁই আমি আসিল তুরিত।
কহিলা নাগর রাজ— 'যাইব গোকুল-মাঝ
দেখিব সে প্রেমময় রীত ॥'

পশ্চাতে গমন সাধে শুন সুখমই রাধে
পুন পাবে তাহার মিলন।
বিষাদ করহ দূর হবে মনোরথ পূর
শুন শুন আমার বচন ॥"

"সঙ্গত করিয়া বাণী আসিব সে গুণমণি
হেন দশা কবে হবে মোর।
পেয়ে সে নাগররাজ সাধিব আপন কাজ
কবে সে করব নিজ কোড় ॥"

সখীর বচন শুনি হরষ হইল ধনী—
"পরশ করিব আমি যবে।
তবে সে মনের সিদ্ধি যদি মিলায়ব বিধি"
চণ্ডীদাস সুখী হব তবে ॥

[৩৮৭]

সুহই—বেলয়ার

হেনক সময়ে এক সখী আসি
হাসি হাসি কহে কথা।
"উঠ উঠ ধনি, ও চাঁদবদনি,
ঘুচাহ মনের ব্যথা॥

তব দুরদিন সব দূরে গেল
উঠিয়া বৈসহ রাই।
তোমার মাধব নিকটে আওল
দেখহ নয়ন চাই॥"

এ সব বারতা শুনি শুভ কথা
আনন্দে পূরল হিয়া।
চকিত নয়নে চাহিতে সঘনে
সম্মুখে দেখল প্রিয়া॥

"এস এস,"—বলি দুটি বাহু তুলি
হাসিয়া কহয়ে কথা।
চিরদিনে বিধি মিলায়ল নিধি
ঘুচিল মনের ব্যথা॥

সব সখী মেলি জয় হুলাহুলি
দেওয় দোঁহার পাশ।
আনন্দ-সাগর দেখিয়ে বিভোর
গুণ গায় চণ্ডীদাস॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদের পূর্ব্বে নীলরতনবাবু কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসে "সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল" পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহা গোপালদাসের বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়াতে (তরু, ভূমিকা, ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এখানে পরিত্যক্ত হইল।

---

[৩৮৮]

অথ মিলন[১]

রাগ কেদার[২]

রাধার[৩] মন জানি রসিক মুরারি
(যবে) রজনী গহন ভেল।
বুঝিয়া নাগর নিঃশব্দ নগর
রাধার মন্দিরে গেল[৩]॥
অতি সুবাসিত বারি ঢালি[৪] রাধা
ধোয়াল চরণ দুই[৫]।
[৬] কেশ পাশ দিয়া চরণ মুছায়া
বিচিত্র পালঙ্কে লই[৭]॥
মৃগমদ ভরি চন্দন কটোরি[৮]
অগোর[৯] মিলিত[১০] তায়।
মনের হরিষে[১১] সুনাগরী রাধে[১২]
লেপিছে শ্যামের[১৩] গায়॥
নানা ফুলদাম[১৪] অতি অনুপাম[১৫]
গলে পরায়ল[১৬] রাধা।
রূপ নিরীক্ষণ করে ঘনে ঘন
তিলেক নাহিক[১৭] বাধা॥
কানুর শ্রীমুখ[১৮] যেন শশধর
যেমন পূর্ণিমার শশী।
রাই সে চকোর পাই[১৯] নিরন্তর[১৯]
পিতেছে[২০] সে রস[২০] রাশি[২১]॥
চণ্ডীদাসে[২২] কয়[২৩]— "হেন মনে হয়[২৪]
শুনহ[২৫] কিশোরী[২৬] রাধে।
মনের মানসে দিয়া[২৭] আসপাশে[২৭]
দৃঢ়[২৮] করি[২৮] বান্ধ[২৯] সাধে[২৯]॥"

১ ২৯৭ পুঁথির পাঠ ; বাদ, অন্যত্র
২ সুহই, পসং ; বাদ, ২৯৫, ২৯৭
৩-৩ ২৯৭ পুঁথিতে আছে ; বাদ, অন্যত্র

[৫] দিআ, ২৯৭ [৬] দুহু, ২৯৫, ২৩৯৪

[৬] এই দুই পঙ্‌ক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে আছে, পসং

[৭] খুই, ২৮৯ ; লহু, ২৯৫, ২৩৯৪ ; সুই, ২৯৭

[৮] কোঠোরি, ২৮৯, ২৯৫ ; কটরি, ২৯২ ; কস্তুরি ২৯৭

[৯] অগরি, ২৮৯ ; আগর, ২৯৫, ২৩৯৪

[১০] তিমির, পসং ; লেপিত, ২৯৭

[১১] মানসে, পসং, ২৯৭

[১২] রাধা, পসং, ২৮৯, ২৯২ [১৩] বন্ধুর, ২৯৭

[১৪] ফুলদান, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৫] সুশোভন, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং

[১৬] পরাইল, পসং, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭

[১৭] না করে, ২৯৭ [১৮] অধর, ২৯২

[১৯-১৯] পিয়ে সুধাকর, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

[২০-২০] পিবই অবশ, পসং ; পিতেই অবশ, ২৯২

[২১] এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৮৯, ২৯৭ পুঁথিতে নাই

[২২] চণ্ডীদাস, পসং, ২৮৯

[২৩] কহে, পসং, ২৯৫, ২ ৯৪ ; বলে, ২৮৯

[২৪] করি, পসং, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

[২৫] সুন গো, ২৮৯ [২৬] সুনাগরি, ২৯৭

[২৭-২৭] পাশ আস দিয়া, পসং, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ ; আশ পাশ দিএ, ২৮৯

[২৮-২৮] ছুটি করে, পসং

[২৯-২৯] যেন বান্ধে, পসং, ২৮৯, ২৯২ ২৯৭

---

[৩৮৯]

সুহই

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ ছাঁদে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর চাঁদে ॥

আধ নয়ানে দুহুঁ রূপ নিহারই
চাহনি আনহি ভাতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি ॥

শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ
মিলল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আলাইল আনন্দ ভরে
শিরীশকুসুম-কমলিনী ॥

অতসী কুসুম সম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক গোর।
নব জলধরে জনু চাঁদ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোর ॥

বিগলিত কেশ কুন্তল শিখিচন্দ্রক
বিগলিত নিতল নিচোল।
দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম হিলোল ॥

চণ্ডীদাস কহে— "দুহুঁ রূপ নিরখিতে
বিছুরল ইহ পরকাল।
শ্যাম সুঘড়বর সুন্দর রসরাজ
সুন্দরী মিলই রসাল ॥"

টীকা

এই পদটি পদকল্পতরুতে ভণিতাহীন অবস্থায় উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, ২৭৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)। সেখানে ইহা রূপাভিসার পর্য্যায়ে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাসে ইহা ভাবসম্মিলনের পর্য্যায়ভুক্ত।

[৩৯০]

সুহই

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পীরিতি-ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রসভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
কাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি নিভায়ল আনল
পাওল বিরহক ওর॥
রতন-পালঙ্ক-পর বৈঠল দুহুঁ জন
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ-সলিল-ভরে হেরই না পারই
অনিমেষে রহল ধন্দে॥
আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাবভরে গদ্‌গদ চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস॥

পঙ্‌—১। শতেক বরষ—বহু দিন।
৪। পরিত্যাগ করিবার অবসর নাই।
৯। প্রেমাবেশে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল।
১১। বিরহের পার বা অন্ত প্রাপ্ত হইল।
১৪-১৫। আনন্দাশ্রুতে চক্ষু পূর্ণ হওয়াতে দেখিবার বিঘ্ন উপস্থিত হইল, তখন যেন পলকহীন চক্ষে মোহাবিষ্ট হইয়া রহিল।

---

[৩৯১]

সুহই

ভাবোল্লাসে ধনী বঁধুরে পাইয়া
ভাবে গদ্‌গদ হয়।
"ব্রজ-পীরিতের প্রদীপ জ্বালিয়ে
দীপ কি নিভাতে হয়॥
কালিয়া কুটিল স্বভাব তোমার
কপট পীরিতি যত।
ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলালে কত॥
পীরিতি-রসের রসিক বোলাও
পীরিতি বুঝিতে নার।
মথুরা-নগরের যত নাগরীর
পীরিতের ধার ধার'॥
শুন গিরিধারি, মথুরা-বিহারি,
নারী বধে নাহি ভয়।
পীরিতি করিয়ে তোমারে ভজিলে
শেষে কি এই দশা হয়॥
পীরিতি করিলে কেন দগধিলে
বিরহ-বেদনা দিয়ে।
কালিয়া কঠিন দয়াহীন জন
তোর নিদারুণ হিয়ে॥
সোই রসিকতা পীরিতি-মমতা
সমতা হইলে রাখে।
পীরিতি রতন রসের গঠন
কুটিলাতে নাহি থাকে॥
পীরিতির দায় প্রাণ ছাড়া যায়
পীরিতি ছাড়িতে নারে।
পীরিতি রসের পসরা, তা কি
রাখালে বহিতে পারে॥

যে জনা রসিক রসে ঢর ঢর
মরমী যে জন হয়।
হেরে রে রে ক'রে ধবলী চরায়
সে জনা রসিক নয়॥

রসিকের রীতি সহজ সরল
রাখালে তাই কি জানে।"
চণ্ডীদাস কহে— "রাধার গঞ্জনা
সুধা সম কানু মানে॥"

টীকা

পঙ্—২১-২২। তু°—
"পীরিতি রতন করিব যতন
যদি সমানে সমানে হয়"
(চণ্ডীদাস, ৩৩৬ পৃঃ)।

২৩-২৪। তু°—
"অসতের বাতাস অঙ্গেতে লাগিলে
সকলি পলায়ে যায়"
(ঐ, ৩৩৯ পৃঃ)।

২৫-২৬। তু°—
"পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে"
(ঐ, ১৬২ পৃঃ)।

না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥

জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ দেখে প্রাণ সম
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥

সখীগণ কহে শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব তুহু বাঢ়াইলি
অব টুটায়ব কে॥

তোহারি গরবে গরবিণী হাম
গরবে ভরল বুক।"
চণ্ডীদাস কহে — "এমতি নহিলে
পীরিতি কিসের সুখ॥"

টীকা

পঙ্—১৬। তু°—
"তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে।"
(জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২৬০ পৃঃ)

---

[৩৯২]

সুহই

"শুন, শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া যে সুখে আছিনু
নিবেদি যে তুয়া পায়॥

[৩৯৩]

রামকেলী [১]

"বঁধু [২], ছাড়িয়া না দিব তোরে।
মরম [৩] যেখানে রাখিব সেখানে
হেন [৪] মোর মনে [৫] করে॥

লোক-হাসি হউ[৫] যায়[৬] জাতি যাউ[৬]
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তুমি[৭] গেলে যদি শুন গুণনিধি[৭]
আর কোথা তুয়া[৮] পাব॥[৯]
আঁখি পালটিতে নহে[১০] পরতীত[১১]
থুইতে সোয়াস্তি[১২] নাই।
এখন মরণ দশা উপজল
জুড়াব[১৩] কোন বা[১৩] ঠাঁই॥[১৪]
কাহারে কহিব কেবা পতিয়াব[১৫]
আমার যাতনা যত।
তোমার কারণে[১৬] এতেক সহিয়ে[১৬]
নহে[১৭] পরমাদ হত॥"
রাধার বচন শুনি[১৮] সুনাগর[১৮]
গদ্গদ ভেল দেহা।
"আমি সে তোমার প্রেমে আছি বশ[১৯]
মরমে[২০] বেঁধেছি[২০] লেহা॥"
চণ্ডীদাসে[২১] কয়[২২]— "দুহুঁ এক হয়[২৩]
ইহার[২৪] না[২৫] হয়[২৫] ভিন্ন।
বিহি[২৬] সে বসিয়া দুহু মিশাইয়া
গড়ল একই তনু॥"

১ রাগ°, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২; বাদ, ২৮৯, ২৯৭
২ বোন্ধু, ২৩৯৪; বন্ধু, ২৯৫; বোধু, ২৮৯; ওহে স্তাম, ২৯৭; বাদ, ২৯২।
৩ পরাণ, ২৯৭
৪-৪ মন জে এ হেন, ২৩৯৪; মোন জে য়ে হেন, ২৯৫; হেন মন মর, ২৮৯; °মনে মোর, ২৯২; °মন, ২৯৭
৫ হক, ২৯৭ ৬-৬ জাতি জাএ জাক, ঐ
৭-৭ তোমা হেন নিধি, ঘুচাইল বিধি, ২৯৭
৮ তোমা, ২৯৫; গেলে, ২৯৭
৯ এই ৪ পঙ্ক্তি বাদ, ২৮৯
১০ নাহি, পসং, ২৮৯
১১ পরতীতে, পসং; পরতিতে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২
১২ সোয়াস্ত, ২৮৯, ২৯২; সুয়াস্ত, ২৯৫
১৩-১৩ জুড়াইব কোন, ২৯২
১৪ এই ৪ পঙ্ক্তি বাদ, ২৯৭
১৫ পিত্যাইব, পসং; পাতিএব, ২৮৯; পেতাইব, ২৯২; পীত্যাইব, ২৯৭
১৬-১৬ কারন, সহিয়ে এমন, ২৯২; লাগিআ জতেক সহিলে, ২৯৭
১৭ নহিলে, ২৯৭
১৮-১৮ সুনিয়া নাগর, ২৩৯৪, ২৯৫; সুন°, ২৮৯; সুনিয়া তখন, ২৯২; সুনি রাসকবর নাগর, ২৯৭
১৯ বান্ধা, ২৩৯৪, ২৯৫
২০-২০ হৃদয়ে সপ্যাছি, ২৩৯৪, ২৯৫; °বান্ধিলে, ২৯৭
২১ চণ্ডীদাস, পসং, ২৮৯
২২ কহে, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭
২৩ তনু, ২৮৯
২৪ ইহাতে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯; হয় বা, ২৯৭
২৫ নাহিক, ২৮৯
২৬ বিধি, ২৯২

টীকা

পঙ্—১-৩। তু°—

"বঁধু হে, আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থুব॥"
(জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২৩০ পৃঃ)।

এবং—

"বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব।"
(চণ্ডীদাস, ১০৭ পৃঃ)।

[৩৯৪]

কামোদ [১]

"বন্ধু [২], কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি ॥
তুমি বিদগধ গুণের [৩] সাগর [৩]
রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী বেন্ধেছে [৪] পীরিতি
অথল ব্রজের [৫] রামা ॥
জাতি কুল দিয়া আপনা নিছিয়া [৬]
শরণ লইয়াছি।
যে [৭] কর সে [৮] কর তোমার [৯] চরণে [৯]
এ দেহ সঁপিয়াছি ॥
আনের অনেক [১০] আছে আন [১১] জন
রাধার [১২] কেবল [১৩] তুমি।
ও দুটি [১৪] চরণ [১৫] শীতল দেখিয়া [১৫]
শরণ লইনু [১৬] আমি ॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুন সুনাগর [১৭]
রাধারে [১৮] না হও বাম।
লোকমুখে শুনি তোমার মহিমা
শরণ [১৯]-পুঞ্জর [১৯] ধাম [২০] ॥"

[১] কানড়া, ২৩৯৪ ; রাগ কানড়া, ২৯৫ ; রাগ,° ২৯২ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৭
[২] বাদ, ২৮৯, ২৯২ ; অহে স্যাম, ২৯৭
[৩-৩] গুনে বিশারদ, ২৩৯৪, ২৯২, ২৯৩, ২৯৫
[৪] বেন্ধেছ, পসং ; বেধেছ, ২৮৯ ; বেন্ধ্যাছ, ২৯২,
[৫] কুলের, ২৮৯
[৬] নিছায়া, ২৩৯৪ ; বেচিএ, ২৮৯
[৭] জা, ২৩৯৪, ২৯৫ [৮] তা, ঐ
[৯-৯] °বড়াই, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯ ; তোমা বহি নাঞি, ২৯২, ২৯৩
[১০] আনেক, পসং
[১১] কত, পসং ; অন্য, ২৩৯৪
[১২] আমার, ২৮৯ [১৩] পরান, ২৯৭
[১৪] রাঙ্গা, ২৯৭
[১৫-১৫] সিতল চরণ দেখিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৬] লএাছি, ২৮৯ ; লয়্যাছি, ২৯৩ ; লইয়াছি, ২৯৩ ; লঞাছি, ২৯৭
[১৭] বিনদিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বিনদিনি, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩ ; নিরদয়, ২৯৭
[১৮] আমারে, ২৯৩
[১৯-১৯] সরন পঞ্চর, পসং ; °পঞ্জর, ২৯৭ ; °পিঞ্জর, ২৯২, ২৯৩
[২০] নাম, ২৮৯, ২৯৭, পসং

টীকা

পঙ্—৮। নিছিয়া—নির্মঞ্ছন হইতে উৎসর্গ করিয়া অর্থে।

১২-১৩। তু°—

"অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।"
(জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২৬০ পৃঃ)।

এবং—"আনের আছয়ে আন জন যত
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইয়াছি আমি ॥
(পরবর্তী, ৩৯৭ সং পদ)।

---

[৩৯৫]

সিন্ধুড়া

"তোমার পীরিতি কি জানি জজিতে [১]
অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া পীরিতি করিলুঁ [২]
পরিণামে [৩] এত [৩] জ্বালা ॥

অবলা জনার [৪] দোষ না লইবে
তিলে কত হয় [৫] দোষ।
তুমি দয়া করি কৃপা না ছাড়িহ [৬]
মোরে না করিহ [৭] রোষ॥

তুমি সে পুরুষ- ভূষণ [৮] শকতি
সকলি সহিতে হয়।
কুলের কামিনী লেহ বাড়াইয়া
ছাড়িতে উচিত নয়॥

তিলেক না দেখি ও চাঁদবদন
মরমে মরিয়া থাকি।”
হয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া
চণ্ডীদাস আছে সাথী॥

[১] ভকতি, পসং, ২৯২, ২৩৯৪, ২৯৫
[২] করিনু, পসং
[৩-৩] °হল, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫ ; শেষে পাছে হয়, ২৯৭
[৪] জনের, পসং [৫] সত, ২৩৯৪
[৬] ছাড়িবে, ২৯৭ [৭] করিবে, ঐ
[৮] অতুল, ২৯৫, ২৩৯৪

টীকা

পঙ্‌—৯। তু°—
“তুমি সে পুরুষ- ভূষণ শকতি
তুমি সে জগৎ সিন্ধু।”
(চণ্ডীদাস, ৮৮ পৃঃ)।

কারণ—“ইহ দেব হরি দেবের দেবতা
ইহাতে নাহিক আন।”
(ঐ, ৮৭ পৃঃ)।

[৩৯৬]

গড়া [১]

‘বঁধু [২], তুমি [৩] নিদারুণ নয় [৪]।
তোমার কারণে [৫] এত পরমাদ
নিশ্চয় করিয়া [৬] কয় [৭]॥
মনের [৮] বেদনা [৮] কহিতে কহিতে
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন দাড়িম্ব [৯] ফাটিয়া পড়য়ে
তেমতি [১০] করিছে [১১] বুক॥
যদি বা [১১] কথন [১১] কান্দি কোন [১২] ছলে [১২]
শাশুড়ী ননদী তারা।
বলে [১৩]—‘শ্যাম লাগি [১৩] কান্দে কলঙ্কিনী’—
এমতি [১৪] তাহার ধারা॥
হেন [১৫] করে মন শুনি কুবচন [১৫]
গরল ভখিয়া [১৬] মরি।
তার [১৭] নাহি দায় শুন শ্যামরায় [১৮]
তোমারে [১৯] ছাড়িতে নারি [১৯]॥
তোমা হেন ধনে [২০] ছাড়িব কেমনে
তোমা কারে দিয়া যাব।”
চণ্ডীদাসে [২১] কহে [২২]— “শুন বিনোদিনি,
কোথা [২৩] গেলে আর পাব [২৩]॥”

[১] রাগ°, ২৩৯৪ ; রাগ কানড়া, ২৯২ ; রাগ গৌড়া, ২৯৫ ; বাদ, ২৯৭
[২] বোন্ধু, ২৩৯৪ ; বন্ধু, ২৯৫ ; বাদ, ২৯২ ; ওহে শ্যাম, ২৯৭
[৩] বাদ, ২৩৯৪, ২৯৫
[৪] নয়ে, পসং ; না হয়, ২৯২
[৫] লাগিআ, ২৯৭ ; কারণ, ২৯২
[৬] কহিলাম, পসং
[৭] কয়ে, পসং ; কয়্য, ২৯২, ২৯৫

৮-৮ বেদন কহিব, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২ (বেদনা°)

৯ আমার, পসং; আনার, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

১০-১০ এমতি করয়ে, পসং; °ফাটয়ে, ২৯২; °করএ, ২৯৫

১১-১১ কোন খানে, পসং

১২-১২ লোক স্থানে, ঐ; °স্থানে, ২৯২

১৩-১৩ শ্যাম নাম বলি, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২

১৪ এমন, ২৯৭

১৫-১৫ তোমা হেন ধনে, ছাড়িব কেমনে, ২৯২

১৬ খাইয়া, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ২৯২

১৭ তাহে, ২৯৭ ১৮ জতুরায়, ২৯২

১৯-১৯ তোমার লাগিআ মরি, ২৯৭

২০ জনে, ২৩৯৪; ধন, পসং ২১ চণ্ডীদাস, পসং

২২ বলে, ২৯৫, ২৩৯৪, ২৯২; কয়, ২৯৭

২৩-২৩ আর কোথা গেলে পাবে, ২৯৭, পসং; মরিলে কোথা বা পাব, ২৯৫, ২৩৯৪

---

[৩৯৭]

শ্রী[১]

"বঁধু,[২] কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণপতি[৩] হবে[৪] তুমি॥
বহু পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে[৫]
পাইলুঁ[৬] কামনা করি।
না[৭] জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঁই সে পরাণে মরি[৭]॥
বড় শুভক্ষণে[৮] তোমা হেন নিধি
বিধি মিলায়ল আনি[৯]।
পরাণ[১০] হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি[১০]॥
আনের[১১] আছয়ে আন জন যত
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া[১২]
শরণ লইয়াছি[১৩] আমি॥
গুরু গরবিত তারা বলে কত[১৪]
সে সব গৌরব[১৫] বাসি।
তোমার কারণে[১৬] এতেক[১৭] সহিলুঁ[১৭]
দুকুলে হইল[১৮] হাসি॥"
কহে চণ্ডীদাস— "শুন সুনাগর,
রাধার আরতি রাখ।
পীরিতি-রসের[১৯] চূড়ামণি হয়া[২০]
রসেতে রসিয়া থাক[২১]॥

১ তথা রাগ, ২৩৯৪; শ্রীরাগ, ২৯২; বাদ, ২৯৫

২ বন্ধু, ২৩৯৪, ২৯২, ২৯৫ ৩ প্রাণনাথ, ২৯২

৪ হইও, পসং; হয়, ২৯২

৫ আরাধিয়া, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

৬ পেয়েছি, পসং

৭-৭ বাদ, ২৩৯৪, ২৯২, ২৯৫

৮ সুলক্ষনে, ২৩৯৪, ২৯৫ ৯ ভারি, ঐ

১০-১০ বাদ, সকল পুঁথি ১১ অন্যের, ২৩৯৪

১২ দেখিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২

১৩ লইয়াছি, পসং; লয়্যাছি, ২৩৯৪, ২৯৫

১৪ জত, ২৯২, ২৯৫

১৫ সম্পদ, ২৯৫; গরল, ২৯২

১৬ কারণ, ২৯২

১৭-১৭ এত না সহিয়ে, পসং; ২৯২

১৮ রহিল, ২৩৯৪ ১৯ সেখর, ২৩৯৪, ২৯৫

২০ হয়ে, পসং ২১ রাখ, পসং

[৩৯৮]

ধানশী [1]

রাই কহে—"শুন কে [2] জানে [2] পীরিতি [3]
আরতি [4] রসের [4] লেহ।
আর [5] কেবা জানে [5] রসের [6] মাধুরী
বুঝিতে [7] পারয়ে [7] কেহ॥
পীরিতি আঁখরে [8] যে জন পূরিত
কিছু কিছু জানে সেহ। [9]
রসের [10] রসিক রসে আরোপিত [10]
সেই সে জানয়ে লেহ [11] ॥ [12]
কোন [13] কুলরামা পীরিতি না [14] জানে [14]
সে [15] জন [15] আছয়ে ভাল।
আমি [16] সে পীরিতি করিয়া মজিলুঁ [17]
এ দেহ হইল কাল॥
কায় [18] মন চিতে ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লয়েছে [19] রাধা।
এ হেন সুখের ঘর [20] বান্ধিয়াছি [20]
তাহে কেন [21] কর [21] বাধা॥
অনেক যতনে পীরিতি রতনে [22]
ভাঙ্গিতে তিলেকে [23] পারি।
গড়িতে বিষম অতিশয় [24] শ্রম [24]
শুনহ [25] প্রাণের হরি॥"
চণ্ডীদাসে [26] বলে [27]— "এমন [28] পীরিতি
শুনিতে জগৎ বশ।
দোঁহে সে জানয়ে দুহু [29] রস [29]-তত্ত্ব
আনে কি [30] জানয়ে রস॥"

[1] রাগ ধানসি, ২৩৯৪; ধানসি রাগ, ২৯২; বাদ, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৭

[2-2] কি জানি, সকল পুঁথি

[3] ভকতি, ২৩৯৪, ২৯৫ [4-4] পিরিতি আরতি, ঐ

[5-5] আন কেবা°, পসং; আন কি জানয়ে, ২৩৯৪, ২৯৫; আন কিবা জানে, ২৮৯; আনে কিবা জানএ, ২৯৭

[6] য়ে রস, ২৯৭ [7-7] রসিক বুঝএ; ঐ

[8] আখর, ২৩৯৪, ২৯৫

[9] এই দুই পঙ্ক্তির স্থানে ২৯৭ পুঁথিতে আছে—
"পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর, পিরিতি আছএ জেবা।"

[10-10] রসের সেখর, রসের পিরিতি, ২৩৯৪, ২৯৫

[11] সেহ, পসং; লেহা, ২৯৭; ইহ, ২৯৫

[12] এই চারি পঙ্ক্তি বাদ, ২৯২, ২৯৩

[13] জেই, ২৩৯৪, ২৯৫; কোন কোন, ২৯৭

[14-14] জানে না, ২৯২, ২৯৩

[15-15] সেই সে, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫; সে জনা, ২৯৩

[16] মুঁই, পসং; সেই, ২৮৯; মুঞি, ২৯৫; মুই, ২৯৭

[17] পসিল, ২৩৯৪, ২৮৯; পশিনু, পসং, ২৯৩; পশিলুঁ, ২৯২; পোসিল, ২৯৫

[18] এক, ২৯৭

[19] লইল, ২৮৯; লয়াছে, ২৯২; লঞাছে, ২৯৩; লয়্যাছে, ২৯৫; লই আছে, ২৯৭

[20-20] ঘর জে ভাঙ্গিছে, ২৯২; সম্পদ ভাঙ্গিতে, ২৯৩;

[21-21] তাহা কেন কর, পসং; তাহাতে লোকের, ২৯৭, কেন বা করহ, ২৯৩

[22] রতন, পসং, ২৮৯; বাটিএ, ২৯৭

[23] তিলেক, পসং, ২৮৯

[24-24] হয় মহাশ্রম, ২৩৯৪; হয় অতি শ্রম, ২৯৫

[25] শুনহে, ২৯৭

[26] চণ্ডীদাস, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯

[27] কহে, ২৯৭

[28] এমতি, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩

[29] দোঁহার, পসং; দোহারি, ২৮৯; দোহার, ২৯২, ২৯৩; দুহাকার, ২৯৭

[30] আন কে, পসং; আন°, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩

[৩৯৯]

সুহই

"বন্ধু[১], কি আর বলিব আমি।
জনমে[২] জনমে জীবনে মরণে[২]
প্রাণনাথ হৈও[৩] তুমি[৪]॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল[৫] প্রেমের ফাঁসি।
সব[৬] সমর্পিয়া এক মন হৈয়া[৬]
হইনু[৭] তোমার[৭] দাসী॥
এ কুলে[৮] ও কুলে দুকুলে গোকুলে[৮]
আর কেবা[৯] মোর[৯] আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব[১০] কাহার কাছে॥
ভাবিয়া দেখিনু[১১] এ তিন ভুবনে
আপনা[১২] বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু[১৩]
ও দুটি কমল[১৪]-পায়॥
না ঠেলহ[১৫] ছলে[১৫] অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া[১৬] দেখিনু[১৬] প্রাণনাথ বিনু[১৭]
আর[১৮] কেহ নাহি[১৮] মোর॥
তিলে[১৯] আঁখি আড় করিতে না পারি
মরমে মরিয়া আমি[১৯]।"
চণ্ডীদাস বলে[২০]— "পরশ-রতন
হিয়ায়[২১] পরহ তুমি[২১]॥"[২২]

[১] বঁধু, পসং
[২-২] মরণে জীবনে, জনমে জনমে, ঐ
[৩] হয়, ৩৮৮ [৪] তোমি, ঐ
[৫] বান্ধিল্যাম, ঐ
[৬-৬] জাতি কুল শীল, সকল মজাঞা, পসং (পাঠান্তর)
[৭-৭] নিশ্চয় হইলাম, পসং, ৩৮৮
[৮-৮] পসংতে এইস্থানে পরবর্তী "ভাবিয়া দেখিনু" ইত্যাদি আছে, এবং সেই স্থানে ইহা স্থাপিত হইয়াছে।
[৯-৯] মোর কেহ, পসং [১০] কান্দিব, ৩৮৮
[১১] ছিলাম, পসং [১২] আপন, ৩৮৮
[১৩] লয়্যাচি, ঐ [১৪] কোমল, ঐ
[১৫-১৫] ঠেলিয় মোরে, ঐ [১৬-১৬] বুঝিয়া দেখুন, ঐ
[১৭] বিনে, পসং [১৮-১৮] গতি যে নাহিক, ঐ
[১৯-১৯] আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি, পসং
[২০] কহে, ঐ [২১-২১] গলায় গাঁথিয়া পরি, ঐ
[২২] শেষ আট পঙ্‌ক্তির স্থানে পসং পাঠান্তরে আছে—

অবলা অখলে, না ঠেল চরণে, ক্রটির নাহিক ওর।
অবলার ক্রটি, যদি হয় কোটি, ক্ষমিতে উচিত তোর॥
গলায় বসন, করি নিবেদন, শুনহে রসিক রায়।
চণ্ডীদাস কহে, অনুগত জনে, ছাড়িতে উচিত নয়॥

---

[৪০০]

সুহই

"শুন হে চিকণ কালা।
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা॥
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে কহে অপযশ॥
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঁই সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলাম নবীন শ্যাম॥

অবলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে।"
চণ্ডীদাস কয়— "রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে॥"

---

[৪০১]

সুহই

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জান হে তুমি॥
যে তোর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন বাপার তেমন
তেমতি বরজ-পুরে।
সখীর আদরে পরাণ বিদরে
সে সব গোচর তোরে॥
সতী বা অসতী তোহে মোর মতি
তোহ্লারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন সালঙ্কার মোর
ভূষণে ভূষণ বাসি॥"
চণ্ডীদাস বলে— "শুনহ সকলে
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার॥"

টীকা

পঙ্—২। ভরম—সম্ভ্রম—ভ্রম (তু°—ভ্রম লয়ে ভালয় ভবনে চল মোর"—মাণিকের ধর্ম্মমঃ)—ভরম।

৪-৫। তোমার সদয় ব্যবহারে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া আনন্দে মগ্ন হই।

৬-৭। তুমি আমাকে আদর কর বলিয়া ব্রজপুরের সকলেই আমাকে স্নেহ করে, ইহা বড়ই অদ্ভুত।

১২। আমি সতীই হই, বা অসতীই হই, তোমার প্রতিই আমার মন ন্যস্ত রহিয়াছে।

১৫। তু°—"রূপসী তোমার রূপে"
(বৈ-প-ল, ২৬০ পৃঃ)।

---

[৪০২]

সুহই

"শুন সুনাগর, করি জোড় কর
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে ভাঙ্গে নাহি যেনে
নবীন পীরিতি খানি॥
কুল শীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন পরশ-রতন
সঁপেছি চরণ-তলে॥
তিন হি আঁখর করিয়ে আদর
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ না কর নৈরাশ
সদাই পূরিবে তুমি॥
তুমি রসরাজ রসের সমাজ
কি আর বলিব আমি।"
চণ্ডীদাস বলে— "জনমে জনমে
বিমুখ না হও তুমি॥"

টীকা

পঙ্—৬। দুই কুলে—পিতৃকুল এবং পতিকুল।

৯। তিনহি আঁখর—পীরিতি।

১৩। রসের সমাজ—যাবতীয় রসের আধার।

---

[৪০৩]

ধানশী

"নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়ে মোর কলঙ্ক অপার॥
পর্ব্বত-সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া॥
নব রে নব রে নব নবঘন শ্যাম।
তোমার পীরিতি খানি অতি অনুপাম॥
কি দিব কি নিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি আমার প্রাণ-বঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে—"শুন শ্যামধন।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ॥"

টীকা

পঙ্—৭-১০। এই চারি পঙ্ক্তি জ্ঞানদাসের একটি পদেও প্রায় এইরূপেই পাওয়া যায় (বৈ-প-ল, ২৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

---

[৪০৪]

সুহই

"বঁধু, তুমি সে পরশ-মণি হে
তুমি সে পরশ-মণি।
ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার
সোনার বরণখানি॥
তুমি রস শিরোমণি হে
বঁধু, তুমি রস-শিরোমণি।
(মোরা) অবলা অখলা আহিরিণী বালা
তো সেবা নাহি জানি॥
তোঁহার লাগিয়া ধাই বনে বনে
সুবল-বেশ ধরি হে।
(এক) তিলে শত যুগ দরশনে মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে॥
অঙ্গের বরণ কস্তূরী চন্দন
(আমি) হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটি চরণ পরাণে ধরিয়া
নয়ান মুদিয়া থাকি॥"
চণ্ডীদাস কহে "শুন রসবতি,
তুঁহু সে পীরিতি জানহে।
বঁধু সে তোমার এক কলেবর
দুঁহু সে এক প্রাণ হে॥"

টীকা

পঙ্—৯-১০। চণ্ডীদাস যে "সুবল-মিলনের" একটি পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ("সুবল-মিলন আর পূর্ব্ব কথা শুনি" ইত্যাদি, সা-প-প, ১৩৩৪, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সেই আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, সুবল পট প্রদর্শন করিয়া রাধাকে যমুনায় স্নান করিতে পাঠাইয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। আলোচ্য

পদটিতে সুবলের বেশ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গমনের উল্লেখ রহিয়াছে। যদুনাথ দাস রচিত "সুবল-মিলন" নামক যে পালা পাওয়া যায় তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা সুবলের বেশ পরিয়াই কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দীনবন্ধু দাস রচিত এইরূপ আর একটি পালাও পাওয়া যাইতেছে (পদরত্নমালা, ২৯৮-৩০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ঐ সকল পালার প্রভাব এই পদে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। অতএব পদটি সন্দেহ জনক।

---

[৪০৫]

সুহই

"বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।"
কহে চণ্ডীদাস— "পাপ পুণ্য মম
তোহারি চরণ খানি॥"

---

[৪০৬]

সুহই

"অনেক সাধের পরাণ-বঁধুয়া
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণির শোভা গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব॥
তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন
কিনেছি বিশাখা জানে।
কিনা ধনে আর অধিকার কার
এ বড় গৌরব মনে॥
বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোরে॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া কহি শ্যাম-পায়।"
চণ্ডীদাস কয়— "জীবন-মরণে
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায়॥"

---

[৪০৭]

সুহই[১]

"বঁধু[২] হে, নয়নে লুকায়ে থোব[২]।
প্রেম[৩]-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব[৩]॥
শিশু কাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
তুমি[৪] ধন জন[৪] জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥

শয়নে স্বপনে নিদ্রা[৫] জাগরণে
[৬] কভু না[৬] পাসরি[৬] তোমা।
অবলার ত্রুটী হয়[৭] কত[৭] কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা[৮] ॥
না[৯] ঠেলিহ বলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর[৯] ॥
তিলে[১০] আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।"
চণ্ডীদাস ভণে— "অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি[১০] ॥"

[১] বাদ, ২৮৯
[২-২] বঁধু, ভেদ না বাসিহ তুমি, ২৮৯
[৩-৩] পতি গুরুজন, এ ঘর করন, সকল ছাড়িলেম আমি, ঐ
[৪-৪] ধন জন মন, পসং [৫] ঘুম, ২৮৯
[৬-৬] ছাড়ি নাহি, ঐ [৭-৭] শত হয়, পসং
[৮] খেমা, ২৮৯ [৯-৯] বাদ, ঐ
[১০-১০] এই স্থানে ২৮৯ পুঁথিতে আছে—
এক নিবেদন গলাএ বসন
দিয়া বলি শ্যাম রায়।
চণ্ডীদাস বলে— অনুগত জন
না ঠেলিহ রাঙ্গা পায় ॥

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সহিত এই পদের প্রথমাংশের ভাবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

---

[৪০৮]

সুহই

শ্যাম সুন্দর শরণ আমার
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন
শ্যাম সে গলার হার ॥
শ্যাম সে বেশর শ্যাম বেশ মোর
শ্যাম শাড়ী পড়ি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন
শ্যামদাসী হল রাধা ॥
শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥
কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে রাখি হে শ্যামেরে
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

[৪০৯]

রাগ কামোদ[১]

ঈষৎ হাসিয়ে[২] রাই পানে চেয়ে[৩]
কহে[৪] বিনোদিয়া[৫] কান।
"তোমার মাধুরী[৬] মহিমা চাতুরী[৬]
ইহা কি[৭] জানয়ে আন ॥

পরম [৮] দুর্লভ আনন্দ [৯] কৈশোর [৯]
নবীন কিশোরী রাধা।
হিয়ায়ে [১০] হিয়ায়ে মরমে মরমে
সদাই আছয়ে বাঁধা [১১] ॥
তোমার কারণে নন্দের ভবনে [১২]
রাখিয়ে [১৩] ধেনুর পাল।
গোলোক তেজিয়া [১৪] গোকুলে [১৫] বসতি [১৫]
ইহাই [১৬] জানিবে ভাল [১৬] ॥
তোমার নামের মধুর মাধুরী
নিরবধি [১৭] করি পান [১৭]।
তোমা [১৮] বিনে নহে [১৯] সুখের [২০] বৈভব [২১]
মনেতে [২২] নাহিক আন ॥”
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডীদাস
আনন্দে ভাসয়ে [২৩] তথি [২৪]।
এ [২৫] রস-মাধুরী [২৫] কে [২৬] ইহা বুঝিবে [২৬]
কাহার [২৭] আছে শকতি [২৭] ॥

[১] কামোদ রাগ, ২৯২, ২৯৫ ; কামোদ, পসং ; বাদ ২৮৯, ২৯৭

[২] হাসিয়া, পসং, ২৯৭, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

[৩] চেঞা, ২৯২ ; চায়া, ২৯৫ ; চায়্যা, ২৯৭ ; চেয়া, ২৩৯৪

[৪] বলে, ২৯৭

[৫] বিদগদ, ২৯৭ ; বিনদিএ, ২৮৯ ; বিনদিয়া, ২৩৯৪

[৬-৬] মহিমা, চাতুরী * * *, পসং

[৭] কে, পসং

[৮] এই পঙ্‌ক্তিটা ২৮৯ পুঁথিতে এইভাবে আছে :—রূপ গুণে সিমা, নাহিক তোলনা।

[৯-৯] কেবল, ২৯৭ [১০] হিয়ায়, ২৯৫, ২৯৭

[১১] বান্ধা, ২৯৭, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

[১২] ভুবনে, ২৩৯৪, ২৮৯

[১৩] রাখিয়া, ২৮৯ ; রাখিব, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৪] তেজিএ, ২৮৯ ; ছাড়িয়া, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৫-১৫] গোবর্দ্ধনে বাস, ২৯৭

[১৬-১৬] °জানিহ°, ২৮৯ ; লইআছি জানহ ভাল, ২৯৭

[১৭-১৭] সদাই করিএ গান, ২৮৯ ; °গান, ২৯২, পসং

[১৮] রাধা, পসং, ২৯২, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

[১৯] সব, পসং, ২৯২, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

[২০] দুখের, ২৯২ [২১] বিভব, ২৮৯

[২২] ইহাতে, ২৯৫, ২৩৯৪

[২৩] ভাসেন, পসং, ২৯৫ ; ভাষল, ২৯২ ; ভাসিল, ২৩৯৪

[২৪] কতি, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং

[২৫-২৫] উ রস চাতুরি, ২৮৯ ; এ রস চাতুরি, ২৯২, পসং ; এ সব চাতুরি, ২৯৫, ২৩৯৪ ; ও রস°, ২৯৭

[২৬-২৬] কেবা সে বুঝিব, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ (°বুঝব) ; কিবা বুঝিব, পসং

[২৭-২৭] কার আছে এত গতি, পসং, ২৯২, ২৯৭ ; কাহার আছয়ে গতি, ২৯৫, ২৩৯৪

---

[৪১০]

কানড়া [১] ✓

“রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া [২] রহিতে নারিয়া [৩]
আইলুঁ [৪] তথাই [৪] ছাড়ি ॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার [৫] কারণে নন্দের ভবনে [৬]
জনম লভিয়াছি ॥
* বর্ণ [৭] বর্ণ [৭] ভেদ রস চারি [৮] বেদ
ভেদ [৯] আছে নয় [৯] রস।
চারু [১০] সে পল্লব ছয় ছয় গুণ [১০]
ইহা কি আনের বশ ॥

নবর্ত্তক [১১] রতি [১১] আঠার প্রকার
পাঁচ গুণ তার হয়।
তর [১২] তম [১২] করি রসিক বুঝিলে
সাধ্য [১৩] সাধনে কয় ॥
ব্রজপুর [১৪] ব্রজ [১৪] ব্রজের মহিমা [১৫]
তুমি [১৬] সে ইহাতে রতি [১৬]।
আট আট গুণ তটস্থ হইলে
বুঝিতে পারয়ে [১৭] রীতি [১৭] ॥"
চণ্ডীদাসে [১৮] কহে [১৯]— "এই সে মাধুরী
ব্রজেশ্বরী প্রিয় রাধা।
অসীম চাতুরী দোঁহার [২০] পীরিতি [২০]
প্রেমসুধা-রসে বাঁধা ॥ *

[১] তথাহি, ২৩৯৪, ২৯৫; বাদ, ২৩৮৯, ২৯৭; রাগ কানড়া, ২৯২

[২] তেজিএ, ২৩৮৯; স্থানে, ২৯৭

[৩] নারিএ, ২৩৮৯; নারিনু, পসং,; নারিলুঁ, ২৯২, ২৯৭

[৪-৪] আইল তথায়, পসং; আইলাঙ°, ২৩৮৯; য়াইলাম, ২৩৯৪; আইলাম, ২৯৫

[৫] তথির, ২৯৭

[৬] ভুবনে, ২৩৯৪, ২৩৮৯, ২৯৭

[৭-৭] বস্তু ২, ২৯৭ [৮] চারু, পসং

[৯-৯] বিভেদ আছে ন, ২৯২; °ছয়, ২৯৭

[১০-১০] চারি সে পর্ণ, বছর গুণ ২, ২৯৭

[১১-১১] নবতত্ত্ব করি, ২৩৮৯; নবতৃক[১], ২৯২; ছিনাই (?) করিতে, ২৯৭

[১২-১২] তার গুণ করি, ২৯৭ [১৩] সিদ্ধি, পসং

[১৪-১৪] বৃজ বৃজপুর, পসং; ব্রজপুর পূর, ২৯২, ২৯৭

[১৫] নাগর, ২৯৭

[১৬-১৬] তুমি সে ইহা রতি, ২৩৮৯; তুমি সে ইহাতে রাধা, ২৯২; তুমি সে ইহাতে রতি, ২৯৭

[১৭-১৭] বিষম ধান্দা, ২৯২; °রতি, ২৯৭

[১৮] চণ্ডীদাস, পসং, ২৩৮৯

[১৯] কয়, ২৩৮৯, ২৯২; ভনে, ২৯৭

[২০-২০] দুহু রস রিতি, ২৯২

* ২৩৯৪ ও ২৯৫ পুঁথিতে এই ১৬ পঙ্‌ক্তির স্থানে আছে—

তুমি মোর ধন তুমি সে জীবন
শুন সুনাগরি রাই।
তোমার মহিমা এ সব চাতুরী
সদা মুরলিতে গাই ॥
সদা লই নাম অতি অনুপাম
করে নিসি দিসি জপি।
রাধা নাম দুটি প্রেমের অঙ্কুর
আপন হিয়াতে রূপী ॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে
নিরন্তর তোমা দেখি।
জেন সে চাঁদের চকর লালসে
সদাই বসিয়া থাকি ॥
তেন তুয়া মন লুবধ চরিত
পরাণ তোমার পাশে।
মনমথ হাথে অঙ্কুস না মানে
পিতে চাহে রস রসে ॥
চণ্ডিদাসে বলে শুন সুনাগর
আন কি জানয়ে সেহা।
দুহু সে জানয়ে দুহার মরম
আনে কি জানয়ে ইহা ॥
(দুই পুঁথি হইতে মিলাইয়া উদ্ধৃত হইল।)

মন্তব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী পদদ্বয়ের ভাব এই পাঠান্তরে আছে।

টীকা

৺ পঙ্—১-৭। প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিতে, এবং রাগমার্গীয় ভক্তি লোকে প্রচার করিতে রসিকশেখর কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (চরিতামৃত, আদির চতুর্থে)—ইহা চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মত। এই পদে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী

১৪১ সং পদে, আবার পরবর্ত্তী কয়েকটি পদেও এই কথারই পুনঃপুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে। যিনি এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন তিনি যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

---

[৪১১]

করুণা-বড়ারি [১]

তোমার মহিমা বেদে দিতে সীমা
কেহ না [২] পারিয়াছে [২]।
ভব বিরিঞ্চির তার অগোচর
কেহ না [৩] জানিয়াছে [৪] ॥

কত শত শত ভাব [৫] অনুরত [৫]
যে জন মথিয়া [৬] থাকে।
কোটিতে গুটিতে কোন একখানে
রসিক পাইয়া থাকে ॥

রসে রস পূরি প্রেমের গাগরি
সায়রে খুঁজিলে পাবে।
তাহার [৭] লক্ষণ হয় স্বতন্তর [৭]
নয় গুণ যারে লবে ॥

এ তিন তটস্থ এ তিন বেকত
শত [৮] গুণ যাতে [৮] বসি।
তর তম করি বিচার [৯] করিলে [৯]
সেই এর [১০] অভিলাষী ॥

চণ্ডীদাস কহে— "গুণে গুণ মিশি
এ তিন বস্তুরাস্বাদ [১১]।
আছে এক রতি তাহে নাহি গতি
এ কথা বুঝিতে সাদ [১২] ॥"

[১] বাদ. ২৯৭, ২৩৮৯
[২-২] সে নারিয়াছে, পসং, ২৯২
[৩] সে, পসং, ২৯২, ২৯৭
[৪] আনিয়াছে, ২৯২ ; পারিঞাছে, ২৩৮৯
[৫-৫] তার অনুগত, ২৯৭
[৬] মজিয়া, পসং, ২৯২, ২৯৭
[৭-৭] বাদ, পসং ; কেবা জন পায়, হেন রসময়, ২৯২ ; কেবা জন পায়, রস যেবা লয়, ২৩৮৯
[৮-৮] জাহার মাঝারে, ২৯৭
[৯-৯] রসিক বুঝিলে, ২৯৭
[১০] শে এ, ২৯২ ; সেত, ২৯৭
[১১] বস্তু সাধে, পসং
[১২] সাদে, পসং, ২৯২

---

[৪১২]

সুহই [১]

"রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি [২]
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি বসি গীত [৩] আলাপনে
মুরলী লইয়া [৪] করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে
বসি [৫] থাকি তার তীরে [৫] ॥ [৬]
তোমার [৭] রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্বতলাতে থাকি [৭]।
শুনহ [৮] কিশোরি, চারি দিকে হেরি
যেমত চাতক পাখী [৮] ॥
তব [৯] রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর [৯]।
করি [১০] অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর [১০] ॥"

চণ্ডীদাসে[১১] কহে[১২]— "ঐছন[১৩] পীরিতি
জগতে আর কি হয়।
এমন পীরিতি[১৪] না[১৫] দেখি কখন[১৪]
কখন[১৬] হবার[১৬] নয়॥"

[১] বাদ, সকল পুঁথি [২] খানে, ২৯৭
[৩] রস, ২৯৭ [৪] ধরিয়া, ২৯২
[৫-৫] বসিএ কদম্বতলে, ২৩৮৯; বসিয়া থাকি যে ছলে, ২৯২

[৬] এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৯৭ পুঁথিতে আছে—"জমুনার তিরে, ধেআন করিআ, থাকী তোমার তরে"

[৭-৭] তুমারি মুখের মাধুরি চাতুরি, উ রূপ দেখিবার তরে, ২৩৮৯; তোমার রূপের মধুর মাধুরি, ওরূপ দেখিবার তরে, ২৯২; তোমার মহিমা রূপের মাধুরি, তাহা দেখিবার তরে, ২৯৭

[৮-৮] কদম্বকাননে, ধেনু লঞা বনে, থাকিএ কতেক ছলে, ২৩৮৯; কদম্বতলাতে, ধেনু লঞা বনে, থাকিয়ে যমুনা-কুলে, ২৯২; কদম্বকাননে, ধেনু বৎস্য সনে, লইআ থাকি তোমায় পাবার তরে, ২৯৭

[৯-৯] রাধার মুরুতি রূপ খানি রিদএ বান্ধিঞাছি, ২৩৮৯; তোমার মুরুতি রাধারূপখানি, হৃদয়ে বান্ধিয়াছি, ২৯৭; তোমার মুরুতি, তোমার পিরিতি, হৃদয়ে বান্ধিয়াছি ২৯২

[১০-১০] করে কর সদা, তোমার নিজ মন্ত্র, ইহাই জপিতেছি, ২৩৮৯; করে কর সদা, তোমা নিজ মন্ত্র, উহাই জপিতেছি, ২৯৭; করি অনুমান, জপি নিজ নাম, এহাই জপিয়া-আছি, ২৯৭

[১১] চণ্ডীদাস, পসং
[১২] কঅ, ২৩৮৯; কয়, ২৯৭
[১৩] এমন, ২৩৮৯; হেন কি, ২৯২; এ হেন, ২৯৭
[১৪] আরতি, ২৯২, ২৯৭
[১৫-১৫] না দেখিএ কতি, ২৩৮৯, ২৯৭; নাহি দেখি কতি, ২৯২
[১৬-১৬] ইহাই বলিলে', ২৩৮৯; ইঁহা নাহি সুনিশ্চয়, ২৯২; এহা বা না হলে', ২৯৭

---

[৪১৩]

সুহই

"জপিতে তোমার নাম বংশীধারী অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরী আইনু গোকুলপুরী
বরজমণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাইয়া করিতে নারি শেষ॥
গঞ্জন-বচন তোর শুনি সুখে নাহি ওর
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমলআঁখি তেরছ নয়নে দেখি
বিকাইনু জনমে জনমে॥
তোমা বিনু যেবা যত পীরিতি করিনু কত
সে পীরিতে না পূরল আশ।
তোমার পীরিতি বিনু স্বতন্ত্র না হইল তনু"
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস॥

---

[৪১৪]

শ্রীরাগ[১]

"গৃহমাঝে[২] রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময়[৩] সব দেখি[৩]।
শয়নে[৪] ভোজনে গমনে নয়ানে
সদাই রাধারে দেখি[৪]॥
নয়ান[৫] মুদিলে হৃদয়ে রাধিকা
রাধিকা পরম গতি।
গানেতে রাধিকা গুণেতে রাধিকা
সদাই রাধিকা মতি[৫]॥

প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে [৬] ভজিয়া [৬] রাধাকান্ত নাম
পায়াছি [৭] অনেক আশে ॥
জ্ঞানেতে [৮] রাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা
রূপেতে রাধিকাময় [৯]।
সর্ব্বাঙ্গে [১০] রাধিকা স্বপ্নেহ রাধিকা [১০]
সর্ব্বত্র [১১] রাধিকা [১১] হয় [১২] ॥"
শ্যামের বচন আরতি শুনিয়া [১৩]
প্রেমামৃতে [১৪] ভাসে [১৪] রাধা।
চণ্ডীদাসে বলে—[১৫] "এমনি [১৬] পীরিতি
হিয়ায় [১৭] হিয়ায় [১৭] বাঁধা ॥"

[১] শ্রী, পসং ; বাদ, ২৯৭, ২৩৮৯

[২] °কাজে, ২৩৮৯

[৩-৩] সকলে রাধারে দেখি, পসং, ২৯২ (সকলি°), ২৩৮৯

[৪-৪] °গমনে রাধিকা, রাধিকা সদাই মতি, পসং, ২৯২ ; শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে, রাধারে দেখি সব আঁখি, ২৯৭

[৫-৫] বাদ, পসং, ২৯২, ২৯৭

[৬-৬] রাধা বিনোদিনি, ২৯২

[৭] পেয়েছি, পসং

[৮] কুলেতে, ২৯২ ; দানেতে, ২৯৭

[৯] মোর, ২৯২

[১০-১০] সর্ব্বত্রে রাধিকা, সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা, ২৯৭ ; সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা, স্নেহেতে রাধিকা, ২৩৮৯

[১১-১১] সদাই দেখিয়ে, ২৯৭

[১২] ময়, পসং ; কোর, ২৯২ ; তোয়, ২৯৭

[১৩] ভকতি, পসং, ২৯২, ২৩৮৯

[১৪-১৪] শুনি রসময়ই, পসং, ২৯২, ২৩৮৯

[১৫] কয়, ২৯৭

[১৬] যেমতি, ২৯২ ; এমন, ২৯৭

[১৭-১৭] হৃদয়ে হৃদয়ে, পসং ; হৃদয়ে থাকুক, ২৯২

---

[৪১৫]

সুহই

"উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়নতারা ॥
গৃহমাঝে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হল আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে ॥"
শ্যামের বচন- মাধুরী শুনিয়া
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে— "দোঁহার পীরিতি
পরাণে পরাণে বাঁধা ॥"

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পদটির ভাব ও রচনার সাদৃশ্য রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে, একটি পদের আদর্শে অপরটি রচিত হইয়াছিল।

---

[৪১৬]

সুহই

"উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী-চরণ সার ॥

শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী ফিরি দিবানিশি
কিশোরী-অনুরাগে ॥
কিশোরী-চরণে পরাণ সঁপেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখো হে কিশোরি, অনুগত জনে
করো না চরণ-ছাড়া ॥
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তার ॥”
কহিতে কহিতে রসিক নাগর
তিতল নয়ন-জলে।
চণ্ডীদাস কহে— “নবীন কিশোরী
বঁধুরে করিল কোলে ॥”

---

[৪১৭]

কল্যাণী

“উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়ান-তারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে, ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইনু আমি ॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত করিয়ে মিনতি
সকলি করিবা ক্ষমা ॥
গলায় বসন আর নিবেদন
বলি যে তুহারি ঠাঁই।”
চণ্ডীদাস ভণে— “ও রাঙ্গা চরণে
দয়া না ছাড়িহ রাই ॥”

---

[৪১৮]

কাফি [১]

“শুন [২] সুনাগরী রাই [২]।
তোমার মহিমা এ রস [৩] মাধুরি [৪]
সদা [৫] মুরলীতে [৫] গাই ॥
সদা লই নাম অতি অনুপাম
করে নিশি দিশি জপি।
রাধা নাম দুটি প্রেমের [৬] অঙ্কুর
আপন হৃদয়ে [৭] রোপি ॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে
নিরন্তর [৮] তোমা [৯] দেখি।
চান্দের [১০] লালসে যেমন চকোর [১০]
তেমতি [১১] বসিয়া থাকি ॥
তেন [১২] মোর [১৩] মন [১৩] লুবধ চকোর [১৪]
পরাণ তোমার পাশে।
মনমথ [১৫] হাতী অঙ্কুশ না মানে
পীরিতি[১৬]-রসের আশে[১৬] ॥” [১৭]
চণ্ডীদাসে[১৮] কহে[১৯]— “শুন সুনাগর,[২০]
আনে[২১] কি জানয়ে[২২] লেহা[২৩]।
তুঁহু[২৪] সে জানয়ে দোঁহার[২৫] মহিমা[২৫]
আনে[২৬] কি জানয়ে[২৭] ইহা[২৮] ॥”

[১] রাগ কামোদ, ২৯২ ; বাদ, ২৩৮৯, ২৯৭
[২-২] শুন গো রাই, ২৯৭
[৩] সব, ২৩৮৯
[৪] চাতুরি, পসং, ২৩৮৯, ২৯২

৫-৫ সদাই বাশীতে, ২৯২ ; সদাই°, ২৯৭
৬ মোর, ২৯৭
৭ হিআয়, ২৩৮৯ ; হিয়াতে, ২৯৭
৮ নিশিতে, ২৯২
৯ তোরে, ২৩৮৯ ; তোমারে, ২৯২ ; তোমায়, ২৯৭
১০-১০ যেন সে চাঁদের, চকোর লালসে, পসং ; (°চন্দ্রের°) ২৩৮৯ ; (জেমন চান্দেতে°) ২৯২
১১ সদাই, পসং, ২৩৮৯, ২৯২
১২ জেমন, ২৯৭
১৩-১৩ তুআ°, ২৩৮৯ ; মরম, ২৯৭
১৪ চরিত, পসং, ২৩৮৯ ; ভ্রমরা, ২৯৭
১৫ মন মাতা, ২৯৭
১৬-১৬ পিত চাহে রস রোষে, পসং ; কোপে চাহে রস রসে, ২৯৭
১৭ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৩৮৯ পুঁথিতে নাই
১৮ চণ্ডিদাস, ২৩৮৯, পসং
১৯ বলে, ২৩৮৯, ২৯২ ; কয়, ২৯৭
২০ সুনাগরি, ২৯৭ ২১ আন, ২৩৮৯ ; আর, ২৯৭
২২ জানিবে, ২৯২ ২৩ দেহা, ২৯৭
২৪ দুই, ২৯৭ ২৫-২৫ দুহাকার তত্ত, ২৯৭
২৬ আন, ২৩৮৯, ২৯২
২৭ জানিবে, ২৯২ ২৮ লেহা, ২৯৭

---

[৪১৯]

সুহই রাগ [১]

"তোমার বরণ অতি[২] অনুপম[২]
যে[৩] দিন না দেখি তোয়[৩] ।
তুমি[৪] সে[৪] চম্পক অতি মনোহর
নিরখিতে আঁখি রোয়[৫] ॥
তোমার বেণীর চাঁচর চিকুর
যদি[৬] বা[৬] পড়য়ে মনে ।
কলিজা[৭] দুখানি[৭] এলাইয়ে দেখি
আপন মনের সনে[৮] ॥ [৯]
যবে পড়ে মনে শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি গগন-শশী ।
তার পানে চেয়ে তারে[১০] নিরখিয়ে[১০]
তবে নিবারণ বাসি ॥ [১১]
তোমার নয়ন[১২] চঞ্চল[১৩] সঘন[১৪]
সেই[১৫] সদা পড়ে[১৫] মনে ।
তবে[১৬] পূরে মন[১৬] করি[১৭] নিরীক্ষণ[১৭]
খঞ্জন পাখীর[১৮] সনে ॥"
চণ্ডীদাসে কয়— "হেন মনে লয়
শুন[১৯] রসময় কান[১৯] ।
দুই এক দেহ অতি বড় লেহ
তবে কেন[২০] হয় মান[২০] ॥"

১ কাফি, পসং ; রাগ সুই, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৯৭
২-২ না দেখি কখন, ২৩৯৪, ২৯৫ ; °সসোভন, ২৯৭
৩-৩ জবে না দেখিয়া তোরে, ২৩৯৪, ২৯৫
৪-৪ তুলসি, ঐ ৫ ঝুরে, ঐ ; রই, ২৯৭
৬-৬ জখন, ২৯৭
৭-৭ কাল জাদখানি, পসং, ২৯৭ ; ২৯৫ পুঁথির পাঠ অস্পষ্ট
৮-৮ আল্যায়া তখনি, দেখিয়া মনের সনে, ২৩৯৪
৯ এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৯৭ পুঁথিতে নাই
১০-১০ দেখি নিরখিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫
১১ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুঁথিতে নাই
১২ চঞ্চল, ২৩৯৪, ২৯৫
১৩ নয়ান, ঐ ; অঞ্জন, ২৯২
১৪ সজল, ২৩৯৪, ২৯৫
১৫-১৫ সদাই পড়য়ে, ২৯২, ২৯৭ (° পড়িছে)

১৬-১৬ তবে মনে দেখি, ২৩৯৪, ২৯৫

১৭-১৭ দেখি নিবারণ, পসং, ২৯২; নিবারণ হেতু, ২৩৯৪, ২৯৫

১৮ পাখিয়া, ২৩৯৪, ২৯৫

১৯-১৯ শুনহ নাগর কান, ২৯৭; °কানু, পসং

২০-২০ সে কা সনে মনে, পসং

---

[৪২০]

কানড়া [১]

"রাধা [২] বিনে [৩] আর [৪] আন [৫] নাহি ভায় [৬]
দেখি [৭] সে [৭] রাধার [৮] রূপ।
আনন্দ-লহরী উঠে কত বেরি
অমিয়া-রসের কূপ॥
তোমার [৯] বদন অতি সুশোভন [৯]
মদন [১০] মোহিত জানি [১০]।
দেখিয়া [১১] জুড়ায় চপল পরাণ [১১]
সফল করিয়া মানি [১২]॥
তোমা হেন ধনে [১৩] থোব কোন খানে
শুনহ সুন্দরী [১৪] রাই।
নিশি দিশি তোমা ধিয়াই [১৫] অন্তরে [১৫]
আন [১৬] কিছু মনে [১৬] নাই॥
শয়নে [১৭] নিশিতে ঘুমাই যখন
স্বপনে [১৮] তোমারে দেখি [১৮]।
নিদ্রা [১৯] হয় ভঙ্গ [১৯] তোমা [২০] না দেখিয়া [২০]
তখনি [২১] মেলি এ [২১] আঁখি॥
চাহিতে তখন স্বপন আপন
ইহাত [২২] কখন [২২] নয়।
তখনি উঠিয়া [২৩] বিরলে বসিয়া [২৪]
অধিক [২৫] ঘোষণা হয়॥"
চণ্ডীদাসে [২৬] কহে [২৭]— "ঐছন পীরিতি
জগত পূরিত [২৮] ভেল [২৯]।
দোঁহার পীরিতি আরতি শুনিতে [৩০]
সবে [৩১] আনন্দিত [৩২] ভেল॥"

১ রাগ কানড়া, ২৩৯৪, ২৯২; বাদ, ২৩৮৯, ২৯৭

২ তোমা, ২৯৭ ৩ নাম, ২৩৯৪, ২৯৫

৪ বিনে, ২৩৯৪, ২৯৫; মনে, ২৯৭, ২৩৮৯

৫ আর, ২৯৭; ২৩৮৯

৬ মনে, ২৩৯৪, ২৯৫

৭-৭ দেখিয়া, ঐ; দেখিএ, ২৩৮৯; সদা দেখি, ২৯৭

৮ রাধা, ২৯৭

৯-৯ তবে সে জুড়ায়, দেখিয়া বরণ, পসং, ২৯২; জুড়ায় মদন, উ চাঁদ বদন, ২৩৯৪, ২৯৫; তোমার না দেখি, উ চাঁন্দ বদন, ২৩৮৯

১০-১০ তিলে কত সুখ মানি, ২৩৯৪, ২৯৫; তিলে কত সত মানি, ২৩৮৯; 'মানি, পসং, ২৯৭

১১-১১ তবে সে জুড়ায়°, পসং, ২৯২, ২৩৮৯; তবে সে জুড়ায়, চপল নয়ান, ২৩৯৪, ২৯৫

১২ জানি, পসং ১৩ ধন, ঐ

১৪ নাগরি, ২৯৭ ১৫-১৫ মনেতে ভাবিএ, ২৯৭

১৬-১৬ অন্তরে আর কিছু, ঐ

১৭ স্বপনে, পসং; সপনে, ২৩৯৪, ২৯২, ২৯৫; সজ্জাতে, ২৯৭

১৮-১৮ তোমারে দেখিয়ে থাকি, পসং, ২৩৯৪ (°দেখিতে°) এবং ২৯৫ (ঐ), ২৯২ (°দেখিয়া°) এবং ২৩৮৯ (ঐ)

১৯-১৯ নিঁদে অচেতন, পসং; নিদ্রা অচেতন, ২৩৯৪; নিন্দে অচেতন, ২৯৫, ২৯২, ২৩৮৯

২০-২০ দেখিতে দেখিতে, পসং, ২৩৯৪, ২৯২, ২৩৮৯ ২৯৫

২১-২১ মেলিয়া জখন, ২৩৯৪, ২৯৫; °মিলন, ২৯২; তখন মিলয়ে, ২৩৮৯; °মিলয়ে, পসং

২২-২২ তখনি°, ২৯২; কখন ইহাই, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪

২৩ জাইয়া, ২৩৮৯ ২৪ যাইয়া, পসং

২৫ রাধিকা, ২৯৭ ২৬ চণ্ডীদাস, পসং, ২৩৯৪, ২৩৮৯

[২৭] বলে, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২ ; কঅ, ২৩৮৯

[২৮] জুড়িয়া, ২৩৯৪   [২৯] শেল, ২৯২ ; হল, ২৩৯৪

[৩০] সুনিঞা, ২৯৭

[৩১] হুহু, ২৯৭ ; তবে, ২৩৮৯, ২৩৯৪, ২৯৫

[৩২] সে আনন্দ, ২৯৫, ২৩৯৪, ২৩৮৯

---

[৪২১]

শ্রীরাগ [১]

"রাই বিনে মনে [২] সকলি আঁধার
দেখিলে [৩] জুড়ায়ে আঁখি।
তোরে [৪] রসময়, [৫] যবে [৬] নাহি দেখি [৬]
মরমে মরিয়া থাকি॥
তোমার পীরিতি সুখের আরতি [৭]
তো [৮] বিনে নাহিক [৯] আন। [১০]
তুয়া [১১] সাধে, রাধে, [১১] পীতের [১২] বসন
পরিয়ে করিয়ে গান [১২]॥ [১৩]
তোমার মহিমা ও রস [১৪] গরিমা [১৫]
রাধা [১৬] সে [১৬] আঁখর দুটি। [১৭]
মহা [১৮] মন্ত্র করি [১৮] করে কর ধরি
নিরবধি [১৯] জপি [১৯] কোটি [২০]॥
রাধা [২১] বিনে যত [২১] সে [২২] সব নৈরাশ [২২]
আশবাস [২৩] তুয়া পাশ [২৩]।
তুমি [২৪] মন্ত্র তন্ত্র [২৪] তুমি সুধাকর [২৫]
তুমি উপাসনা [২৬] বাস [২৬]॥"
চণ্ডীদাসে [২৭] বলে [২৮]— "বড় অদভুত
দোঁহার মহিমা [২৯] রীত [২৯]।
কেবা এই [৩০] তত্ত্ব বুঝিবে [৩১] বেকত
যার আছে রসে [৩২] চিত॥" [৩৩]

[১] শ্রী, পসং ; বাদ, ২৩৮৯, ২৯৭

[২] মন, ২৩৮৯   [৩] দেখিয়া, ২৯৭

[৪] তবে, ২৩৯৪, ২৩৮৯, ২৯৫ ; তোমা, ২৯৭

[৫] সম রাই, ২৯৭

[৬-৬] জবে না দেখিএ, ২৩৮৯. ২৯৭ ; তোমা না দেখিঞা, ২৯২

[৭] অবধি, ২৩৯৪, ২৯৫

[৮] তু, ২৯২ ; তোমা, ২৯৭   [৯] নাহি, ২৯৭

[১০] এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৩৮৯

[১১-১১] তোমা অনুরাগে, ২৯৭

[১২-১২] পিত বাস নিল পরিধান করি গান, ২৩৮৯
" লই " " ২৯৫
পিত বসন পরিআ করিএ গান, ২৯৭

[১৩] এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৩৮৯, ২৯২

[১৪] সুখ, পসং   [১৫] গাগরি, ২৯৭

[১৬-১৬] রাধার, পসং ২৩৮৯

[১৭] এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯২

[১৮-১৮] হামারি মন্ত্রে, পসং ; তোমা°, ২৯২

[১৯-১৯] সদাই জপিএ, ২৯৭ ; °করি, ২৯২

[২০] ধ্যান, ২৯২

[২১-২১] তোমা বিনে আমার, ২৯৭

[২২-২২] সকল য়নর্থ, ২৩৯৪, ২৯৫ ; °সকলি, ২৯৭

[২৩-২৩] সেহ সকলি নৈরাস, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাসিএ তোমার পাসে, ২৯৭

[২৪-২৪] °যন্ত্র, ২৯২ ; তুমি তন্ত্র, ২৯৭   [২৫] মন্ত্র, ২৯৭

[২৬-২৬] সে উচল°, ২৯২ ; মোর উপাসনা রসে, ২৯৭

[২৭] চণ্ডীদাস, পসং, ২৩৮৯   [২৮] কহে, ২৯৭

[২৯-২৯] মরম মত, ২৩৯৪, ২৯৫ ; রিতি, ২৯৭

[৩০] ইহা, পসং ; হবে, ২৩৯৪ ; হই, ২৯৫ ; ইহ, ২৩৮৯ ; পর, ২৯২

[৩১] বুঝিই, পসং, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৩৮৯

[৩২] রস, ২৩৯৪, ২৯৫

[৩৩] এই পঙ্‌ক্তিটি ২৯৭ পুঁথিতে আছে—কাহার আছে বসতি।

পরিশিষ্ট

[১]

ধানশী

"সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল ॥
চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত সময়ে কাক-কোলাকুলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম সুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায় ॥
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।"
চণ্ডীদাস বলে— "সব সুলক্ষণ
বিহি ভেল অনুকূল ॥"

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পদকল্পতরুতে (১৯৭৭ সং পদ দ্রষ্টব্য), বৈষ্ণবপদলহরীতে (২৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এবং পদ-রত্নমালায় (৪০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) জ্ঞানদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে। °তরুর ১৯৭৮ সং পদটিও জ্ঞানদাসের। তাহার কয়েক পঙ্‌ক্তির ভাবের সহিত এই পদের ৪-৭ পঙ্‌ক্তির ভাবের সামঞ্জস্যও লক্ষিত হইবে। বসন খসিছে=তু°—"সঘনে খসয়ে নিবিবন্ধ"। পুলক যৌবন ভার=তু°—"পুলকে পূরয়ে সব অঙ্গ।" বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে—তু°—"বাম নয়ন করু ফন্দ", অথবা—"বাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে" (°তরু, ১৯৭৯ সং পদ)। ইহাতে বোধ হয় এই পদটি জ্ঞানদাসের একাধিক পদের মাল-মসলা লইয়া রচিত হইয়াছে।

---

[২]

বেলাবলী

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলল [১] আসিয়া হৃদয়ে [২] জান ॥
যাহার যেমন [৩] পীরিতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া ॥
মথুরা হইতে [৪] এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি ॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা ॥
কোলেতে [৫] করিয়া নয়ান-জলে
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে ॥
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি ॥

এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা ॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াইল [৬] ঘরে।
ঘুমাকু [৭] বলিয়া যতন করে ॥
তখন [৮] বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা-তীরক বন [৮] ॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইল দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি ॥

	মিলিল, তরু	২	হৃদয়, ঐ
	যেমত, ঐ	৪	হৈতে, পসং
	কোলেত, তরু	৬	শোয়াল, পসং
	ঘুমাক, ঐ		
৮-৮	বাদ, তরু, কিন্তু পাঠান্তরে আছে।		

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রধানতঃ রাধার সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলাই বর্ণিত হইয়াছে, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসের বর্ণনার প্রাচুর্য্য তাহাতে নাই বলিলেও চলে, অথচ এই পদে বাৎসল্য রসের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে কৃষ্ণ রাধার নিকটে দূতী পাঠাইতেছেন, বলা হইয়াছে। এই দূতী কে, তাহার উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বড়াই ভিন্ন আর কাহাকেও দূতী করা হয় নাই। এই পদে বড়াইর নাম থাকিলে একটা সিদ্ধান্ত করা যাইত। এই সকল কারণে পদটি সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পদামৃতসমুদ্রে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রাপ্ত শেষের অংশ হইতে পদটি সংগৃহীত এবং রূপান্তরিত হইয়া পদামৃতসমুদ্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

[৩]

বেলাবলী [১]

রাইএর [২] দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে ॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী ॥
অনেক [৩] যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ-গমন ইচ্ছিল [৪] হরি ॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠায়ল কহিয়া সার ॥
"এখনি আসিছোঁ [৫] মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব [৬] না ভাব চিতে ॥"
অধিক উল্লাসে সখিনী যায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥

১	সুহিনী, তরু	২	রাইক, ঐ
৩	অব, পসং	৪	ইছিল, তরু
৫	আসিছি, তরু	৬	মত, ঐ

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পদকল্পতরুতে "শ্রীকৃষ্ণস্য দশা যথা" এই পর্য্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, ১৯৬৬ সং পদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ মথুরায় গেলে রাধা বড়াইকে দূতী স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোন সখীকে পাঠান নাই (ঐ, ৩৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কাজেই সখীর মুখে রাইএর কথা কৃষ্ণ অবগত হইবেন, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বহির্ভূত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্রই বড়াই দূতীর কাজ করিয়াছেন, রাধা কোন সখীকে কখনও দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন নাই। অতএব এই পদটি সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকাতে ইহাই বুঝা যায় যে, এই পদ রচিত হইবার কালে বড়ু চণ্ডীদাস বর্ত্তমান কালের ন্যায় অজ্ঞাত ছিলেন না। রচয়িতা তাঁহাকেই আরোপ করিয়া পদ রচনা করিয়া থাকিবেন।

[৪]

সুহই [১]

কানুঅঙ্গ-পরশে শীতল হব [২] কবে।
মদন-দহন-জ্বালা কবে সে ঘুচিবে ॥
বয়ানে [৩] বয়ান [৩] দি [৪] কবে সে ধরিবে।
বয়ানে [৫] বয়ান [৫] দিলে হিয়া জুড়াইবে ॥
করে ধরি পয়োধরে [৬] কবে সে চাপিবে।
ঘুচিবে [৭] মনের দুঃখ [৭] সুখ [৮] উপজিবে [৮] ॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে।
চণ্ডীদাসের মনোদুখ [৯] তবে সে ঘুচিবে ॥

[১] বাদ, ২৯২ [২] হবে, পসং
[৩-৩] বয়নে বয়ন ২৯২ [৪] হেরি, পসং
[৫-৫] বয়নে বয়ন, ২৯২ [৬] পয়োধর, পসং
[৭-৭] দুখ দশা ঘুচি তবে, পসং
[৮-৮] সুখ জে হইবে, ২৯২ [৯] দুখ, ২৯২

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে উদ্ধৃত রহিয়াছে। "প্রবাস" পর্য্যায়ে তিনি ইহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার "চণ্ডীদাস" সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র ; এই পদটি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা তিনি লিখেন নাই। এই জাতীয় আরও চারিটি পদ অধুনালুপ্ত পদসমুদ্র হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়া এই পদের পরেই স্থাপন করিয়াছেন। পদাবলীর অন্যান্য মুদ্রিত সংস্করণেও একই পর্য্যায়ে এই সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই সকল গ্রন্থ পরস্পরের আদর্শে সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রথমে এই পদটি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা না জানিলে এই সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

---

[৫]

বিরহ-জ্বরের তাপে ছল ছল আঁখি।
রাইকে বেড়িয়া কান্দে কত শত সখী ॥
রাই মোর যেন কাঁচা সোনা।
ভূমে পড়ি গড়ি যাইছে যেন চাঁদের কণা ॥
চমকি শ্যামের নামে রাই উঠে কত বেরি।
ধূলায় লোটায় যেন সুগন্ধ করবী ॥
কহিতে কহিতে চিতে হৈলা অচেতন।
রাই মূরছিত কাঁদে আর সখীগণ ॥
কহে কবি চণ্ডীদাস বিরহ-বেদন।
এমন বিরহে কেমনে রহয়ে জীবন ॥

দ্রষ্টব্য :—কবি ভণিতার পদ যে সন্দেহজনক তাহা এই গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।

---

[৬]

সিন্ধুড়া

"সখি রে,—
বরষ বহিয়া গেল বসন্ত আওল
ফুটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জয়ে ভ্রমরী যতা ॥
আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন পরশ-রতন-ধন
কাচের সমান ভেল ॥
কোন্ সে নগরে নাগর রহল
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী গুণেতে বেঁধেছে
লুবধ ভ্রমর মোর ॥

যাও সহচরি, মথুরামণ্ডলে
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস হেথা॥"

বিধুমুখী-বোলে সহচরী চলে
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরী সনে ভণয়ে ভর্ৎসয়ে
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

দ্রষ্টব্য :—সখীকে সম্বোধন করিয়া রাধা আক্ষেপ করিতেছেন, এই পরিকল্পনা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। বৈষ্ণবপদলহরীতে এই পদটীর এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়—"সহচরী সনে, ভণয়ে ভর্ৎসয়ে, কবি বড় চণ্ডীদাস।" (ঐ, ১৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে আছে—"কবি বড়ু চণ্ডীদাস।" (ঐ, ২২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কবি চণ্ডীদাস ভণিতার পদ যে সন্দেহজনক তাহা ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।

---

[৭]

সুহই [১]

"বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
আপনা [২] খাইয়া [২] পীরিতি করিয়া [৩]
রহিতে নারিলাম [৪] ঘরে॥

কামনা [৫] করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা [৫]।
মরিয়া [৬] হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥

পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব [৭]
যখন যাইবে জলে॥ [৮]
মুরলী [৯] শুনিয়া [৯] মোহিত [১০] হইবে [১০]
সহজে [১১] কুলের বালা।"
চণ্ডীদাস [১২] কয় [১৩]— তখনি [১৪] জানিবে
পীরিতি কেমন [১৫] জ্বালা॥

১ বাদ, ২৮৯, ৩২৭
২-২ অলপ বয়সে, পসং, ৩২৭ (বএসে)।
৩ করিলাম, ২৮৯
৪ না দিলি, পসং; নারিলাঙ, ৩২৭
৫-৫ সাগরে জাইয়া, কামনা করিব, পুরিব মনের, ২৮৯
৬ মরিএ, ২৮৯ ৭ পুরিব, ৩২৭
৮ এই ৪ পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৮৯ পুঁথিতে আছে—"তিভঙ্গ হইএ, মুরলি পুরিব, রহিব কদম্বতলে। সখিগন সনে, কলসি লইএ, জখন জাইবে জলে॥"
৯-৯ মুরলি সুনিএ, ২৮৯
১০-১০ মুরুছা জাঅবি, ২৮৯; মুরুছা°, ৩২৭
১১ সহজ, পসং ১২ জ্ঞানদাস, ৩২৭
১৩ কহে, ঐ; বলে, ২৮৯
১৪ তবে সে, ২৮৯, ৩২৭ ১৫ বিসম, ৩২৭

দ্রষ্টব্য :—বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ সং পুঁথিতে এই পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।

---

[৮]

ভূপালী

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥

এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা-নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোড়ে॥
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥

টীকা

পঙ্—১১-১৪। বিদ্যাপতিও এই ভাবের পদ রচনা করিয়াছেন (তু°—তরু, ১৯৯৬ সং পদ)।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে তিনি ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। অন্য কোন পুঁথিতে আমরা এই পদটি পাই নাই। পদামৃতসমুদ্র এবং পদকল্পতরুতেও ইহা উদ্ধৃত হয় নাই। পদের ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু কবির "বড়ু" বিশেষণ নাই, আর ইহা রাগাত্মিক পদও নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শেষের অংশ পাওয়া যায় নাই, "রাধাবিরহের" শেষাংশ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, কবি যেন রাধাকৃষ্ণের মিলন পুনরায় সংঘটিত করাইবেন। এই পদটিতেও মিলন বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রাপ্ত অংশ হইতে ইহা সংগৃহীত এবং রূপান্তরিত হইয়া পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে, এইরূপ ধারণাও করা যাইতে পারে।

[৯]

সুহই

ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হইয়া উড়ি যাউ পাখা না দেয় বিধি॥
যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে ছিঁচো না ঘুচে পাথার॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়াইগো কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥
আগুনিতে দেউ ঝাঁপ আগুনি নিভায়।
পাষাণেতে দেউ কোল পাষাণ মিলায়॥
তরুতলে যাই যদি সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মঞি সে হইল নিদয়া॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির ভণিতায় বড়ু এবং বাশুলীর উল্লেখ আছে। পদমধ্যেও বড়াইকে সম্বোধন করা হইয়াছে, এবং কৃষ্ণকেও কানু বলা হইয়াছে। অতএব বড়ু চণ্ডীদাসের কোন রচনা হইতে পদটি সংগৃহীত হইয়া পদাবলীতে স্থাপিত হইয়াছে, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি।

---

[১০]

সুহই

"আর এক বাণী শুন বিনোদিনি,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন কিছুই না জানি
সদাই ভাবিহে তোরে॥

ভজন সাধন করে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময় নিধি॥
ধাওত পীরিতি মদন বেয়াধি
তনু মন হল ভোর।
সকল ছাড়িয়া তোমারে ভজিয়া
এই দশা হইল মোর॥
নব সান্নিপতি দারুণ বেয়াধি
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু আমি সব জান তুমি
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ্ পাথার না জানি সাঁতার
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
যে হয় উচিত তোর॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদে সহজিয়া পীরিতি সাধনের প্রভাব লক্ষিত হয়। আমাদের মতে ইহা সন্দেহপর্য্যায়-ভুক্ত।

[১১]

সখাগণ সনে লয়্যা ধেনুগণে
গেল জবুনার তিরে।
কুটিলে আসিয়্যা কহিচে হাসিয়্যা—
"বাঁশীতে ডাকিল তোরে॥
ধনি, এম(ন) চাতুরি তোর।
রাখালের সাথে গোপত পিরিতে
বেন্ধ্যাচ প্রেমের ডোর॥
সে জখন জায় ফিরি ফিরি চায়
তোমি বসে ঝরকাতে।
আমি সব জানি কুল-কলঙ্কিনি,
কালি দিলি এ কুলেতে॥
সেই হতে তোর শ্রীমুখমণ্ডল
মলিন হইয়্যা গেছে।
চিত চঞ্চল নয়ান জুগল
প্রেমেতে পুরিয়া আছে॥"
চণ্ডীদাস বলে— "কুলবতী হলে
সকলি সহিতে হয়।
এত শুনি ( ) কহে বিনোদিনি
কহিতে উচিত নয়॥"

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩৮ সংখ্যক পুঁথির ৮ম পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত হইয়া এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

টিয়াছে, সেখানে পাদটীকায় পুথির পাঠ উদ্ধৃত
ইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ
নারায়ণপরা মুক্তি নারায়ণপরা গতিঃ।

[১]

রাগশ্রী

কংসরাজ নরপতি জনম লভিয়া ক্ষেতি
অসুর [১]-দলন কৈল ভার।
বসুমতী[২] ভারাক্রান্তে ভাবিতে লাগিলা আন্তে—
"কিসে মোর হইব নিস্তার[৩]॥
সহিতে[৪] না পারি বল কবে জাই রসাতল"—
এইমত ভাবে বসুমতী।
চিন্তিত হইলা মনে— "জাইব কাহাঁর স্থানে[৫]
কাঁহা গেলে ঘুচিব দুর্গতি॥
সুরের[৬] বড় বল ভারে হই টলবল[৭]
কোথা জাব কি করি উপায়।"
তবে তায় বসুন্ধরা মনেতে করিল সারা[৮]—
"জাব যেন ব্রহ্মার সভায়॥
ব্রহ্মা রুদ্র দুই দেবা তাহার করিব সেবা," [৯]
এই মনে চিন্তিত উপাএ।
এই মনে দড়াইয়া চলল আনন্দ হঞা
গেলা সেই দেবের সভাএ॥
চলা পথী[১০] স্বর্গপুরে[১১] ব্রহ্মা রুদ্র একেশ্বরে
কহে ব্রহ্মা মহেশ্বর— "কেন আ
কহ শুনি[১৩] কোন বিব
কহে তবে করপুটে দুইদেব
"মোরে রক্ষা কর দুইজ
"কোন্ প্রয়োজন[১৪] আছে কহ
শুনি তার করিব বিচার
* * * *
কহে তবে বসুন্ধরা হইঃ
শুনি দেব ধরণীর[১৬] ক
শ্রবণ পরশি[১৭] শুনি ব্রহ্মা
চণ্ডীদাস বড় পায় বেথা।

পুথির পাঠ :—

১ অশুর	২ বশুমতি	৩		
৪ শহিতে	৫ শ্থানে	৬		
৭ টলবল	৮ শারা	৯		
১০ পৃথ্থি	১১ সর্গপুরে	১২		
১৩ শুনি	১৪ সনিকটে	১৫		
১৬ ধরনির	১৭ পরশা			

নান্দীশ্লোক :—তু°—
নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাঃ ক্রি
নারায়ণপরো ধর্ম্মো নারায়ণপরা গ
হরিবংশ, ১।

পং ১। কংস :—ভাগবতের ১০।১।২১
টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছে
কংসনাম্না প্রসিদ্ধোঽপি কসিধাতোঃ
অর্থাৎ—"কসি ধাতুর অর্থ হিংসা করা,
স্বভাবেই কংসের জন্ম; হিংসার স্বরূপই
শাস্ত্রি-কৃত অনুবাদ)। ইনি মথুরারাজ

মায়াকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন
বকীর অষ্টম গর্ভে সন্তান জন্মিয়াছে,
য়া কংস কারাগারে উপস্থিত হইলেন
কন্যারূপিণী মায়াকে শিলার উপর
। হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন।
। উত্থিত হইয়া বলিয়া গেলেন যে,
কারী গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।
চানুর, মুষ্টিক প্রভৃতি দৈত্যগণকে
। করিতে বসিলেন। তাহাদের
র কৃষ্ণকে বিষস্তন্য পান করাইবার
ক গোকুলে পাঠান হইল, এবং
তাঁহাকে বধ করিলেন। এই সকল
করিতে কবি মূলতঃ ভাগবতের
অনুসরণ করিয়াছেন।

পুথির পরিচয়

াহিত্য-পরিষদের ১৯৪৯ সংখ্যক পুথি
। প্রকাশিত
ূর্বে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়
দ্দর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই
। প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুথিখানা
খ্যা ২৮, তন্মধ্যে ১২শ এবং
গুলির একদিক্ ছিন্ন অবস্থায়
৬২টি পূর্ণ পদের এবং ৬৩
মাংশের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।
জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া
ন্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে।
কর সাধারণতঃ বাঙ্গালা-উচ্চারণ-
রিয়া

১১।৪)। বর্ত্তমান কালেও আমরা সংস্কৃতের অনুকরণে লিখি "যদি," কিন্তু শব্দটি উচ্চারণ করি "জদি"। এই জাতীয় বর্ণবিন্যাস সর্ব্বত্রই লিপিকরের অজ্ঞতা-সম্ভূত নহে, কিন্তু প্রাকৃত-প্রভাব এবং আমাদের উচ্চারণের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক। পুথি প্রায় সর্ব্বত্রই এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। ষ, স-এর প্রয়োগে, বিভক্তি এবং যুক্তবর্ণগ ইত্যাদি বিষয়েও প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্র পরিলক্ষিত হয়। যেমন—অশুর (=অসুর), শ (=সহিতে), পৃথ্থি (=পৃথ্বী), (১ম পদে শ্রীজন (=সৃজন), শ্রীষ্টি (=সৃষ্টি), (পদে); মন্নন্তর (=মন্বন্তর), বির্ত্তান্ত (=বৃত্তান্ত), ভ্রিঙ্গারের (=ভৃঙ্গারের), (৬ষ্ঠ পদে), ইত্যাদি। আবার কখনও 'হইয়া' স্থানে হঞা, হয়া এবং হআ; আমি অর্থে মুঞি, এবং মুই; কান্দে অর্থে কান্তে, ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। আর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় দেবনাগরী বর্ণমালায় একমাত্র 'অ' বর্ণকে অবলম্বন করিয়া চারিটি স্বরবর্ণ লিখিত হয়, যেমন—অ, আ, ঔ, ঔ। ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি দেশের বর্ণমালায় একমাত্র "অ" বর্ণকেই মূলত অবলম্বন করিয়া যাবতীয় স্বরবর্ণ লিখিত হই থাকে। এই রীতির নিদর্শন এই পুথিতেও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যেমন—অেথাই, অোই, সমঅে (১০ম পদ); তাঅে অভিপ্রাঅে, (১১শ পদ); অোহে, দুঅোর (১৯শ পদ), ইত্যাদি। ইহা যে অনেক স্থলে প্রাকৃত-প্রভাব-জাত তাহা শব্দগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। যেমন, অব-
ওি হইয়া ওই > (অও)